১৫শ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

কার্ত্তিক, ১৩২৪—নবেম্বর, ১৯১৭।

সূচী।

১।	এসেছে তরী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ শেঠ, এল্ এম্ এস্	২৩১
২।	গানের স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	২৩৮
৩।	নমিতা (উপন্যাস)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী	২৩৯
৪।	স্ত্রীর কর্ত্তব্য	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	২৪৫
৫।	শিক্ষিতা স্ত্রী	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, সরস্বতী	২৪৭
৬।	ভ্রাতৃদ্বিতীয়া (কবিতা)	শ্রীমতী সুনীতি দেবী	২৪৯
৭।	পুণ্যতীর্থ	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	২৪৯
৮।	পরিতৃপ্তি (কবিতা)	শ্রীহেমন্তবালা দত্ত	২৫২
৯।	অদৃষ্ট লিপি (গল্প)	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	২৫২
১০।	হিন্দুর তীর্থনিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	২৫৪
১১।	আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?	শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু	২৫৬
১২।	সাধুবচন-সংগ্রহ		২৫৮
১৩।	তপস্যা (উপন্যাস)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	২৫৯
১৪।	অনুতাপ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	২৬৩
১৫।	সংবাদ		২৬৪

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৶০; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৶০;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড, মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲, ৪০৲, ৪৫৲, ৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

ফোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এসরাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন।

১নং ডালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

ব, বো, বিজ্ঞাপন।

বামাবোধিনী-সম্পাদকের পরিচিত।

বিবাহের গহনা।

অর্ডার দিলে সময় মত দিয়া থাকি, বিবাহ ও জন্মদিনের উপহার দিবার উপযোগী নানাপ্রকার ব্রোচ, আংটী, কানফুল, এয়ারিং ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

ঘোষ এণ্ড সন্স।

৭৮।১ হ্যারিসন রোড।

টেলিফোন নং ২৫৯৩।

ব্রাঞ্চ—১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই—

১। অদৃষ্ট-লিপি। ইহাতে অদৃষ্ট-লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য আট আনা।

২। ফুলদানী। অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানাভাবের, নানা রসের, বিচিত্র চিত্রের। মূল্য আট আনা।

৩। শতদল। ভগবদ্-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রকাশিত, সকল সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মূল্য আট আনা।

৪। কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প—গল্পের পুস্তক। ৫। অশোকা—কবিতা-পুস্তক। ৬। হাসি ও অশ্রু—কবিতা-পুস্তক।

ভারতী, প্রবাসী, বামাবোধিনী, জন্মভূমি, হিতবাদী, বসুমতী, নব্যভারত প্রভৃতি সকল মাসিক-পত্রিকায় প্রশংসিত। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

THE ALL-INDIA

Hindu Socio-Religious Association.

General President : H. H. the Maharaja of Durbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members-Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free*; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications, at three-fourth price.

PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE. The General Secretary: Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত

১। ধ্যান-লোক—৸০; ২। তপোবন—৸০; ৩। অঞ্জলি—।০; ৪। সুনীতি-বিকাশ—।০

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত

১। মাধবী—১৲। ২। শিশির—।০

কলিকাতায় ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গুরুদাস লাইব্রেরীতে এবং চট্টগ্রামে ঘাট-ফরাদবেগ—ঠিকানায় জীবেন্দ্রবাবুর নিকটে পাওয়া যায়।

নূতন ধরণের পুস্তক

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত

মূল্য—১।০ "জীবন-সংগ্রাম" মূল্য—১।০

ইহাতে অনেক শিখিবার বিষয় আছে। সংস্কৃত ডিপজিটারীতে (৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) প্রাপ্তব্য।

মণ্ডল ফ্লুট।

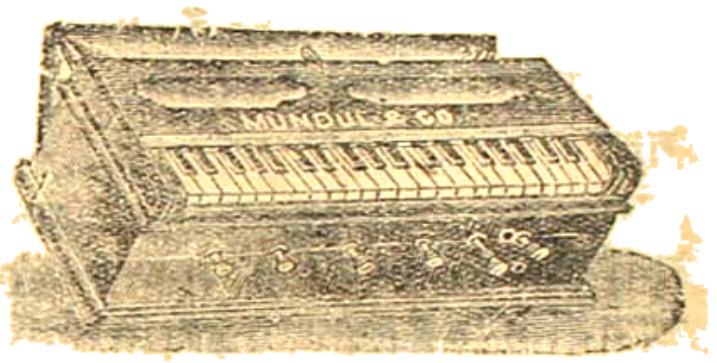

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত — দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু-প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ইঞ্চ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪৲ টাকা। ঐ দুই পেট রীড ৪ ইঞ্চ ৬৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং—৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

মদীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় বলেন, "শ্রীযুক্তবাবু মথুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালায় কবিরাজী সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের যোগ্য প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন, "পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব।

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,
২১ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের জীবন-দশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ষ্টীথসকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে,—মূল্য ৸৵০; —হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

P 302X

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 651. November, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নত:।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫১ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩২৪। নবেম্বর, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

এসেছে তরী।

পারে যাবি কে রে, আয় এসেছে তরী!
এ পারে ফুরাল খেলা, আর তবে কেন বেলা?
বেলা হ'লে হবে যে রে তুফান ভারি;
যাবি যদি চলে আয় এসেছে তরী।

পারে যাবি কে রে, আয় এসেছে তরী;
এ পারে কেবলি শোকে পাগল করিবে তোকে;
কেঁদে কেঁদে চোখে আর রবে না বারি;
এই বেলা চলে আয়, কেন রে দেরি!

পারে যাবি কে রে আয় এসেছে তরী;
আশার কুহকে মাতি ছুটাছুটি দিবারাতি,
তবু আশা পূরিবে না জীবন ধরি!
কাজ নাই, চলে আয় তাহারে ছাড়ি।

পারে যাবি কে রে আয় এসেছে তরী!
মায়ার বাঁধন কাটি তরীতে চলরে ছুটি,
ও-পারে পাবি রে সুখ পরাণ ভরি;—
পারে নিয়ে যাবে বলে এসেছে তরী।

পারে যাবি কে রে আয় এসেছে তরী!
পাপী তাপী যে যথায় সকলে ছুটিয়া আয়,
এ তরীতে নাহি ভয় তুফানে পড়ি,—
এ যে সেই পরমেশ-চরণ-তরী!

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ শেঠ।

গানের স্বরলিপি।

ঝিঁঝিট মিশ্র—একতালা।

তুমি এস হে।
মম বিজন চির-গোপন
দুঃখ-বিতান হৃদি-আসনে,
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
জাগে চেতনা শত বেদনা,
মৃত জীবনে তব পরশে ;
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
লভি শকতি, প্রেম-ভকতি,
তব আরতি করি জীবনে ;
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
আমি তৃষিত, আজি ক্ষুধিত,
যাচি অমৃত তব সকাশে,
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
যত সাধনা, ব্রত-কামনা,
সব সফল তব সাধনে,
তুমি এস হে, তুমি এস হে॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২ ৩ ০ ১
॥ র্সা র্সা পা। ধা ধা -া। পা ধা পা। পধা পা -া ।
(১) তু • মি এ স • হে • • •• • •

২ ৩ ০ ১
। ধা পা -া। মা গা -া। রগা মা -া। -া গা রা ।
(২) তু মি • এ স • হে • • • • • •

২ ৩ ০ ১
। গা রা -া। সা না -া। ধা না সা। -া -া -া ॥
(৩) তু মি • এ স • হে • • • • •

২´　　৩　　০　　১
II সা রা -া। সরগা পমগা -া। গধা পা -া। গপা মা গা I
ম ম • দি • • জ • ন • চি • র • গো • প ন
আ গে • চে • • ত • না • শ • ত বে • হ না
ন ভি শ • • ক • তি • প্রে • ম- ভ • ক তি
আ মি ভু • • বি • ত • আ • ছি ভূ • বি ত
ম ত সা ধ • না • • • ব্র • ত কা • ম না

২´　　৩　　০　　১
I গা মা -া। রগা সা -া। সা -া -া। সা রা -া I
দুঃ খ- • বি • তা • ন • • দু গি •
ম্ র ত • জী • ব • নে • • ত ব •
ত ব • আ • র • তি • • ক রি •
যা চি অ • ম্ • ত • • ত ব •
স ব স • ফ • ল • ত ব •

২´　　৩　　০　　১
I সা রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া I
আ ম • নে • • • • • • • • • • •

২´　　৩　　০　　১
I গা রা -া। সা ন্া -া। সা -া -া। -া -া -া I
(৫) ভু মি • এ স • হে • • • • • •

২´　　৩　　০　　১
I সা রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া I
প ম • শে • • • • • • • • • • •

২´　　৩　　০　　১
I গা রা -া। সা ন্া -া। সা -া -া। -া -া -া I
(৫) ভু মি • এ স • হে • • • • • •

২´　　৩　　০　　১
I সা রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া I
জী ব • নে • • • • • • • • • • •

২´　　৩　　০　　১
I গা রা -া। সা ন্া -া। সা -া -া। -া -া -া I
(৬) ভু মি • এ স • হে • • • • • •

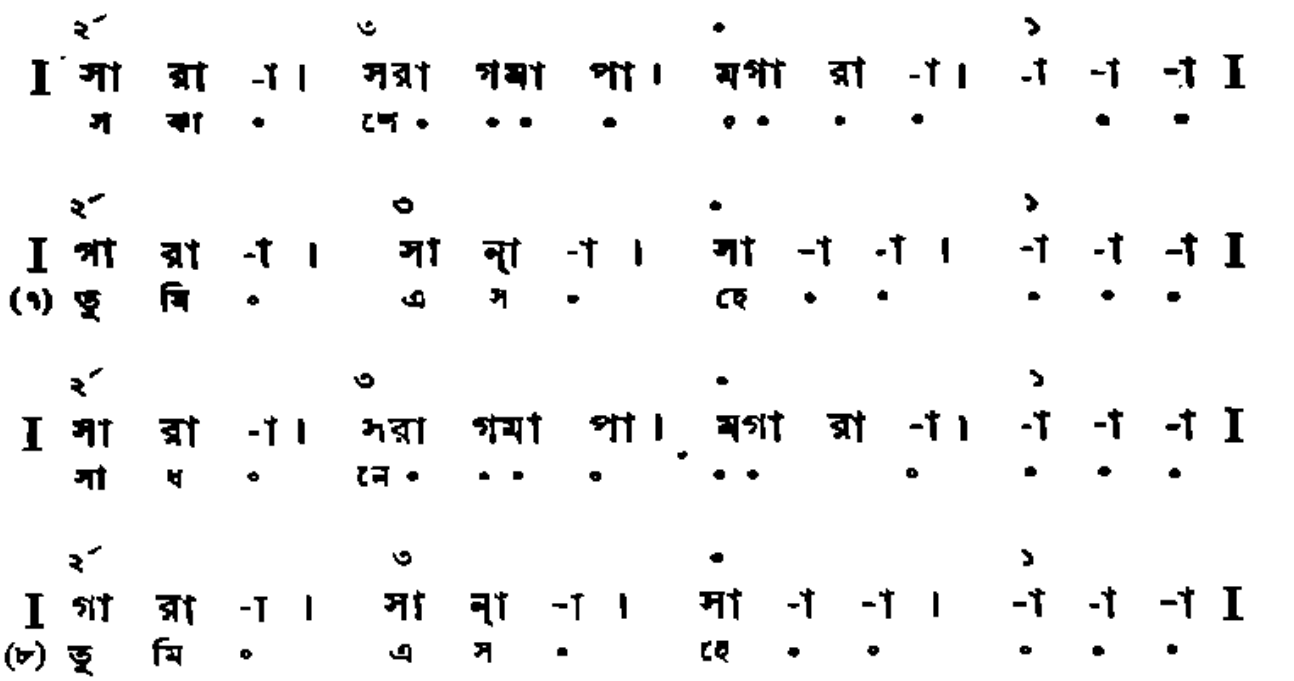

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—৬ নম্বরের "তুমি এস হে" গাহিয়াই ১, ২ এবং ৩ নম্বরের "তুমি এস হে" যথাক্রমে গেয়। তাহার পর, পরবর্ত্তী কলি গেয়। ঠিক এই নিয়মেই ৬, ৬, ৭ এবং ৮ নম্বরের "তুমি এস হে" গাহিবার পরে পরেই, প্রত্যেক বারে ১, ২ এবং ৩ নম্বরের "তুমি এস হে" গাহিয়া, তখন অন্যান্য কলি ধরিতে হইবে। এই নিয়মে, গাহিতে পারিলে এই গানটি ভারি শ্রুতিমধুর হইবে।

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৮)

নির্জ্জন কক্ষে 'সোফা'র উপর আড় হইয়া পড়িয়া নমিতা আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। যদিও যন্ত্রণাধিক্যে তাহার শরীর-মন অস্বচ্ছন্দতায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু বিভিন্ন-ঘটনা-সংঘাতে উত্তেজিত চিন্তাশক্তি, তাহার মনোবৃত্তিগুলাকে ফাঁকে পাইয়া, প্রথমেই তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া ছুটাইল, তাহার সেই প্রত্যহের অভ্যস্ত কর্ম্ম-সংস্কারের দিকে! এই সুন্দর উদ্যম-আনন্দে সচেতন, স্নিগ্ধ-মধুর সন্ধ্যাকাল,—ইহা যে প্রতিদিন রোগি-নিবাসের সেবাব্রতের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, অক্লান্ত উদ্যমে তাহার শ্রম-চর্চ্চা করিবার সময়!—ইহা কি এই সুসজ্জিত আলোকোজ্জ্বল কক্ষের মাঝে সুকোমল 'সোফা'য় পড়িয়া অলস- ও নিশ্চেষ্ট-ভাবে যাপিত করা সহ্য হয়! এ যে বড় কষ্ট-কর আরাম-উপভোগ।

কিন্তু গত্যন্তর নাই! নমিতা প্রাণপণে আপনাকে সংযত করিয়া, নিস্পন্দ হইয়া 'সোফা'র উপর পড়িয়া রহিল। মনে সে ভাবিতে লাগিল, হাঁসপাতালের কথা! তাহার অনুপস্থিতির জন্য হাঁস্‌পাতালে, হয়ত, এতক্ষণ গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে! বেচারী চার্ম্মিয়াম্, হয়ত, খুব ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার জন্য পথ চাহিয়া রহিয়াছে!..... আবার আহা, নমিতার কর্ত্তব্যের অংশভার যাহাদের ঘাড় হইতে বহিতে হইবে, তাহারা ঐ অধিকন্তু খাটুনীর জন্য কত কষ্ট পাইবে! হয়ত, কেহ মনে মনে বিরক্ত হইবে, কেহ প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানাইবে! আবার কেহ বা কটু-কাটব্য-বর্ষণেও হয়ত বা, ত্রুটি করিবে না।

নমিতার আর শুইয়া থাকা পোষাইল না। সে উঠিয়া সোফার উপর সোজা হইয়া বসিল; একবার মনে করিল ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া হাঁস্‌পাতালে হাজির হয়!.....কি তুচ্ছ এই সামান্য দৈহিক যন্ত্রণা! স্মিথের মাতৃস্নেহ-করুণা-মণ্ডিত নয়নে ইহা যতই কষ্টকর-যন্ত্রণা হউক, কিন্তু নমিতার পক্ষে ইহা এখন সত্যই আর বিশেষ-কষ্টবহ বেদনা নহে! কিন্তু সামান্য এইটুকুর জন্য, সৌখীন-ক্লান্তি-অবলম্বনে সে এখানে অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া রহিল, আর সেখানে যে এই অজুহাতে 'দশ-বিশ-লক্ষ' মন্তব্য সংগঠিত হইবে, তাহার কঠিন গুরুত্ব তাহার বড়ই অসহ্য! ছুরির ফলার তীক্ষ্ণ কঠিনতার মধ্যে একটা মহৎ গুণ আছে,—সারল্য। কিন্তু, মানুষের শাণিত রসনার শ্লেষ-ব্যঙ্গ,—না না, সে বজ্র প্যাঁচের নির্দ্দয় তীক্ষ্ণতার ত্রিসীমানায়, কোন-জাতীয় সমবেদনা ভিড়াইতে পারে না!...তবে? তবে উপায়?...

ব্যগ্র ব্যাকুল মনের উপর বজ্র-চমকে স্মৃতি ঝলসিয়া গেল,—ইহা স্মিথের আদেশ! —নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিমর্ষভাবে নমিতা 'সোফা'র উপর আবার শুইয়া পড়িল। থাক্, স্মিথ্ যখন দয়া করিয়া স্নেহের দাবীতে, স্বেচ্ছায় কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন কোনও কথা কহিবার অধিকার নমিতার আর নাই! নিষ্ফল অসন্তোষ দূর হউক্! যা হইবার হইবে। স্মিথ্ বুঝিবেন্! তিনি নমিতাকে নিশ্চিন্ত থাকিবার আদেশ দিয়া গিয়াছেন,—নমিতা দুশ্চিন্তা বিড়ম্বনার বোঝা ঘাড়ে লইয়া এখানে নিরুপায় নিশ্চিন্ততার আরাম ভোগ করুক্। বিপ্লবের ঝড় বাহিরে বহিয়া যাক্!

কিন্তু এই নিশ্চিন্ততার আরামটুকু তাহার গায়ে যে তীব্র ঘৃণা-অস্বস্তির অঙ্কুশ হানিতেছে! নিস্তব্ধভাবে শুইয়া থাকিবার সাধ্য কি? নমিতার মনে হইতে লাগিল, এই যে আরাম-উপভোগ,—ইহা এখন নিতান্তই দস্যুতালব্ধ সম্পত্তির মত অন্যায় অধর্ম্মার্জ্জিত। অন্যের কষ্টভোগ বাড়াইয়া —এই যে নিজের শ্রান্তি-অপনোদন,—ইহা তাহার কাছে বড়ই ঘৃণাকর! কিন্তু স্মিথের স্নেহ-অনুকম্পাটা মাঝখানে জুটিয়া বড়ই গোলযোগ বাধাইয়াছে!

চোখের সম্মুখে মানুষের মুখের ভিড় বেশী জমিলে দৃষ্টিশক্তিটা বাহিরের দিকেই আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হয়, ভিতর দিকে ফিরিবার অবকাশ তাহার ঘটিয়া উঠা দায় হইয়া থাকে।—তা ছাড়া, বাক্‌শক্তির ঝঙ্কার-সংঘাতে চিন্তাশক্তিটা, অনেক সময়, থতমত খাইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। এতক্ষণ নমিতার অবস্থাও কতকটা তাহাই হইয়াছিল। এইবার

স্তব্ধ নির্জ্জন কক্ষের মাঝে কর্ম্মহীন উদাস চিত্তটা আচ্ছন্ন করিয়া ঘুচ্‌রা ঘন্টের আলোড়ন চলিতে চলিতে, সহসা মস্তিষ্ক-যন্ত্রটিকে তীব্র উত্তেজনায় সন্ত্রস্ত-চকিত করিয়া হৃদয়ের মধ্যে গভীরতর দ্বন্দ্ব-বিপ্লব জাগিয়া উঠিল। নমিতার মনে পড়িয়া গেল, ডাক্তার মিত্রের আজিকার ব্যবহার, এবং নমিতার আত্মকৃত আচরণ!

মাথা ঠিক্ করিয়া খুব ভালরূপে সমস্ত ঘটনাটা তলাইয়া ভাবিয়া যথাসাধ্য নিরপেক্ষ হইয়া নমিতা বিচার করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। কোন্‌খানে কাহার কতখানি দোষ আছে, তাহার মাপ জোক পরে হইবে, আগে নিজের ব্যবস্থাটা পরীক্ষা করা হউক্!..... নমিতা হাতের উপর মাথা রাখিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।—না, তাহার আজিকার ব্যবহারটা ভাল হয় নাই; মোটেই ভাল হয় নাই! ন্যায় এবং সত্য যত বড়ই ও মহৎ পবিত্র বস্তু হউক্, কিন্তু পঞ্চভূত-গঠিত এই মাথাটার উপর যাহারা ঊর্দ্ধতন হইয়া আছেন, তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে অসন্তোষ বিরক্তি প্রকাশ করা, যেমনি দুঃসাহসিকতা, তেমনি নির্লজ্জ-ধৃষ্টতা!

নমিতা চুপ করিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল; তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বড়ই গরম বোধ হইতেছিল। জামাটা খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে সে ভাবিল,—না, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; হাঁসপাতালের চাকরী আর নয়। মানুষের নীচতা-সংঘাতে এক ত তাহার মনও অবনত হইয়া পড়িতেছে, তাহার উপর আর একটা নিদারুণ কষ্ট!—যাঁহারা ঊর্দ্ধতন সম্মান-পাত্র,—তাঁহাদিগের ব্যবহারকে ঘৃণা করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তের ঘটনায় ক্ষুব্ধ-বিক্ষিপ্ত হইয়া, চিত্তবিক্ষেপ ঘটাইয়া, তাহার বড় লোকসান হইতেছে। সময়ে সাবধান হওয়া ভাল। ডাক্তার মিত্রের সহিত এই যে মনো-মালিন্য আরম্ভ হইল, ইহার চরম পরিণতি কোথায় গিয়া সমাপ্ত হইবে, কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ, সে ক্ষুদ্রপ্রাণ, ক্ষীণশক্তি মানুষ। প্রতিপক্ষ যখন প্রবল, তখন সন্তর্পণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংস্রব এড়াইয়া চলাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

জামা খুলিতে খুলিতে ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর দেওয়া সেই পত্রখানা নমিতার হাতে ঠেকিল। তাহার মনে পড়িল, তিনি উহা অবসর-সময়ে পাঠ করিতে বলিয়াছেন। এই ত অবসর! নমিতা একবার দ্বারের দিকে চাহিল;—কাহারই আসিবার সম্ভাবনা নাই, বুঝিল। আলো উস্কাইয়া দিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিল। মুহূর্ত্তে সে হত-বুদ্ধি হইয়া পড়িল! দেখিল, পত্রের সহিত দুইখানি নোট! একখানি পঞ্চাশ টাকার ও অন্যখানি পাঁচ টাকার!

নোট-দুইখানার এ-পিঠ ও-পিঠ একবার উল্টাইয়া দেখিয়া নমিতা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রুদ্ধশ্বাসে পত্র পড়িতে লাগিল:—

"বিনীত নিবেদন,

পীড়িত পাচকের আশ্রয়দাত্রী করুণাময়ীর সন্ধান পাইয়াছি। দেবর নির্ম্মলবাবু ছাড়া আর কেহ এ সংবাদ জানে না, জানিবেন। যদি ঘৃণা না করেন, তবে অনুতপ্ত-বেদনার অশ্রুজলের সহিত আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। বেশী লিখিতে পারিতেছি না।

"মুখোমুখী এ প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। আমার মাতার দেওয়া তত্ত্ব প্রভৃতির দরুণ প্রাপ্ত টাকা হইতে পঞ্চাশটি টাকা দিলাম। অতঃপর বালকটির চিকিৎসা-খরচে যাহা লাগিবে, তাহা দিয়া, বাকী টাকা তাহার হাতে দিবেন, এবং যাহাতে সে নির্ব্বিঘ্নে অন্যত্র যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। অন্য সুবিধা না থাকায়, আপনাকেই এ-সব দুঃখভোগের দায়ী করিলাম। নিরুপায়জ্ঞানে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

'আর একটি অনুরোধ। ঠাকুরকে এ বাড়ীতে আর আসিতে দিবেন না; এবং তাহাকে বা অপর কাহাকেও আমার নাম-সংক্রান্ত কোনও কথা জানাইয়া, মর্ম্মপীড়া বাড়াইবেন না। আপনার উন্নত-স্নেহ-ক্ষমা-শীল হৃদয়ের উপর অকপট বিশ্বাস-নির্ভর স্থাপন করিয়া আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম, ভুলিবেন না। ইতি

ক্ষমাপ্রার্থিনী

শ্রীসরমা মিত্র।"

বিস্মিত-সুপ্ত মানুষের 'রগে' অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত বাজিলে, সে যেমন বিকল ও মুহ্যমান হইয়া অর্থশূন্য-দৃষ্টিতে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে, নমিতাও ঠিক তেমনি ভাবে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল!.....মুক্ত স্বাধীনতার হাত ফস্কাইয়া, হঠাৎ তাহার সতেজ ক্রিয়াশীল হৃদ্‌যন্ত্রটা যেন একটা কঠোর পরাধীনতার দৃঢ় নিষ্পীড়নে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। ইচ্ছাধীনভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণের ক্ষমতাও যেন তাহার লুপ্ত হইয়া গেল! নমিতা পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

নিষ্পন্দ-নির্জ্জীবভাবে নমিতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। মাথার ভিতর একটা জটিল গোলমালের প্রলয়-আলোড়ন চলিতেছিল। কিন্তু বিদ্রোহ-সংঘর্ষে হৃদয়াভ্যন্তরে অনুভূতি-প্রবাহে বিরাট বিশৃঙ্খলা বাধিয়া গিয়াছিল; নমিতার মনে হইল, এক মুহূর্ত্তে সে যেন কি একটা অদ্ভুত কিছু বনিয়া গিয়াছে!

অনেকক্ষণ পরে, অতিকষ্টে আত্মদমন করিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। স্মিথের টেবিলের উপর হইতে এক টুক্‌রা কাগজ টানিয়া লইয়া লিখিল, "বাড়ীতে একটা জরুরী কাজ ভুল করিয়া আসিয়াছি, শীঘ্র ফিরিতে বাধ্য হইলাম, ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। আমার হাতে এখন কোন যন্ত্রণাই অনুভূত হইতেছে না, নিশ্চিন্ত থাকিবেন। নমিতা।"

ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর পত্রখানা সন্তর্পণে জামার ভিতর লুকাইয়া, ক্রুশ ও সুতার গুলি হাতে লইয়া, নমিতা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল। বারেণ্ডায় স্মিথের বেহারার সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, সে সেলাম করিয়া জানাইল, "সুশীলকে সে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছে। বিমল-বাবু কার্য্যগতিকে ব্যস্ত আছেন, শীঘ্রই এখানে আসিতেছেন।"

নমিতা রুক্ষস্বরে বলিল, "বহুৎ আচ্ছা! জরুরী কাম্‌কো বাস্তে হাম্ আবি মোকাম্ পর যাতা।—মেম-সাব আনেসে বোলো, টেবিল পর লিখ্‌কে আয়া.....ঔর মেরা হাঁথ্ আবি আচ্ছা হায়।"

মিস্ স্মিথ্ নমিতাকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া ভৃত্যেরা নমিতার সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিত। নমিতা ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতটা

সাবধানে ডানহাতে ধরিয়া, বারেণ্ডার সিড়ি হইতে খুব ধীরে ধীরে নামিতেছে দেখিয়া, বেহারা পুনশ্চ অভিবাদন করিয়া সসৌজন্যে বলিল, "জী, বড়ি আঁন্ধার হুয়া, একঠো বাতি লেকে, আপ্‌কো সাথ্‌—।"

পরের কষ্ট-অসুবিধা ঘটাইয়া, নিজের সুবিধা গুছাইয়া লইতে নমিতার দ্বিগুণ অসুবিধা বোধ হয়! ভৃত্যের প্রস্তাবে সে ব্যস্ত হইয়া, বাধা দিয়া বলিল, "কুচ্‌ কাম নেহি, সাম্‌কো বখৎ বহুৎ আদ্‌মী ঘাঁতে আঁতে হেঁ।—কেয়া ডর!"

বেহারা মাথা নাড়িয়া সমর্থনসূচক স্বরে বলিল,—"বহুৎ—খুব্‌—!"

নমিতা রাস্তায় নামিয়া, যথাসাধ্য দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর অন্ধকার হইলেও আকাশে তারা থাকায়, তাহা তেমন গাঢ় হয় নাই। মোড়ের মাথায় 'লাইট-পোষ্টে'র আলোয় পথগুলি আলোকিত। সংখ্যায় অল্প হইলেও পথে লোক-চলাচল হইতেছিল। নমিতা কাহারো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, বিরাট বিষণ্ণতার ভারে অভিভূতচিত্তে, ক্লান্ত নির্জ্জীবের মত পথাতিবাহন করিয়া চলিল।

দুই তিনটা মোড় ঘুরিয়া, বাড়ীর কাছে শেষ মোড়-মাথায় মোড়ে 'লাইট-পোষ্টে'র নিকট আসিয়া পৌঁছিতেই, সহসা সাম্‌নে হইতে একদল সঙ্গীতমত্ত লোক আসিয়া পড়ায়, নমিতার গতিরোধ হইল। লোকগুলি নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুস্থানী; উৎকট সুরা-দুর্গন্ধের তীব্রঘ্রাণে চমকিত হইয়া নমিতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিল।—সর্ব্বনাশ! ইহারা সকলেই যে অপ্রকৃতিস্থ!

অসহায় নমিতার আপাদমস্তকে, ভয়-ব্যাকুলতার তীব্র কম্পনপ্রবাহ বহিয়া গেল! সন্ধ্যারাত্রে প্রকাশ্য রাজপথের উপর কোনও ভয় নাই সত্য; কিন্তু এমন সন্দিহীন অবস্থায় হঠাৎ সম্মুখে ভয়ঙ্কর কিছু দেখিলে, তাহার মত ক্ষীণশক্তি মানুষের প্রাণ কোন্ সাহসে স্থির থাকিবে! সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র,—ক্ষুদ্রতম উপলক্ষ্য থাকিলেও কথা ছিল; কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা!

দু-পাশে প্রাচীর-বেষ্টিত বাড়ী, পিছনে অন্ধকার গলি! নড়িবার সরিবার পথ নাই, উপায় নাই, সময় নাই! উহারা আসিয়া পড়িয়াছে! নমিতা প্রাণপণে আপনাকে শক্তি সংযত করিয়া, আলোকস্তম্ভের গা ঘেঁসিয়া, আহত হাতখানা আড়াল করিয়া, আড় হইয়া দাঁড়াইল! ঘাড় বাঁকাইয়া নতদৃষ্টিতে রুদ্ধশ্বাসে মাতালদের স্খলিত চরণগতি লক্ষ্য করিতে লাগিল! যদি মত্ততার ঝোঁকে কেহ এই দিকে টলিয়া পড়ে,—তবে হে ভগবন্,—আত্মরক্ষার শক্তি দিও!

ভগবান্, বুঝি, তাহা শুনিলেন। নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী বলিয়াই হউক্, অথবা যে কারণেই হউক্, এই অপ্রকৃতিস্থ মাতালদের দৃষ্টিতে মানুষের মত নিষ্টপ্রকৃতিস্থতা কিছু ছিল। অগ্রবর্ত্তী দুইজন সাম্‌নে নমিতাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত থামাইল এবং সন্ত্রস্ত হইয়া পিছনের 'হুড় মাতাল' সঙ্গীগুলির উচ্ছৃঙ্খলতা সংযত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

পাশের লোকটা মাদিরালস নয়নে চলিতে চলিতে খুবই টলিতেছিল। একটা ছোট হোঁচট খাইয়া, নেশার ঝোঁকে অভিভূত

শরীরটার ভার সাম্‌লাইতে না পারিয়া, সে সবেগে ঘুরিয়া আসিয়া 'লাইট-পোষ্টে'র তলায় আছাড় খাইবার যো করিল।

হঠাৎ পিছনের অন্ধকার গলির ভিতর হইতে আর একজন লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া নমিতার পাশে পৌঁছিল। নমিতার দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া, ক্ষিপ্র সতর্কতায় দুইহাতে পতনোন্মুখ লোকটাকে ধরিয়া ফেলিল। সবেগে এক ঝাঁকুনী দিয়া তাহাকে সোজা করিয়া, রুক্ষস্বরে বলিল "আপ্‌নে ডেরা পর্ চলা যাও ভাই!—"

দলের প্রকৃতিস্থ দুইজন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে টানিয়া লইল। অত্যন্ত অপ্রতিভ-ভাবে সবিনয়ে ক্ষমা চাহিয়া উপর্য্যুপরি সেলাম ঠুকিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় হড়্ বড়্ করিয়া,নানা কথা সে বকিয়া গেল। তাহার মধ্যে একটি কথা নমিতা শুধু বুঝিল,—"আপ্‌কো মঙ্গল হোক্, হামি লোক্ তো আপ্‌কো.. ।"

পরস্পরকে ধাক্কা মারিয়া, ঠেলিয়া, টানিয়া লইয়া; খুব ব্যস্তভাবে তাহারা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

সাহায্য-কর্ত্তাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইবার জন্য ফিরিয়া, তাহার পানে চাহিয়া নমিতা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল! এ যে—সেই, সুরসুন্দর!

সুরসুন্দরও বিস্ময়বিমূঢ়-ভাবে নমিতার পানে চাহিয়া রহিল। প্রথমতঃ সে কথা কহিতে পারিল না; তারপর মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "আপ্‌নি! ছি ছি, বড় ছেলেমানুষী করেছেন ত! এমন সময় একলাটি রাস্তায়...! কাজটা ভাল হয় নি। আমি ভেবেছিলাম, আর কেউ!"

নমিতার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল। অতি-কষ্টে, আরক্ত মুখে সে বলিল, "বুঝ্‌তে পারি নি। ভাগ্যিস, আপনি..., কি উপকার যে করলেন! আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবার ভাষা..."

বাধা দিয়া শুষ্ক ম্লান-মুখে সুরসুন্দর বলিল, "দয়া করে ও-সব বিড়ম্বনা-ভোগের দায় থেকে নিষ্কৃতি দেন! একটু দাঁড়ান, আস্‌ছি।"

সুরসুন্দর দ্রুতপদে পার্শ্বের অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকিল; ক্ষণপরে একজন জীর্ণ-শীর্ণ কুব্জনতদেহ বৃদ্ধের হাত ধরিয়া, সাবধানে তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিল। নমিতা অবাক্ হইয়া দেখিল, বৃদ্ধটি তাহাদের হাস্‌পাতালের মেথর 'রমণার' বৃদ্ধ পিতা —'জীবলাল মেথর'।

নিকটে আসিয়া সুরসুন্দর বলিল, "আপ্‌নি আগে চলুন—।" নমিতা বিনা-বাক্যে চলিতে লাগিল। সুরসুন্দর মৃদু-স্বরে বলিল, "স্মিথের কুঠিতে খোঁজ নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে আস্‌ছি; স্মিথ্ বলে দিলেন, কাল সকালেই একখানা দরখাস্তে সই করে ক্লার্কের কাছে পাঠাবেন, সাহেব সাতদিন ছুটি দিতে রাজি হয়েছেন।...আর সমুদ্রপ্রসাদ কাল সাড়ে ছ'টার সময় গিয়ে আপনার হাতটা ধুয়ে দিয়ে আস্‌বে, বলে দিয়েছি।"

নমিতা বলিল, "ধন্যবাদ! আমার 'ডিউটী'টা কার হাতে পড়্‌ল, জানেন?"

সুরসুন্দর বৃদ্ধের হাত ধরিয়া একটা উঁচু নালী পার করাইতে করাইতে বলিল, "আমার; সঙ্গে ছোট কম্পাউণ্ডার দেবীশঙ্কর থাক্‌বে।"

ইতস্ততঃ করিয়া নমিতা বলিল, "ডাক্তার

মিত্র কিছু বলেন নি ত? আপনি দেরী করে যাওয়ার জন্যে?"

ম্লানমুখে ঈষৎ হাসিয়া সুরসুন্দর বলিল, "ডাক্তার-সাহেবকে কে কি বলেছেন বুঝি! সাহেব কি বলেছেন, জানি না। ওরা ত বলাবলি করছিল। স্মিথ্ শুনে চটে গেছেন,... তাই আপনাকে তাড়াতাড়ি 'এ্যাপ্রিকেশনের' কথা বলতে পাঠালেন।... যাক্, ও-সব বাজে কথা শোনবার জন্যে কান পেতে বসে থাকলে ত কোনই কাজ করবার সময় পাওয়া যাবে না। শীঘ্র চলুন।"

নমিতা শীঘ্র চলিতে লাগিল। বলিবার মত কোন কথা সে হাতের কাছে খুঁজিয়া পাইল না; অগত্যা চুপ করিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ডাক্তারবাবুর কি চমৎকার স্বভাব!

কিন্তু থাক্, সে-সকল আলোচনা লইয়া আর চিত্তগ্লানির উদ্বর্তনে কাজ নাই। পরের দোষ-ত্রুটির চর্চ্চায় ক্রমাগত দৃষ্টিশক্তিকে খাটাইলে, শেষে হয়ত সাঙ্ঘাতিক চক্ষুঃ-পীড়া আবির্ভূত হইবে।...অতএব এ-সকল বিষয়ে খানিকটা পাশ কাটাইয়া চোখ্-কাণ বুজিয়া থাকাই ভাল। নমিতা মনটাকে ধমক দিয়া শান্ত-নিরীহ বানাইয়া লইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

উঁচু নীচু অসমতল পথে চলিতে ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ জীবলাল ক্রমাগতই ঠোকর খাইতেছিল। সুরসুন্দর সতর্ক হইয়া তাহাকে সাম্লাইয়া লইতেছিল। এইবার তাড়াতাড়ি চলার জন্য বৃদ্ধ অসাবধানে একটা বড় রকম হোঁচট খাইয়া টলিয়া পড়িবার উপক্রম করিলে সুরসুন্দর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বুক পাতিয়া নিঃশব্দে তাহার বার্দ্ধক্য-জীর্ণ অসমর্থ দেহের ভারটা সাম্লাইয়া লইল। তাহার কাঁধের উপর বৃদ্ধের মুখ থুব্ড়াইয়া গেল। সুরসুন্দর তাহাকে সোজা করিয়া, তাড়াতাড়ি দাড়িতে হাত বুলাইয়া দিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "বড়া লাগল তৈ?"

"নেই বাপ্, কুছ নেই!—"এই বলিয়া সজোরে মাথা নাড়িয়া বৃদ্ধ আঘাত-বেদনাটা অস্বীকার করিয়া প্রীতি-কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল বদনে বলিল, "জীতা রও বাপ্, আজ তোম্কো নেহি মিল্নেসে হাম্ তো রাস্তে পর মর্ যাতা—।"

সুরসুন্দর সে কথায় কান দিল না; মাথা হেঁট করিয়া ঘাড় বাড়াইয়া দিয়া বলিল, পাকড়ো হাম্রা কান্ধা।—হাঁ চলো।.. মিস্ মিত্র,একটু আস্তে—।"

নমিতা নীরবে মুখ ফিরাইয়া একবার মুগ্ধ-করুণ দৃষ্টিতে উভয়ের অবস্থাটা দেখিয়া লইল; তারপর আবার পূর্ব্বের মত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

সম্মুখ হইতে আর একদল লোক আসিল। নির্ভয়ে ক্রীড়ারত কপোত-শিশু অকস্মাৎ সম্মুখে উদ্যত-নখর বাজপাখী দেখিলে যেমন সভয়ে চমকিয়া উঠে,—কে জানে কেন, অন্যমনস্ক নমিতাও আজ হঠাৎ দস্তজায়ার মুখপানে চাহিয়া, অন্তর-মধ্যে তেমনিতর একটা তীব্র-চমক খাইল! কি কহিবে ভাবিয়া পাইল না; তাড়াতাড়ি আঁচলটা টানিয়া ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতখানার উপর ঢাকা দিল।

সাচ্চা জরির 'বাদ্লা' বসান, লেসের বিপুল আড়ম্বরশ্রী-যুক্ত, মূল্যবান্ জ্যাকেট ও সাড়ির খস্খসে শব্দের সহিত জুতার খট্খট্

শব্দ মিশাইয়া, স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষগম্ভীর কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য স্নিগ্ধ-কোমল করিয়া, হাসি-হাসি-মুখে গল্প করিতে করিতে দত্তজায়া আসিতেছিলেন। সঙ্গে ডাক্তার মিত্রের 'মনের মত' পরিহাস-রসিক বন্ধু, স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকীলের কীর্ত্তিমান্ বংশধর 'নিরেট বধা'-নামে বিখ্যাত 'হিতলালবাবু', সৌখীন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিতেছিলেন। দত্তজায়ার ভৃত্য আলো হাতে লইয়া আগে আগে আসিতেছিল।

পিছনে আর তিনজন পথিক তাঁহাদের আলোয় পথ দেখিয়া আসিতেছিল। তাহাদের একজন বৃদ্ধ, একজন যুবা ও অপরটি কিশোর বালক। বৃদ্ধটি বিরক্তি-কুটিল দৃষ্টিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দত্তজায়াকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। যুবাটি সহরে ফাজিল ;—সে দ্বিজপরবর্ত্তী হাসি-মাখা মুখে ও বক্র কটাক্ষে একবার হিতলাল-বাবুকে ও একবার দত্তজায়াকে দেখিতেছিল, আর ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গীর সহিত নানা ছাঁদে কাশিতে কাশিতে হাসিতেছিল। বালকটি নির্ব্বোধ; সে কৌতূহল-বিস্ফারিত নয়নে তাহাদের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া চলিতে চলিতে বারংবার হোঁচট খাইতেছিল।

চকিতদৃষ্টিতে পিছনের লোক-তিনটির পানে চাহিয়া নমিতার আড়ষ্টরিক সঙ্কোচ চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল! ক্ষুব্ধদৃষ্টিতে একবার দত্তজায়ার পানে চাহিয়া সে মাথা হেঁট করিয়া, কুণ্ঠিতভাবে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

সুরসুন্দর চোখ তুলিয়া একবার তাঁহাদের সকলকে দেখিয়া লইল। বন্ধুপ্রীতির অনুরোধে হিতলালবাবু প্রায়শঃ হাঁসপাতালে ডাক্তারদের বসিবার ঘরে আসিয়া আড্ডা দেন। সুতরাং, হাঁসপাতালের সকলেই তাঁহাকে চেনে। সুরসুন্দর তাঁহাকে একটা ছোট নমস্কার করিয়া চোখ নামাইল। তারপর বৃদ্ধ মেথরের পায়ের নীচেকার পথটা সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ভাবে নিরীক্ষণ করিতে সে সবিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

ক্ষুদ্র গোল গোল চোখের তীব্র প্রখর দৃষ্টি হানিয়া দত্তজায়া একবার সুরসুন্দরকে ও একবার নমিতাকে দেখিয়া লইয়া কর্ত্তৃত্ব-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল সব?"

নমিতা কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, দত্তজায়ার ভৃত্যটি হাতের লণ্ঠনটা বৃদ্ধ মেথরের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া, অকুণ্ঠিত স্পর্দ্ধায় উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "বা বা, কম্পাউণ্ডার-সাহেব, 'ভঙ্গিকো' হাঁথ পাকড়'কে আপ্ কৌন 'স্বরগো'মে লে যাতা?"

কোন্ স্বর্গে লইয়া যাইতেছে; তাহার নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক বিবেচনায় সুরসুন্দর চুপ করিয়া রহিল। বৃদ্ধ মেথর লজ্জায় 'এত-টুকু' হইয়া কুণ্ঠিতহাস্যে বলিল, তাহার পুত্র রমণার আজ 'জান্ খাবার' হইয়াছে, তাই সে তাহার 'উর্দ্দিপর কাম বাজাইতে' 'সার্জ্জি-ক্যাল ওয়ার্ডে' গিয়াছিল; রাত্রি হইয়া যাওয়ায় 'অন্ধা বুড়াকে' দয়া করিয়া কম্পাউণ্ডার-সাহেব দিয়াশলাই কাঠি জ্বালিয়া পথ দেখাইয়া আনিতেছিলেন, কিন্তু বাক্স খালি হওয়ায়, অবশেষে হাত ধরিয়া পথটুকু পার করিয়া দিতেছেন।

নমিতা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে বৃদ্ধের পানে চাহিয়া তাহার কথাগুলা শুনিয়া লইল; দত্তজায়ার কথার উত্তর দিতে ভুলিয়া গেল।

দত্তজায়া পুনশ্চ বলিলেন, "তুমি কি হাস্‌পাতাল থেকে আস্‌ছ ?"

নমিতা সংক্ষেপে বলিল, "না; স্কিথের কুঠি থেকে আস্‌ছি; হাস্‌পাতালে যেতে পারি নি।"

দত্তজায়া ব্যগ্রভাবে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন। খুব সম্ভব, তাহা কৈফিয়তের "কেন ?"—কিন্তু হিতলালবাবু মাঝে পড়িয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "আজ তা হ'লে আপনাকে আর হাস্‌পাতালে যেতে হবে না ? বেশ ত, চলুন না তা হ'লে আমাদের ওখানে তাসটাস খেলা যাক্। ব্যারিষ্টার পিয়ার্সনের মেয়ে মিস্ এলিন্ আস্‌বেন, আরও অনেক ভাল ভাল লোক থাক্‌বেন। চলুন সকলের সঙ্গে 'ইণ্ট্রোডিয়ুস করে দেব আপনার; চলুন চলুন...।"

স্বল্প-পরিচিত ভদ্রসন্তানটির নিকট অতর্কিতে এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের তাড়া খাইয়া নমিতা হঠাৎ থতমত খাইয়া গেল। হতবুদ্ধির মত ক্ষণেক নির্ব্বাক্ থাকিয়া, কোনওরূপে আত্মদমন করিয়া শিষ্টভাবে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিল, "তাসখেলা...ক্ষমা করুন্।"

হিতলালবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কেন, আপত্তি কি ?"

নমিতা গোলে পড়িল; ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বাড়ীতে বড় কাজ আছে। না হ'লে, এ সৌভাগ্য···!"

হিতলালবাবু পরম আগ্রহে বলিলেন, "বাজে ওজর রাখুন। বাড়ীতে কাজ মানুষের চিরদিনই থাকে, তা বলে কে আর···। এই ত মিসেস্ দত্ত যাচ্ছেন, ডাক্তার প্রমথবাবুও এখুনি আস্‌বেন। আপনাকে নিয়ে যেতে পার্‌লে 'পার্টি' জম্‌বে ভাল। আপনার কথা আমরা প্রায়ই বলাবলি করি। ব্রুক বলেন মিসেস্ দত্ত! হা—হা—হা—!" এইরূপে তিনি খাম-খেয়ালি কৌতুকে জোর গলায় হাসিয়া উঠিলেন। দত্তজায়ার দৃষ্টিতটে অপ্রসন্নতার মেঘ ঘনাইয়া উঠিল; কোনওমতে অনিচ্ছায় দমন করিয়া তিনি মোসাহেবের তোষামোদের সুরে একটু খাপ্‌ছাড়া হাসি হাসিয়া মাথামুণ্ড উত্তর যোগাইলেন,"—বিলক্ষণ।"

সে-কথার অর্থটা এ-ক্ষেত্রে কিরূপ ভাবব্যঞ্জক হইবে, তাহা দত্তজায়া স্বয়ং বুঝিলেন কি না সন্দেহ, কিন্তু একটা কিছু বলা ত চাই, তাই তিনি যাহা মুখে আসিল তাই বলিলেন।

হিতলালবাবুর সে হাসি নমিতার সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নমিতার মনে পড়িল যে ছেলেবেলায় সে তাস খেলিতে খুব ভাল বাসিত বটে, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সে আর তাস হাতে করে নাই। নমিতা মনটা চাঙ্গা করিয়া লইল। সবিনয়ে সেই কথাটা ব্যক্ত করিয়া এ প্রসঙ্গের মুড়া মারিয়া দিয়া নমিতা বিদায় লইবার সঙ্কল্প করিল; কিন্তু তখনই পরিহাস-রসিক হিতলালবাবুর ঘৃণিত-কঠোর হৃদয়হীনতার হাস্য-লাঞ্ছিত প্রকাণ্ড মুখখানার উপর দৃষ্টি পড়িতেই মন দমিয়া গেল। অসম্ভব! না, কিছুতেই না! এখানে সে-কথা ব্যক্ত করিয়া উহাদের উপহাস-হাস্য-বিচ্ছুরিত রঙ্গদার যুক্তি তর্ক উপদেশ শুনিয়া সে হৃৎপিণ্ডের কাঁচা ঘা-টা বেত্রাহত হইতে দিবে না! তাহাতে মিথ্যা কহিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে হয়, সেও

ভাল! নমিতা ধীরভাবে বলিল, "আমি তাস খেলতে জানি না।"

হিতলালবাবুর উৎসাহ অসীম! তিনি ব্যস্তভাবে বলিলেন, "না জানেন, সেই নেই; আমি শিখিয়ে দেব। চলুন। রাতদিন মেথর-মুদফরাসের সঙ্গে মড়া ঘেঁটে মনটা জেরবার্ হয়ে পড়ে না। একটু আধটু বেড়ান চাড়ান চাই বই কি? আপনার মত বয়েসের লোকের এমন কোটর-প্রিয়তা আমি কারুর দেখি নি! সব অনাসৃষ্টি! চলুন, আজ আর ছাড়্‌ছি নে, বড় বড় লোকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেব। এও ত একটা কম লাভ নয়!"

এমন প্রবল প্রলোভন, প্রচণ্ড সহৃদয়তা, ক্ষীণপ্রাণা নমিতার পক্ষে বড়ই বিষম অসহ্য ঠেকিল! তা ছাড়া, ভদ্রলোকের অনুরোধ ক্রমশঃ ধৃষ্টতার অঙ্কে গড়াইয়া আসিতেছে দেখিয়া নমিতা মনে মনে বেশ একটু শঙ্কিতাও হইল। দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "এখন আমি যেতে অক্ষম। বাড়ীতে অসুখ বিসুখ। তাছাড়া, নিজের হাতে ক্রুশ বিঁধে যাওয়ার অল্পক্ষণ হোল স্মিথের কাছে 'অপারেশন' করিয়ে আস্‌চি। কিছু মনে কর্ব্বেন না। নমস্কার।"

কাপড়ের আড়াল হইতে 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতটা বাহির করিয়া সসৌজন্যে নমস্কার করিয়া নমিতা তাড়াতাড়ি সুরসুন্দরের দিকে চাহিয়া বলিল, "আসুন।" নমিতা অগ্রসর হইল। সুরসুন্দরও বৃদ্ধকে লইয়া চলিল।

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে উভয়ের পানে চাহিয়া দন্তজায়া অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন। সুরসুন্দর ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, হিতলালবাবু তীব্র ঈর্ষাকুল কটাক্ষে তাহারই পানে চাহিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বকিতে বকিতে যাইতেছেন। সুরসুন্দরের দৃষ্টিতে ক্ষিপ্ত-ঘৃণার বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল। সে সবেগে মুখ ফিরাইল!

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

বিংশ অধ্যায়—পশুপক্ষি-প্রতিপালন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কুকুর।—

অনেকে কুকুরের গাত্রে একটা জামা পরাইয়া তাহাকে বাটীর বাহির করেন। শৈত্য-নিবারণই এরূপ প্রথার যুক্তি। আব্-হাওয়ার তারতম্যানুসারে কুকুরের সর্দ্দি হওয়া সম্ভব; কিন্তু আমার মতে আব্-হাওয়ার সর্দ্দি ততটা সম্ভবপর নহে, যতটা আর্দ্র গৃহে। সত্য বটে, কুকুরে শৈত্য পছন্দ করে না। ইহার প্রমাণ এই যে, দ্বারের সম্মুখে যথায় বায়ু-স্রোত প্রবাহিত, তথায় কুকুর কখনও থাকিবে না; বরং শয্যার উত্তাপে শুইয়া থাকিতেই পছন্দ করিবে। ইহাতেই বোধ

হয় যে, শৈত্য কুকুরের মনোমত নহে। কিন্তু তা বলিয়া যে, তাহার একটা কাপড়ের জামা আবশ্যক, তাহা আমি বিবেচনা করি না। কুকুরের গৃহ আর্দ্র না হইলেই হইল।

কুকুরেরা যেমন শৈত্য পছন্দ করে না, তদ্রূপ তাহারা গরমও পছন্দ করে না; সুতরাং, প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় কুকুরকে বাঁধিয়া রাখাই বিধি। কুকুরকে স্নান করান উত্তম প্রথা নহে। তাহাকে মাসে একবার স্নান করাইলে যথেষ্ট হইবে; কিন্তু প্রত্যহ তাহার চুল আঁচড়ান আবশ্যক। স্নান করাইতে হইলে, শীতকালে বেলা ১২টার সময় এবং গ্রীষ্মকালে ৯টার সময় স্নান করান উচিত। অনন্তর তাহার গাত্র মুছাইয়া দেয়া যুক্তিযুক্ত। সাবান্ দ্বারা কুকুরের গাত্র পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তদ্দ্বারা কুকুরের কেশের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়। সাবান যেমন মানবের কেশের ক্ষতি-কারক তেমনি তাহা কুকুরের চুলের। ডিম্ব লাগাইলে কুকুরের চুলের পরিচ্ছন্নতার বৃদ্ধি করে। চুলে পোকা হইলে প্রত্যেক ডিমের কুসুমে এক চামচ তারপিন তৈল মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে পোকা মরিয়া যায়।

কুকুরকে কখনও কেবলমাত্র ভাত বা রুটি খাওয়াইয়া রাখিবে না কুকুরেরা মাংসাশী জন্তু। তাহাদিগের দাঁতই এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক: সুতরাং, তাহাদিগকে মাংস হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। মাংসে হলিদ্রা বা গরম-মশলা দিবে না। পরন্তু সপ্তাহে খাদ্যের উপর এক চামচ গন্ধক-চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। কুকুরেরা অস্থি বড় ভালবাসে। সুতরাং, মাংসের সহিত একটু অস্থি দেওয়া বিধেয়। কুকুরের জন্য জল এরূপ স্থানে রাখিবে যেন সে তাহা জানিতে পারে। কুকুর যদি খাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করে, তবে তাহাকে খাওয়াইবার কখনও চেষ্টা করিবে না। অজীর্ণ হইলে কুকুরেরা খাইতে চাহে না। অনাহার-দ্বারা উক্ত রোগের প্রতিকার করিতে চাহে। সুতরাং, সেরূপ স্থলে খাইতে দেওয়া অনুচিত।

কুকুরের রোগের ঔষধি।

দাস্ত—দাস্ত করাইতে হইলে এক চামচ শুষ্ক লবণ কুকুরের মুখে দিলে তাহার দাস্ত হইবে।

দুর্গন্ধ :—দুর্গন্ধ হইলে রুক্ষ লবণ ½ ছটাক ঐ হীরেকশ ½ ছটাক একত্র করিয়া আট আনা পরিমাণ খাদ্যের সহিত খাইতে দিবে।

অজীর্ণ :—খয়ের এক ড্রাম, খড়ি ২ ড্রাম, মিশ্রিত দারচিনি ও লবঙ্গ ½ ড্রাম, অহিফেন ৬ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া ১২টী বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং একটি করিয়া বটিকা দিনে তিন বার তাহাকে দিবে।

জ্বর :—কুইনেন ২০ গ্রেণ সেবন করানই বিধি।

কৃমি :—কৃমি হইলে ১২ ঘণ্টা কুকুরকে কিছুই খাইতে দিবে না। অতঃপর ওজন করিয়া প্রতিপাউণ্ড ওজনের গুরুত্বে এক গ্রেণ করিয়া সুপারি-চূর্ণ খাওয়াইয়া এক ঘণ্টা পরে রেড়ির তৈল পূর্ণ মাত্রায় খাওয়াইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

শিক্ষিতা স্ত্রী।

(ইংরাজী অবলম্বনে)

"আমি আপনার সহিত একমত হ'তে পাচ্ছি না। শিক্ষিতা স্ত্রী একটী অভিশাপ"—রামদাসবাবু মাথা নাড়িয়া এই কথা কহিলেন।

"তাই কি? কেন?—কিসে?"—এই বলিয়া মিষ্টার বসু হাসিলেন।

রা। তবে শুনুন; প্রথমতঃ, তা'রা বড় ব্যয়বহুল।

বসু। কোন্ বিষয়ে?

রা। অনেক বিষয়েই অনেক ব্যয় কর্‌তে হয়, তাদের জন্যে।—শিক্ষিতা স্ত্রীর হাল্ 'ফ্যাশানে'র সৌখীন পোষাক অন্ততঃ মাসে একবার নূতন হওয়া চাই; তা'র 'পাউডার' চাই, 'পমেটম' চাই, সাবান চাই, ক্রিম চাই, ল্যাভেণ্ডার চাই, নানাপ্রকার সুগন্ধি এসেন্স চাই। তারপর হাওয়া খেতে 'মোটর কার' চাই, 'এয়ারোপ্লেন'—'সবমেরিন' সবই চাই।

বসু। আরও কিছু?

রা। আচ্ছা, আপনি যদি এইভাবে আমাকে বাধা দেন, তবে কিছু বল্‌বো না।

বসু। ক্ষমা কোর্‌বেন ম'শায়। আমি আপনাকে বাধা দিচ্ছি না; কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা কর্‌তেছি—তারপর?"

রা। শুনুন, তা'র হারমোনিয়ম চাই, পিয়ানো চাই; সেতার, এসরাজ, বেজো, বেহালা কত কি চাই! কাজের মধ্যে তিনি প্রেমসঙ্গীত গাইবেন, আর কেবল বাজে গল্প করে, সভাসমিতিতে গিয়ে সময় কাটাবেন। এই জন্যে আমি, ম'শায়, শিক্ষিতা স্ত্রী মর্ম্মে মর্ম্মে অপছন্দ করি।

বসু। তবে আপ্‌নি বলতে চান্ যে, পরিণীতা স্ত্রীটীর বিনা মাইনের নির্ব্বাক্ চাকরাণী হওয়া উচিত?

রা। না হে, ম'শায়, তা নয়, সে কথা কে বলে?"

বসু। কিন্তু আপ্‌নি এখুনি বল্লেন যে, আপনি শিক্ষিতা স্ত্রী পছন্দই করেন না।

রা। না, না! আমার বল্‌বার সে অর্থ নয়! আমি বল্‌ছি, স্কুল-কলেজে পড়া স্ত্রী ভাল নয়। আমি মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে নই।

বসু। আহা! তাই বলুন না কেন? আপনি যে নিজের সীমা সংকীর্ণ করে ফেল্‌-চেন!—বলুন ত, কলেজে পড়া সকল মেয়েরাই অপরিমিতব্যয়ী?"

রা। হাঁ, প্রায় সকলেই বটে!

বসু। তবে বলুন, আপনি তাদের মধ্যে কতজনকে জানেন?

রা। জানি, এই দু' একজন।

বসু। ওঃ! তবে আপনার এ বিষয়ে জ্ঞানের ভিত্তিই স্থাপিত হয় নি। ব্যক্তি-বিশেষের অভিজ্ঞতার উপর—?

রা। না না, ঠিক্ তাই নয়। আপ্‌নি যে কোনও শিক্ষিত ভারতবাসীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমার মতের সমর্থন কর্‌বে।

বন্ধু। হাঁ, সে খুব কম; অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক! আপনি বল্‌ছেন, "যে কোনও শিক্ষিত ভারতবাসীকে।" আচ্ছা, আমি একজন শিক্ষিত ভারতবাসী। কৈ, আমি ত সমর্থন কর্‌ছি না! আর আমার স্ত্রীকে ত আপ্‌নি জানেনই! তিনিত একজন গ্রাজুয়েট? কিন্তু কৈ তিনি কখনও ত প্রতিমাসে—এমন কি প্রতিবৎসরেও বহুমূল্য পরিচ্ছদ বা অলঙ্কারের প্রার্থনা করেন না! অথবা 'মোটর কারে'র জন্ত আব্‌দারও করেন না। বরং আমার সংসারের তিনি এমন সুব্যবস্থা করে চালান, যাতে আমি—।" পত্নী-গুণমুগ্ধ বন্ধু-মহাশয়ের পত্নীর গুণব্যাখ্যা রামদাসবাবুর আর সহ্য হইল না। তিনি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "আপনার কথা ছেড়ে দিন। ও রকম সকলের হয় না। কিন্তু তথাপি শিক্ষিতা স্ত্রী নিয়ে সংসার করা বহু-ব্যয়-সাপেক্ষ।

বন্ধু। কোন্ কোন্ বিষয়ে বলুন?

রা। সকল বিষয়েই।

বন্ধু। অনুগ্রহ ক'রে স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করুন্, দেখি।

রা। শিক্ষিতা স্ত্রীরা আয় অপেক্ষা অনর্থক ব্যয় অধিক করেন।

বন্ধু। কেন? শিক্ষার গুণে কি তাদের আয়-ব্যয়ের জ্ঞানের অভাব ঘটে? তারা কি আপন স্বামীর ধন-সকল ছড়িয়ে উড়িয়ে নষ্ট করে ফেলে দেয়? শ্রমভ্রান্ত শরীর-মনকে মধ্যে মধ্যে নির্দ্দোষ আমোদ-আহ্লাদে প্রফুল্ল করার জন্ত সঞ্চিত দু'এক পয়সা খরচ কর্‌লে বিশেষ ক্ষতি হয় না, বরং লাভ আছে;—কর্ম-ক্ষেত্রে মন বসে ভাল। তোমরা 'থিয়েটার' যাবে, 'বায়স্কোপে' যাবে, স্বাধীনভাবে, সংসারের যেখানে যে আনন্দটুকু আছে, সে সকল অবাধে ভোগ কর্‌বে, আর নিজ-পক্ষ-রক্ষার জন্তে বল্‌বে পুরুষ-মানুষের এত কর্ম-ময় জীবনে ক্লান্তিদূর আর আরামের জন্ত এ সকল চাইই। কিন্তু তোমার সঙ্গে সমান সুখ-দুঃখের ভাগী, সাংসারিক কাজে অশ্রান্ত পরিশ্রমী, একই ভাবে যার সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কাটে, তোমার সেই সৌখশায়িকী স্ত্রীর আনন্দ উপভোগের জন্ত কি রাখ? একটু আমোদ আহ্লাদ উপভোগ করলে, একটু সুশিক্ষা পেলে অনেক সময় তার চিত্তভার লঘু হয়। তুমি তাতেও খড়্গহস্ত! তুমি কি তাকে একটি কলকারখানার জড় পদার্থের, বা ক্রীত-দাসীর মত রাখ্‌তে চাও? তুমি দেখছই, আমি আমার নিজের স্ত্রীকে 'বায়স্কোপ' প্রভৃতি সব দেখিয়ে আনি, মধ্যে মধ্যে।

রা। না, না। আমি তোমাকে উদ্দেশ্য করে বল্‌ছি না। আমি সাধারণের কথা বল্‌ছি। আমাদের সমাজের বিশৃঙ্খলা দেখে।

বন্ধু। সব সময় স্ত্রীকে অন্তত্র নিয়ে গিয়ে আমোদ দিবারই বা কি আবশ্যকতা? তিনি নিজের ঘরেই যথেষ্ট আমোদ পেতে পারেন। আর বাহিরে মেয়েদের যাওয়াও সকল সময়ে হিতকর নয়! তাকে বাড়ীতে বসে নিজের ঘরে গান-বাজ্‌না প্রভৃতি কর্‌তে দাও, উপদেশপূর্ণ পুস্তকের সাহায্য দাও, লেখা-পড়া কর্‌তে দাও, নিজে তার শিক্ষার সাহায্য করে দাও, তার সঙ্গে উন্নতি-বিষয়ে আলোচনা কর, তা'হলেই দেখ্‌বে তার শরীর ও মনের

উন্নতি হবে, সে অনেক আনন্দ পাবে; সর্ব্বদাই প্রফুল্লমুখী থাকবে।

রা। হাঁ, হাঁ, আমি স্বীকার করি, আপনি যা বলছেন। কিন্তু কিন্তু —।

বন্ধু। না, আর কোন কিন্তু নেই এর মধ্যে। আপনি যে ঠিক্ Goldsmithএর সেই গ্রাম্য পাঠশালার স্কুলমাষ্টারের মত, পরাস্ত হয়েও হচ্ছেন না; তর্ক বজায় রাখ্‌তে চাচ্ছেন। হাঃ হাঃ!

রামদাসবাবু নিরুপায় হইয়া পলায়ন করিবার মানসে বলিলেন, "আচ্ছা, মিষ্টার বসু, আপনাকে নমস্কার। আমার এখন একটা বিশেষ দরকার আছে; আমি চল্লুম্।

বন্ধুকে চলে যেতে দেখে, মিষ্টার বসু তখন অপ্রতিভের হাসি হেসে অগত্যা উঠে দাঁড়ালেন।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

স্নিগ্ধ আলোকে ভরিয়া হৃদয়,
প্রকাশিল ঐ দ্বিতীয়া-রবি;
উদিলা বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে
ভাই-ভগিনীর মিলন-ছবি!
জাগো এবে ত্রিশ কোটী নরনারী!—
সাদর আগ্রহ ভগিনী-পরাণে।
সারা বরষের আনন্দ হরষ
ফুটিয়া উঠুক্ ভ্রাতার কল্যাণে!
হে শুভ দ্বিতীয়া-লগন আজিকে,
অভিষেক তব আমাদের ঘরে।
সুগন্ধ চন্দনে শিশির-মুকুরে
পবিত্র প্রসূন কোমল করে।
তোমার স্নেহের চরণ-পরশে
আসুক্ সম্পদ্ আসুক্ শান্তি।
দূর করে দাও হিংসা-দ্বেষ যত,
মলিনতা-ভরা বিষাদ-ভ্রান্তি।
আন হে আনন্দ তোমারি নামেতে,
তোমারি পূজায় হউক্ সিদ্ধি।
ভাই-ভগিনীর একতা-বলেতে
ভারতে আসুক উন্নতি-বৃদ্ধি॥

শ্রীসুনীতি দেবী।

পুণ্য-তীর্থ।

জগতে তীর্থের মাহাত্ম্য সকলেই অবগত। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকল জাতিই তীর্থ-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রোল্লিখিত ও বহুকাল হইতে প্রচার সহিত লোক-মুখে বিবৃত সেই সকল তীর্থের নাম উচ্চারণ করিলে মানবের

মনোমধ্যে এক অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক হয়! সেই সকল তীর্থে যাইবার জন্য লোক ব্যাকুল হইয়া উঠে। অর্থব্যয়, শক্তিব্যয় স্বাস্থ্যক্ষয়, প্রভৃতি নানাবিধ বিপৎ-পাতের সম্ভাবনা থাকিলেও নরনারী তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইতে ক্ষান্ত হয়েন না। তীর্থ-স্থান ধর্ম্মে বিজড়িত, শ্রদ্ধায় আবৃত ও আগ্রহে মণ্ডিত। ইহা লোকের ধর্ম্মাকাশের ধ্রুবতারা। ইহা জীবনাকাশের স্বাতিনক্ষত্র; ইহার একবিন্দু জলে যাত্রীর মনে মুক্তা ফলে —মোক্ষ-ফল উৎপন্ন হয়।

তীর্থ-পর্য্যটন-বাহা পাপীর মনে তাহার পাপ-মোচনের আশার সঞ্চার করে এবং ধার্ম্মিকের মনকে ধর্ম্মের আলোকে উজ্জ্বল ও বিভাসিত করে। ইস্‌লাম জাতির তীর্থ মক্কা-মদিনা, ইংরাজ প্রভৃতি য়ুরোপবাসী-দিগের তীর্থ জেরুসেলাম এবং হিন্দুদিগের তীর্থ কাশী, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, বদরিকাশ্রম, চন্দ্রনাথ, অবন্তিকা প্রভৃতি। এই সকল স্থানে যাইবার জন্য যাত্রি-গণ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। আমাদিগের হিন্দুর গৃহে পূর্ব্বে কত নরনারী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বামী, প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া সুখময় সোনার সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া, সুকুমার শিশুদিগের স্বর্গ-জ্যোতি-বিভাসিত পবিত্র কোমল মুখ-কমলের সুন্দর হাস্যের ছটা ভুলিয়া, তীর্থে ধাবমান হইতেন! পথিমধ্যে শ্রমে ও অনাহারে শরীর শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও, জীবন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইলেও তীর্থ-ফল-লাভের আশায় তীর্থগামী ব্যক্তি তীর্থ-যাত্রা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। অস্মদ্দেশে যখন বাষ্প-শকটের সৃষ্টি হয় নাই, তখন কত ব্যক্তি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে গমন করিবার পূর্ব্বে 'উইল'-পত্র সম্পাদন করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন। কিন্তু তথাপি এরূপ বিপৎ-সঙ্কুল তীর্থ-যাত্রা লোকে ভুলিতে পারিত না। কত তীর্থযাত্রীকে দস্যুদল পথিমধ্যে আক্রমণ করিত, যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত, এবং অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত হরণ করিয়া চলিয়া যাইত। তবুও তীর্থ-বিশ্বাসী তীর্থ-ফলাকাঙ্ক্ষী যাত্রী তীর্থের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিত না।

আমরা হিন্দু; আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিমগ্ন। আমরা পরমার্থ তত্ত্ব-নিরূপণে ব্যস্ত; সর্ব্বদাই ধর্ম্মের জন্য লালায়িত। ধর্ম্মই আমাদিগের চরম বস্তু, পরম পবিত্র মহারত্ন। আমাদিগের দেশে যত ধর্ম্মালোচনা হয়, এমনটী জগতের আর কোথায়! আমরা খাইতে, শুইতে, উঠিতে বসিতে ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া থাকি। আমাদিগের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ধর্ম্মের পথে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মই আমাদিগের ধন, মান, জ্ঞান ও প্রাণ—আমাদিগের জীবন-সর্ব্বস্ব। আমরা ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু-জাতি। ধর্ম্ম আমাদিগের জাতীয় মেরুদণ্ড, আমাদিগের গৌরব-নিশান। পুণ্যসঞ্চয় আমাদিগের জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য। স্বর্গ ও নরকের পার্থক্য আমরা বিলক্ষণ বুঝি। একটী কার্য্য করিবার পূর্ব্বে স্বর্গের পবিত্র সুখ ও নরকের দারুণ যন্ত্রণা আমরা কল্পনায় চক্ষে যত দেখিয়া থাকি, হৃদয়ে যত ভাবি, এত আর কোন্ জাতি করে? আমরা যমদূত ও বিষ্ণুদূতের কথার আলোচনা করি।

আমাদিগের দেশবাসী অতিশয় তীর্থ-প্রিয় এবং সর্ব্বদাই তীর্থ-গমনে লালায়িত হইলেও, তাঁহাদিগের স্ব স্ব গৃহ যে এক একটি পুণ্যক্ষেত্র তীর্থ-ভূমি, তাহা বোধ হয়, অনেকেই মনে ভাবেন না। এই তীর্থের জল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা, আকাশ, রবি, চন্দ্র, তারা সকলই পবিত্র, মনোহর, সুন্দর! এই তীর্থে কি না আছে? সকলই আছে। দয়া, মায়া, স্বার্থশূন্যতা, সহানুভূতি, পরোপকার, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সকলই আছে। ধর্ম্ম শিখিবার ও শিখাইবার এমন সুন্দর স্থান আর পৃথিবীতে, বুঝি, কুত্রাপি নাই। আমাদিগের এই গৃহ এক একটী আশ্রম ও তীর্থ। ইহাতে কত ধর্ম্মপ্রাণ মুনি ঋষি বাস করিয়া গিয়াছেন। ইহা কত রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মাদিগের পদার্পণে পবিত্রীকৃত হইয়াছে! এমন সুন্দর পবিত্র তীর্থ-ছবি আর কোথায় আছে!

এই গৃহ-তীর্থে আকাশ হইতে উচ্চতর পিতা, এবং বসুন্ধরা হইতে গুরুতরা মাতার যিনি সেবার মত সেবা করিতে পারেন, তাঁহার কিসের ভাবনা? তাঁহার তীর্থফল হাতে হাতে। তাঁহাকে অধিক দূরে বাহিরে যাইতে হইবে না—গৃহে বসিয়াই পাইবেন। এ স্থানে "ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা" রূপ আজ্ঞা যিনি শিরে বহন করিতে পারেন, তিনি ধন্য;—তাঁহার মনের সুখ ও পুণ্য যথেষ্ট! যে জনক-জননী সুকুমার শিশুদিগকে স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া অন্নজলাদি প্রদান করিয়া সুখ-সম্ভোগ করেন—তাহাদিগের বিমল আনন্দ—স্বর্গসুখ—পুণ্য-তীর্থের চরম ফল।

এই গৃহ-তীর্থের এক দেবতা স্বামী। স্বামি-সেবাই হিন্দু রমণীর প্রধান ধর্ম্ম। যিনি কায়মনোবাক্যে স্বামীর আরাধনা করেন, তিনি ইহ-পরকালে স্বর্গসুখ লাভ করেন। অস্মদ্দেশে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, চিন্তা, শৈব্যা, অরুন্ধতী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় রমণীগণ এই তীর্থের এক একটী আদর্শ স্থল। তাঁহাদিগের জীবনের দেব-জ্যোতি-বিকশিত আলেখ্যে প্রত্যেক হিন্দু-গৃহ সুসজ্জিত হওয়া আবশ্যক।

যে হিন্দুর পুণ্য-গৃহ সুন্দর শিশুদিগের প্রভাতকমলসদৃশ মুখকান্তিতে সুশোভিত, বালক-বালিকাগণের নির্ম্মল হাস্যে পরিপূর্ণ, আত্মীয় স্বজনের স্নেহময় মঙ্গল-বাক্যে আনন্দযুক্ত, দাস-দাসীগণের কোলাহলে প্রতিধ্বনিত, অতিথি-অভ্যাগতের আদর-আপ্যায়নে আনন্দিত, জনক-জননীর স্নেহ সম্ভাষণে মুখরিত, স্বামি-স্ত্রীর সোহাগবচনে প্রফুল্লিত, তাঁহার তীর্থস্থান আর কোথায়?

মানবের গৃহই তাঁহার তীর্থস্থান। তথায় তিনি সুন্দররূপে ধর্ম্মালোচনা করিতে পারিলে তাঁহার সমস্ত তীর্থ-কামনা পূর্ণ হইবে। তাঁহার গৃহই তাঁহার পুণ্য-তীর্থ। অন্যত্র গমন করিতে হইবে না। তথায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই লাভ হইবে। যিনি এই, গৃহ-তীর্থের পুণ্যসলিলে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ও পবিত্রভাবে অবগাহন করিতে পারেন, তিনিই ধন্য! তাঁহার জীবন সার্থক।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

পরিতৃপ্তি।

(অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে)

কেন বৃথা কর অনুরোধ,
শিশুটী কি পেয়েছ আমায় ?
কা'র মিটে প্রবল পিয়াসা
'আদুর' 'আদার' 'বেদনায়' ?

সারা প্রাণে জ্বলিলে অনল
ধূ ধূ ধূ ধূ রাবণের চিতা,
নাহি বল, নাহি যে অভয়,
চিন্তা-ভারে রহি ক্লান্ত ভীতা !

শূন্য মোর হৃদয়-মন্দিরে
যবে হবে পূজা-আয়োজন,
দেবতারে অর্ঘ সঁপিয়া
ঘুরে যাবে পিয়াসা জীবন।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

অদৃষ্ট-লিপি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সে অনেক দিনের কথা। কলিকাতায় —নং কলেজ ষ্ট্রীটে, রমাকান্ত ঘোষ, এল্, এম্, এস্-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাড়ীটি বেশ সুন্দর। উপরতলায় ডাক্তারবাবু সপরিবারে বাস করিতেন ; নীচের তলায় ডিস্‌পেন্‌সারি ছিল। ডাক্তারের চেহারা পরম সুন্দর। লোকে তাঁহাকে ধার্ম্মিক, চরিত্রবান, মিষ্টভাষী বলিয়া জানিত। সকলে মনে বুঝিত ডাক্তারের চিকিৎসা-বিদ্যায় যেমন অভিজ্ঞতা, হাতযশঃও সেই রকম। এ-রকম লোকের প্রসার-প্রতিপত্তি হইতে বেশী দিন লাগে না। অল্প দিনের মধ্যেই রমাকান্তের অর্থ ও যশঃ অর্জ্জিত হইতে লাগিল।

কিশোর বয়সেই রমাকান্ত মাতাপিতৃহীন হইয়া, পৈত্রিকভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থদ্বারা বিদ্যাশিক্ষা করেন। এখন পরিজন বলিতে, একমাত্র ভার্য্যা ভুবনেশ্বরী। ভুবনেশ্বরীও মাতাপিতৃহীনা। তাহার পিতৃকুলে কেবল অগ্রজ গোপীনাথ এবং ভ্রাতৃজায়া মোহিনী ছিলেন। শ্বশুরকুলে স্বামী ভিন্ন অন্য কোনও আত্মীয় ছিল না। অতএব বালিকা-বয়স হইতেই ভুবনেশ্বরী তাহার হৃদয়পূর্ণ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও মমতারাশি তাহার স্বামীর চরণে অঞ্জলি দিল। সে-দান রমাকান্ত যেমন সাদরে গ্রহণ করিলেন, তেমনি সাগ্রহে প্রতি-দানও করিলেন। এমনি সুখের দিনে তাঁহা-দের একটী পুত্র-সন্তান জন্মিল।

সেবারে আষাঢ় মাসের প্রথমে পুরীধামে রথযাত্রা দেখিতে রমাকান্তের বন্ধুবান্ধবেরা অনেকে ইচ্ছুক হইলেন। কয়জনে রমাকান্তকে তাহাদের সঙ্গী হইবার জন্য চাপিয়া ধরিলেন। রমাকান্তের দেশ-ভ্রমণের সাধ চিরদিনই প্রবল। বন্ধুগণের আগ্রহাতিশয্যে তাহা আবার প্রবলতর হইয়া উঠিল। তাই একদিন পত্নীর হাতে ধরিয়া, দুই-বৎসরের পুত্র সুধীরকে চুমা খাইয়া, ধীরে ধীরে শ্রীক্ষেত্রে যাইবার প্রস্তাব করিলেন।

শুনিয়াই ভুবনেশ্বরীর বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। দূরদেশে যাওয়া; অসুখ সম্ভাবনা, শুশ্রূষার ত্রুটি—পলকের মধ্যে এমনি কত কথা তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় খেলিয়া গেল। আসল কথা, সে তাহার স্বামীকে—সে তাহার একমাত্র সুহৃদ্, একমাত্র আত্মীয় স্বামীকে ছাড়িয়া একদিনও থাকিতে পারে না। কিন্তু ওঁর যখন পুরীতে যাইবার এত আগ্রহ, তখন তাহাতে বাধা দেওয়াও বড় স্বার্থপরের কাজ। স্বামীকে একবিন্দু দুঃখ দিতে ত সে পারে না। তখন শ্রীক্ষেত্রযাত্রী বন্ধুবান্ধবদিগকে মনে মনে গালি দিতে দিতে, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া, সাধ্বী সলজ্জভাবে বলিল, "তা তুমি যদি যাও, তবে আমাদেরও নিয়ে চল। তোমায় ছেড়ে থাকা যায় না"। কথা শুনিয়া রমাকান্ত যেমন প্রীত তেমনি ব্যথিত হইলেন। পত্নীকে খুব আদর করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমায় কি ছেড়ে থাকা যায়, লক্ষ্মি? তোমার তবু দাদা আছেন, বৌদি আছেন। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বল দেখি? এ জগতে আমার ভালবাসিবার যদি কিছু থাকে, তবে সে তুমি; আমার যদি 'আমার' বলিতে কিছু থাকে, তবে সে তুমি। তোমায় ছেড়ে আমি কয়দিন থাকতে পারি বল ত? তুমি আমার উপরে রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটী আমার! আমরা বদ্রীনারায় চ'ড়ে যাব। তাতে তোমার আর খোকার যাওয়ার সুবিধে হবে না। শুক্লচি ওদিকে শীঘ্র রেল খুলবে। তখন তোমাদের নিয়ে আবার বেড়া'তে যাব।"

তথাপি পত্নীর ম্লান মুখ এবং ছল-ছল চক্ষু দেখিয়া রমাকান্ত আবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমার জন্যে কিছু ভেব না। তুমি ত ভগবানের চরণে নির্ভর কোরে থাকতে জা'ন। তাঁরই কৃপায় তোমরা ভাল থাকবে, আমি ভাল থাকব। প্রত্যহ আমি তোমায় চিঠি লিখ্‌ব। এই কয়টা দিনের জন্য তুমি কেন কাতর হোচ্ছ? তোমার হাসিমুখ না দেখ্‌লে স্বর্গে গিয়েও আমি আনন্দ পাব না। তুমি ত আমার মনের কথা জা'ন। আর দাদাকে তোমার কাছে রেখে যাব। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে তোমার বৌদিকেও নিয়ে এস।"

এই সব কথার পরে ভুবনেশ্বরী আর কিছু কাতরতা প্রকাশ করিল না। যথাসময়ে গোপীনাথ ভগিনীর অভিভাবক হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। শুষ্ক অশ্রু মুছিতে মুছিতে রমাকান্ত ও ভুবনেশ্বরী, পরস্পরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিল। [ক্রমশঃ]

শ্রীমা—।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

বঙ্গদেশ।—কালীঘাট।

কালীঘাট কলিকাতায় অবস্থিত। ইহার নিম্ন দিয়া পূতসলীলা গঙ্গাদেবী কলনিনাদে প্রবাহিতা। প্রবাদ এইরূপ যে, সতী দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিলে মহাদেব তাঁহার মৃত শরীর লইয়া উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মহাদেবকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত বিষ্ণু তাঁহার সুদর্শন চক্র-দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যে যে স্থানে সতীর দেহাংশ পতিত হইল, সেই সেই স্থান পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত হইল। কালীঘাটে সতীর একটি অঙ্গুলি পতিত হয়। সুতরাং এখানকার কালী অত্যন্ত বিখ্যাত। হিন্দুরা কালীকে পরব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া থাকেন। কালী-নামে ভগবানের কালস্বরূপা শক্তিকে বুঝায়। অথবা কাল-শব্দে সংহার, ও ঈকারে তৎকর্ত্রী; অর্থাৎ সংহার-কর্ত্রী। ইহাই কালী-নামের ব্যাখ্যা। যাঁহাতে সকলই লয় পায়, তাঁহাকেই কালী বলা যায়। ইনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণা; তাই কালরূপে সকলের আদিতে বিদ্যমান ছিলেন। তৎকালে অন্য কোনও বস্তু ছিল না। সেইজন্য মনু "আসীত্তমোময়ং লোকমনর্ক-প্রহতারকং" বলিয়াছেন। ইহাতে আমরা ইহাই বুঝি যে, পূর্ব্বে কেবল অন্ধকারময় লোক ছিল, সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপতি গ্রহ-তারকা কিছুই ছিল না। সুতরাং, সেই সময়কেই কালবাদীরা ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং, সেই কালস্বরূপ পরমাত্মা শক্তিযোগে কাল ও কালীরূপ প্রকাশে দুইরূপ হইলেন। শ্রুতিতেও আছে যে "স একাকী নরমেত, অহং বহস্যাং প্রজায়েয়েতি"। অনন্তর সেই কাল ত্রিবিৎকরণ-দ্বারা তিনগুণে ব্যাখ্যাত হইলেন; যথা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান; অথবা তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব। মোট কথায়, সৃষ্টিকাল, স্থিতিকাল ও নিধনকাল। সর্জ্জনকালের নাম রজঃ; সুতরাং ইহা ব্রহ্মরূপ। স্থিতিকালের নাম সত্ত্ব; সুতরাং ইহা পালনকর্ত্তা বিষ্ণুরূপ। সংহারকালের নাম তমঃ; সুতরাং রুদ্ররূপ। এই রুদ্রের নাম কালাগ্নি। অতএব কালী বলিলে হিন্দু ব্রহ্মকেই বুঝেন।

কালীর তিনটী গুণকে তিনটী চক্ষু বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোথাও বা "চন্দ্রার্কানললোচন" ও বলিয়াছেন। এই সত্ত্বগুণ সোম, রজোগুণ রবি এবং তমোগুণ অগ্নি। তাই কালীর অন্য একটী নাম ত্রিগুণা; অর্থাৎ তিনিই আদ্যা সমস্ত-জগৎ-প্রকাশিকা, সমস্ত জগৎ-পালিকা এবং সমস্ত জগৎ-বিনাশিকা। সূর্য্যে উৎপত্তি, চন্দ্রে স্থিতি ও অগ্নিতে বিনাশ দেখা যায়। জীব-শরীরেও আমরা দেখিতে পাই, শোণিতে উৎপত্তি, শুক্রে স্থিতি এবং অগ্নিতেই লয়। এই শোণিত রজোরূপী সূর্য্য, শুক্র সত্ত্বরূপী চন্দ্র এবং রুদ্রস্বরূপ তমোরূপী কালাগ্নি। যে কালাগ্নি-দ্বারা জীব লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই কালী-নামে অভিহিতা।

পরব্রহ্মের নিকটে যাবতীয় বস্তু, কিছুই

অগোচর নহে। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালকেই দেখিতেছেন। এইজন্য কালী ত্রিনয়না। জীবমাত্রেই কাল-দ্বারা বিনষ্ট হয় বলিয়া জীব কালের হারস্বরূপ। তাই নানাবর্ণের নরমুণ্ড কালীর কণ্ঠভূষণ।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় শ্রুতিই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। সুতরাং, কালীর বর্ণদ্বয়ে দুই শিব সংলগ্ন আছে। শাস্ত্রে অর্দ্ধচন্দ্রচ্ছলে অর্দ্ধমাত্রাকে নাদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাই কালরূপ কালী নাদরূপে পরিণতা। সেই নাদই অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেদের শিরোভাগে অবস্থিতি করেন। এ-কারণ, কালী প্রণব-স্বরূপা। কালীকে কেহ কেহ দন্তুরা ও বলেন; অর্থাৎ কালের দংষ্ট্রে সকলেই অবস্থিত। ইনি আলোল-রসনা শব্দেও অভিহিত হয়েন। এই শব্দ দ্বারা আমরা ইহাই বুঝি যে, জিহ্বার নাম রসজ্ঞা। আত্মার সত্তাতেই জগতের যাবতীয় রসাস্বাদন হইয়া থাকে। বাহ্যেন্দ্রিয়ের রসাস্বাদনে কোনও ক্ষমতাই নাই। তাই চৈতন্যস্বরূপ আত্মার আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এ-কারণ, কালী জিহ্বা বিস্তার করিয়া আছেন; অর্থাৎ তিনি 'আমিই সমস্ত রসের আস্বাদনকর্ত্রী, আমার সত্তাতেই জীবের রসবোধ হইয়া থাকে' ইহাই জানাইতেছেন।

কালী মুক্তকেশী। কেশ-শব্দে মায়া-জাল। পরব্রহ্ম হইতে মায়া অবতীর্ণা হইয়া জগৎকে আচ্ছাদন করে বলিয়া, মুক্তকেশী-শব্দে ইহাই বুঝায় যে, কালীর স্বরূপ-বেত্তা জীবের মায়া-পাশ হইতে পরিমুক্ত হয়। এই কারণেই কালীকে মুক্তকেশী বলা হয়।

কালী চতুর্ভুজা। শাস্ত্রে পুরুষার্থ চতুষ্টয় ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকে বলে। তাই এই চারিটী কালীর হস্ত। যে হস্তে বর সেই হস্তই ধর্ম্মস্বরূপ। যে হস্তে অসি তাহাই অর্থ। রাজ্যলাভেই সম্যক্ অর্থের লাভ হয়। বিনা অসি রাজ্যজয় হয় না। সুতরাং যুদ্ধার্থে জীবকে শস্ত্রপাণি হইতে হইবে। যে হস্তে মুণ্ড সেই হস্তই কাম অর্থাৎ অভিলাষ। বিনা শত্রু-নিপাতে অভিলাষ পূর্ণ হয় না। যে হস্তে অভয় সেই হস্তই বিশুদ্ধ মোক্ষ। যে পর্য্যন্ত জীব মোক্ষলাভ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহার ভয় দূর হয় না। কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা ভয়হীন! এই জন্য কালীর অভয়প্রদ হস্তকে চতুর্ব্বর্গের সেববর্গ মোক্ষস্বরূপ কহা হইয়াছে।

কালী দিগম্বরী। সর্ব্বব্যাপক কালের পরিধি নাই; সুতরাং চারিদিক্‌কেই আচ্ছন্ন করিয়া আছেন।

কালীর চরণতলে শবরূপে কালের অবস্থিতি। কাল শব্দে মৃত্যু। সেই মৃত্যু যে শক্তিতে পরাভূত হইয়া শববৎ পতিত আছে, তাহাই ব্রহ্মস্বরূপা কালী।

কুল্লা কুরুল্লাদি অষ্ট নায়িকা অষ্টসিদ্ধিরূপে ব্রহ্মরূপা কালীর পরিচর্য্যা করেন। ইহা-দ্বারা বুঝা যায় যে, পরব্রহ্মের পরিচারিকা অষ্টসিদ্ধি। শমদমাদি অষ্টাঙ্গযোগই অষ্ট নায়িকা। এইগুলিই লোকদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করে।

কালীঘাটে কালীর যে মন্দির দেখা যায়, তাহা ৩৩০ বৎসরের পুরাতন। বরিশার সাবর্ণ চৌধুরীর দ্বারা মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি মন্দির-পরিচালনার জন্য ৫৮৮ বিঘা জমী দান করেন। চণ্ডীচরণ-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ মন্দিরের প্রথম ব্রাহ্মণ নিযুক্ত

হ'ন। তাঁহার বংশধরগণ হালদার-নামে খ্যাত। ইহাঁরাই মন্দিরের মালিক। দুর্গা-পূজার অষ্টমীর দিন কালীঘাটে আড়ম্বরপূর্ণ পূজাদি হইয়া থাকে।

তীর্থসেবিগণ কালীঘাট-দর্শন করিয়া সন্নিকটবর্ত্তী নকুলেশ্বরের দর্শন করেন। [ক্রমশঃ]

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জল Hydrogen বা উদজান এবং Oxygen বা অম্লজানের মিশ্রণে উৎপন্ন বস্তু। এই দুইটি জিনিষ মিশে একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য হয়ে গেছে। জল কখনও স্থির থাকে না, জল সর্ব্বদা নিম্নগামী, নীচের দিকে যায়; এবং নানা-স্থানে ফিরে ঘুরে শেষে সমুদ্রে পড়ে। জলের স্রোত জমির উপর এবং ভিতর দিয়া চলে। ভিতরের জলকে চোয়ান জল বলে। জল এইরূপ গতিশীল না হইলে আমাদের বড়ই কষ্ট হইত।

জলের মূল ভাণ্ডার সমুদ্র। সমুদ্রের জল নিতান্ত লোণা। মানুষ ইহা ব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু সমুদ্রের জল এরূপ লোণা না হইলে, নষ্ট হইয়া যাইত। বিধাতা জল পরিষ্কার করিবার জন্য অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করেছেন। তাঁহার যন্ত্র চোয়ানের কল অহর্নিশ চলিতেছে। সমুদ্র হইতে সূর্য্যের তাপে যে বাষ্প উঠে, তাহাতে লবণ কিম্বা অন্য কিছু জিনিষ থাকে না। সেই বাষ্প আকাশের উপর শীতল স্থানে গিয়া মেঘের আকার ধরে এবং এই মেঘ একত্র ও ঘন হয় এবং তাতে ঠাণ্ডা লাগিলে বৃষ্টি হয়। পৃথিবীর উপরে যেখানে যত প্রকার জল আছে এবং জড় উদ্ভিদ্ ও জীবদেহে যে জল আছে, সে সমস্ত হইতেই বাষ্প উঠে। হিমালয় বা অন্যান্য শীতল পর্ব্বতে জলীয় বাষ্প বরফের আকার ধারণ করে এবং সূর্য্যতাপে সেই বরফ গলিয়া নানা আকার ধরে। প্রস্রবণ, নদ,নদী প্রভৃতি নানা-প্রকারের জলস্রোত হয়। নদী, প্রস্রবণ, হ্রদ আমাদের প্রধান জল-ভাণ্ডার। তা'ছাড়া পুষ্করিণী ও কূপ খনন করিয়া জমির ভিতরের স্রোত হইতে জল উঠাইয়া লইয়াও আমরা ব্যবহার করি। পুষ্করিণী ও কূপ যথেষ্ট পরিমাণে গভীর না হইলে তা'র জল স্বাস্থ্যকর হয় না। জমির উপরিভাগের মাটির তলায় এঁটেল মাটি আছে। সেই মাটিকে ভেদ করিয়া percolation (চোয়ান) এর জল যাইতে পারে না।

এই এঁটেল মাটি ভেদ করে জল আনিলে

জল স্বাস্থ্যকর হয়, সেইজন্য কূপ এবং পুষ্করিণী ততটা গভীর করিতে হয়।

পুষ্করিণী এবং কূপের জল পরিষ্কার রাখিবার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হয়। কারণ, জলের মধ্য দিয়া নানাপ্রকার রোগ-বীজ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। আমাদের স্থানীয় পানীয় জল বিশেষভাবে পরিষ্কার হওয়া চাই। পানীয় জল প্রথমে ফটকিরি বা নির্ম্মলী ফল দিয়া পরিষ্কার করিয়া দশ মিনিট ফুটাইয়া লইলে অনেকটা দোষ কেটে যায়। ফটকিরি অনেক প্রকার বীজ নষ্ট করে; কিন্তু ইহার পরিমাণ বেশী হইলে জল বিস্বাদ হয়।

জল আমাদের কি উপকার করে? জল ব্যতীত কোন জীব বা উদ্ভিদ্ বাঁচিতে পারে না। আমাদের শরীরের ওজনের প্রায় বার আনা অংশ জল। তা'র অল্প অংশই আমরা খাদ্য হইতে পাই। তাহার অধিকাংশই জল ও অন্যান্য পানীয় দ্রব্য হইতে পাই। জল ব্যতীত আমাদের kidney বা মূত্রাধার এবং অন্যান্য যন্ত্র কাজ করিতে পারে না, ঘাম ভাল-রূপে নির্গত হইতে পারে না, ত্বক (চামড়া) শুষ্ক ও অপরিষ্কার হয়। জল অভাবে আরও অনেক প্রকার অনিষ্ট হয়। উদ্ভিদ্ জল মূল নানাপ্রকার আনাজ জন্মায় না। সেজন্য অন্ন-কষ্ট ও দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে অনেকেরই কষ্ট এবং কাহারও বা মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়।

স্বাভাবিক বৃষ্টির জলেই প্রায় সকল প্রকার ফসল রক্ষা করে। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে খাল (canal)-দ্বারা নদী ও পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া ছোট ছোট নালা-দ্বারা ক্ষেতে জল দেওয়া যায়। এইরূপ জল দেওয়াকে Irrigation 'ইরিগেসন' বলে।

আমাদের দয়ালু গবর্ণমেণ্ট (সরকার-বাহাদুর) লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া জল-প্রণালী, করেছেন। তদ্দ্বারা নানা স্থানের কৃষিকার্য্য চলে। এইরূপ না করিলে কত লোকের কত কষ্ট হইত। ইংরাজ-রাজ্যে প্রজার সুখ সুবিধার জন্য কতই ব্যবস্থা আছে। সে সমস্ত আনিলে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া থাকা যায় না।

জলের আমাদের কতই প্রয়োজন! দেহ গৃহ, কাপড়, বাসন, প্রভৃতি জল ব্যতীত কি পরিষ্কার হয়? তৃষ্ণায় জলপান এবং ক্লান্ত উত্তপ্ত শরীরে স্নান করিলে যে কত সুখ ও আরাম হয়, তা কি একমুখে বলা যায়!

কে ভাঙ্গিতে পারে তৃষ্ণা শুখাইলে মুখ,
স্নানের সময় এত কেবা দিত সুখ।
জল বিনা একদণ্ড বাঁচিতে না পারি,
দয়াময় হরি তাই সৃজিলেন বারি।

শ্রীরাজমোহন বসু।

সাধুবচন-সংগ্রহ।

১। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে যিনি সহায় করিয়াছেন, ও তাঁহার উপরেই যাঁহার সকল আশা ভরসা, তিনিই সুখী।

২। বিজ্ঞেয়োঽক্ষরসম্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্। বিহায় শব্দশাস্ত্রাণি যৎসত্যং তদুপাস্যতাম্॥ সম্মাত্র অক্ষর বস্তুই বিশেষরূপে জানিবার যোগ্য, জীবনও চঞ্চল। সকল শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া, যাহা সত্য, তাহাই অবলম্বন কর।

৩। কবির শ্বাস সুফল সোই জানিয়ে,
হরিকা সুমিরণ লায়ে।

কবির বলিতেছেন, সেই শ্বাসই সফল জানিও, যে শ্বাস হরি-স্মরণেতে লাগিয়া যায়।

৪। কবির গোবিন্দ্‌কে গুণ গাইতে, কভু না কিযিয়ে লাজ্।

কবির বলিতেছেন ঈশ্বরের গুণগান করিতে কখনও লজ্জা করিও না।

৫। Sing unto the Lord with thanks-giving sing praise upon the harp unto our God

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রভুর গুণগান কর, বীণাবাদনপূর্ব্বক আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা গান কর।

৬। অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে-ব্যক্তি শ্বপচ (চণ্ডাল) হইলেও কেবল সেইজন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই তপস্যা করেন, তাহারাই হোম করেন, তাঁহারাই তীর্থস্নান করেন, তাঁহারাই আর্য্য (সদাচারী), এবং তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করে।

৭। কবির সোনা রূপা কাল হায়, কঙ্কর্ পাথর হীর্। এক নাম মুক্তামণি, তাকো অপহি কবির।

কবির বলিতেছেন, সোনা-রূপাই কাল; হীরা কাঁকর পাথর। এক নামই আমার মুক্তামণি; তাহাকেই কবির জপ করেন।

৮। সংসার আরতি করি মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করি ভব তরিবারে॥
(চৈতন্যদেব)।

৯। সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার ধর্ম্মকে অন্বেষণ কর, তাহা হইলেই তোমার সকল অভাব পূর্ণ হইবে ও অভাবের অতিরিক্ত দান পাইবে।

১০। কবির হরি-রস্ এয়ো পিয়া, বাকি রহিম ছাক।
পাকা কলস্ কোঁ ভারকা, বহুরি চড়ে নহি চাক।

কবির বলিতেছেন, হরিরস যে একবার পান করিয়াছে, তাহার আর কোনও রসের সখ্ থাকে না; যেমন পোড়া কলসী পুনরায় আর কুমারের চাকে চড়ে না।

১১। কবির কহৎ শুনৎ জগ্ যাৎ হায়,
বিষয়ন্ ভরে কাল।
কহৈ কবির রে প্রাণিয়া!
বাণি ব্রহ্ম সঁভাল।

কবির বলিতেছেন, কহিতে কহিতে শুনিতে শুনিতে জগৎ চলিয়া যাইতেছে, বিষয়রূপ বিষে কালকে দেখিতে দিতেছে না। কবির তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, "রে প্রাণিগণ! ব্রহ্মের বাক্য সাম্‌লাও, অর্থাৎ ধরিয়া রাখ।"

তপস্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

নিদাঘের অপরাহ্ণ। প্রখর রবি সারাটি দিন্ ধরণীকে দগ্ধ করিয়া, বৃক্ষলতা-সকল ঝলসাইয়া দিয়া, পথিকের শিরে অগ্নিবর্ষণ করিয়া এইবার ক্লান্তভাবে পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছেন। মধুমতী-তীরে কাউ ও বটবৃক্ষের শাখায় বসিয়া বায়স উচ্চ চিৎকারে দিগন্ত মুখরিত করিতেছে; অন্যান্য পক্ষিকুলও স্বস্ব রবে সন্ধ্যার আগমনী গাহিতেছে। নদীবক্ষে তরণী-সকল আরোহী লইয়া ধীর-মন্থর গতিতে গমনাগমন করিতেছে। দূরে বাষ্পীয় লৌহ-শকটের বংশীধ্বনি শ্রুত হইতেছে। তন্মধ্যস্থিত আরোহিগণের অস্পষ্ট আয়তন গবাক্ষ-পথ দিয়া দেখা যাইতেছে। এরূপ সময়ে নদী তীরে বসিয়া হরনাথবাবু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছিলেন।

দেখিতে দেখিতে বায়ুকোণে একখণ্ড মেঘ দেখা দিল। পথের ধূলা উড়াইয়া বাতাস মেঘের সঙ্গে ছুটিল। পল্লী-বালক-বালিকাগণ ডালা-চুপ্‌ড়ি হস্তে লইয়া আম কুড়াইবার জন্য বাতাস ঠেলিয়া ছুটিল। তখনও বৃষ্টি পড়ে নাই; শুধু বাতাস বহিতেছিল। হরনাথবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া গৃহে ফিরিবেন কি-না, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় বাতাস ঠেলিয়া দ্রুত-পাদবিক্ষেপে সহাস্য আস্যে একটী ষোড়শ বৎসরের বালক আসিয়া একখণ্ড কাগজ হরনাথবাবুর হস্তে দিয়া বলিল, "বাবা, আমি 'পাস' হয়েছি; 'ফার্ষ্ট' হয়েছি। এই দেখুন, কাকা 'টেলিগ্রাম' করেছেন।" এই বালকটি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সুধীর; আর তাহার কাকা, হরনাথ-বাবুর অনৈক প্রতিবেশী; গ্রাম-সম্বন্ধে হরনাথ-বাবুর ভাই হ'ন্।

সুধীর 'টেলিগ্রাম'-খানি হরনাথবাবুর হাতে দিলে হরনাথবাবু তাহা দেখিবেন কি! আনন্দাশ্রুতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। আর অলক্ষ্যে বক্ষ ভেদ করিয়া একটী দীর্ঘশ্বাসও যে না বহিয়াছিল, তাহা নহে! হায়, রাজলক্ষ্মি, আজ তুমি কোথায়? তোমার কত তপস্যার ধন সুধীর আজি প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে! —কত ধনাঢ্যের সন্তানকে অতিক্রম করিয়া দরিদ্র বালক আজি তাহাদের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে! এ সুখের অংশ গ্রহণ করা রাজলক্ষ্মীর ভাগ্যে নাই! তাই আজি হরনাথবাবুর এ আনন্দ-সংবাদেও দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিয়াছিল; আনন্দাশ্রুর সঙ্গে সঙ্গে একবিন্দু শোকাশ্রুও ঝরিয়াছিল!

সুধীর বলিল, "'টেলিগ্রাম'-খানা পড়ে দেখুন না বাবা!" তখন হরনাথবাবুর চিন্তা-স্রোত রুদ্ধ হইল। তিনি 'টেলিগ্রাম'-খানার চক্ষু বুলাইয়া বলিলেন, "হাঁ—বাবা, পড়েছি। এখন চল, মা কালীর বাড়ী পূজা দিয়া আসি।" তখন হরনাথবাবু গ্রাম্য কালী-মন্দিরে গিয়া পুত্রের মঙ্গল-কামনায় কালীর পূজা দিয়া আসিলেন।

যথাকালে গেজেট বাহির হইল; সুধীরের উচ্চবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। গ্রামের লোক ভাবিল, এছেলে কালে একজন 'কেষ্ট' "বিষ্টু"-গোছ না হয়ে যায় না। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া সে এত বড় একটা হইয়া উঠিয়াছে; বিদ্যালয়ও ইহাতে গৌরবান্বিত হইল!

সুধীরের বাসনা, সে বি-এ, এম্-এ পড়িয়া কালে একজন কৃতবিদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। হরনাথবাবুরও যে ইহা ইচ্ছা নহে, তাহা নহে; তবে তিনি এক বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। এবার সুধীরকে এফ্-এ পড়িতে হইলে কলিকাতায় যাইতে হয়। কলিকাতা যাইলেই পিতা-পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটিবে। একমাত্র নয়ন-মণি, অন্ধের যষ্টি, হৃদয়-নিধিকে প্রবাসে পাঠাইয়া তিনি কি প্রকারে গৃহে অবস্থান করিতে পারিবেন? সুধীরকে ছাড়িয়া তিনি কিরূপে জীবনধারণ করিবেন! কখনও বা তিনি মনে করিলেন, গৃহদ্বারে তালা লাগাইয়া তিনিও সুধীরের সঙ্গে কলিকাতায় বাস করিবেন। সুধীর ছাড়া তাঁহার কিসের সংসার! কিন্তু আবার সে কথাটা যুক্তি-সংগত বলিয়া মনে হইল না। কারণ, গৃহ-ত্যাগ করিয়া যাইলে ঘর-দোর ত সব মাটী হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন বাগান-বেড় জায়গা-জমী যাহা আছে, তাহাও যে নষ্ট হইয়া যাইবে! ফসল যাহা উৎপন্ন হইত, তাহাও আর পাওয়া যাইবে না। তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের তাহাই যে একমাত্র উপায়! সুধীরও মনে মনে এইরূপ কত চিন্তা করিতে লাগিল। কখনও বা সে কল্পনায় পিতাকে ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর করিয়া তুলিত। আবার কখনও বা পিতৃ-বিরহজনিত অসহ্য কাতর হইয়া পড়িত। বিদেশ বিভূমে একা সে কিরূপে থাকিবে! সেখানে কে তাঁহাকে এমন স্নেহ যত্ন করিবে? বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন-কালে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে কে তাহার প্রতীক্ষা করিবে? আর সেই-বা গৃহে ফিরিয়া কাহার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবে? সেখানে ত মা নাই! সে যে মাতৃহারা বালক! পিতার অপরিসীম স্নেহই যে তাহার সমস্ত জীবনটী ভরিয়া রাখিয়াছে। পিতার ভালবাসাই যে তাহার জীবনের সম্বল! পিতাকে ছাড়িয়া একা সে কিরূপে থাকিবে!

পিতা-পুত্র উভয়েরই যখন মনের ভাব এইরূপ, তখন কাজেই সুধীরের পড়িবার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অধিক দিন তাহার এ অবস্থায় গেল না। পিতা-পুত্র উভয়েরই যুক্তি-তর্ক খণ্ডিত হইয়া গেল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সুধীরকে একাকীই কলিকাতায় যাইতে হইল। হরনাথবাবুর অনেক প্রতিবেশীর পুত্র কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। সে আসিয়া একদিন হরনাথবাবুকে বলিল, "আপনি স্নেহের আধিক্যে সুধীরের ভবিষ্যৎ নষ্ট কর্ব্বেন না। সুধীরকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন্; আমাদের সঙ্গে আমাদের 'মেসে' থাক্‌বে; আমি তাকে দেখ্‌ব। আপনার কোনো ভাবনা নেই। আপনিও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আস্‌বেন। তা ছাড়া বছরে দু'বার 'কলেজ' বন্ধ হবে। পূজার বন্ধে, গ্রীষ্মের বন্ধে সুধীর দেশে আস্‌বে। আপনার ভাবনা কিসের? এমন ছেলে যদি এই পল্লী-গ্রামে বসে থাকে, ওর ভবিষ্যতে উন্নতির আশা একবারে মাটী হয়ে যাবে।" অগত্যা হরনাথবাবু সম্মত হইলেন।

যাত্রার দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। পিতার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া যথাসময়ে সুধীর উক্ত প্রতিবেশীর সহিত কলিকাতায় যাত্রা করিল। পুত্রগতপ্রাণ হরনাথবাবু সুধীরের মুখ-চুম্বন করিয়া সাশ্রুনয়নে বিদায় দিলেন। হায়, এ হৃদয়নিধিকে মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষের অন্তরাল করিতে যে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, বুক চিরিয়া বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখেন। এই দুঃখময় জগতে অপত্যস্নেহ কি একটী স্বর্গীয় পদার্থ! ইহা নন্দনের পারিজাত, চন্দ্রের সুধা, সংসার-পীড়া উপশমের ধন্বন্তরি-হস্ত-নিঃসৃত অমোঘ ঔষধ। সন্তানের ন্যায় প্রিয় বস্তু এ সংসারে আর কিছুই নাই। বারংবার প্রত্যহ একখানি করিয়া পত্র লিখিবার আদেশ দিয়া, হরনাথবাবু সুধীরকে বিদায় দিলেন! সুধীর সম্মতি-সূচক মস্তক সঞ্চালিত করিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে গমন করিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুত্রকে দৃষ্ট হইল, হরনাথবাবু ততক্ষণ একদৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন সুধীর অদৃশ্য হইয়া গেল, তখনও তিনি তেমনই ভাবে চাহিয়া রহিলেন! ভাবিলেন, ঐ বুঝি, গাছের ফাঁক দিয়া ঝোপের আড়াল হইতে পুত্রকে অস্পষ্ট একটু দেখা যাইতেছে! ঐ বুঝি, তাহার পরিধেয় বসনের কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছে! ঐ-ঐ বুঝি ওটা তাহার ছায়া!—না না, ও যে একটা গাছের ছায়া। সন্তানবৎসল উদ্‌ভ্রান্ত পিতা সংজ্ঞাশূন্য, নির্ব্বাক্, নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় পথের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ধরণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; প্রকৃতিরাণী ধূসর-বসনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবৃত করিলেন;—আর কিছুই দৃষ্ট হইল না! তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে হরনাথবাবু গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

তৃতীয় দিনে অতিপ্রত্যূষে উঠিয়া হরনাথ-বাবু ডাকঘরে উপস্থিত হইলেন। তখনও ডাকঘর খোলা হয় নাই। ৮টার সময় ডাক বিলি হয়। যথাসময়ে 'পোষ্ট মাষ্টার'-বাবু আফিস গৃহে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই হরনাথবাবু ব্যগ্রভাবে তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়! আমার কোনো চিঠী আছে কি?" 'পোষ্ট-মাষ্টার' বাবু হরনাথেরই গ্রামবাসী এবং বিশেষ পরিচিত। তিনি হরনাথবাবুর সকল কথাই জ্ঞাত ছিলেন। কখিন্ কালেও হরনাথবাবু ডাকঘরে আসিয়া চিঠীর জন্য তাগাদা করেন না। সুধীর কলিকাতায় গিয়াছে, সেইজন্যই যে হরনাথবাবু চিঠির সন্ধানে আসিয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে, আপনার ত কোন চিঠি নেই! বোধ হয়, আপনি সুধীরের খবরের জন্য ব্যস্ত হয়ে-ছেন। কিন্তু সে ত মোটে পরশু কল্‌কাতায় গেছে, এখনও তার চিঠী আস্‌বার সময় হয় নি। হয়ত, কাল আপনার চিঠি আস্‌তে পারে।" হরনাথবাবু অপ্রতিভ হইলেন। তিনি যে নেহাৎই নির্ব্বোধের মত কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা বুঝিলেন ও লজ্জিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে প্রত্যহ প্রাতে একবার ডাক-ঘরে আসা তাঁহার একটা দৈনিক কার্য্যের মধ্যে দাঁড়াইল।

সুধীর কলিকাতায় পৌঁছিয়া পিতার আদেশে

প্রত্যহ একখানি করিয়া পত্র লিখিত। ইংরাজ-রাজের কৃপায় প্রবাসগত আত্মীয়ের সহিত সংবাদ আদান-প্রদানের ইহা একটি মহা সুযোগ। ডাকঘর তাহাদের পক্ষে মহাতীর্থ-ক্ষেত্র। সন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তি-প্রস্রবণ!

(৬)

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে সুধীরের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। সে আজন্ম পিতৃস্নেহে লালিত, পক্ষি-শাবকের ন্যায় পিতার স্নেহময় বক্ষে বর্দ্ধিত! পিতার সে স্নেহনীড় ছাড়িয়া অন্যত্র বাস তাহার পক্ষে যে কষ্টকর হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে জীবনে এক দিনও পিতার অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে অবস্থান করে নাই, প্রবাসে একাকী সে কি প্রকারে স্থির থাকিবে? এখানে ত সে 'কলেজ' হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্নেহময় জনকের দর্শন পায় না! কেহ ত তাহার জন্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে পথ-পানে চাহিয়া থাকে না! পাঠ্য পুস্তকগুলি অযত্নে অবিন্যস্ত ভাবে শয্যার চতুঃপার্শ্বে পতিত থাকে, কেহ সেগুলি যত্ন করিয়া গুছাইয়া রাখে না! পাঠের সময় একখানি পবিত্র আনন আনন্দ-গদ্‌গদ চিত্তে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে না! এ যে আত্মীয়-বন্ধু-বিহীন প্রবাস!—এ যেন পথিকের পান্থশালায় অবস্থানের ন্যায় তাঁহার অনুভব হইত। ঘটিকা-যন্ত্রচালিত হইয়া স্নান কর—খাও; কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে আর আহার মিলিবে না। আহার্য্য দ্রব্যই বা কি পরিপাটী! ফেন-মিশ্রিত দাল, খোষা সংযুক্ত কুমড়া-আলুর তরকারি, "জলবৎতরলং" মৎস্যের ঝোল! কোথায় পিতার স্বহস্ত-প্রস্তুত সেই সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন, আর কোথায় এই উড়িষ্যা-দেশবাসী পাচকের কদর্য্য রন্ধন! পল্লী-বালক সুধীরের হঠাৎ এতটা পরিবর্ত্তন নিরুদ্বেগে সহ্য করা কিছু কষ্টকর হইল। কলিকাতা সহরের এ বদ্ধ জলবায়ুও তাহার বড় ভাল লাগিত না। কলিকাতা-বাসিগণ "পাড়া গেঁয়ে" বলিয়া পল্লীবাসীদিগের উদ্দেশ্যে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, কিন্তু পল্লীবাসিগণ প্রকৃতি-রাজ্যের যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পান, সহরবাসিগণের অদৃষ্টে সে সুখভোগ ঘটিয়া উঠে না। নির্ম্মল বাতাস, তটিনীর মধুর কল্লোলধ্বনি, পক্ষীর গান, চন্দ্রের কিরণ, এমন আর কোথায়! কলিকাতা-সহরে এমন কি অনেক গৃহস্থের অদৃষ্টে সূর্য্যদেবের দর্শনলাভও ঘটিয়া উঠে না। সুধীর প্রকৃতি-রাজ্যের প্রজা। তাই তাহার এ 'ইলেক্‌ট্রিকে'র আলো, ইলেক্‌ট্রিকের বাতাস, কলের জল, কিছুই ভাল লাগিত না। তাহার মনঃপ্রাণ সর্ব্বদা সেই মধুমতী-তীরের গৃহকুঞ্জে পড়িয়া থাকিত।

কলিকাতায় আসিয়া সুধীরের একটী সঙ্গী জুটিয়াছিল। অতুল-নামক একটী বালকের সহিত তাহার অত্যন্ত সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। অতুল সুধীরেরই সমবয়স্ক, এবং এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। অতুলের বাটী সুধীরদের মেসের ঠিক্ সম্মুখেই। সুধীর সর্ব্বদাই অতুলের বাটী যাইত। অতুলের মাতাও সুধীরকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। অতুলের ছোট বোন্ বিভা সুধীরকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিত। বালিকার সেই অকপট অনাবিল ভালবাসা সুধীরকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সুধীরের ভ্রাতা-ভগ্নী ছিল

না। ভ্রাতৃপ্রেম ভগ্নীর স্নেহে সে চির-বঞ্চিত ছিল। বালিকা বিভাকে তাই তাহার বড়ই ভাল লাগিত। সরলা বালিকার প্রাণে কুটিলতার স্থান ছিল না। সংসারের ভেদাভেদ-জ্ঞান তাহার জন্মে নাই; —আপন-পর সে জানিত না; শুধু জানিত প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতে। সুধীরকে দেখিলেই সে "সুধীর-দা" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিত, কখনও হাত ধরিয়া টানিয়া মাতার নিকটে লইয়া যাইত। আবার কখনও বা ছোট ভাইটিকে কোলে লইয়া বলিত সুধীর-দা, খোকাকে আমার পিঠে চড়িয়ে দিন্ না; আমি ঘোড়া হব! বালিকার বাসনা শুনিয়া সুধীর "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিত। বাস্তবিক এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হইয়া সুধীরের মন অনেকটা ভাল ছিল। সুধীরের কাছে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে বিভা বড় ভাল বাসিত। সুধীর ও বিভাকে বড় ভাল বাসিত। মধ্যে মধ্যে পুতুলটী, ছবির বইখানি, জরির ফিতা প্রভৃতি কিনিয়া সুধীর বিভাকে প্রীতি উপহার দিত। বিভা তাহা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রত্যেককে দেখাইয়া বেড়াইত। এই-রূপে সুখে দুঃখে সুধীরের প্রবাসের দিন-গুলি এক রকম কাটিয়া যাইতে লাগিল।

একবার গ্রীষ্মাবকাশ কালে অতুল সুধী-রের সঙ্গে সুধীরের বাটী গিয়াছিল। অতুল কলিকাতা-বাসী; জীবনে সে কলিকাতা ভিন্ন অন্য দেশ দর্শন করে নাই। কমলাপুর তাহার নিকটে বড় সুন্দর মনে হইল। উষার অরুণ-রাগে রঞ্জিত হইয়া নব দিবাকর যখন পূর্ব্বাকাশে দেখা দিতেন, তখন নদী-তীরে দাঁড়াইয়া অতুল বিমুগ্ধ নেত্রে তাহা দর্শন করিত। আবার দিবসের কার্য্য সমাধা করিয়া সূর্য্যদেব যখন অস্তাচলে গমন করিতেন, সুধাকর গাছের আড়াল হইতে সহাস্য আস্যে উঁকি দিতেন, এক দিকে কমলিনী বিষণ্ণ চিত্তে আপনাকে সঙ্কুচিত করিত, ও অপর দিকে কুমুদিনী পতি-দর্শন লালসায় সহর্ষ চিত্তে প্রস্ফুটিত হইত, তখন অতুল তাহা দেখিয়া পুলকিত হইত। তটিনীর মৃদু কল্লোল, কোকিলের কূজন, বিহঙ্গের কাকলী, অতুলের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিত। অতুল মনে মনে বলিত, "কে বলে পল্লীগ্রাম খারাপ? আমি যদি এমন গ্রামে বাস করতে পেতুম, তাহলে জীবন সার্থক মনে কর্‌তুম! কি পবিত্র শান্তিপূর্ণ এই দেশ! কি সুন্দর! এ যে বঙ্গমাতার বিশ্রাম-কুঞ্জ! জনপূর্ণ নর-কোলাহল-মুখরিত সহর অপেক্ষা এ ক্ষুদ্র পল্লী নির্জ্জন নীরব সাধকের মনোমুগ্ধকর কবিত্বে পরিপূর্ণ!　　(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

অনুতাপ।

যখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,
সারা নিশি জেগে তোমার আশে,
তখন তুমি এসেছিলে, নাথ,
মালাটীকে ফেলে গেছ পাশে।

ডেকে ডেকে পাও নি তুমি সাড়া,
ফিরে গেছ অভিমান ভরে;
ভেবেছিলে কোনো আয়োজন!
করি নাইআমি তোমা তরে?

ডাক্‌ছি আমি কতদিন ধ'রে,
বঞ্চিত না হব দরশনে!
এমন ক'রে যাবে তুমি চ'লে
ভাবি নাই কোনো দিন মনে!
সযতনে রচি' আসনখানি,
বসেছিলাম, কত আশা ক'রে,
তার উপরে বস্‌বে হবে তুমি,
দেখবো আমি দু'টী নয়ন ভ'রে!

বনে বনে কুড়িয়েছিলাম ফুল,
পূজ্‌বো ব'লে তোমায় কত সাধে।
এসেছিলে যদি, নাথ, তুমি,
জাগালে না কোন্ অপরাধে?
আর আমি ঘুমাবো না কভু,
ফিরে এস ওগো মোর সখা,
একা আমি ভাব্‌ছি বসে ব'সে,
আবার কবে পাব তব দেখা!

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

সংবাদ।

কংগ্রেসের প্রার্থনা—আগামী জাতীয় মহাসমিতির অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর ভারত-সচিব মহাশয়কে বড়দিনের সময় কলিকাতার কংগ্রেস দর্শন করিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভারত-সচিব মহাশয় তাহার উত্তরে জানাইয়াছেন যে, বড়দিনের সময় তাঁহার কলিকাতায় থাকা অসম্ভব।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান মন্দির—স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রকৃতির যে রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন, জগতে তাহা সম্পূর্ণ নূতন। ঐ তত্ত্বের আরও অনুশীলন করিবার জন্য তিনি এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মন্দিরের মধ্যে যেমন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুশীলন হইবে, মন্দিরের পশ্চাতে নির্জ্জন সুরম্যস্থানে সাধক আরও বৈজ্ঞানিক আলোক লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারিবেন। স্যার জগদীশচন্দ্র স্বোপার্জ্জিত প্রায় ৫ লক্ষ টাকা এই মন্দিরের জন্য প্রদান করিয়াছেন। ১৫ লক্ষ টাকা আবশ্যক। এই সংবাদ অবগত হইয়া, ভারতের জ্ঞান জগতে বিলাইবার অভিলাষে বোম্বায়ের বোনার্জ্জী একলক্ষ ও মিঃ মুলজি খাটাও সওয়া দুইলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও ডাক্তার বসুর শিষ্যদিগের জন্য ৬টী বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষায় মহিলা-বৃত্তি।

এ বৎসর নিম্নলিখিত বালিকাগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়াছেন।

২০৲ টাকার বৃত্তি।

সুধা দত্ত—মহারাণী হাইস্কুল দার্জ্জিলিং।

১৫৲ টাকার বৃত্তি।

১। সুবোধবালা রায়—বেথুন।
২। নিখিলবালা গুপ্ত—ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা।
৩। প্রীতিলতা গুহমল্লিক—ব্রাহ্ম গার্লস।
৪। ইন্দুবালা দাসগুপ্ত—ইডেন, ঢাকা।
৫। লীলাবতী নাগ— ,, ।
৬। সুধা চট্টোপাধ্যায়—বেথুন।

১০৲ টাকার বৃত্তি।

১। অমিয়প্রভা বিশ্বাস—বিদ্যাময়ী, ময়মনসিং।
২। লীলা বসু—ভাওসেদন।
৩। মালতীমালা সরকার, ইউনাইটেড মিশন।
৪। স্নেহপ্রভা সরকার—বিদ্যাময়ী ময়মনসিংহ
৫। ফুলবালা গুপ্ত—ব্রাহ্ম গার্লস।
৬। সুধীরবালা গুপ্ত— ,, ,, ।
৭। সুমতিবালা দাস—ইডেন, ঢাকা।
৮। মণিকা চাটার্জ্জি—বেথুন।
৯। সুনীতিবালা রায়—বিদ্যাময়ী, ময়মনসিং।

মিঃ টমাসক্লার্ক পিলিং গিবন্স কে, সি, ইংলণ্ড হইতে বাঙ্গালার 'এড্‌ভোকেট জেনারেল'-পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়। এ সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিল্‌বরণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিংএজেন্টস্—সীলেটলাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা।

এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোংর

ব্রীজ মার্কা

লিনসিড তৈল

রংয়ের কার্য্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

এই তৈল ব্যবহারে রংয়ের কার্য্য বহুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এই রং ফাটিয়া চটিয়া বা ফোস্কা উঠিয়া নষ্ট হইয়া যায় না। এই কারণে সকলে বহু পরিমাণে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং আশাতীত ফল পান।

এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোং.

৮ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

বিবাহে ও প্রীতি-উপহারে

বিনা পাথের গহনা হইলে দাতা ও গ্রহিতার উভয়েরই অতুল আনন্দ হয় না কি? বিনা পাথে আমরাই প্রথম অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি।—আমাদের দেখাদেখি অনেকে এই পথে আসিলেন বটে—কিন্তু কথাটি কাকে কেহই ঠিক রাখিতে পারিলেন না। সম্প্রতি আমরা যাবতীয় গহনা বিনা পাথে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছি।—এখন হইতে আর পাথ মরা আদৌ যাহা যাইবে না। আমাদের প্রস্তুত অলঙ্কার আমাদের ফেরৎ দিয়া নূতন অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইলে কেবল পুরাতন অলঙ্কার পাঠাইয়া দিলেই চলিবে; আমরা কেবল মজুরী চার্জ্জ করিব। অর্থাৎ কেবল মজুরীর টাকা ক্ষতি সহ করিলেই নানাবিধ নূতন নূতন ডিজাইনের অলঙ্কার প্রস্তুত করাইতে পারিবেন। স্বর্ণের দরুণ এক পয়সাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না।

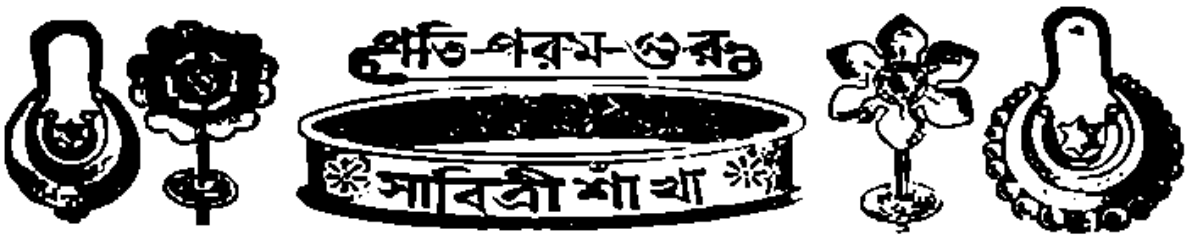

সাবিত্রী শাঁখা।

মণিলালের প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।
প্লেন সাইজ, হাই পালিশ, রূপার উপর পাত
মোড়া মূল্য ১৪৲ টাকা।

কাশ্মিরী মাকড়ী। ডবল থাকা কানের টাপ।

যুবতীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক কর্ণাভরণ। চুনী-পান্না পাথর সেট করা।
মূল্য ১৬৲ হইতে। মূল্য ১০৲ হইতে।

কুমারী মাকড়ী। সেফ্‌টী পিন।

ছোট ছোট মেয়েদের অপূর্ব্ব কর্ণাভরণ। "মনে রেখো", "সুখে থাক" ইত্যাদি নানা
মূল্য ৸৹ টাকা মাত্র। রকমের প্রস্তুত আছে। মূল্য ১৫৲ হইতে।

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্, ৪০ নং গরাণহাটা—চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
টেলিগ্রাফ এড্রেস্—মেকলেস। টেলিফোন নং ১৭৪।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় পলঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, ভি পিতে ১।৵৹ ; তিন শিশির মূল্য ২।৹, ভি পিতে ২।৶৹।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৹ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৷৹ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভীষণ প্রতারণা। ভীষণ প্রতারণা॥

"মায়াপুর রসায়ন"

জাল হইয়াছে॥

ক্রেতাগণ সাবধান॥।

কোনও কোনও অসাধুব্যক্তি আমাদের ভারত-বিখ্যাত "মায়াপুর রসায়ন" এই নামের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ঠিকানা ও মূল্যাদির মিল রাখিয়া ধাঁধা লাগাইয়া লোক ঠকাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা ৪০ বৎসরের পরীক্ষিত ভারত-বিখ্যাত—

মায়াপুর রসায়ন

হুগলী জেলার ঋষিপ্রতিম কবিরাজ ৺রামময় বন্দ্যোপাধ্যায়— আবিষ্কৃত। এই শক্তিশালী মহৌষধের অপূর্ব্ব গুণাবলী কে, না জানেন? ১০০০ এক সহস্র ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর রসায়ন ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, ব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

"মায়াপুর রসায়ন" সপ্ত ধাতুর পোষক, পুষ্টি ও কান্তি বৃদ্ধিকর। যে কারণেই শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষয় হউক না কেন ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে সবল ও ক্ষয় অংশের পুরণ করে। আজই পত্র লিখিয়া, বিনা মাশুলে "মায়াপুর রসায়নের" বৃহৎ ব্যবস্থা পুস্তিকা, "কবিরাজী শিক্ষা" নামক পুস্তক লইয়া" বিস্তারিত বিবরণ অবগত হউন।

২০০০০০ দুই লক্ষ সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

ব্রাঞ্চ—১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা ও ভৈষজ্যোদ্যান—

নারিকেলডাঙ্গা নং ৯ লক্ষ্মীতলা রোড, কলিকাতা।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম।

বাজারের সেরা।

অল্প দামে যদি আপনি একটি ভাল টেঁকসই ও মিষ্ট-আওয়াজ-বিশিষ্ট হারমোনিয়ম পাইতে চান, তবে একটী শরৎ ঘোষ কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত হারমোনিয়ম ক্রয় করুন; প্রায় অর্দ্ধেক দামে উহা অপেক্ষা ভাল যন্ত্র লাভ করিবেন। রীড্, চামড়া, কাঠ প্রভৃতি সমস্ত মাল-মসলাই অত্যুৎকৃষ্ট, সুনিপুণ কারিগর দ্বারা নিখুঁতরূপে তৈয়ার। প্রতিযন্ত্রের জন্য কোম্পানী দায়ী থাকিবেন। ৩ অক্টেভ ৪ ষ্টপ সিঙ্গেল রীড্ মূল্য ১৫৲ টাকা, ৩ অক্টেভ ৫ ষ্টপ ডবল—২৫৲ টাকা। অর্ডারের সহিত পাঁচ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৫নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্প-গ্রন্থ)—৷৷৵০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ) সুদৃশ্য কাগজের মলাট—৸০ ; সিল্ক বাঁধাই—১৲

ঠিকানা—মুখার্জ্জি বসু এণ্ড কোং, বুকসেলার্স,
১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Bamabodhini Patrika, No. 651. Registered No. C. 134. November.

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

"সেখ আন্দু" উপন্যাস

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

মানুষের প্রাণ-মহত্ত্বের এমন তীব্র তেজস্বী গৌরবোজ্জ্বল চিত্র, চরিত্র-বল মাহাত্ম্যের এমন মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য,—এমন গভীর বেদনাবহ আত্মদ্বন্দ্বে আত্মত্যাগে পরিপূর্ণ, সুন্দর আত্মজয়ের জীবন্ত ঔজ্জ্বল্যে পরিস্ফুট, হৃদয়গ্রাহী শিক্ষণীয় উপন্যাস,—বঙ্গসাহিত্যে এই নূতন! আসুন, হিন্দু মুসলমান-প্রীতি-প্রয়াসী বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ, আজ আপনাদের জন্য বিমল আনন্দময় উপহার লইয়া আমরা উপস্থিত হইয়াছি। আসুন, দেখুন,—নির্ব্বাণ-পথের পথিক মহদাশয় "দাদাজীর" মহান্ সমপ্রাণতা, উদার কোমল হৃদয়ের অতুল স্নেহ-মাধুর্য্য। হৃদয়গত মহত্ত্বের আকর্ষণে মানুষের সহিত মানুষের আন্তরিক প্রীতি-সৌহার্দ্দ্যের এমন উন্নত সুন্দর আদর্শ—এমন সুমহান্ মনুষ্যত্বের প্রাণবন্ত চিত্র, এমন অপূর্ব্ব চরিত্র-সৃষ্টি, নূতনতর ঘটনা-সংযোজন, অভিনব ভাব-সংঘাত-উচ্ছলিত, বিচিত্র মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম নৈপুণ্য, বঙ্গসাহিত্যে আর বাহির হয় নাই। নায়ক-নায়িকার উচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতা-কলরব-ঝঙ্কৃত, একঘেঁয়ে হাবভাব বর্ণনার কলাকৌশল-ভারাক্রান্ত অসার উপন্যাস পাঠ করিয়া যাঁহারা ক্লান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আন্তরিক তৃপ্তি-প্রসন্নতা লাভের সুবর্ণ-সুযোগ এতদিনে উপস্থিত!—উপন্যাসপাঠের আনন্দের সহিত যাঁহারা হৃদয়-প্রাণকে কল্যাণ জ্ঞানের শিক্ষা-সাধনায় উদ্বুদ্ধ—বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সমাদরে আহ্বান করিতেছি, আসুন, দেখিয়া যান! ইহাতে সকল সম্প্রদায়ের নরনারীর শিক্ষণীয়, চিন্তনীয় বস্তু আছে, আদরণীয় উচ্চতত্ত্ব আছে। বহু বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত। উপন্যাসের আদিযুগ হইতে এ ধরণের উপন্যাস একখানিও প্রকাশিত হয় নাই; বঙ্গসাহিত্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম।

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই, সবই মনোমত। মূল্য ১৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৫ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৪—ডিসেম্বর, ১৯১৭।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৸৵০
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।

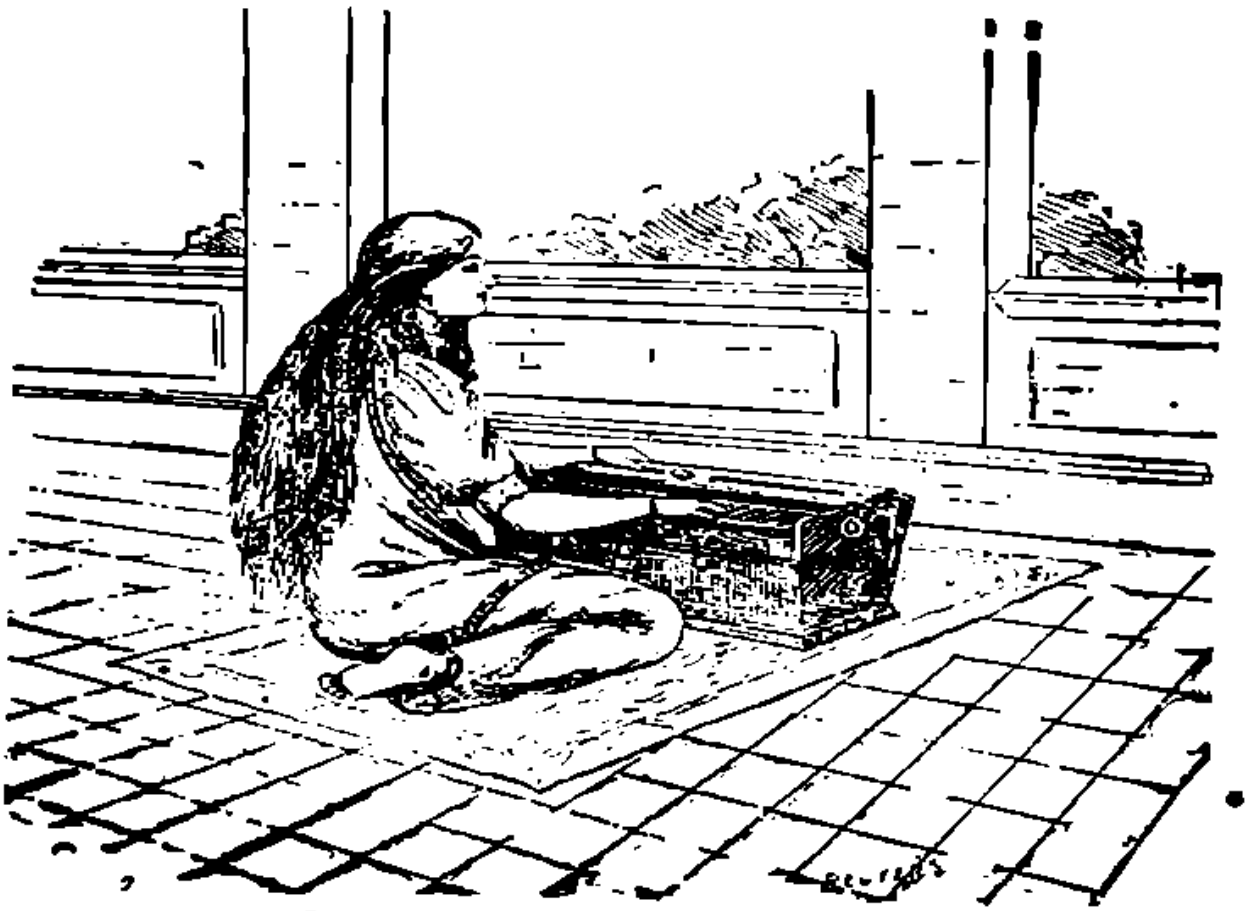

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড্, মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲,৪০৲,৫৫৲,৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

ফোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এসরাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন।

১নং তালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

বা, বো, বিজ্ঞাপন।

বামাবোধিনী-সম্পাদকের পরিচিত।

বিবাহের গহনা।

অর্ডার দিলে সময় মত দিয়া থাকি; বিবাহ ও জন্মদিনের উপহার দিবার উপযোগী নানাপ্রকার ব্রোচ, আংটী, কানফুল, এয়ারিং ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

ঘোষ এণ্ড সন্স।

৭৮।১ হ্যারিসন রোড।

টেলিফোন নং ২৫১৬।

ব্রাঞ্চ—১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই—

১। অদৃষ্ট-লিপি। ইহাতে অদৃষ্ট-লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক, শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য আট আনা।

২। মূলধনী। অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানাভাবের, নানা রসের, বিচিত্র চিত্রের। মূল্য আট আনা।

৩। শতদল। ভগবদ্-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রকাশিত, সকল সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মূল্য আট আনা।

৪। কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প—গল্পের পুস্তক। ৫। অশোকা—কবিতা-পুস্তক। ৬। হাসি ও অশ্রু—কবিতা-পুস্তক।

ভারতী, প্রবাসী, বামাবোধিনী, জন্মভূমি, হিতবাদী, বসুমতী, নব্যভারত প্রভৃতি সকল মাসিক-পত্রিকায় প্রশংসিত। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

THE ALL-INDIA

Hindu Socio-Religious Association.

General President H. H the Maharaja of Durbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members-Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free*; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications, at three-fourth price.

PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE. The General Secretary Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত

১। ধ্যান-লোক—৸০ ২। তপোবন—৸০ ৩। অঞ্জলি—।৵০; ৪। সুনীতি-বিকাশ—।০

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত

১। মাধবী—১৲। ২। শিশির—।০

কলিকাতায় ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গুরুদাস লাইব্রেরীতে এবং চট্টগ্রামে ঘাট-কয়াদবেগ—ঠিকানায় জীবেন্দ্রবাবুর নিকটে পাওয়া যায়।

নূতন ধরণের পুস্তক

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত

মূল্য—১।০ **"জীবন-সংগ্রাম"** মূল্য—১।০

ইহাতে অনেক শিখিবার বিষয় আছে। সংস্কৃত ডিপজিটারীতে (৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) প্রাপ্তব্য।

মণ্ডল ফ্লুট।

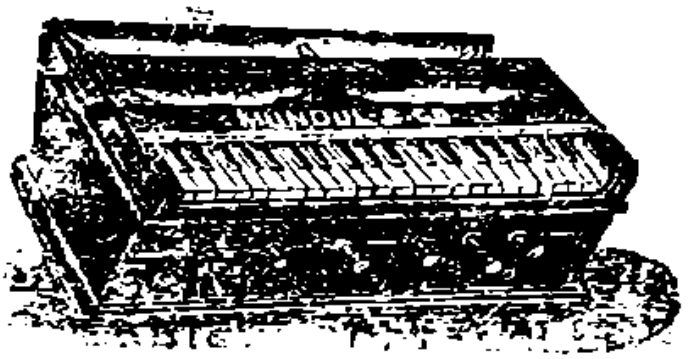

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত — দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু-প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩, অক্টেভ ৩ টপ ৩৫৲. ঐ সুন্দর কাজ করা ৪৲ টাকা। ঐ দুই পেট রীড ৪ টপ ৬৲ এবং ৭৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং—৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

মদীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় বলেন, "শ্রীযুক্তবাবু মথুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালায় কবিরাজী সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন, "পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব।

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,
২১ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের জীবন-দশা.

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩২ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) পোতাবাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ড্রপকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে,—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 652. December, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নত:।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫২ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। ডিসেম্বর, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্রদেশ—একতালা।

ঐ মহাসিন্ধুর ও-পার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে!
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে, "আয় চলে আয়,
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে!"
বলে, "আয় রে ছুটে, আয় রে ত্বরা,
হেথা নাইকো মৃত্যু, নাইকো জ্বরা,
হেথায় বাতাস গীতি-গন্ধ-ভরা, চির-স্নিগ্ধ মধু-মাসে;
হেথায় চির-শ্যামল বসুন্ধরা, চির-জ্যোৎস্না নীলাকাশে।
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে?
দেখ্ ঐ সুধা-সিন্ধু উছলিছে পূর্ণ-ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, আয় চলে আয় আমার পাশে।
কেন কারাগৃহে আছিস্ বন্ধ,
ওরে ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ?
ওরে, সেই সে পরমানন্দ, যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে পড়ে আছিস্ পরবাসে!"

কথা ও সুর—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

০ ২ ৩ ০ ১
পা -া ॥ (ধা ধা -া। পা -া পধা। মা মা -া। মা মা -া I
ও ই ম হা ০ সি ০ ন্ধু ও পা র খে কে ০

১
[পা -া -া]
সে ০ ০
২ ৩ ০
I মা -পধা পা। -া মগা রসা। রা পা পা। পা পধা -পা) I
কি ০০ স ০ গী ০ ত ০ ভে সে আ সে ও ০ ই

২ ৩ ০ ১
I (-া -া পা। পা পা -ধপা। পা পা -া। র্সা পা -া I
০ ০ কে ডা কে ০০ ম ধু র তা নে ০

১
[পা মা মমা]
লে আয় ওরে
২ ৩ ০
I ধা ধা -পধা। পা মা -া। মা -া পা। মা মা -া) I
কা ত র ০ প্রা ণে ০ আ য চ লে আ য

১
[-া না না]
০ ব লে
২ ৩ ০
I মা -ধা ধা। ধা ধা -া। ধা ধা -পা। পধা—পা পা II
আ য চ সে আ য় আ মা র্ পা ০ ০ লে

২ ৩ ০ ১
I (না -া না। না না -র্সা। র্সা -া র্সা। র্সা র্সা র্সর্সা I
আ য রে ছু টে ০ আ য রে ও রা হে থা

১
[র্রা র্রা র্সনা]
ও রা হে থা
২ ৩ ০
I র্সা -র্রা র্সা। পা -ধা পা। মা -পা র্রা। র্রা র্রা -র্গর্মা) I
না ই কো ম ০ ত্যু না ই কো ও রা ০ ০

২ ৩ ০ ১
I (না না -া। র্সা -া র্মা। র্সা -র্রা র্সা। পা ধা -পা I
বা তা স্ গী ০ ভি গ -ন্ ধ ভ রা ০

২ ৩ ০ ১
I পা পা -ধপা। মা -গা রা। রা -মা গা। রা রা রা) I
চি র ০ ০ স্নি ০ গ্ধ ম ধু মা সে হে থা ০

২ ৩ ০ ১
I মা মা -পা। পা -পা -া। মা পা -র্সা। র্সা র্সা -া I
চি র ০ শ্যা ম ল ব ন্ধু ০ ও রা ০

[১ -া সা সা]
০ কে ন

I ২ র্রা -র্সা -গা। | ৩ ধা -পা পা। | ০ পা ধা -া। | ১ পা -ধপা পা II
চি র ০ | জ্যো ৎ স্না | নী লা ০ | কা ০ ০ শে

I ২ রা রা -া। | ৩ রা রা -গমগা। | ০ রা রা -া। | ১ রা রা রসসা I
ভূ তে র | বো ঝা ০ ০ ০ | ব হি স্ | পি ছে ভূতের

I ২ মা মা -া। | ৩ মা মা -া। | ০ মা মা -পধা। | ১ পা মা মমমা I
বে গা র | খে টে ০ | ম রি স্ ০ | মি ছে দেখ্ ঐ

I ২ ধা ধা -া। | ৩ ধা -া ধা। | ০ ধা পা ধা। | ১ পা -া -া I
স্থ ধা ০ | সি ০ ন্ধু | উ ছ লি | ছে ০ ০

[১ ধা র্সা র্সর্সা]
শে ভূ তের

I ২ পা -ধা পা। | ৩ মা -া গা। | ০ মা ধা পা। | ১ ধা ধপা র্সা। I
পূ ০ র্ | ই ০ ন্দু | প র কা | শে দেখ্ ঐ

I ২ র্সা সা -া। | ৩ র্সা র্সা -া। | ০ পা গপা -া। | ১ ধা ধা -া I
বো ঝা ০ | কে লে ০ | ঘ রের্ ০ | ছে লে ০

[১ -া না না]
০ কে ন

I ২ পা ধা পা। | ৩ মা গা -া। | ০ মা ধা -া। | ১ পধা -পা পা II
আ র চ | লে আ য | আ মা র | পা০ ০ শে

I ২ না না -া। | ৩ না না -র্সা। | ০ র্সা র্সা -া। | ১ র্সা র্সা র্সর্সা I
কা রা ০ | গৃ হে ০ | আ ছি স্ | ব ন্ধ ও রে

[১ র্রা র্রা- র্সনা]
অ ন্ধ ও রে

I ২ র্রা র্সা -পা। | ৩ ধা পা -ধপা। | ০ মা পা -র্রা। | ১ র্রা র্রা -র্গর্মা) II
ও রে ০ | মূ ঢ় ০ ০ | ও রে ০ | অ ন্ধ ০ ০

I ২ না না -া। | ৩ র্সা -া র্সা। | ০ র্রা র্সা -পা। | ১ ধা -পা পা I
সে ই | সে ম | না ০ | ন ন্দ

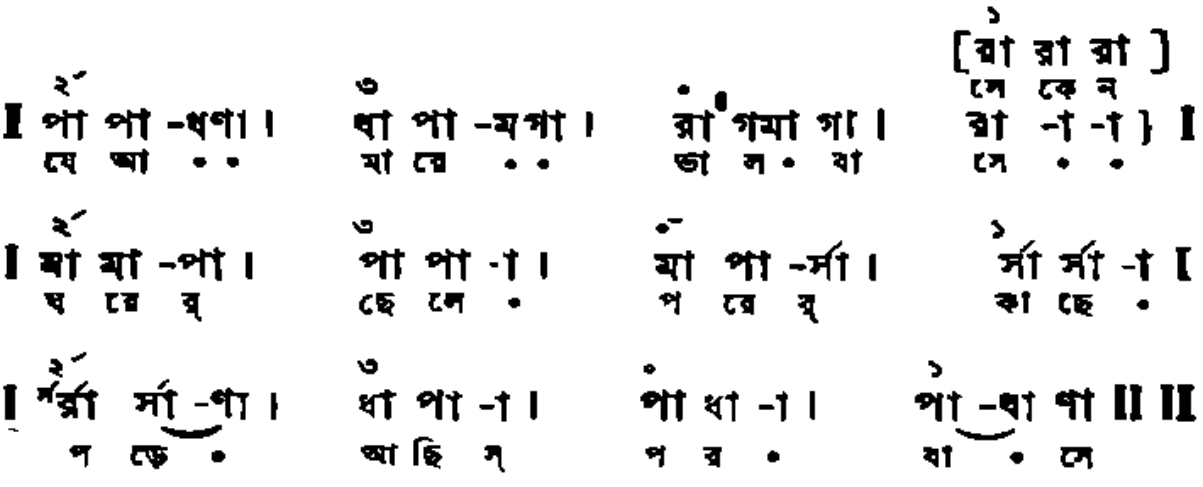

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৯)

বাড়ীর দুয়ারের কাছে আসিয়া নমিতা শঙ্কর-চাকরকে ডাকাডাকি করিয়া সাড়া পাইল না। সুরসুন্দর বৃদ্ধকে পথে দাঁড় করাইয়া, বারাণ্ডায় উঠিয়া, সজোরে কড়া নাড়িয়া প্রাণপণে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"বিমল-বাবু, বিমলবাবু!—সুশীলবাবু,—!" এবার সুশীলের সাড়া পাওয়া গেল। তাহারা দুয়ার খুলিয়া দিতে আসিতেছে.....।

সুরসুন্দর বারাণ্ডা হইতে নামিবার উদ্যোগ করিল। সে জুতার ফিতা-টা টানিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে হেঁট-মুখে বলিল, "তা হ'লে আমি এখন চল্লুম্। কাল সকালে সাড়ে ছ'টায় সমুদ্রপ্রসাদ আস্‌বে। আপ্‌নি নিজে দেখে শুনে, একটু-সাবধানে 'ড্রেস্' করিয়ে নেবেন্; ঘা-টায় পুঁজ যেন না হ'তে পায়, লক্ষ্য রাখ্‌বেন্।"

হিতলালবাবুর সৌহার্দ্দ্য ও আপ্যায়নের দৌরাত্ম্যে নমিতার মগজের মধ্যে বেশ একটু উৎকট গোল্‌মাল্ বাঁধিয়া গিয়াছিল। এত-ক্ষণের পর বাড়ীর দুয়ারে পৌঁছিয়া, সে যেন প্রকৃতিস্থ হইবার অবসর পাইল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, প্রসন্ন-সৌজন্যপূর্ণ মুখে ছোট একটি নমস্কার করিয়া বলিল, "আসুন, আজ আমার জন্যে আপ্‌নারা বড়ই কষ্ট পেয়েছেন, —বিশেষ আপনি.....! বাস্তবিক, আমার বড় ভাই এখানে থাক্‌লে, আজকের বিপদে যা' না কর্‌তে পার্‌তেন্, আপ্‌নি তা'র চেয়ে বেশী করেছেন।—শুধু দূর থেকে পরের মত নমস্কার করা-টা আজ উচিত হয় না। আপ্‌নাকে প্রণাম করে, পায়ের ধুলো নেওয়া-ই—!"

সহসা পিছু হটিয়া অস্বাভাবিক তীব্র গম্ভীর স্বরে সুরসুন্দর বলিল, "না না, পদ্মকে 'পর'

বলেই মনে রাখ্‌বেন! ও-সব লৌকিকতার আড়ম্বর—সমস্তই—সব একেবারে ভুলে যান্—ভুলে যান্। সংসারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, শিষ্টসৌজন্য-কোমলতার অনুরোধে, ও-সব হাস্যাস্পদ পাগ্‌লামীকে মনে ঠাঁই দেবেন না, আমি বারণ করে দিচ্ছি। কে বল্‌তে পারে, শেষে হয় ত একদিন স্রেফ্ ঐ জন্যেই .....?" সুরসুন্দর আর বলিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত বাষ্পবেগে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

অন্ধকারে বিস্ময়াহত নমিতার পাণ্ডু বিবর্ণ মুখ-ভাব কেহ দেখিতে পাইল না; কিন্তু তাহার স্বচ্ছন্দ-নিঃশ্বাস-গতিটা যে, অবরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল! নমিতা কোন কথা কহিতে পারিল না।

ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া সুরসুন্দর বেদনা-মথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বড় অশোভন স্পর্দ্ধা-বর্ব্বরতা প্রকাশ করলুম কি? কি কোর্ব্বো! ক্ষমা করুন্; উপায় নাই! আমাদের চক্ষে যে, সৌজন্য, নীলতা, শিষ্টতা, কিছুই নাই; আছে শুধু, কুৎসা, গ্লানি, আর বীভৎস-নীচাশয়তা! আমাদের আত্মপর কোনো সম্মান-জ্ঞানই নাই; তাই যথেচ্ছ-কৌতুক-প্রিয়তার পরিচয় দেবার জন্য আমরা অতিব্যগ্র। কিন্তু শ্লীলতার সীমা কোথায়, সেটুকুর হিসাবে আমরা অতিকুণ্ঠিত! আমাদের মত জানোয়ারের কাছে মানুষের শিষ্টতা জানাতে আসেন্? ভুল, বিষম ভুল! ম্যাডাম্, যে রাস্তার, যে ধুলোর উপর ভগবান্ আপ্‌নাকে দাঁড় করিয়েছেন, সে রাস্তার, সে ধুলোর উপর নারীজনসুলভ হৃদয়ের নমনীয়-কোমলতা নিয়ে দাঁড়াবার স্থান নাই! প্রাণকে পাথরের মত শক্ত করুন্; তবে এখানে দাঁড়াবার শক্তি পাবেন। নাহ'লে, ঠক্‌বেন,—বড় মর্ম্মান্তিক ঠকা ঠক্‌বেন্! এটা নিশ্চয়!—"

ভিতরের উগ্র-উত্তেজনার তাড়নে সুর-সুন্দরের আপাদমস্তক কাঁপিতেছিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, ধূলি-ধূসরিত বারান্দার সিঁড়ির উপরে বসিয়া পড়িল ও ঘাড় হেঁট করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগ সবলে দমন করিয়া নিঃশব্দে চক্ষের জল সাম্‌লাইয়া লইল। গভীর অভিমান-বেদনাহত স্বরে সে বলিল, "কোন্ সাহসে মুখ উঁচু করে বিশ্বাস-যোগ্যতার দাবী কোর্‌বো বলুন! সে স্থান নাই! চারিদিকে যে বীভৎস পঙ্কিলতার স্রোত বয়ে যাচ্ছে! এতে কি জঘন্য গ্লানিতে মন ভরে যায় না, লজ্জায় ঘৃণায় মুখ পুড়ে যায় না? আপ্‌নি ছেলেমানুষ; এ-সবের কি বল্‌বো আপনাকে? তবে একটি কথা বলে রাখ্‌ছি—।" এই বলিয়া সুরসুন্দর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কঠিন স্বরে বলিল, "আমাদের হৃদয়হীন লঘু চপলতা, নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতকতার সংস্রব থেকে, যতটা পারেন, দূরে—খুব দূরে সরে দাঁড়ান! পৃথিবীর বাজারে উচ্চ-প্রাণতা বলে কোন জিনিস নাই; তাই মানুষের হৃদয়ের নির্ম্মল বিশ্বাস-প্রীতি, শ্রদ্ধা-সম্মান,—এ সকল আমাদের কাছে মূল্যহীন,—নাটক-নবেলের কথা মাত্র! তাই শ্রদ্ধামর্য্যাদাহীন নীচান্তঃকরণ আমরা। আমাদের অসাধ্য হেয় কাজ পৃথিবীতে কিছুই নাই! এটা খুব ভাল করে স্মরণ রাখ্‌বেন।

দ্বার খুলিয়া সুশীলের সহিত লছমীর মা আলো হাতে করিয়া বাহিরে আসিল। মুখের

ঘাম হেঁট হইয়া হাঁটুর কাপড়ে মুছিয়া, শুষ্ক স্বরে সুরসুন্দর বলিল, "যান্, বাড়ীর ভেতর যান্।" তাহার পর পথে নামিয়া, কাশিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সে আবার বলিল, "কাল সকালেই সমুদ্র আস্‌বে, মনে রাখ্‌বেন।..... তা হ'লে আসি।—যান্, দাঁড়াবেন না; বাড়ী যান্। সুশীল, বাড়ী যাও ভাই!"

সুশীলের সৌজন্য-জ্ঞানটা খুব তীক্ষ্ণ; সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এই যে যাই; আগে আপ্‌নারা চলে যান্; তা'পর।"

সুরসুন্দর শান্ত কোমল দৃষ্টিতে সুশীলের পানে চাহিয়া ম্লানভাবে একটু হাসিল। তারপর দ্বিরুক্তি না করিয়া, বৃদ্ধের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। নমিতা কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিঃশব্দ পাদক্ষেপে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

সুরসুন্দর দৃষ্টি-পথাতীত হইলে, দুয়ার বন্ধ করিয়া লছ্‌মীর মা'র সহিত সুশীল বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। বিশেষ কার্য্যব্যপদেশে লছ্‌মা রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। ইহার পর ধীরে সুস্থে নমিতার হাতের সংবাদটা সময় মত জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে বলিয়া, আপাততঃ কাজ কামাই করিতে তাহার স্বরা সহিল না। কর্ম্মঠ-প্রকৃতি লছ্‌মীর মা চিরদিনই হাতের কাজ সারিয়া, তবে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সংবাদ লইত।

সুশীল মা'র ঘরে এক দৌড়ে আসিয়া দিদির সন্ধান লইয়া জানিল, সেখানে দিদি এখনও পৌঁছায় নাই। তৎক্ষণাৎ সে দিদির শয়নকক্ষের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

বিমলের পড়িবার ঘরের ভিতর দিয়া শয়নকক্ষে যাইতে হয়। ছুটিয়া আসিয়া পড়িবার ঘরে ঢুকিয়াই সুশীল হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, টেবিলের কাছে চেয়ারের পিছনে পশ্চাদ্বদ্ধ-হস্তে দাঁড়াইয়া, নমিতা অস্বাভাবিক ব্যাকুল-দৃষ্টিতে উর্দ্ধে দেয়ালের গায়ে টাঙ্গান স্বর্গীয় পিতৃদেবের 'ফটো'-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া আছে। তাহার মুখমণ্ডলে নিষ্কপায়-নির্য্যাতনবাহী শুষ্ক-গাম্ভীর্য্যের দীপ্ত আলা উদ্ভাসিত!

এক রাশ প্রশ্নের বোঝা সুশীলের জিহ্বার মধ্যে জমাট বাঁধিয়া বসিয়া গেল। নমিতাকে ডাকিতে তাহার সাহস হইল না। হাঁ করিয়া খানিক ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইয়া আসিল ও ঝুঁকিয়া পড়িয়া নমিতার 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতটার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সন্তর্পণে 'ব্যাণ্ডেজের' এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে অঙ্গুলি-স্পর্শ করিয়া, আপন মনেই সহানুভূতি-করুণকণ্ঠে বলিল,—"আহা!"

সশব্দে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নমিতা মুখ ফিরাইয়া চাহিল। অব্যক্ত গ্লানি-মনস্তাপের উগ্রদগ্ধ বক্ষের মধ্যে তীব্র আলোড়নে চলিতেছিল; তাহারই ঘূর্ণিচক্রে সমস্ত অনুভূতিটা এতক্ষণ যেন হতজ্ঞান হইয়াছিল। সুশীলের আগমন-ব্যাপারটা মোটেই সে টের পায় নাই। একাগ্র-পর্য্যবেক্ষণে রত সুশীলকে নতশিরে পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, সহসা সে চমকাইয়া গেল। আত্মসংবরণ করিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল,—"কে? সুশীল?"

"হুঁ" বলিয়া, বড় বড় চোখের আগ্রহোজ্জ্বল দৃষ্টি নমিতার মুখের উপর স্থাপনা করিয়া সুশীল বলিল, "আমি ভেবেছিলাম বুঝি, তুমি আগেই মা'র সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেছ!

কাপড় ছাড়তে এসেছ, তা ত জানি নে! মা যে তোমার জন্যে বড্ড ভাবছেন, দিদি!"

তাহার জন্য ভাবনা!—ধক্ করিয়া তীব্র বেদনার আঘাতে হৃৎপিণ্ডটা সজোরে নমিতার বুকের মধ্যে লাফাইয়া উঠিল। 'মা তাহার জন্য অত্যন্তই ভাবিয়া থাকেন—!' ইহা ত অত্যন্ত পুরাতন কথা! শুনিয়া শুনিয়া তাহার ত ইহা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে! কিন্তু আজ?.....না, না, এই পুরাতন অভ্যস্ত সত্যের আস্বাদ আজ অত্যন্ত নূতন! সমস্ত অন্তঃকরণটা আজ নিদারুণ অভিমান-ক্ষোভে অশ্রু-সজল হইয়া উঠিতে চাহিতেছে! তাহার জন্য ভাবনা!' সত্যই তাহার অবস্থা আজকাল অসহনীয় সমস্যা-সঙ্কটে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! তাহার জন্য সকলেই অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তান্বিত! যাহার ভাবিবার কথা নয়, তিনিও!

মুখ ফিরাইয়া নমিতা তীব্রদৃষ্টিতে নিজের দেহের পানে চাহিল! একটা হিংস্র উন্মাদনায় মনটা মুহূর্ত্তে নিষ্ঠুর উগ্র হইয়া উঠিল! এই দেহটার জন্যই না? হাঁ, সকল দিকেই অন্নদাসত্বের চরণে আত্মবিক্রয় করিয়া, দেহযাত্রাটা বেশ স্বচ্ছলভাবে সে নির্ব্বাহ করিতেছে, কিন্তু জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ যে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে! শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাধীন স্বচ্ছন্দতাও যে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে! সংসারের যত কিছু জঘন্য-লালসার ক্রূরদৃষ্টির সাম্নে শুধু এইটার অপরাধেই ভয়-কুণ্ঠিত হইয়া চলিতে হয় না? হাঁ, শুধু এই জন্যই! কঠিন হস্তে কণ্ঠনালী টিপিয়া ধরিয়া বিকৃতকণ্ঠে নমিতা বলিল, "বেরিয়ে যা, সুশীল—!"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া সুশীল বলিল, "তুমি কাপড় ছাড়বে?"

অকস্মাৎ উগ্র বাঁজের সহিত নমিতা বলিল, "হাঁ, হাঁ; তুই যা না—!"

বিস্মিত সুশীল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। চেয়ারের পিছনে বসিয়া পড়িয়া হাটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া, আজ অনেক দিনের পর, নমিতা অসহ্য কষ্টে, আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল! তীব্র অভিমানাহত নিঃশব্দ ক্রন্দন!

নমিতা সংসার-জ্ঞানে অনভিজ্ঞা, নির্ব্বোধ, ছেলেমানুষ! হায়, সংসারের মানুষ, বাহিরে দাঁড়াইয়া দেহের বয়স হিসাব করিয়া কাহাকে বিচার করিতে চাহ! দুঃখ-দ্বন্দ্ব-শোকের তাড়া খাইয়া সচেতন অনুভূতি-সম্পন্ন মানুষের মনের বয়স যে অত্যন্ত শীঘ্র বাড়িয়া উঠে! দেহের বয়সের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া সব মাটী মাড়াইয়া চলিবার সাধ্য ত তাহার থাকে না!.....কিন্তু হায়, কে ইহা বিশ্বাস করিবে? বিষয়ী বুদ্ধিমানেরা জানেন, ইহা নাট্যাচার্য্যের নাটকীয় বিজ্ঞতা, ঔপন্যাসিকের অলস-মস্তিষ্ক-প্রসূত ভৌতিক উপদ্রব!..... থাক্, যাহা ইচ্ছা তাঁহারা মনে করুন, ইহা লইয়া তর্ক চলিবে না!

দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। পিতার আলোক-চিত্রের দিকে চাহিতেই তাহার দৃষ্টি আবার বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া গেল! ঐ পুণ্যোজ্জ্বল শোক-স্মৃতি! উহার প্রতিষ্ঠা-অর্চ্চনার স্থান সত্যই কি জগতে কোথাও নাই? জীবন্ত মানুষের সজাগ প্রাণের অভ্যন্তরেও নাই? ঐ মহান্ স্মৃতির তেজস্বী শক্তি প্রেরণাবলে ক্ষণেকের মধ্যে দৃপ্ত নির্ভীক হইয়া, শান্ত-নির্ম্মল দৃষ্টি

তুলিয়া, সে সমস্ত জগতের সকল নয়নে যে, ঐ পিতৃনয়নের উজ্জ্বল স্নেহ-করুণা দেখিতে চায়, ঐ পিতৃমুখের প্রতিবিম্ব-মহিমা দেখিতে চায়! সে সবই অলীক ভাবুকতা মাত্র! সত্যের লেশ তাহাতে কিছুই নাই! অসহ্য! এমন অযথা কৃতঘ্নতার—এমন নিষ্ঠুর বিশ্বাসহীনতার বেদনা বহিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না; অন্ততঃ নমিতা পারিবে না।

সহসা একটা নূতন আশ্বাসের সুর আসিয়া তাহার অবসন্ন মনকে স্পর্শ করিল। শান্ত হইয়া নমিতা চক্ষের জল মুছিল। এই সময় বাহির হইতে সুশীল ডাকিল, "দিদি, এখনো তোমার হয় নি?" আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া নমিতা বলিল, "তুই, বুঝি আমার জন্যে এখনো দাঁড়িয়ে আছিস্? আচ্ছা, ঘরে আয়।"

ইতস্ততঃ করিয়া সুশীল বলিল, "না, তুমি কাপড় ছাড়; আমি মা'র কাছেই যাই—।"

নমিতা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "না না, এই খানেই আয় ভাই, একটা কথা বল্‌বো—।

সুশীল ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি—?"

নমিতা আঁচলের কাপড়টা মুখের উপর উত্তমরূপে ঘসিয়া মাজিয়া, নিকটস্থ চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। সুশীলকে পাশে টানিয়া লইয়া, তানহাতে তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া স্মিতমুখে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে সে বলিল, "বিধের কাছে ডাক্তার মিত্রের কথাটা বলা হয়েছে? এখনও বোকা তুই!.....আচ্ছা; বল ত, বাড়ীতে মা'র কাছে এসেও সব গল্প করেছিস্?"

ঘাড় নাড়িয়া বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখে সুশীল বলিল, "না দিদি, শুনে শুধু মার মনে দুঃখু হবে, তাই বলি নি,.....।"

উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাসটা সজোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া লইয়া নমিতা বলিল, "লক্ষ্মী ভাইটী আমার! মণিজের বুদ্ধির সঙ্গে বিবেচনা একটু খাটিয়ে সাবধান হয়ে মা'র কাছে কথাবার্ত্তা বলো! শোকে-দুঃখে একেই তাঁর মন ভেঙ্গে রয়েছে, তার ওপর বাইরের ব্যাপার,—আমাদের দুঃখ, ক্ষতি অপমান, এ গুলোর ভার আর চাপান চলে না?... বাইরের বোঝা চৌকাটের বাইরে নামিয়ে রেখে, ঘরে তাঁর কাছে হাল্কা হয়ে এসে দাঁড়াতে হবে। বুঝেছ মাণিক, তাঁর কাছে কিছু বলো না...।"

নমিতার বেদনা-করুণ কণ্ঠস্বরে সুশীলের চোখ্-দুইটা ছল্ ছল্ হইয়া আসিল। ম্লান মুখে সে বলিল, "কিন্তু তোমার হাতে ক্রুশ বিধে যাওয়ার কথাটা ত বলে ফেলেছি—।"

মৃদু হাসিয়া নমিতা বলিল, "উত্তম, ওটা এড়িয়ে যাওয়া চল্‌ত না।"

সুশীল পুনশ্চ বলিল, "আমারই মাথায় ঠুকে যে তোমার হাতে ক্রুশ বিধে গেছে, তাও বলেছি।—তা'র জন্যে ছোড়্‌দি—।"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সহাস্যমুখে নমিতা বলিল, "থাক্ থাক্, বুঝেছি। ছোড়্‌দির কথা বাদ দিয়ে যা। চল মা'কে আগে খবর দিয়ে আসি।"

সুশীল বলিল, "কাপড় ছাড়্‌বে না?"

"তিনি ভাবছেন্ যে, আগে তাঁকে খবরটা দিয়ে আসি—।" এই বলিয়া নমিতা বাহির হইল। সুশীলও তাহার পিছু পিছু চলিল।

বাহির হইতে বিমল আসিয়া সদর দুয়ারের কড়া নাড়িয়া ডাকাডাকি করিতেছে

শুনিয়া, সুশীল দুয়ার খুলিয়া দিতে ছুটিল। নমিতা একাকিনীই মা'র ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। মা পিঠের কাছে উঁচু বালিশ রাখিয়া, অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কষ্টে নিঃশ্বাস টানিতেছিলেন। নমিতা ঘরে ঢুকিতেই, উদ্বেগপূর্ণ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে তিনি বলিলেন, "হাতটায় কি বড়ই লেগেছে?"

প্রফুল্ল-স্মিত মুখে বেশ জোরের সহিত নমিতা বলিল, "কিছু না!—সামান্যই আঘাত!—"

সমিতা মাতার বুকে তৈল-মালিশ করিতেছিল। নমিতা তাহারই পাশে বসিয়া পড়িয়া প্রসন্ন মুখে বলিল, 'কাণার লগ্নে কুঁজের বিয়ে';—মাঝ্‌খান থেকে আমি সাতদিনের ছুটি পেয়ে গেলুম।—এ একরকম মন্দ হোল না। যথালাভ.....।" এই বলিয়া নমিতা সকৌতুকে হাসিতে লাগিল; যেন তাহার এই পরমলাভের সুসংবাদটুকু মাতার কাছে বহন করিয়া আনিতে পারায় আনন্দে সে পরম কৃতার্থতায় উল্লসিত!—কিন্তু অন্তর্যামী দেখিতেছিলেন, তাহার এই ছুটির লাভ-টা কিন্তু কঠোর-গ্লানি-বিষ-দগ্ধ! কি দুঃসহ-বেদনাময়! কি নিদারুণ অস্বস্তি-অভিশাপপূর্ণ!

স্নিগ্ধের স্নেহ-করুণার উল্লেখে খুব একটা বড় রকম ভূমিকা ফাঁদিয়া, নমিতা জাঁকাইয়া প্রশংসা সুরু করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সুশীলের সহিত বিমলকুমার খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরে ঢুকিল। নমিতার 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতের প্রতি ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিমল ক্ষুণ্ণভাবে বলিল—"ওঃ, কি গ্রহের ফের! দুঃখ-বিপদ্ যখন আসে, তখন এমনি করেই এসে থাকে! তোমার দরকারী কাজের হাতটা আজ্‌কা জখম্ হোল!"

বিমল বাম পায়ের গ্রন্থিটা সজোরে টিপিয়া ধরিয়া কাতরভাবে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "অন্ধকারে ছুটোছুটি করে যেতে খানায় পড়ে পা মচ্‌কে গেছে! তবু এই পা নিয়েই চারিদিক্ ঘুরলুম; কেউ সন্ধান বল্‌তে পার্‌লে না, মা!···বাস্তবিক, লোকটা আশ্চর্য্য পালানই পালিয়েছে!..."

সবিস্ময়ে নমিতা বলিল, "কে?"

সুশীলের দিকে প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিমল বলিল, "গেজেট, কি নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি ভুলে গেছিস্, না কি? ডাক্তারবাবুর ঠাকুর যে ফেরার···! শোন নি, দিদি?"

হতবুদ্ধি নমিতা বলিল, "কখন্?—"

বিমল বলিল, "সমি ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে তাকে খবর দিয়েছিল যে, ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তুমি দেখা কর্‌তে গেছ। সেই শুনেই সে বেচারী উদ্বেগ-চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। তারপর তুমি গেছ, সুশীল গেছে, আমি 'বল্' খেল্‌তে বেরিয়ে গেছি; ইতিমধ্যে কখন্ সে গায়ের কাপড়খানি নিয়ে সুই করে নিঃশব্দে পিট্‌টান দিয়েছে; কেউ জানে না। আমি 'বল্' খেলে এসে ব্যাপার শুনে, তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিলুম্; এই বাড়ী ঢুক্‌ছি!"

নমিতা গুম্ হইয়া খানিকক্ষণ ভাবিল। বিমল আহত পায়ের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বিরক্তভাবে বলিল, "যাই বল বাপু, পরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে, সুখখাতি ত ষোল আনা! আবার বদনামের ভাগী হওয়া

দ্যাখো! রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কোথায় হয় ত ভোঁচ্‌কানি লেগে মরে পড়ে থাক্‌বে, তারপর সে পাপের দায়ী কে হ'বে বল ত? আর লোকটার নিমক-হারামি দ্যাখো! আমরা এত যে কর্‌লুম্‌, তা একটা কৃতজ্ঞতা জানান নেই, কিছু নেই;—খাতির নদারত; বেমালুম গা-ঢাকা দিলে! কি বল্‌তে ইচ্ছে হয় বল দেখি?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমিতা বলিল, "কৃতজ্ঞতার কাঙ্গালী হয়ে এখানে বসে মাথা খুঁড়্‌লে কোনই লাভ নেই। উঠে পড়, ভাই! চল দু'জনে মিলে রাস্তায় আর একটু খোঁজ্‌ তল্লাশ করে আসি। আমাদের কর্ত্তব্যটা আমরা পালন করে যাই; তারপর ভগবানের ইচ্ছা—!"

আহত চরণটির পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বিমল বলিল, "তুমি বল্‌ছ, চল যাই; কিন্তু কিছুই যে ফল হবে না, তা আগেই বলে রাখ্‌ছি। আর একটা কথা। সুরসুন্দর তেওয়ারীকে বলে এসেছি। তিনি এখনি চারিদিকে লোক পাঠিয়ে সন্ধান নেবেন। ওঁর কাছে উপকার পায় বলে, অনেক হিন্দুস্থানী ওঁর বাধ্য আছে। সুরসুন্দর আরো বল্লেন, ঐ ঠাকুরের চাচা না কি হয় বটে, কে এক ভাই বেরাদার কাছারিতে পেয়াদার কাজ করে। তা'র কাছে খোঁজ্‌ নিলে, খুব সম্ভব, সন্ধান পাওয়া যাবে।"

রুষ্টভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নমিতা বলিল, "তোর সবই ব্যাগার-ঠেলা কাজ! এখন থেকে এই রকম ফাঁকিবাজ্‌ হ'তে অভ্যাস কর্‌ছিস্‌, এর পর বয়স বাড়্‌লে সংসারের কাজে একটা অদ্ভুত স্বার্থপর জন্তু হয়ে উঠ্‌বি, দেখ্‌ছি!"

নমিতা যে হঠাৎ এমন রাগিয়া উঠিবে, বিমল তাহা প্রত্যাশা করে নাই। একটু থতমত খাইয়া সে বলিল, "তেওয়ারী নিজেই খোঁজ্‌ নেওয়ার কথা তুল্লেন। হাস্‌পাতালের বুড়ো মেথরকে তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। মোড়ের কাছে দেখা হল; আমায় খোঁড়াতে দেখে তিনি বল্লেন, "আপ্‌নি আর কষ্ট কর্‌বেন না; বাড়ী যান্‌। আমি খবর নিয়ে পরে আপ্‌নাকে জানাব।" তা'রই কাছে ত তোমার হাতে ক্রুশ বিঁধে যাওয়ার খবর পেলুম।"

নমিতা কোনও উত্তর দিল না। মনের মধ্যে যে অত্যুগ্র ঘৃণা-তিরস্কারের বিশৃঙ্খল তুফান-স্রোত বহিতেছিল, তাহার উদ্দাম ঢেউ সশব্দে তাহার উপরে আছ্‌ড়াইয়া পড়িতে চায় দেখিয়া, নমিতা নিজের উপর বিরক্ত হইল। পাচকের পলায়ন-সংবাদের নীচে সব দুশ্চিন্তা ঢাকা পড়িয়াছিল। একটা উদ্বেগ-পীড়ন উপর্য্যুপরি ঝাপ্টা হানিয়া তাহাকে অশান্ত করিয়া তুলিতেছিল। পাচকের সাহায্যের জন্য ডাক্তার-পত্নী তাহাকে টাকা গণাইয়া দিয়াছেন;—সে-কথা মা'র কাছে বলা উচিত কি না?—সে-সমস্যা লইয়া নমিতা নিজের মধ্যেই অত্যন্ত বিপন্নতা অনুভব করিতেছিল। মা হয় ত ভিতরের দিকটা তলাইয়া বুঝিবেন না; বিরুদ্ধ ধারণায় অসম্মান-বোধে, বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণ হইবেন। কিন্তু ডাক্তার-পত্নীর সেই বেদনা-করুণ মুখচ্ছবি মনে পড়িলে, নমিতার মনের আত্মসম্মান-বোধটা যে নম্র অভিভূত হইয়া আসিতে চাহিতেছে, স্নেহ-সমবেদনায় প্রাণটা আর্দ্র হইতে চাহিতেছে! আহা, সেই নিরুপায় মর্ম্মপীড়িতা বেচারীর অনুতপ্ত হৃদয়-

ভায়-লাঘবে সাহায্য করিতে পারিলে, নিজের সম্মান-ক্ষুণ্ণতার দুঃখ ভুলিয়াও নমিতা সত্যই সুখী হইতে পারিত। কিন্তু এ যে সকল দিকে গোল বাঁধিল! হায়! নমিতা গৃহে ফিরিবার আধ্ ঘণ্টা পরে যদি পাচকের মাথায় পলায়নের সুবুদ্ধিটার উদয় হইত!

বিমলের কাছে আসিয়া আহত পায়ের এ-দিক্ ও-দিক্ টিপিয়া দেখিতে দেখিতে নমিতা বলিল, "মচ্‌কে ফুলে গেছে! একটু চুণে-হলুদ্ গরম কর্‌তে হবে—।"

আশ্বস্ত হইয়া বিমল তাড়াতাড়ি সমিতার দিকে চাহিল। বিমলের অভিপ্রায় বুঝিয়া মাতা বলিলেন, "সমি, যা মা, চুণে-হলুদের ব্যবস্থা দ্যাখ্। মালিশ থাক্—।"

সজোরে মালিশ করিতে করিতে ঘাড় নাড়িয়া আপত্তির সুরে সমিতা বলিল, "এই এখুনি! দেখ্‌ছ এখন তেল মালিশ কর্‌ছি—"

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "তাই ত। না না, মালিশ চলুক্। আমি ওর পায়ের সদ্গতি কর্‌ছি; তুই মালিশ্‌টাই ততক্ষণ কর্। আমি এসে তোকে ছুটি দেব—।"

পরম সন্তোষে কৃতজ্ঞ ও উৎফুল্ল হইয়া সমিতা বলিল, "হ্যাঁ দিদি, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী তোমায় কেন ডেকেছিলেন?"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নমিতা বলিল, "টাই'য়ের নমুনার জন্যে। কাল বোনার বাক্সটা একবার পাড়্‌তে হবে। হাঁ, ভাল কথা! মা, আমাদের ডাক্তারবাবুর স্ত্রী অক্ষয় সেনের পিস্‌তুতো বোন্। সেই অক্ষয়-দা—দাদার বন্ধু—।"

প্রবাসী 'দাদা'র সম্পর্কীয় প্রত্যেক সংবাদের প্রত্যেক বর্ণটির জন্য ভাই-বোনের চক্ষুকর্ণ সজাগ হইয়া থাকিত। সুতরাং তৎক্ষণাৎ অনেকগুলা আগ্রহ-ব্যস্ত প্রশ্ন উপর্যুপরি বর্ষিত হইয়া গেল। যথাসম্ভব সংক্ষেপে সে-গুলার সন্তোষজনক উত্তর দিয়া নমিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অতীত-সৌভাগ্য-দিনের অনেকগুলা বিস্মৃতপ্রায় স্নেহ-মধুর স্মৃতি সকলের মনের মধ্যে জাগিয়া একটা করুণ বেদনালোকের সৃষ্টি করিল।

আবশ্যক খুচ্‌রা কাজকর্ম্ম সব সারিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে নমিতা হাস্‌পাতালের দরখাস্ত লিখিল। তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাকথা ভাবিয়া অনিলকে একখানি পত্র লিখিল।

পাছে অনিল দূরদেশে থাকিয়া বেশী দুশ্চিন্তায় পড়ে বা দুঃখিত হয় বলিয়া, নমিতা পারিবারিক ঘটনার বহির্ভূত সমস্ত সংবাদ যথাসম্ভব কাটছাঁট করিয়া তাহাকে জানাইত। অনিলও দূরে থাকিয়া একমাত্র স্নিগ্ধের প্রশংসা ছাড়া আর কাহারও সংবাদ পাইত না। আজ নমিতা তাহাকে হাস্‌পাতাল-সংক্রান্ত সকল কথাই খুলিয়া লিখিল; আর ইহাও লিখিল যে, এরূপ সব উদ্ধতচেতা খাম-খেয়ালী প্রভুর মনোরঞ্জন করিয়া চলিতে হইলে, ক্রমে নিজের ন্যায়ান্যায়-বোধ ও মনুষ্যত্ব-জ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিয়া চলা ভিন্ন গতি নাই। কাজেই এখানে বেশি দিন টিকিয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা সকলের উপর। কিন্তু মানুষকেও ঈশ্বর চেষ্টা ও চিন্তা করিবার শক্তি দিয়াছেন; সুতরাং, কুম্ভকর্ণের নিশ্চিন্ত-নিদ্রা-অবলম্বনে উদাসীন থাকা অনুচিত বিবেচনায় নমিতা অন্যত্র চেষ্টা দেখিতেছে। এখন অনিলের অনুমতি প্রার্থনীয়।

নমিতা হিসাব করিয়া দেখিল এই পত্র অনিলের হাতে গিয়া পৌঁছিবার ঠিক্ সাতদিন পূর্ব্বে তাহার চরম পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবে। উদ্বেগে দুর্ভাবনায় সারা রাত্রি আর সে ঘুমাইতে পারিল না; থাকিয়া থাকিয়া একটা রুক্ষ ঔদ্ধত্য তাহার মনের মধ্যে অপমানের ঝঞ্ঝনা হানিতে লাগিল! নির্ম্মম দাসত্ব-সম্মান। অতিনির্ম্মম! এক-একবার পাচকের কথা মনে হইতে লাগিল। যদি কেহ তাহার কোনও সংবাদ আনে, তাই উৎকর্ণ হইয়া সে পথের দিকে কান পাতিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। শেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার অন্য চিন্তায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল।

সারা রাত্রি কাটিল। পরদিন বেলা বারটার সময় সুরসুন্দর হাসপাতাল হইতে জনৈক কুলির হাতে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া পাঠাইল, "বিমলবাবু, বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইলাম, পাচক তাহার ঔষধের শিশি ও গায়ের কাপড় লইয়া একজন পরিচিত লোকের সহিত, কাল সন্ধ্যা সাতটার ট্রেনে তাহার দেশের দিকে গিয়াছে। খুব সম্ভব সে নিরাপদেই দেশে গিয়া পৌঁছাইবে। এখন হৈ চৈ করিয়া লাভ নাই। ব্যাপারটা চাপিয়া যাওয়াই সকলের পক্ষে মঙ্গল।"

নমিতা নূতন ভাবনায় পড়িল। টাকাগুলি কেমন করিয়া সকলের অগোচরে ডাক্তার-বাবুর স্ত্রীর কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়?

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গান।

(মুলতান)

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর
হৃদয় উদাসে!
কোথা তুমি প্রিয়তম,
পরাণ উদাসে!

তোমায় আজি পেলে প্রাণে,
ভরাই হৃদয় গানে গানে,
জীবন-ভরা অশ্রু আমার
মুছাই নিমেষে!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তারকেশ্বর।

তারকেশ্বর হুগলি-জেলার অন্তঃপাতী শ্রীরামপুর 'সব-ডিভিসনে'র একটি গ্রামমাত্র। ইহা শিবের জন্যই বিখ্যাত। ষ্টেশন হইতে মন্দিরটি প্রায় ৫০০ গজ দূরে অবস্থিত। সকল দিনেই দেবদর্শনার্থ লোকে এখানে সমাগত হয়, তবে সোমবারই অতিপ্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এখানে

আসিবার জন্ত বৎসরের কোনও কাল নির্দ্দিষ্ট নাই। সকল ঋতুতে এবং সকল দিনেই এখানে আসিবার নিয়ম আছে। মহাদেবের পূজার জন্ত জমীদারি আছে। তাহার উপস্বত্ব হইতে দেবপূজা হইয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত দেবদর্শনাভিলাষী ব্যক্তিদিগের পূজা হইতেও মন্দিরের বিলক্ষণ আয় হইয়া থাকে। মহান্ত শিবের পূজার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। যাহা কিছু আয় হয়, সারাজীবন তিনিই তাহার ভোগ করেন। তারকেশ্বরে দুইটি মেলা হইয়া থাকে:—প্রথমটি শিবরাত্রের সময়; এবং দ্বিতীয়টি চৈত্রমাসের সংক্রান্তির সময়। শিবরাত্রে অন্যূন বিশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই সময় লোকেরা নির্জ্জল উপবাস ও রাত্রিজাগরণ করিয়া শিবপূজা করে। শিবরাত্রের মেলাটি তিন দিন থাকে। দ্বিতীয় মেলাটি চড়ক-পূজায় হয়। চৈত্রমাস ব্যাপিয়া শূদ্রসন্ন্যাসিগণ দিবাভাগে উপবাস করেন ও সূর্য্যাস্তে ভোজন করেন। চড়ক-সংক্রান্তির দিন তাঁহারা তারকেশ্বরে সমাগত হইয়া গৈরিক উত্তরীয় মোচনপূর্ব্বক শিবপূজা করেন। অধুনা চড়কোৎসব পূর্ব্বকালের ন্যায় ভয়াবহ নহে। পূর্ব্বে সন্ন্যাসিগণ স্বীয় চর্ম্মভেদ করিয়া ঘূর্ণি খাইতেন, তাহাতে তাঁহাদিগের কষ্ট যৎপরোনাস্তি হইত। এখন তাঁহারা কোমরে পেটি পরিয়া সেই পেটির সহিত চড়কগাছের আংটা লাগাইয়া লন। এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের কষ্টও হয় না এবং ঘূর্ণি খাইতে অনেক সুবিধা হয়।

তারকেশ্বরের মহাদেব-সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, অযোধ্যার অন্তঃপাতী মহোবাগোরকালিক-নামক স্থানের বিষ্ণুদাস-নামক অনেক ক্ষত্রিয় রাজা মুসলমানদিগের অধীনে থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া সহচর-সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে আগমনপূর্ব্বক হরিপাল-নগরের সন্নিকটস্থ বলাগোড়ের রামনগর-নামক গ্রামে উপস্থিত হ'ন্। তাঁহার সহিত পাঁচশত অনুচর ছিল। এতদ্ব্যতীত একশতজন কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণও তাঁহার সহিত ছিলেন। নবাগত-ব্যক্তিদিগের বিচিত্র বেশ, বিচিত্র কেশ, বিচিত্র শ্মশ্রু প্রভৃতি ও তাহাদিগকে শস্ত্রপাণি দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা তাহাদিগকে দস্যু বিবেচনা করিয়া মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট তাহাদিগের আগমনবার্ত্তা প্রেরণ করে। ফলে নবাব-কর্ত্তৃক রাজা আহূত হ'ন্। তখন রাজা স্বয়ং নবাবের সহিত সাক্ষাৎকারে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া থাকিবার জন্ত আশ্রয় প্রার্থনা করেন। নবাব রাজার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ চাহিলে রাজা উত্তপ্ত লৌহশলাকা হস্তে ধারণ করেন এবং তাঁহার কোনও দুরভিসন্ধি না থাকাতে তিনি অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলেন না। তদ্দর্শনে নবাব তাঁহাকে ৫০০ বিঘা জমি থাকিবার জন্ত দান করেন। এই জমীগুলি তারকেশ্বরের চারি মাইল দূরে অবস্থিত।

রাজা বিষ্ণুদাসের বরমলসিংহ-নামক অনেক ভ্রাতা ছিলেন। ইনি সন্ন্যাসধর্ম্ম-পরিগ্রহ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তারকেশ্বরের জঙ্গলে তাঁহার অবস্থিতি-কালে একদা তিনি দেখিলেন যে, অনেকগুলি পয়স্বিনী গাভী দুগ্ধভারে মন্দ-গতি হইয়া বনে প্রবেশ করিল কিন্তু বন হইতে প্রত্যাগমনকালে তাহারা দুগ্ধভার-বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছে। তখন তাঁহার মনে

কৌতূহল জন্মিল যে, কে এই গাভীগুলিকে দোহন করিয়াছে? অনুসন্ধানেচ্ছু হইয়া তিনি একদিন গাভীদিগের সহিত বনে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু যাহা তিনি দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি দেখিলেন, গাভীগুলি একখণ্ড প্রস্তরের উপরে পর্য্যায়ক্রমে যাইয়া দণ্ডায়মান হইতেছে ও তাহাদিগের স্তন হইতে দুগ্ধধারা স্বতঃই নিঃসৃত হইয়া প্রস্তরোপরি পতিত হইতেছে। নিকটে সমাগত হইয়া আরও দেখিলেন যে, প্রস্তরটিতে রাখালগণ ধান কুটিয়া খাওয়াতে তথায় একটি গহ্বর হইয়া গিয়াছে; সেই গহ্বরেই দুগ্ধধারা পতিত হইতেছে। রাত্রে তারকেশ্বর মহাদেবের আকৃতিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "প্রস্তরটি স্থানান্তরিত না করিয়া তদুপরি তুমি একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দাও। তুমিই সেই মন্দিরের প্রথম মোহান্ত হইবে।" বরমলসিংহ স্বীয় ভ্রাতাকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত অবগত করাইলে উভয় ভ্রাতা মিলিত হইয়া একটি মন্দির নির্ম্মিত করেন। দেবাদেশানুসারে বরমলসিংহ তাহার প্রথম মোহান্ত হ'ন। কালে মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া যায়। বর্ত্তমান মন্দিরটি বর্দ্ধমানের মহারাজ নির্ম্মাণ করান। হাবড়া-নিবাসী চিন্তামণি দে মন্দিরের সম্মুখে শ্বেতপ্রস্তরের একটি দালান প্রস্তুত করাইয়া দেন। চিন্তামণিবাবু অসাধ্য রোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি এই মানস করেন যে, যদি তিনি রোগমুক্ত হ'ন তবে একটি দালান তৈয়ার করিয়া দিবেন। রোগমুক্ত হইলে তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ স্বীয় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন। অসাধ্য-ব্যাধিগ্রস্ত হইলে লোকে তারকেশ্বরে আসিয়া হত্যা দেয়। স্বপ্নে যেরূপ আদেশ হয় তদ্রূপ করিলে লোকে রোগমুক্ত হইয়া থাকে।

* মোহান্তকে অবিবাহিত থাকিতে হয়। * ইনি দশনামি-সন্ন্যাসিদলভুক্ত।

খড়দহ—(খড়্‌দা)।

খড়দহ বঙ্গদেশের ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারাকপুর 'সবডিভিসনে'র একটি গ্রামমাত্র। ইহা হগ্‌লি-নদীর উপর অবস্থিত। এখানকার লোকসংখ্যা ১৭৭৭ জন। স্থানটী বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থান। চৈতন্য-মহাপ্রভুর চেলা নিত্যানন্দ এইস্থানে বাস করিতেন। এতদ্ধেতু ইহা বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত প্রিয়। প্রবাদ এইরূপ যে, নিত্যানন্দ এস্থানে সন্ন্যাসিবেশে সমাগত হইয়া হগ্‌লি-নদীতটে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন হঠাৎ তিনি একটী রমণীর অকস্মাৎ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক রমণীকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে রমণী বলিল যে, তাহার একমাত্র প্রাণসমা কন্যা বিগতজীবন হইয়াছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, কন্যাটী মরে নাই; নিদ্রা যাইতেছে। এ কথায় রমণীর কিন্তু প্রতীতি জন্মিল না। রমণী বলিলেন, যদি তিনি কন্যাকে সঞ্জীবিতা করিতে পারেন, তবে রমণী তাঁহার দাসী হইবেন। সন্ন্যাসী-ঠাকুরের অমত ছিল না। তিনি একে সন্ন্যাসী; তাহার উপর অকৃতদার। সুতরাং, এরূপ মাহেন্দ্রযোগ পরিত্যাগ করা অনুচিত বোধে তিনি কন্যাটীকে সঞ্জীবিতা করিয়া রমণীটীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। এখন সংসারে সন্ন্যাসী-ঠাকুর একা নহেন যে, যথাতথা

থাকিবেন। এখন তাঁহার একটী বাটীর আবশ্যকতা। জমীদারকে না ধরিলে স্থান পাওয়া যাইবে না ভাবিয়া, তিনি জমিদারের নিকট গমন করিয়া স্থান প্রার্থনা করিলে, জমিদার দহে (নদীতে) একগাছা খড় নিক্ষেপ করিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন, 'সন্ন্যাসী ঠাকুর! তোমার থাকিবার স্থান ঐখানে। নিত্যানন্দ প্রভাবশালী ব্যক্তি; তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই দহের জল তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া গেল এবং তাঁহার থাকিবার উপযুক্ত একটু স্থান বাহির হইল। এইজন্যই গ্রামটি খড়দহ-নামে খ্যাত।

নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র হইতে খড়দহের গোঁসাই-বংশের উৎপত্তি। বৈষ্ণবগণ তাঁহা-দিগকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। দোলযাত্রা ও স্নানের সময় খড়দহে মেলা হইয়া থাকে। এখানে শ্যামসুন্দরের মন্দির আছে।

তিনশত বৎসরের অধিক হইল রুদ্র-নামে জনৈক হিন্দুযোগী শ্রীরামপুরের নিকটস্থ বল্লভ-পুরে আসিয়া বসতি করেন। স্বপ্নে রাধাবল্লভ তাঁহাকে দেখা দেন ও গৌড়ে যাইয়া রাজ-ধানীর দরজার উপরিস্থ প্রস্তর আনয়ন করিয়া দেবমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। রুদ্র গৌড়ে মুসলমান রাজপ্রতিনিধির মন্ত্রীর নিকট যাইয়া দেবাদেশ জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রি-মহাশয় হিন্দু ছিলেন। দেবাদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি প্রস্তরটীকে দেখিতে আসেন। এমন সময় দেখা গেল যে, প্রস্তর হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতেছে। তখন উপায় উদ্ভাবন করিতে আর বিলম্ব হইল না। তিনি অবিলম্বে স্বীয় মনিবকে তথায় আনাইয়া দেখাইলেন যে, প্রস্তরটী ক্রন্দন করিতেছে। এরূপ অপয়া প্রস্তর রাজবাটীতে রাখিতে নাই; সুতরাং, প্রস্তরটী দূর করা আবশ্যক। মুসলমান মনিব তৎক্ষণাৎ প্রস্তরটী অপসৃত করিতে আদেশ দিলেন। রুদ্র তখন প্রস্তরটীকে নৌকার উপর আনয়ন করিলেন। কিন্তু তাহা এত বৃহৎ যে নৌকায় তাহার স্থান হইল না। মাঝিরা নৌকা হইতে প্রস্তরটীকে জলে ফেলিয়া দিল। দৈবকৃপায় সেই প্রস্তর ভাসিতে ভাসিতে বল্লভপুরে পহুছিল। তখন সেই প্রস্তর হইতে তিনটী মূর্ত্তি নির্ম্মিত করা হয়। যথা, বল্লভ, শ্যামসুন্দর ও নন্দদুলাল।

নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র একটি মূর্ত্তি লইতে বাসনা প্রকটিত করেন কিন্তু রুদ্র তাহাতে সম্মত নহেন। একদিন রুদ্র পিতৃ-শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন এরূপ সময় বীরভদ্র নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রাদ্ধ সময়ে বৃষ্টি আসিয়া পিতৃকৃত্যে বাধা দিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বীরভদ্র তখন করযোড়ে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। দৈব-শক্তিতে তথায় বৃষ্টি পতিত হইল না; কিন্তু তাহার চতুঃপার্শ্বে মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। রুদ্র ব্যাপার-দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং বীরভদ্রকে একজন অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। সময় বুঝিয়া বীরভদ্র একটি মূর্ত্তি প্রার্থনা করিলেন। রুদ্রও আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি দান করেন। এই মূর্ত্তিটী এখন খড়দহে আছে। রাধা-বল্লভের মূর্ত্তিটী বল্লভপুরে এবং নন্দদুলালের মূর্ত্তি সাহিবানা-নামক গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামটী ব্যারাকপুর হইতে তিন মাইল দূরে

দৃষ্ট হইয়া থাকে। একদিনে উক্ত মূর্ত্তিত্রয় দর্শন করিলে অনেক পুণ্য সঞ্চিত হয়। খড়দহের বৈষ্ণব মন্দিরের অদূরে ২৩টী শিব-মন্দির আছে।

খড়দহে জুতার ব্রস্ ও ইঁট বহুল পরিমাণে তৈয়ার হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

নব স্মৃতি।

মৃত-সঞ্জীবনী তোমার রাগিণী
মানস-তটিনী-তট উছলিয়া,
নব অনুরাগে বিনোদ সোহাগে
কোন্ শুভযোগে উঠিল বাজিয়া!
উঘারিয়া হায় হৃদয়ে আমার
প্রেমের ভাণ্ডার আছিল কি খোলা!
অলিকুল গুঞ্জে কুসুমের পুঞ্জে
পরাণের কুঞ্জে দি'ছিল কি দোলা?

বুঝি শুভ খনে অন্তর-গগনে
কবে কোন্ দিনে জ্যোছনা ফুটিল;
তরল সুধায় শশীটি আমার
পরি তারা-হার হাসিয়া উঠিল!
নাচিয়া কাঁদিয়া তাপিত এ হিয়া
দিনু কি সঁপিয়া চরণে তোমার?
মধুর বচনে ভোবিয়া যতনে
নি'ছিলে কি টেনে দীন-উপহার?

এ ক্ষীণ যৌবনে কবে কোন্ খনে
তোমার স্পন্দনে ডেকেছিল বান?
তুমি কি হে বঁধু, লুঠেছিলে মধু,
এসেছিলে শুধু শুনিয়া আহ্বান?
বসন্তের গানে তোমার মিলনে
ভাঙা এই বীণে বেজেছিল সুর?
আজি কোথা তুমি, হে হৃদয়-স্বামী,
ভাবি দিন-যামী কোথা—কতদূর!

আজি যে লাঞ্ছিত, ওগো ও বাঞ্ছিত,
হইয়া বঞ্চিত তব অনুরাগে;
আজি মম বীণা বাজে না বাজে না
প্রেমের মূর্চ্ছনা ললিত সোহাগে।
সুপ্ত এ জীবন, লুপ্ত ত্রিভুবন,
অলির গুঞ্জন থামিয়া গিয়াছে;
কোকিল-কাকলি পাপিয়ার বুলি
থেমেছে সকলি,—কলরব আছে!

দূরে—বহুদূরে লহরে লহরে
শুভ নব সুরে বাজিতেছে বাঁশী;
সুধা-তান তা'র শ্রবণে আমার
মথিয়া আঁধার আসিতেছে ভাসি!
আজি মনে পড়ে, নিকুঞ্জ-কুটীরে
বিনোদ বাহারে গেয়েছিনু গান;
আজি মনে পড়ে, বঁধুয়ার তরে
উঠেছিল সুরে আকুল আহ্বান!

পুনঃ বিনোদন! কর আগমন,
না-হয় যৌবন গেছে ফুরাইয়া;
যা' আছে এ ঘরে দিব তা' তোমারে,
এস হে অন্দরে আলো বিথারিয়া।
তোমার—তোমার, আমি যে তোমার!
কবে একবার দিছি ফিরাইয়া;
ওহে ভুলে যাও, আসিয়া দাঁড়াও,
সযতনে দাও ব্যথা মুছাইয়া।

দরবেশ।

মহাত্মা যিশু ও তাপস হোসেন মন্‌সুরের জীবনে সাদৃশ্য।

ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে দেখা যায়, ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্ত সাধু মহাত্মাগণ ধর্ম্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল নূতন সত্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল সত্যের প্রচার-কালে তাঁহারা কি কঠোর উৎপীড়নই না সহ্য করিয়াছিলেন!

মহাত্মা যিশুর জীবন-চরিতে দেখিতে পাই, তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি বিতাড়িত হইয়াছেন, প্রলোভনের সঙ্গে কি কঠোর সংগ্রাম করিয়াছেন এবং অবশেষে "মানব ঈশ্বরের সন্তান" এই নবসত্য প্রচার করিতে যাইয়া রাজাদেশে কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ হইয়া কণ্টক-মকুট মস্তকে ধারণ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন!

মহাত্মা যিশুর ন্যায় মুসলমান তাপস হোসেন মন্‌সুরও "অনল্ হক্" (আত্মাই ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মাতেই ব্রহ্ম অবস্থিত) এই নব সত্য প্রচার করিতে যাইয়া, নানা উৎপীড়ন সহ্য করিয়া অবশেষে তীক্ষ্ণ শূলাগ্রে কর্ত্তিত-পদ, কর্ত্তিতজিহ্ব ও উৎপাঠিত-চক্ষু হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

এই দুই মহাত্মার ধর্ম্মজীবনে এই একটি আশ্চর্য্যজনক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাত্মা যিশু নরনারীর পাপ, মোহ ও অজ্ঞানতার কণ্টক সর্ব্ব অঙ্গে ও মস্তকে ধারণ করিয়া তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন। তাহাতেই মানব পরিত্রাণের সমাচার পাইল; অজ্ঞানতা দূর হইল; মানব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইল। তখন মানব যিশুর নব সত্য লাভ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিল।

মহাত্মা হোসেন মন্‌সুরও যিশুর ন্যায় অনল হক্ "আত্মাই ব্রহ্ম" এই নব সত্য প্রচার করিতে যাইয়া রাজাদেশে তীক্ষ্ণ শূলাগ্রে কর্ত্তিত-প্রত্যঙ্গ হইয়া ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিলেন,—"হে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, তুমি ইহাদিগকে কৃপা কর। এ দেহ কিছুই নয়, আত্মাই সর্ব্বস্ব, সেই স্থলেই তোমার প্রকাশ;—আত্মাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। আমার হস্ত, পদ, চক্ষু সকলই যাইল; জিহ্বাও এখনি যাইবে, কিন্তু প্রাণ আমার তথাপি বলিবে 'অনল্ হক্ (অহং ব্রহ্ম)।" এই বলিতে বলিতে তাঁহার জীবন শেষ হইল।

দর্শকগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল; বলিল, "আমাদের কি ভ্রম! আমরা ইঁহাকে অবিশ্বাসী কাফের বলিয়াছিলাম। ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-বিশ্বাসী। স্বয়ং ঈশ্বরই ইহার মুখ হইতে "অহং ব্রহ্ম" (অনল হক্) এই মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা ভ্রমে পতিত হইয়া ইহার অর্থ বুঝিতে সমর্থ হই নাই। আজ ইনি জীবন দান করিয়া এই নব মহাসত্য মন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন যে, শরীর কিছুই নয়; আত্মাকে জান; আত্মাতেই ব্রহ্ম অবস্থিত; আত্মাই আমি; 'অনল হক্'।"

শ্রীমতী—

আত্মার অমরত্ব।

কত অণু-পরমাণু-গঠিত শরীর,
রক্ত-মাংস-মেদ-পূর্ণ হয়েছে দেহীর!
চক্ষু কর্ণ নাসিকা সে সুন্দর বদন,
উজ্জ্বল লাবণ্য-রাশি মুগ্ধ করে মন!
অমিয় বচন-রাশি শ্রবণ জুড়ায়,
মানুষ সুন্দর রূপে জগৎ মাতায়!
হেন দেহে মানবের কতই যতন,
তিলেক হইলে ত্রুটি ভাবে অনুক্ষণ!
হেন দেহে সুখ-তৃষ্ণা অসীম ধরায়;
বল দেখি ক'দিনের সেই সমুদায়?
ধন-মান-পুত্রে লোক বিপুল আশায়—
বাঞ্ছে সে অনিত্য সুখে, উন্মত্ত ধরায়;
কিন্তু হায়, অন্তরের আত্মা যায় ভুলে!
সকলি অসার কার্য্য;—ভ্রম দেখি মূলে!

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

অদৃষ্টলিপি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রমাকান্ত চলিয়া যাইলে ভুবনেশ্বরী সমস্ত বাড়ী অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সব চেয়ে তাহাদের শয়নগৃহে বড়ই শূন্যতা বোধ হইল। যেখানে 'চেয়ারে'র উপরে রমাকান্ত বসিতেন, যেখানে বসিয়া পত্নীর সহিত ধর্ম্মা-ধর্ম্মের কথা, কর্ম্মাকর্ম্মের কথা, দেশের কথা, সংবাদপত্রের মর্ম্মকথা, নিজোদয় আশা-ভরসার কথা বলা-বলি করিতেন, সেই সব স্থান প্রতিক্ষণে বৃশ্চিকরূপে ভুবনেশ্বরীকে দংশন করিতে লাগিল। ভুবনেশ্বরীর বড় কান্না আসে; কিন্তু তাহার চক্ষে জল দেখিলে তাহার শিশু পুত্র সুধীর খেলা-ধূলা ছাড়িয়া মায়ের মুখের পানে আকুলনেত্রে চাহিয়া থাকে; সেটা তো সহ্য করা যায় না। তখন ছেলেকে কোলে তুলিয়া চুমা খাইয়া তাহাকে, হয় খেলানা, না হয়, খাবার দিতে হয়। তাহার স্নেহময় দাদা গোপীনাথও কত রকম সান্ত্বনা ও সহানুভূতি করেন। কখনও তিনি বলেন, "আজ তুই চুল বাঁধিস্ নি কেন, ভাই?" কখনও বা তিনি বলেন, "তোর মুখখানি দিনে দিনে যেন শুকিয়ে যাচ্ছে; নিজের খাওয়া-দাওয়ার দিকে তুই মোটেই যত্ন করিস্ না, এ তোর বড় দোষ। বউকে নিয়ে আস্‌তে বলিস্ তো এনে দিই। তা সে আবার বাড়ীঘর ছেড়েই বা কি করে আস্‌বে? তা লক্ষ্মী দিদিটী আমার! তুমি নিজের প্রতি একটু বিশেষ যত্ন কোরো।" গোপীনাথ মনে মনে জানিতেন, তাঁহার স্ত্রী মোহিনী বড় স্বার্থপরায়ণা, বড় মুখরা এবং বড়ই গর্ব্বিতা। তাহার জন্য গোপীনাথ এক-দিনের জন্যও একটু শান্তি পা'ন নাই। তাহাকে ভুবনেশ্বরীর নিকটে আনা কোনও মতে সঙ্গত নহে। যাহা হউক, সহোদরের সান্ত্বনা ও স্নেহে ভুবনেশ্বরী অনেক তৃপ্তি লাভ করিত। তবে রাত্রে যখন দাদা ঘুমাইতেন, খোকা ঘুমাইত, তখন প্রাণাধিক স্বামীর মধুমাখা স্মৃতি অগ্নিমাখা হইয়া ভুবনেশ্বরীর প্রাণ পর্য্যন্ত

দগ্ধ করিত। তখন ভুবনেশ্বরী যুক্তকরে ডাকিত,"হে ভগবন্, তাঁকে ভাল রাখ ; তিনি ভাল আছেন, সেই সংবাদ আমায় দাও।"

ভুবনেশ্বরীর এই রকম কাতরতার আরও একটী বিশেষ কারণ ছিল। তাহা বলিতেছি।

রমাকান্ত প্রবাসে যাইবার পূর্ব্বদিনে দ্বিপ্রহরে নীচের তলায় বৈঠকখানায় বসিয়া "বেঙ্গলি"-কাগজ পড়িতেছিলেন ও সদর দরজা খুলিয়া রাখিয়া দারবান্ রামদীন পাঁড়ে বেঞ্চির উপরে ঘুমাইতেছিল। রমাকান্ত সহসা মনুষ্যাগমন অনুভব করিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, পার্শ্বে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে।

রমাকান্ত দেখিলেন, আগন্তুকের বয়স নবীন, আকৃতি সুন্দর, গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা, হস্তে ত্রিশূল ও পরিধানে গৈরিক বস্ত্র। বিস্মিত ভাবে রমাকান্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি ?" আগন্তুক বলিল, "নবীনানন্দ স্বামী।"

ভিক্ষুক বা অতিথি পাইলে রমাকান্ত তাড়াইয়া দিতেন না ; যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি নবীনানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চান্ আপনি ?"

নবীনানন্দ উত্তর করিলেন, "আপাততঃ কিছুই নয়।"

রমাকান্ত বলিলেন, "বসুন।"

নবীনানন্দ বসিলেন না ; রমাকান্তের মুখ-পানে চাহিয়া বলিলেন, "বাবুজী প্রবাসে যাইতেছেন ?"

রমাকান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কোথায় শুনিলেন ?"

ধীরে ধীরে নবীনানন্দ বলিলেন, "কোথাও শুনি নাই। আপনার অদৃষ্টলিপি দেখিতেছি।"

এ রকম ভাগ্যগণনায় যদিও রমাকান্তের বড় বিশ্বাস ছিল না ; তথাপি তিনি বলিলেন, "আবার ফিরে আসব কবে, বলুন দেখি ?"

সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া নবীনানন্দ বলিলেন, "আপনার পত্নী পতিব্রতা সতী। তাঁহার একটী শিশুপুত্র আছে।"

রমাকান্ত চমৎকৃত হইলেন।

নবীনানন্দ পুনরপি বলিলেন, "ডাক্তার-বাবু! এ সুখের গৃহ ছাড়িয়া পুরুষোত্তমে গিয়া কি হইবে ?—আপনি যাইবেন না।"

রমাকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু তা কি হয় ? এতটা প্রস্তুত হইয়া একটা পথের লোকের কথায় নিরস্ত হওয়া—ছি! ছি! তা কি হয় ?

কিছু ক্ষণ দুইজনেই নীরব। তারপরে নবীনানন্দ কহিলেন, "বাবুজী! না গিয়া পারিবেন না। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইবেন।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রমাকান্ত বলিলেন, "কেন ?"

ত্রিশূলধারী একটু বিলম্বে বলিলেন, "হয় তো শীঘ্র আসিতে পারিবেন না। অদৃষ্টলিপি পাঠ করা কাহার সাধ্য ?"

এবার বিদ্রূপের ভাবে রমাকান্ত বলিলেন, "আপনার সাধ্য আছে বৈ কি ?"

নবীনানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আমি অতি-ক্ষুদ্র ব্যক্তি। আমি গুরুদেবের দাসানুদাস।"

ত্রিশূলধারীর কথা যে রমাকান্ত সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহা নহে। পত্নী উদ্বিগ্ন

হইবে ভাবিয়া, তাহার কাছে তিনি সে-প্রসঙ্গ-মাত্র করিলেন না। তবে সেই দিন সন্ধ্যাকালে দুইজনে যখন বারান্দায় বসিয়াছিলেন, তখন রমাকান্ত কথায় কথায় বলিলেন, "দেখ! মনুষ্য-জীবন তো নশ্বর। যদি আমাদের দু'জনের মধ্যে একজন সহসা চলে যাই, তবে যে জীবিত থাকবে, সুধীরকে প্রকৃত মানুষ করা তা'রই প্রধান কর্ত্তব্য হবে; এ আমাদের মনে রাখা আবশ্যক।"

শরীরের যেখানে বেদনা, সেই স্থানে আঘাত লাগিলে ব্যথী যেমন কাতর হইয়া পড়ে, স্বামীর কথা শুনিয়া ভুবনেশ্বরী তেমনি কাতর হইয়া পড়িল। সে বলিল, "তুমি অমন কথা বোলো না; শুন্‌তে আমার ভয় করে। আমি যেন অগ্র-এয়োতী হয়ে, সুধীরের সকল ভার তোমার ওপরে দিয়ে চলে যাই।" অবশ্য রমাকান্ত সহধর্ম্মিণীকে, হাসিয়া, আশ্বাস দিয়া আদর করিয়া সে ব্যথা ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি চলিয়া গেলে ভুবনেশ্বরীর মনে সেই কথা, সেই "পোড়া কথা" বারংবার জাগিত। তাহার স্বামীর অগ্র এত অধিক কাতরতার প্রধান কারণ তাহাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমা—

প্রতীক্ষা।

জীবনে আমার সে-দিন কবে
আসিবে বিশ্বভূপ,
সবার মাঝারে যে-দিন আমি
দেখিব তোমার রূপ?
সংসার-মাঝে নির্ব্বোধ, তাই
বল গো অন্তরযামী,
কোন্ শুভদিনে তোমারে প্রভু
বুঝিতে পারিব আমি?

আছে মোর কান তবুও বধির
কিছু না কখনো শুনি!
কবে গো শুনিব মঙ্গলময়,
তোমার অমৃতবাণী?
আমাদের মাঝে শুভাশীষ তব
কবে গো আসিবে নেমে,
শুষ্ক হৃদয় কবে গো আমার
ভরিয়া উঠিবে প্রেমে।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

গৃহীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অশ্ব।

অশ্বের যত্নের ভার সহিসের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত। কিন্তু তা বলিয়া যে গৃহকর্ত্রী এ-বিষয়ের প্রতি উদাসীন থাকিবেন, তাহা নহে। গৃহকর্ত্রী যেটী স্বয়ং না দেখিবেন, সেটী অসম্পন্ন রহিয়া যাইবে। প্রত্যেক অশ্বের জন্য একজন ঘাসওয়ালা এবং প্রত্যেক তিনটী অশ্বের জন্য একজন সহিস নিযুক্ত থাকা চাই। অশ্বের জন্য কৈফিয়ৎ সহিসকে দিতে হইবে। সহিস ঘাসওয়ালার বিরুদ্ধে যদি কিছু

বলে, তবে তাহার প্রতি ব
না। সহিসকে সকল বিষয়ে দায়ী করিলে তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে হইবে বলিয়া, তাহার অনেকটা সময় যাইতে পারে; কিন্তু কখনও কখনও তাহাকে পুরস্কার দিলে সে আর ক্ষুণ্ণ হইবে না। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর একবার এবং সন্ধ্যার পর একবার সহিস আসিয়া গৃহকর্ত্রীর নিকট হইতে হুকুম লইয়া যাইবে। এরূপ করিলে সে ঘোড়াকে জুতিবার পূর্ব্বে তাহাকে উত্তমরূপে খাওয়াইবার অবসর পাইবে।

প্রত্যূষে ঘোড়ার দানার দিকি অংশ ঘোড়াকে খাওয়ান চাই। গ্রীষ্মকালে দানা খাওয়াইবার পূর্ব্বে ঘোড়াকে সামান্য জল খাওয়ান উচিত। শীতকালে এরূপ প্রথা অবলম্বন করার কোন প্রয়োজন নাই। দানা খাওয়ানর পর হাল্‌কা মালিশের আবশ্যক। ঘোড়ার গাত্রবস্ত্র উদ্ঘাটিত করিয়া একটী কোণে রক্ষা করিবে। অতঃপর অশ্বশালাকে পরিষ্কার করিবে। ইহার পর ঘাসওয়ালাকে ঘাস আহরণের জন্য পাঠাইয়া দিবে, কিন্তু তাহাকে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিবে।

অশ্বারোহণের পর অশ্বকে ধরিবার জন্য সহিস অশ্বশালার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিবে এবং ঘোড়ার উপর একখানা বস্ত্র রাখিয়া তাহাকে পাদচারণা করাইবে। এতদ্দ্বারা অশ্বের শৈত্য লাগিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

ঘোড়া দলা হইলে তাহাকে জল খাওয়াইয়া অল্প পরিমাণে ঘাস খাইতে দিবে। ইতোমধ্যে যে সকল ঘোটক চড়া হয় নাই, তাহাদিগকে ঘুরাইয়া লইয়া আসিয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধানের পর তাহাদিগকে জলপান করাইবে। অতঃপর সকল ঘোড়াগুলিকে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য শস্য খাইতে দিবে। বেলা তিনটার সময় তাহাদিগকে পুনরায় জল খাওয়াইয়া ৪টার সময় তাহাদিগকে পুনরায় শস্য খাইতে দিবে। অনন্তর উত্তমরূপে দলার পর তাহাদিগকে সান্ধ্য ব্যায়ামের জন্য বাহির করিবে। তাহারা প্রত্যাগমন করিলে তাহাদিগকে রাত্রিকালের জন্য ভোজন করাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

ঘোড়াকে আহার তিনবার দেওয়া উচিত। ইহার কম আহার দেওয়া উচিত নহে। ছোলা শুষ্ক দেওয়াই বিধি; অথবা তাহাতে সামান্য জলের ছিটা দিতে পার। ঘোড়াকে ছোলা খাওয়াইবার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাকে জল পান করাইবে; কিন্তু ছোলা খাওনর অব্যবহিত কাল পরে জল দিবে না।

একই আহার প্রতিদিন খাওয়ান উচিত নহে। তাহাতে স্বাস্থ্য বজায় থাকিতে পারে না। আহারের পরিবর্ত্তন স্বাস্থ্য-রক্ষার একটি প্রধান উপায়। শস্য খাওয়াইতে হইলে তাহার সহিত যব, ছোলা বা জৈ-চূর্ণ দিতে পারা যায়।

ঘোড়াকে সপ্তাহে একবার চোকর-মণ্ড খাওয়ান উচিত। এক বা দুই সের গাজর, কাঁচা গম, মূলার্দ্ধ, ঘাস অথবা ইক্ষু যদি প্রত্যেক দিন খাওয়ান হয়, তবে ঘোড়ার স্বাস্থ্য অতিশয় উত্তম থাকে। ঘোড়ার কোনরূপ অসুখ হইলে সহিস যেন গৃহকর্ত্রীর নিকট গোপন না করে। যদি সময়ে সময়ে সহিসকে বক্সিস দেওয়া হয়, তবে সে কিছুমাত্র গোপন করিবে না।

শীত-সমাগমে অশ্বশালায় নিযুক্ত ভৃত্য-গণকে একখানা করিয়া কম্বল দিবে; নতুবা তাহারা ঘোড়ার কম্বল চুরি করিবে। অর্থের অস্বচ্ছলতা থাকিলে কম্বল তাহাদিগকে একেবারে দান করিবে না; বরং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে যে, চাকরি পরিত্যাগ করিলেই কম্বল ফেরৎ দিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে কম্বলকে ধৌত করাইয়া গৃহে রাখিয়া দিবে।

ঘোড়া যদি উত্তমরূপে দলা হয় তবে তাহারা অত্যন্ত আরোগ্যের অনুভাবক হয়। সুতরাং, ঘোড়ার কাপড় দিতে কখনও ক্ষুণ্ণ হইও না। যদি ঘোড়াকে সুস্থ রাখিতে হয়, তবে এরূপ করিতেই হইবে।

অশ্বশালার মেজে কাঁচা মৃত্তিকার হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সমতল হওয়া চাই। বন্ধুর মেজে ঘোড়ার কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। মেজেকে সপ্তাহে একবার গোবর, জল ও বালুকা দ্বারা লিপ্ত করা বিধেয়। খড় ঘোড়ার পক্ষে উত্তম বিছানা। যেখানে ঘাস অধিক সেখানে লোকেরা দূর্ব্বা ব্যবহার করিয়া থাকে। অশ্বশালায় ঘোড়াকে জলপান করাইবার জন্য একটা নাদ থাকা উচিত। জল টাট্‌কা হওয়া চাই। বেশী জল পরিত্যাজ্য।

এক্ষণে অশ্বরক্ষীদিগকে কি কি করিতে হইবে তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

(১) ঘোড়াকে আহার করাইবার পূর্ব্বে জলপান করিতে দিবে; পরে নহে।

(২) শস্য কখনও আর্দ্র দিবে না।

(৩) সামান্য রোগ হইলে বা আঘাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ গৃহকর্ত্রীকে জানাইবে।

(৪) ঘাসকে উত্তমরূপে পিটিয়া খাওয়াইবার একদিন পূর্ব্বে শুষ্ক করিতে দিবে।

(৫) ঘোড়া দলিতে হইলে দুইজনে দলাই বিধি।

(৬) ঘোড়ার পা কখনও ধৌত করিবে না। যদি কচিৎ ধৌত করা হয় তবে উত্তম-রূপে শুষ্ক করিতে হইবে।

সহিস যে কেবলমাত্র ঘোড়ার তত্ত্বাবধান করিয়াই পরিত্রাণ পাইবে, তাহা নহে; তাহাকে ঘোড়ার সাজের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জিন্‌কে সাবান-দ্বারা সপ্তাহে এক-বার ধৌত করিলেই যথেষ্ট। ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিবার জন্য রেকাব প্রভৃতি লৌহ-পদার্থ শুষ্ক বালুকা দ্বারা ঘর্ষণ করিতে হইবে। যদি জলে ধৌত করা হয়, তবে তৎক্ষণাৎ শুষ্ক করিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে জীনের মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়া তাহাকে নষ্ট করে; সুতরাং, জীন্ রাখিবার স্থানের উপর কর্পূরের পুটুলি বা নিমপাতা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

বড় ও ছোট।

মোটর সম্ভাষি' কহে গরুর গাড়ীরে
"ধিক্ তোরে, মন্দবেগ ধরিস্ রে অতি।"
বিনয়ে গরুর গাড়ী উত্তরিল তারে
"বিকল হইলে তুমি আমি তব গতি।"

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

তপস্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(১)

বাংলা-দেশে মেয়ে দশ বৎসরে পড়িলেই তাহার বিবাহ দিতে হয়। নচেৎ সমাজ বড় চটেন! আত্মীয়-বন্ধুগণ কন্যার মাতাপিতাকে ঘৃণা করেন। প্রতিবেশিবর্গের হাসি-টিট্‌কারির জ্বালায় কন্যার মাতাপিতাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। যদি কাহারও কন্যা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, তাহা হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে এমন বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইতে থাকে যে, তাঁহার নিরুদ্বেগে দিনযাপন করা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এ-দিকে প্রচুর অর্থের সংস্থান করিতে না পারিলেও কন্যার সৎপাত্রে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। কন্যাটী যতই সুন্দরী বা সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া হউক্ না কেন,—মনোমত দক্ষিণা না পাইলে কোনও ভদ্রনামধারী ব্যক্তি সে-কন্যা গ্রহণ করেন না। কাজেই বাংলাদেশে কন্যার বিবাহ দেওয়া একটা বিষম সর্ব্বনাশের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্যই কন্যার বিবাহে বাঙ্গালীর গৃহে আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দই অধিক দৃষ্ট হয়। তাই বাঙ্গালীর কন্যার জন্মমাত্র কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় মাতাপিতার প্রাণ কাতর হয়। যেন একটা দারুণ অভিশাপ লইয়া বাঙ্গালায় রমণী জন্মগ্রহণ করে। আমাদের বালিকা বিভাও হতভাগিনী বঙ্গবালা। তাই দশম বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতে তাহার পিতা এবং মাতা বিভার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন।

বিভার পিতা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি নহেন। মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে কোনও 'মার্চ্চেণ্ট'-আফিসে তিনি কেরাণীগিরি করেন; অনেকগুলি পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ তাঁহাকে করিতে হয়। আয় সামান্য বলিয়া বাসের বাড়ীখানির অর্দ্ধাংশ ভাড়া দিতে হইয়াছে; অপরার্দ্ধাংশে কায়ক্লেশে তাঁহারা বাস করেন। তাহাকে আরও দুইটী কন্যার বিবাহ দিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, রীত্যানুযায়ী দক্ষিণাদানে অশক্ত হওয়ায় কন্যাগুলি মনোমত পাত্রে অর্পিত হয় নাই। দুইটীকেই যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের বৃদ্ধ পাত্রের হস্তে অর্পণ করিতে হইয়াছে। প্রথম পক্ষের পাত্রের দর বড় চড়া; দরিদ্রের সে বাজারে প্রবেশ করিবার সাধ্য বা অধিকার নাই। বিভার জন্যও তিনি তাঁহার অবস্থার অনুযায়ী পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণের আদৌ ইচ্ছা নহে যে, এমন প্রস্ফুটিত-গোলাপতুল্য সরলা বালিকা-ভগ্নীটিকে একটা বৃদ্ধের হস্তে অর্পণ করা হয়। কিন্তু মনের বাসনা থাকিলে কি হইবে? তাহার ত অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা নাই! অর্থ ব্যতীত মনের মত পাত্র সে কোথায় পাইবে? সে চায় সর্ব্বগুণান্বিত একটী যুবকের হস্তে তাহার এই আদরিণী কনিষ্ঠা ভগ্নীটিকে প্রদান করে। অমৃতে অরুচি কাহার? কিন্তু অমৃত কিনিতে হইলে অর্থের আবশ্যকতা। অতুলের সে অর্থ কোথায়? অনেক ভাবিয়া

চিন্তিয়া একদিন সে সুধীরের কাছে বিভার বিবাহের কথা উত্থাপন করিল এবং সুধীর যাহাতে বিভাকে বিবাহ করে, সে অনুরোধও করিল।

সুধীর তাহাকে বলিল, "ভাই, তা'তে আমার কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু বাবার অমতে ত বিয়ে কর্‌তে পার্ব্বো না।"

অতুল সাগ্রহে বলিল, "এই ত কথা!—যদি তাঁর মত হয়, তা'হ'লে তুমি ত বিনা দক্ষিণায় আমার বোন্‌টীকে বিয়ে কর্ব্বে?"

সুধীর বলিল, "নিশ্চয়।—আমরা দরিদ্র হ'লেও অর্থলোলুপ নই!"

সুধীরের কথায় তাহার বিশ্বাস হইল। কারণ; সুধীরের সহিত সে কমলাপুর গিয়া হরনাথবাবুকে দেখিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় সদাশয় ব্যক্তি যে অর্থ-পিশাচ হইতে পারে না, ইহা অতুল বুঝিল। তাই সে তাহার পিতাকে লুকাইয়া হরনাথবাবুকে এক পত্র লিখিল।

যথাসময়ে সে-পত্রের উত্তর আসিল। হরনাথবাবু আহ্লাদের সহিত জানাইয়াছেন যে, তিনিও সুধীরের বিবাহ দিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন। মেয়েটি যদি ভাল হয়, তা'হ'লে তাঁর এ-বিবাহে কোনও আপত্তি নাই। পত্র পাঠ করিয়া অতুলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহার আদরের ছোট বোন্‌টিকে যে একটা অপদার্থের হাতে পড়িয়া সারা জীবন অশান্তি ভোগ করিতে হইবে না; এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রিয়সুহৃদ্ সুধীর যে তা'র স্বামী হইবে; ইহা অপেক্ষা অতুলের আর আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে? হায়! সংসারানভিজ্ঞ যুবক! এ-সংসারের কূট অভিসন্ধি তুমি এখনও কিছুই জান না!

পত্র-হস্তে অতুল একমুখ হাসি লইয়া মাতার নিকটে গিয়া বলিল, "মা, বিভার বিয়ের জন্যে আর তোমাদের ভাব্‌তে হবে না। আমি তা'র খুব ভাল পাত্র ঠিক্ করিছি।"

মাতা সাগ্রহে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় রে,—কোথায়?"

অ। এইখানেই।

মা। কি দিতে থুতে হবে?

অ। দিতে থুতে কিছু হ'বে না।—তবে আমরা মেয়ের গা সাজিয়ে এক এক খানা গহনা দেবো। তা'রা যেন ভদ্রলোক কিছু নেবেন না; তা'বলে আমাদের একেবারে কিছু না দেওয়া কি ভাল হয়? কি বল মা? কিন্তু এমন পাত্র লোকে টাকা দিয়েও পায় না।

মাতা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমাদের পোড়া বরাতে কি আর এমন সুবিধে জুট্‌বে বাবা!"

অতুল হাসিয়া বলিল, "জুট্‌বে কি? জুটেচে! এখন বাবাকে ব'লে শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিয়েটা দিয়ে ফেল! কি জানি নইলে হয় ত ফস্কে যেতে পারে।"

মা। পাত্রটী কে শুনি?

অ। আমাদের সুধীর গো—সুধীর।

মাতা, "ও—মা তাই বল!" বলিয়া নীরব হইলে, অতুল বলিল, "কি মা, চুপ ক'রে রইলে যে?"

মাতা মুখে একটি দুঃখ-সূচক শব্দ করিয়া বলিলেন,—"আ আমার কপাল, সে কি হ'বার যো' আছে বাবা!"

অতুল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা, হ'বার যো নেই কেন? আমি সুধীরের বাপ্‌কে চিঠী দিয়েছিলুম। এই দেখ, তিনি আমাকে লিখেছেন, মেয়ে পছন্দ হ'লেই তিনি বিয়ে দেবেন। টাকা তিনি চান্ না। বিভাকে দেখে কা'র পছন্দ না হবে? তবে আর হবে না কেন, মা?"

মাতা বলিলেন, "তার জন্যে নয়! ওরা যে বঙ্গজ কায়েৎ। ওদের সঙ্গে কি আমাদের চলিত আছে? তা' থাক্‌লে আর ভাবনা ছিল কি?"

অতুল শুনিয়া মনে করিল ও-কথাটা কাজের কথাই নয়! তাই সে বলিল, "হ'লেই বা বঙ্গজ; তাতে দোষ কি? আমি জানি ওদের বংশ ভাল। আর অমন ছেলে তুমি পাঁচ হাজার টাকা খরচ কর্‌লেও পাবে না। ও-সব বঙ্গজ ফঙ্গজ রেখে দাও। সুধীরের সঙ্গে বিভার বিয়ে দাও যে, মেয়েটা সুখে থাক্‌বে! তা না হয় ত, তোমার আর দু'মেয়ের মতন বুড়ো মাতালের হাতে প'ড়ে মর্‌বে দুঃখে।"

মাতা-পুত্রে যখন এই সকল কথা-বার্ত্তা হইতেছিল, তখন অতুলের পিতা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতা-পুত্রের কথার কিয়দংশ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়াই অতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে অতুল?"

অতুল পিতার কাছে সমস্ত বিষয় বলিল এবং সুধীরের সহিত বিভার বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া বলিল, "বাবা, সুধীরের সঙ্গে বিভার বিয়ে দিন্; বিভা সুখে থাক্‌বে!"

অতুলের পিতা সকল কথা মনোযোগ সহকারে শুনিলেন; শুনিয়া অনেক চুপ করিয়া রহিলেন। পরে তিনি বলিলেন, "তা কেমন করে হ'তে পারে?—আমরা হলুম দক্ষিণরাঢ়ী, ওরা হ'ল বঙ্গজ ওরা ত আমাদের চল্‌তি ঘর নয়।"

অতু। চল্‌তি আর অচল্‌তি কি! বাবা! চলালেই চলে যায়। ওরাও কায়স্থ ত বটে! আর বংশও সৎ। তবে আর এতে দোষ কি?

দোষটা যে কি তাহা অতুলের পিতা জানেন না। শুধু অতুলের পিতা কেন? কেহই তাহা জানেন না। তথাপি একটা ব্যর্থ দলাদলি লইয়া সমাজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। বড় দুঃখের বিষয়, ইহা দেখিয়াও কেহ দেখেন না, বুঝিয়াও বোঝেন না।

অতুলের পিতা বলিলেন, "তা কি হয়? যা কখন হয় নি, তা কেমন করে কর্ব্বো?"

অতুল বলিল, "বাবা, এইটেই আমাদের মহা ভুল। আর এই দলাদলিতেই আমাদের মেয়ের বিয়ে দিতে এত বেগ পেতে হয়। ভারতে আমাদের স্বজাতির সকলশ্রেণীর মধ্যে যদি বিয়ের চল্‌তি থাকৃত, তা'হলে আর বরপণের এত পীড়াপীড়ি হ'ত না। এতে ত কোন দোষ নেই বাবা! সুধীরের সদ্বংশে জন্ম। সুধীরের বাপ্ অতিসজ্জন। এমন ছেলে আপনি পাঁচহাজার টাকা খরচ কর্‌লেও পাবেন না।—আর অমত কর্‌বেন না; দিয়ে দিন্। মেয়েটা সুখে থাক্‌বে। লোকের নিন্দার ভয়ে, মেয়েটার এমন ভাল বিয়ের সুযোগ ছাড়্‌বেন না।"

অতুলের পিতা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অতুল এতক্ষণ মনে মনে ভগ্নীর কত

সুখের কল্পনা করিতেছিল এখন কি তাহাকে কি কি গহনা দিতে হইবে, মনে মনে তাহারও একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছিল! এখন পিতার কথা শুনিয়া তাহার সকল আশা নিষ্ফল হইল। অতুল দুঃখিত হইয়া বলিল, "বাবা, আমি যে সুধীরের বাপ্‌কে চিঠী লিখেছিলুম! এই দেখুন, তিনি উত্তর দিয়েছেন। হয়ত, তিনি মেয়ে দেখ্‌তেও আস্‌বেন। কি বল্‌বো ভদ্রলোককে? আপ্‌নারা বাবা, অমত কোর্ব্বেন না; দিয়ে দিন্! লোকে নিন্দা কলেই বা। যে নিন্দা কর্ব্বে, সে ত আমাদের টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়েতে সাহায্য কর্ব্বে না! তবে কেন আমরা আমাদের নিজের ভাল পরিত্যাগ কোর্ব্বো?"

অতুলের কথা শুনিয়া অতুলের পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; বলিলেন, "এখনকার ছেলেদের সব বাড়াবাড়ি! কা'কেও গ্রাহ্য নেই। আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে চিঠী লিখ্‌তে গেছ্‌লে কেন? বঙ্গজের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কি সমাজ-ঠেকো হয়ে থাক্‌বো না-কি?"

হায় রে, জাত্যাভিমানী অধম বাঙ্গালি! আমাদের মনের এই সঙ্কীর্ণতাই আমাদের এই অধঃপতনের কারণ! স্বদেশীয় স্বজাতিগণের প্রতি পরস্পর আমাদের এত বিদ্বেষ! আমরা আবার দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি বলিয়া চিৎকার করিতে থাকি! আমাদের এই আত্মীয়ের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া একতা স্থাপন করিতে না পারিলে, সহস্র বৎসর ধরিয়া "সমাজ" "সমাজ" বলিয়া উচ্চ ক্রন্দন করিলেও আমাদের কিছুই হইবে না। দরিদ্রদাহী বরপণের এই তীব্র বিষ সকল সম্প্রদায় মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে বটে; কিন্তু কায়স্থ-সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহা অত্যধিক দেখিতে পাওয়া যায়। দিন দিন এ কুপ্রথা ভীষণ ভাব ধারণ করিতেছে! কত গৃহস্থের ইহাতে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! বঙ্গজ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্যেই যদি বিবাহের আদান-প্রদান প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গের গৃহে গৃহে এত হাহাকার উঠিত না; সরলা বালিকা অজ্ঞানতা-বশতঃ অকালে আত্মহত্যারূপ মহাপাপ করিয়া মাতাপিতাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইত না। গৃহে গৃহে কন্যাদায়, গৃহে গৃহে হাহাকার! হতভাগ্য জাতির তথাপি চক্ষুরুন্মীলন হইল না!

অতুলের সহস্র অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও অতুলের পিতা সুধীরের সঙ্গে বিভার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন না। অতুল আর কি করিতে পারে? পিতার বর্ত্তমানতায় কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার তাহার অধিকার নাই। পিতা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। সুতরাং, তাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল না। বিভার বিবাহ হইয়া যাইল। নগদ পাঁচশত টাকা দিয়া বিভার পিতা, বিভার জন্য একটী পাত্র ক্রয় করিলেন। পাত্রটীর বয়ঃক্রম ৪৫বৎসর মাত্র; তৃতীয় পক্ষের পাত্র।

সমাজের এই যথেচ্ছ অত্যাচার অতুল নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিল। সুধীরও সে বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল; কিন্তু বিভার ঐ বিবাহ দেখিয়া সে সুখী হইতে পারিল না। বালিকার সুন্দরী মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া

গিয়াছিল। কিন্তু শুধু যে এইজন্যই সে সুখী হইতে পারিল না, তাহা নহে। দশ বৎসরের পাত্রী আর ৪৫ বৎসরের পাত্র! এরূপ মিলন তাহার চক্ষে কেমন বিষময় দৃশ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যদিও বিভার সহিত তাহার অল্পদিনের পরিচয়, তথাপি সে বিভাকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। তাই তার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। নিজের হৃদয়-পানে চাহিয়া সে দেখিল, সেখানে একখানা গাঢ় কাল অন্ধকারময় মেঘ হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কি এক অব্যক্ত বেদনায় তাহার হৃদয় বিদ্ধ হইতে লাগিল। হায় রে, নিষ্ঠুর সমাজ! তোমার এ কি অত্যাচার!

(৮)

সুধীর যখন বি, এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম-এ, ও ল' পড়িতেছিল ও মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি পাইতেছিল, তখন সুধীরের উপর এক ব্যক্তির কোনুপদৃষ্টি পতিত হইল। ইনি আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। অবিনাশবাবু একজন মহামান্য ব্যবসায়ী লোক। জাপান হইতে শিল্প ও বাণিজ্যের বিষয় শিক্ষা করিয়া তিনি ভারতে কারবার খুলিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইত। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। কিন্তু এ-সব গুণ থাকিলে কি হয়!—তাঁহার একটী বড় দোষ ছিল; তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী ও দাম্ভিক ছিলেন। তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই করিতেন; পরের মতানুযায়ী চলা বা কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করা তাঁহার প্রকৃতিতে ছিল না। তিনি সুধীরের সহিত তাঁহার কন্যা লীলার বিবাহ দিবেন, মনস্থ করিলেন। "বাঙ্গাল" বলিয়া গৃহিণী একবার নাসিকা কুঞ্চিত করিলেও, সে আপত্তি টিকিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অবিনাশবাবু একজন তেজস্বী ব্যক্তি; কাহারও কথা তিনি গ্রাহ্য করেন না; গৃহিণীরও না! তাই তিনি গৃহিণীর এ আপত্তি শুনিলেন না। তিনি অবজ্ঞা ভরে বলিয়া উঠিলেন, "আরে, রেখে দাও তোমার বাঙ্গাল্! এমন ছেলে কটা আছে, বল দেখি? দশহাজার টাকা দিলেও এমন ছেলে এখানে মিল্‌বে না! বিদ্বান্ যে রকম; আবার চেহারাখানিও তেমনি সুন্দর! কোথায় এমন পাত্র পাও? লীলীর বিয়ের জন্যে আজ এক বৎসর ধরে ছেলে খুঁজ্‌চি,—কোথাও মনের মত বর দেখ্‌তে পেলুম না। এ ছেলে হাতছাড়া কর্‌তে পার্‌বো না। আমি না মেয়ে দিই,—কত লোকে এমন ছেলের সঙ্গে মেয়ে দেবার জন্যে ঝুঁকে পড়্‌বে।" গৃহিণীর আর সাধ্য হইল না কর্ত্তার কথার উপর কথা কহেন।

অবিনাশবাবু ঘটকের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া হরনাথবাবুর ঠিকানা সংগ্রহ করিলেন এবং তাঁহাকে আনাইয়া কন্যার বিবাহের সমস্ত কথা পাকাপাকি করিয়া ফেলিলেন। হরনাথবাবু আনন্দের সহিত পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, এতদিনে ভগবান্, বুঝি, সুধীরের একটা ভাল মুরুব্বি জুটাইয়া দিলেন। হায়! অন্ধ মানব এমনই আশার দাস!

লীলার সুগোল, সুডৌল গঠনখানি, কুঞ্চিত-কৃষ্ণ কেশরাশি, আয়ত চক্ষুদ্বয়, স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সকলই হরনাথবাবুর চক্ষে অতুলনীয় সুন্দর বলিয়া মনে হইল।

তাহার সর্ব্বাঙ্গে তিনি যেন একটা মাধুর্য্য মাখান দেখিলেন। বুঝি, এমনটী আর নাই।

সুধীর নিজের বিবাহের কথা শুনিয়া একটু আপত্তি করিয়াছিল। সে স্পষ্টই পিতাকে বলিয়াছিল, "বাবা, আমরা গরিব; বড়লোকের মেয়ে আমাদের ঘরে সাজ্‌বে না। এ বিয়েতে কাজ নেই।" কিন্তু হরনাথবাবু "না" বলিতে পারিলেন না। একে ত, ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর লীলার সেই স্নেহমাখা কোমল মুখখানি বৃদ্ধের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। লীলাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তাহাকে পুত্রবধূ করিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত বাসনা জন্মিতেছিল।

বিধাতার ভবিতব্যতাই বলুন, আর লীলার কর্ম্মফলই বলুন, শ্রীমান্ সুধীরের সহিত লীলার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কলিকাতাতেই উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন হইল।

বিবাহের পরে হরনাথবাবু পুত্র ও পুত্রবধূ স্বগৃহে লইয়া যাইতে চাহিলেন। অবিনাশবাবু কিন্তু নানা ওজর আপত্তি উত্থাপন করিয়া বৈবাহিককে নিরস্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, "লীলা এখন নেহাৎ ছেলে মানুষ। আপনার ঘরে কেউ নেই; সে কা'র কাছে থাক্‌বে? একটু বড় হোক্, নিয়ে যাবেন। সে ত এখন আপনারই হ'ল; যখন ইচ্ছা নিয়ে যাবেন; তার জন্যে আর কি? এখন যদি সেখানে গিয়ে ওর মন না টেকে—কাঁদাকাটা করে—তা হ'লে একটা অসুখ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আর আপনিও তা'হলে বিপদে পড়্‌বেন।"

হরনাথবাবু অধিক পীড়াপীড়ি করিতে পারিলেন না। ক্ষুণ্ণমনে একাকী গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গ্রামের লোকে বধূ দেখিবার জন্য তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলে, তিনি তাহাদের অনেক বলিয়া কহিয়া শান্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের মন তৃপ্ত হইল না। তাঁহার এত আদরের সুধীরের বৌ, তাঁহার একমাত্র পুত্রবধূ, সে বধূ তাঁহার গৃহে আসিল না; এ কি প্রকার বিবাহ হইল! মুখেও অবিনাশবাবু খুব সৌজন্য দেখাইলেন; ভিতরে কি তাঁহার কিছুই নাই? সকলই কি মুখ-সর্ব্বস্ব? কেবল গোঁয়া-ভূষি সার! সুধীর ত বলিয়াছিল, "বড়লোকের মেয়ে গরিবের ঘরে সাজ্‌বে না।" সত্যই কি শেষে সুধীরের কথা কার্য্যে পরিণত হইবে? কেনই বা তবে তিনি সুধীরের কথা না শুনিয়া বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিলেন? কিন্তু এখন আর সে চিন্তা করা বৃথা! কার্য্যশেষে অনুশোচনায় কোনও লাভ নাই।

(৯)

দেখিতে দেখিতে আরও তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল। ইহার মধ্যে হরনাথবাবু আরও দুইবার লীলাকে আনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু এ দুইবারও নানা ওজর আপত্তি উত্থাপন করিয়া অবিনাশবাবু লীলাকে পাঠান নাই।

এদিকে সুধীর যখন এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ লইয়া একটা মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে কত নিরীহ যুবককেও শ্রীঘরবাস করিতে হইয়াছিল! দোষীর সহিত শঙ্কিত নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইয়াছিল!

সুধীর একে মেসে থাকিয়া এম-এ পড়িতেছিল, তাহাতে সে পূর্ব্ববঙ্গবাসী। সুতরাং, সে যে একজন 'এনার্কিষ্ট'-দলভুক্ত—ইহা পুলিশ-পুঙ্গবের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। পুলিশের শ্যেনদৃষ্টিতে পতিত হইয়া সুধীর কারারুদ্ধ হইল। তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য অবিনাশ-বাবু যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও পুলিশ সুধীরকে অপরাধী প্রমাণ করিতে সমর্থ হইল না। কিছুদিন কারাবাসের পর সদ্বন্ধু বিচারপতি সুধীরকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ জানিয়া মুক্তিপ্রদান করিলেন। রোষে, ক্ষোভে, ঘৃণায় সুধীর ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। সেবার পরীক্ষায় সে এম-এতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল, ও আইনে 'ফেল' হইল। তাহার পর মনের কষ্টে সে পিতার নিকট দেশে চলিয়া গেল।

মানুষের সময় যখন মন্দ হয়, তখন সকল দিক্ হইতেই অশান্তি আসিয়া দেখা দেয়। সুধীর গৃহে আসিয়া দেখিল, পিতা পীড়িত। সেই জীর্ণশীর্ণ, রোগক্লিষ্ট, ক্ষীণ দেহে তাঁহাকে গৃহের অনেক কার্য্যই স্বহস্তে করিতে হইতেছে। তাহা দেখিয়া সুধীরের বড় কষ্ট হইল। তাহার স্ত্রীর উপর অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল। সে বিবাহ করিয়াছে কি জন্য? স্ত্রীটী দেবতার মত অদৃশ্যে থাকিবে, আর সে সেই স্ত্রীর ধ্যানে জীবনাতিপাত করিবে বলিয়া? না, বৃদ্ধ পিতার সেবাশুশ্রূষা করিবে বলিয়া? সে ত পিতার সেবাশুশ্রূষা করিবে বলিয়াই অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিল। স্ত্রী যদি তাহা না করিল, তবে সেরূপ স্ত্রীতে তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। হউক না, সে ধনাঢ্যের কন্যা। দরিদ্রের পুত্রবধূ—দরিদ্রের স্ত্রী ত সে বটে? কেন সে তবে তাহার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে না? সুধীর মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া পিতাকে বলিল, "বাবা, আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আমি তাই শিখেছি। ঘরের কাজ কর্‌তে কখনো শেখান নি, আমিও তা শিখি নি যে, আপনার একবিন্দু সাহায্য করি। কিন্তু আপনি যে এ বয়েসে হাত পুড়িয়ে রেঁধে আমাকে খাওয়াবেন, তা আর আমি সহ্য কর্‌তে পার্ব্বো না। আর এখন আমার চাকরিও কিছু হয় নি যে, একজন রাঁধুনি রাখ্‌তে পারি। আপনি এক কাজ করুন,—একবার কলিকাতায় গিয়ে ওদের নিয়ে আসুন।"

হরনাথবাবুরও কি সেই ইচ্ছা নহে যে, পুত্রবধূটী আসিয়া তাহার এ নিষ্কন গৃহখানি জনপূর্ণ করিয়া তোলে? তাঁহার কি ইচ্ছা হয় না যে, তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্রবধূ একমুষ্টি ভাত রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়ায়? কিন্তু কি করিবেন! সে সুখ তাঁহার অদৃষ্টে নাই। তিনি না বুঝিয়া এক কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন। বিধিলিপি অন্য প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হরনাথবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "না, বাবা, বেহাই বউমাকে পাঠাবেন না। নিজে আন্‌তে যাব। সে আসবে না। সে বড়লোকের মেয়ে।" সুধীর মনে মনে বলিল, সে কথা আমি আগেই বলেছিলাম—তখন শুনলেন না! কিন্তু প্রকাশ্যে সে কথা বলিয়া পিতার মনে কষ্ট দেওয়া সে যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না; তাই সে বলিল, "কেন আস্‌বে না? হোক্ সে বড় লোকের মেয়ে। গরিবের বউ ত হয়েছে?

আর এখন সে নিতান্ত ছেলেমানুষটিও নেই যে কাঁদাকাটার ওজর দেখাবে। আপনি একবার যান্ দেখেই আসুন না কেন, কি বলেন। এবার যদি না পাঠান, তা হলে যা'হোক্ একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়্ব না। চিরকাল বাপের অট্টালিকায় বসে সুখভোগ কর্ব্বে, এমন কোনো লেখাপড়া করে ত আপ্‌নি আমার বিয়ে দেন নি!"

হরনাথবাবু বুঝিলেন, সুধীরের একান্ত ইচ্ছা বধূটীকে লইয়া আসা। তাই তিনি আর কোনও দ্বিরুক্তি না করিয়া একটু সুস্থ হইয়া বধূ আনিতে কলিকাতায় গেলেন। অবিনাশবাবু কিন্তু কন্যা পাঠাইতে এবারেও অসম্মতি জানাইলেন। অধিকন্তু বৈবাহিককে বেশ "মিঠে-কড়া" রকম দুই চারি কথা শুনাইয়া দিলেন। হরনাথবাবু আর কোনও কথা না বলিয়া নীরবে প্রস্থান করিলেন।

সুধীর একে পূর্ব্ব হইতেই পত্নী ও শ্বশুরের উপর চটিয়াছিল; এবার তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। সে মনে মনে একটা দৃঢ়সংকল্প করিয়া স্ত্রীকে আনিতে স্বয়ং যাত্রা করিল। তারপর যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা অবগত আছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

আকাঙ্ক্ষা।

সকলি দিয়াছ প্রভু,
আর কিছু নাহি বাকি;
তবুও ভিখারী হয়ে
ও-চরণে আশা রাখি!
সহস্র বিকল শত
পলে পলে রহে জাগি;
পথহারা হয় ভ্রমে;—
চিত্ত দীন কা'র লাগি!
আশার আলোক ফুটে;
নিরাশা নিভায় বাতি।
চেয়ে থাকি কা'র পানে!—
কবে পোহাইবে রাতি!
আসক্তি কঠিন পাশ,
ছিঁড়িবে কাহার বলে?
মান অভিমান সব,
ভেসে যাবে কোন্ জলে?
সুখে দুখে নির্ব্বিকার
কর এই চিত্তভূমী,
বাঞ্ছিতের এ আকাঙ্ক্ষা
পুরাও জগৎ-স্বামী!

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

সংবাদ-সংগ্রহ।

১। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল।—শ্রীমতী সরলা দেবী ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের পঞ্জাবশাখার সেক্রেটারী। তিনি পঞ্জাব-গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের শাখা হইতে প্রতিনিধিও ভারত-সচিবের নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানাইতে চাহেন:—(১) পঞ্জাবের নারীদের বিশেষ প্রয়োজন।

(২) পঞ্জাবে যে-সকল নারী বর্ত্তমান সময়ে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা।

(৩) বিধবার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে বলিয়া অভাবগ্রস্ত বিধবাদের জন্য আশ্রম-স্থাপন এবং প্রত্যেক বিধবার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা।

(৪) হিন্দুবিধবাদের স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ বিধির প্রণয়ন।

(৫) ভারতের বিবাহিতা নারীদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হউক যে, বিবাহিত ভারতীয় পুরুষ কোন ইংরাজনারীকে বিবাহ করিলে, তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে।

(৬) ভারত-নারী আইন বা অন্য যে কোনও ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৭) মিউনিসিপাল বা অনুরূপ সকল নির্ব্বাচনে ভারতনারী অধিকার পাইবেন।

(৮) স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে যত অনুষ্ঠান আছে, ঐ সকলের মধ্যে ভারত-নারীদিগকে গ্রহণ করা হউক্।

(৯) ভারতীয় মহিলাদের দ্বারা গঠিত কমিটিকে বালিকাবিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হউক্।

(১০) বিদেশের মহিলাদের স্থলে ভারতীয় মহিলাদের দ্বারা পরিদর্শন-এজেন্সী গঠিত হউক।

(১১) স্ত্রীশিক্ষার জন্য শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরকে উপদেশ দিবার জন্য মহিলা 'এডভাইসরী বোর্ড' গঠিত হউক।

(১২) ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মত ঐ মহিলাবোর্ডকে পদগৌরব অর্পণের ব্যবস্থা করা হউক্।

২। মহিলা প্রতিনিধি—ভারতের মহিলা প্রতিনিধিগণের ১৮ই ডিসেম্বর মাদ্রাজ নগরে ভারত-সচিবের সহিত দেখা করিবার কথা। এলাহাবাদ হইতে শ্রীমতী শ্যামলা নেহরু, শ্রীমতী মোহানি ও মিঃ মহম্মদ আলির জননী প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। বাধ্যতামূলক বালিকা-শিক্ষা।—মহীশূর গবর্ণমেণ্ট মহীশূরে বিদ্যাশিক্ষার বিস্তার-কল্পে বহু সুব্যবস্থা করিয়াছেন। সংপ্রতি এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, মহীশূর ও বাঙ্গালোর এই দুই নগরের ৭ হইতে ১০ বৎসরের বালিকাদের উপরে ১৯১৮ সালের ১লা জুলাই হইতে বাধ্যতামূলক নিম্নশিক্ষা আইন বলবৎ হইবে।

৪। ইংরেজ মহিলাদের বাঙ্গালা ও উর্দ্দু পরীক্ষা।—গেজেটেড অফিসারদের স্ত্রী ও নিকট আত্মীয়দিগকে দেশী ভাষা শিক্ষা করিতে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত বাঙ্গলা ও উর্দ্দুর পরীক্ষা গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। পরীক্ষার্থিনীদের ১০ টাকা ফি দিতে হইবে। উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাদের নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা হইবে ও সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে; কিন্তু তাঁহারা অন্য কোনও পুরস্কার পাইবেন না।

৫। ব্রিটিশ নারীদের কর্ম্ম-শক্তি।—ব্রিটনে এখন ৩৭½ লক্ষ নারী যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ইহাদের মধ্যে ১২½ লক্ষের অধিক সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ৬ লক্ষ ৭০ হাজার নারী গোলাগুলি নির্ম্মাণ করেন। যুদ্ধারম্ভের পরে কার্য্যক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ বৃদ্ধি হইয়াছে।

৬। নৌ-সৈন্য-বিভাগে নারী।—ইংলণ্ডের

নৌ-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের উপকূলবিভাগে নৌ-বিভাগীয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তাঁহারা নাবীর দ্বারা একটি দল গঠন করিয়াছেন।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন পদ।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংপ্রতি ভারতগবর্ণমেণ্টের অনুমোদনে পরীক্ষাসমূহের তত্ত্বাবধানের জন্য একটি নূতন পদের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার কার্য্য, পরীক্ষাসমূহের তত্ত্বাবধান। গত মেট্রিকুলেশন, আই-এ ও বি,এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চুরি হওয়াতে এই পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

রেজেষ্টারী বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার জেনারলের পার্সেনেল এসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৮। সৎকার্য্যে দান।—বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন হোমের কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, শ্রীমতী হরিমতি দাসী তাঁহার স্বামী কলিকাতা-নিবাসী বাবু পূর্ণচন্দ্র দত্তের স্মৃতিতে একটি স্মৃতিগৃহ নির্ম্মাণের জন্য ২৫০৲ টাকা এবং ঐ গৃহে একটি রোগী রাখিবার আংশিক ব্যয় বাবদে ১৭০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত পুস্তক-সমালোচনা।

ওঁ পিতা নোঽসি—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বিরচিত। কলিকাতা ৮।১ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, পূর্ব্বদ্বার) হইতে শ্রীহরিসুন্দর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ইহা হিতৈষণা গ্রন্থাবলীর ১১শ-স্থানীয়। ইহার মূল্য ৷৹ মাত্র।

গ্রন্থখানি বৈদিকযুগের "ওঁ পিতা নোঽসি"—(তুমি আমাদিগের পিতা)—এই মন্ত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। আদিকাল হইতে স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টিপ্রপঞ্চের স্বাভাবিক অনভিব্যক্ত পিতৃভাব বর্ত্তমান থাকিলেও, আমাদিগের প্রাচীন ঋষিগণ যে-ভাবকে সর্ব্বাগ্রে "পিতা নোঽসি"—তুমি আমাদিগের পিতা—এইবাক্যে ব্যক্তরূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, ঈশ্বরকে সেই পিতৃভাবে আহ্বান করিবার তাৎপর্য্য ও সার্থকতা গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে অতিসুন্দররূপে প্রাণময়ী ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ঈশ্বর স্রষ্টা বলিয়া আমাদিগের পিতা, ঈশ্বর জগৎপাতা বলিয়া আমাদিগের পিতা, ঈশ্বর জ্ঞানদাতা বলিয়া আমাদিগের পিতা, আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহার মঙ্গলময় প্রলয়ে তাঁহাকে রুদ্ররূপে দর্শন করিলেও, ঈশ্বর প্রলয়কর্ত্তা বলিয়াও আমাদিগের পিতা, ঈশ্বর ধর্ম্মাবহ বলিয়া আমাদিগের পিতা এবং ঈশ্বর শুভদাতা বলিয়া আমাদিগের পিতা। এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরের পালনী ব্যবস্থা, ঈশ্বরের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতিও গ্রন্থে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এগ্রন্থখানি পাঠ করিলে ভগবানের সৃষ্টি-, স্থিতি- ও প্রলয় বিধানে, সর্ব্বত্র বিচিত্র সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিয়া ও ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ পিতৃরূপে অবলোকন করিয়া, অন্তরে ও বাহিরে তাঁহার সান্নিধ্যোপলব্ধিজনিত আনন্দ লাভ হয়, তাঁহাতে ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় এবং ঈশ্বরোপাসনার যথেষ্ট সহায়তা হয়। ঈশ্বরোপাসক, ধর্ম্মার্থী, সকল নরনারীর ইহা প্রভূত উপকার সাধন করিবে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মপরিবারে ইহা পঠিত হউক, ও সকলের নিকট আদৃত হউক।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক ৩৯ নং বেচুচাটার্জ্জীর লেন হইতে প্রকাশিত।

সীলেট চূণ।

সত্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়। এ সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিল্‌বরণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিংএজেণ্টস্—সীলেটলাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা।

এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোংর

ষ্টার মার্কা

লিনসিড তৈল

রংয়ের কার্য্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

এই তৈল ব্যবহারে রংয়ের কার্য্য বহুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এই রং ফাটিয়া চটিয়া বা ফোস্কা উঠিয়া নষ্ট হইয়া যায় না। এই কারণে সকলে বহু পরিমাণে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং আশাতীত ফল পান।

এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোং,

৮ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

বিবাহে ও প্রীতি-উপহারে

বিনা পাথরের গহনা হইলে দাতা ও গ্রহিতার উভয়েরই অতুল আনন্দ হয় না কি? বিনা পাথরে আমরাই প্রথম অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি।—আমাদের দেখাদেখি অনেকে এই পথে আসিলেন বটে—কিন্তু কথায়ও কাজে কেহই ঠিক রাখিতে পারিলেন না। সম্প্রতি আমরা যাবতীয় গহনা বিনা পাথরে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছি।—এখন হইতে আর পাথর বসা আছো বাদ যাইবে না। আমাদের প্রস্তুত অলঙ্কার আমাদের ফেরৎ দিয়া নূতন অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইলে কেবল পুরাতন অলঙ্কার পাঠাইয়া দিলেই চলিবে; আমরা কেবল মজুরী চার্জ্জ করিব। অর্থাৎ কেবল মজুরীর টাকা ক্ষতি সহ্য করিলেই নানাবিধ নূতন নূতন ডিজাইনের অলঙ্কার প্রস্তুত করাইতে পারিবেন। স্বর্ণের দরুণ এক পয়সাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না।

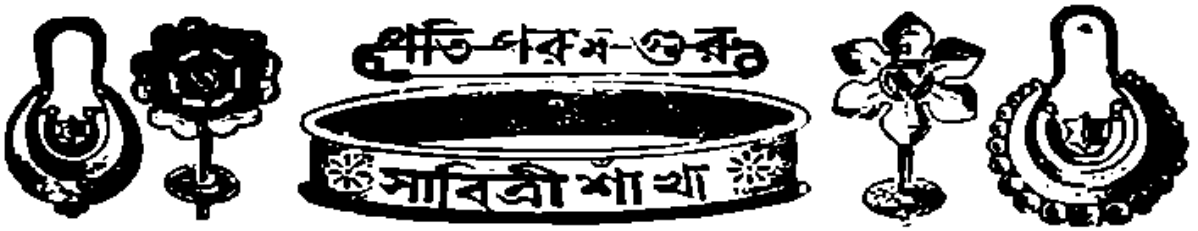

সাবিত্রী শাঁখা।

মণিলালের প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।
প্লেন সাইজ, হাই পালিশ, ক্রপার উপর পাত
মোড়া মূল্য ১৪৲ টাকা।

কাশ্মিরী মাকড়ী। ডবল থাকা কানের টাপ।

যুবতীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক কর্ণাভরণ। মূল্য ১৬৲ হইতে।

চুনী-পান্না পাথর সেট করা। মূল্য ১০৲ হইতে।

কুমারী মাকড়ী। সেফ্‌টী পিন।

ছোট ছোট মেয়েদের অপূর্ব্ব কর্ণাভরণ। মূল্য ৷৷০ টাকা মাত্র।

"মনে রেখো", "সুখে থাক" ইত্যাদি নানা রকমের প্রস্তুত আছে। মূল্য ১৫৲ হইতে।

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড ষ্টামণ্ড মার্চেণ্টস্, ৪০ নং বরাণহাটা—চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
টেলিগ্রাফ এড্রেস্—নেকলেস। টেলিফোন নং ১১৪।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গন্ধদ্রব্য ঘর্ষণ হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, ভি পিতে ১।৵০ ; তিন শিশির মূল্য ২।০, ভি পিতে ২৷৵০।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

যৌবন সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৷০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভীষণ প্রতারণা ! ভীষণ প্রতারণা !!

"মায়াপুর রসায়ন"

জাল হইয়াছে !!

ক্রেতাগণ সাবধান !!!

কোনও কোনও অসাধুব্যক্তি আমাদের ভারত-বিখ্যাত "মায়াপুর রসায়ন" এই নামের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ঠিকানা ও মূল্যাদির মিল রাখিয়া ধাঁধা লাগাইয়া লোক ঠকাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা ৪০ বৎসরের পরীক্ষিত ভারত-বিখ্যাত—

মায়াপুর রসায়ন

হুগলী জেলার ঋষিপ্রতিম কবিরাজ ৺রামময় বন্দ্যোপাধ্যায়—আবিষ্কৃত। এই শক্তিশালী মহৌষধের অপূর্ব্ব গুণাবলী কে, না জানেন ? ১০০০ এক সহস্র ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর রসায়ন ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, ব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

"মায়াপুর রসায়ন" সপ্ত ধাতুর পোষক, পুষ্টি ও কান্তি বৃদ্ধিকর। যে কারণেই শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষয় হউক না কেন ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে সবল ও ক্ষয় অংশের পূরণ করে। আজই পত্র লিখিয়া, বিনা মাশুলে "মায়াপুর রসায়নের" বৃহৎ ব্যবস্থা পুস্তিকা, "কবিরাজী শিক্ষা" নামক পুস্তক লইয়া" বিস্তারিত বিবরণ অবগত হউন।

২০০০০০ দুই লক্ষ সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

ব্রাঞ্চ—১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা ও ভৈষজ্যোদ্যান—

মাণিকেতলা [illegible] লক্ষ্মীতলা রোড, কলিকাতা।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম।

বাজারের সেরা।

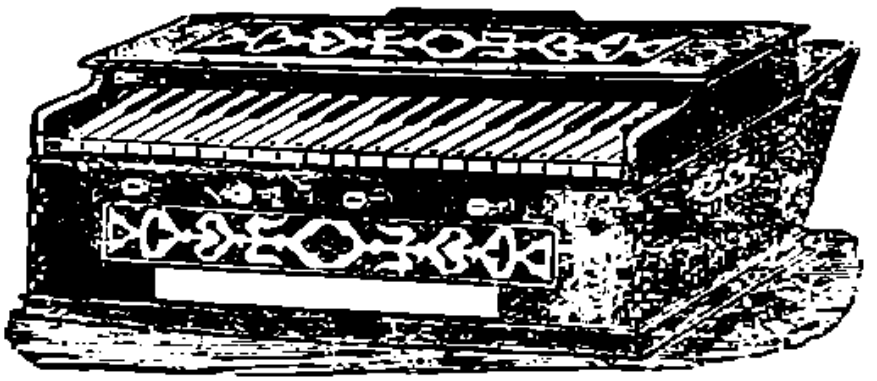

অল্প দামে যদি আপনি একটি ভাল টেঁকসই ও মিষ্ট-আওয়াজ-বিশিষ্ট হারমোনিয়ম পাইতে চান, তবে একটী শরৎ ঘোষ কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত হারমোনিয়ম ক্রয় করুন; প্রায় অর্দ্ধেক দামে উহা দরের বহু লাভ করিবেন। রীড্, চামড়া, কাঠ প্রভৃতি সমস্ত মাল-মসলাই অত্যুৎকৃষ্ট, সুনিপুণ কারিগর দ্বারা নিখুঁতরূপে তৈয়ার। প্রতিবক্সের জন্য কোম্পানী দায়ী থাকিবেন। ৩ অক্টেভ ৭ ষ্টপ সিঙ্গেল রীড্ মূল্য ১৫৲ টাকা, ৩ অক্টেভ ৫ ষ্টপ ডবল—২৫৲ টাকা। অর্ডারের সহিত পাঁচ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৫নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.'s

CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; **নির্ম্মাল্য**—(গল্প-গ্রন্থ)—॥৶০ ; **কেতকী**—(গল্পগ্রন্থ) সুদৃশ্য কাগজের মলাট—৸০ ; সিল্ক বাঁধাই—১৲

ঠিকানা—মুখার্জ্জি বসু এণ্ড কোং, বুকসেলার্স,
১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Bamabodhini Patrika, No. 651. Registered No. C. 134. December.

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

"সেখ আন্দু" উপন্যাস

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে

প্রকাশিত হইয়াছে।

মানুষের প্রাণ-মহত্ত্বের এমন তীব্র তেজস্বী গৌরবোজ্জ্বল চিত্র, চরিত্র-বল মাহাত্ম্যের এমন মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য,—এমন গভীর বেদনাবহ আত্মদ্বন্দ্বে—নীরব আত্মত্যাগে পরিপূর্ণ, সুন্দর আত্মজয়ের জীবন্ত উজ্জ্বল্যে পরিস্ফুট, হৃদয়গ্রাহী শিক্ষণীয় উপন্যাস,—বঙ্গসাহিত্যে এই নূতন! আসুন, হিন্দু মুসলমান-সম্প্রীতি-প্রয়াসী বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ, আজ আপনাদের জন্য বিমল আনন্দময় উপহার লইয়া আমরা উপস্থিত হইয়াছি। আসুন, দেখুন,—নির্ব্বাণ-পথের পথিক মহদাশয় "দাদাজীর" মহান্ সমপ্রাণতা, উদার কোমল হৃদয়ের অতুল স্নেহ-মাধুর্য্য। হৃদয়গত মহত্ত্বের আকর্ষণে মানুষের সহিত মানুষের আন্তরিক প্রীতি-সৌহার্দ্যের এমন উন্নত সুন্দর আদর্শ—এমন সুমহান্ মনুষ্যত্বের প্রাণবন্ত চিত্র, এমন অপূর্ব্ব চরিত্র-সৃষ্টি, নূতনতর ঘটনা-সংযোজন, অভিনব ভাব-সংঘাত-উচ্ছলিত, বিচিত্র মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম নৈপুণ্য, বঙ্গসাহিত্যে আর বাহির হয় নাই। নায়ক-নায়িকার উচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতা-কলরব-ঝঙ্কৃত, একঘেঁয়ে হাবভাব বর্ণনার কলাকৌশল-ভারাক্রান্ত অসার উপন্যাস পাঠ করিয়া যাঁহারা ক্লান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আন্তরিক তৃপ্তি-প্রসন্নতা লাভের সুবর্ণ-সুযোগ এতদিনে উপস্থিত!—উপন্যাসপাঠের আনন্দের সহিত যাঁহারা হৃদয়-প্রাণকে কল্যাণ জ্ঞানের শিক্ষা-সাধনায় উদ্বুদ্ধ—বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সমাদরে আহ্বান করিতেছি, আসুন, দেখিয়া যান! ইহাতে সকল সম্প্রদায়ের নরনারীর শিক্ষণীয়, চিন্তনীয় বস্তু আছে, আদরণীয় উচ্চতত্ত্ব আছে। বহু বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত। উপন্যাসের আদিযুগ হইতে এ ধরণের উপন্যাস একখানিও প্রকাশিত হয় নাই; বঙ্গসাহিত্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম।

কাগজে, ছাপা, বাঁধাই, সবই মনোমত। মূল্য ১৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৫ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

পৌষ, ১৩২৪—জানুয়ারী, ১৯১৮।

সূচী।

১।	গানের স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	২৯৭
২।	গান	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩০২
৩।	তপস্যা (উপন্যাস)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	৩০২
৪।	সুখ-তৃষা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩০৮
৫।	হিন্দুর তীর্থনিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী ...	৩০৯
৬।	গঙ্গা-বন্দনা (কবিতা)	শ্রীমতী নির্ম্মলা রায়	৩১৩
৭।	জাতীয় উন্নতিতে ব্যক্তিগত দায়িত্ব	শ্রীমতী বসন্তকুমারী বসু	৩১৩
৮।	ব্যথার দিনে (কবিতা)...	শ্রীযুক্ত দরবেশ	৩১৬
৯।	নমিতা (উপন্যাস)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী	৩১৭
১০।	ব্যর্থ-চেষ্টা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়...	৩২৫
১১।	অদৃষ্ট-লিপি (গল্প)	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	৩২৫
১২।	অক্ষয়-স্মৃতি (কবিতা)...	শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	৩২৮
১৩।	প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীমতী বিমলাবালা বসু	৩২৮

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০ অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড্ মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲,৪০৲,৫৫৲,৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

কোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৮৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এস্‌রাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন.

১৯৫ চালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 653. January, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৩ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩২৪। জানুয়ারি, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র—কাওয়ালী।

জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা!
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ;
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস্ মাগে,
গাহে তব জয় গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্য বিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয়, জয়, জয়, জয় হে!
অহরহঃ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী;
হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিক, মুসলমান, খৃষ্টানী;
পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চির-সারথি! তব রথ-চক্রে,
মুখরিত পথ দিন-রাত্রি।

ঘোর তিমির ঘন নিবিড় নিশীথে,
পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে,
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল,
নত নয়নে অনিমেষে।
রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি,
পূর্ব্ব উদয়-গিরি-ভালে ;
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য-সমীরণ
নব-জীবন-রস ঢালে।
পূরব পশ্চিম আসে, তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা ;
দারুণ বিপ্লব-মাঝে, তব শঙ্খধ্বনি বাজে,
সংকট-দুঃখ-ত্রাতা।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে, রক্ষা করিলে অঙ্কে,
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
তব করুণারুণ রাগে, নিদ্রিত ভারত জাগে,
তব চরণে নত মাথা !
জন-গণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জন-গণ-পথ-পরিচায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জন-গণ-দুঃখ-ত্রায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর,
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জয় হে জয় হে জয় হে
জয় জয় জয় জয় হে ॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২´　　৩　　০　　১
II সা রা গা গা । গা গা গা গা । গা -া গা গা । রা গা মা -া I
অ ন গ ণ　　ম ন অ ধি　　না • য ক　　জ য হে •

২´　　৩　　০　　১
I গা -া গা গা । রা -গা রা রা । না -রা সা -া । -া -া সা -া I
ভা • র ত　　ভা • গ্য বি　　ধা • তা •　　• • না •

২´　　৩　　০　　১
I পা -া পা পা । -া পা পা -া । পা -া পা পা । পা ক্ষা ধা পা I
জা • ব সি　　• ক্ল ও জ্ঞ　　রা • ট মা　　রা • ঠা •

২´　　৩　　০　　১
I মা -া মা মা । গা -া গা মা । রা -মা গা -া । -া -া -া -া I
দ্রা • বি ড়　　উ ৎ ক ল　　ব • ঙ্গ •　　• • • •

২´　　৩　　০　　১
I গা -া গা গা । গা -মা রা রা । গা পা পা -া । মা -া মা -া I
সি • ন্ধু হি　　মা চ ল　　য মু না •　　গ • ঙ্গা •

২´　　৩　　০　　১
• I গা -া গা গা । রা রা রা রা । না -রা সা -া । -া -া -া -া I
উ • চ্ছ ল　　জ ল ধি ত　　র • ঙ্গ　　• • • •

২´　　৩　　০　　১
I সা সা সা সা । সা -া সা -া । না -সা রা -া । -া -া -া -া I
ত ব শু ভ　　না • মে •　　জা • গে •　　• • • •

২´　　৩　　০　　১
I রা রা রা রা । রা -া রা রা । সা -রা গা -া । -া -া -া -া I
ত ব শু ভ　　আ • শি স্　　মা ৭ গে　　• • • •

২´　　৩　　০　　১
I গা -া গা গা । রা -গা রা রা । না -রা সা -া । -া -া -া -া I
গা • হে ত　　ব • ঙ্গ য　　গা • • থা　　• • •

২´	৩	০	১
I পা পা পা পা।	পা -া পা পা।	পা -া পা পা।	ক্ষা ধা পা -া I
জ ন গ ণ	ম ০ ঙ ল	দা ০ য় ক	জ য় হে ০
২´	৩	০	১
I মা -া মা মা ।	গা -া রা রা ।	ন্া -রা সা -া ।	-া -া -া -া I
ভা ০ র ত	ভা ০ গ্য বি	ধা ০ তা ০	০ ০ ০ ০
২´	৩	০	১
I না না র্সা -া ।	না ধা না -া ।	-া -া পা পা ।	ধা -া -া -া I
জ য় হে ০	জ য় হে ০	০ ০ জ য়	হে ০ ০ ০
২´	৩	০	১
I সা সা রা রা ।	গা গা রা গা ।	মা -া -া -া ।	-া -া -া -া II
জ য় জ য়	জ য় জ য়	হে ০ ০ ০	০ ০ ০ ০
২´	৩	০	১
II সা সা সা সা।	সা সা সা -া।	ন্া রা রা রা।	রা -া রা রা I
(১) অ হ র হঃ	ত ব আ ০	হ্মা ০ ন প্র	চা ০ রি ত
(২) প ত ন অ	০ স্যা দ য়	ব ০ ক্ষ র	প ০ ষা ০
(৩) ঘো ০ র তি	মি র ঘ ন	নি বি ড় নি	শী ০ থে ০
(৪) রা ০ ত্রি প্র	ভা ০ তি ল	উ দি ল ব	বি ০ চ্ছ বি
২´	৩	০	১
I সা রা গা গা ।	গা গা -া গা।	-রা -গা মা -া।	-া -া -া -া I
(১) ত নি ত ব	উ দা ০ র	বা ০ নী ০	০ ০ ০ ০
(২) যু গ যু গ	ধা ০ বি ত	বা ০ ক্রী ০	০ ০ ০ ০
(৩) নী ০ ড়ি ত	যু ০ চ্ছি ত	দে ০ শে ০	০ ০ ০ ০
(৪) পূ ০ র্ণ উ	দ য় গি রি	ভা ০ লে ০	০ ০ ০ ০
২´	৩	০	১
I মা -পা পা পা।	-া পা পা পা।	পা -না ধা পা।	-া ক্ষা ধা পা I
(১) হি ০ মা বো	০ ক্ত শি খ	ত্বৈ ০ ন পা	০ র সি ক
(২) হে ০ চি র	সা ০ র খি	ত ব র থ	চ ০ ক্রে ০
(৩) আ গ্র ত	ছি ল ত ব	অ বি চ ল	ম ০ ঙ্গ ল
(৪) গা হে বি	হ ০ ঙ্গ ম	পু ০ ণ্য স	মী ০ র ণ

২	৩	০	১
I মা মা -া গা ।	-া রা রা -া ।	ন্া -রা সা -া ।	-া -া -া -া I
(১) মু স ল্ মা	০ ন ধু ০	ষ্টা ০ নী ০	০ ০
(২) মু খ রি ত	প থ দি ন	রা ০ ত্রী	০ ০ ০
(৩) ন ত ন য	নে ০ অ নি	মে ০ লে	০ ০ ০
(৪) ন ব জী ০	ব ন র স	ঢা ০ লে	০ ০

২	৩	০	১
I সা -া সা সা ।	সা -া সা সা ।	ন্া -সা রা -া ।	-া -া -া -া I
(১) পূ ০ র ব	প ০ শ্চি ম	আ ০ সে	০ ০ ০
(২) ধা ০ ক্ত ণ	বি ০ প্র ব	মা ০ ঝে	০ ০ ০
(৩) দুঃ ০ খ প্রে	আ ০ ত ০	কে ০ ০	০ ০
(৪) ত ব ক রু	ণা রু ণ	রা ০ গে ০	০ ০

২	৩	০	১
I রা রা রা রা ।	রা -া রা রা ।	সা -রা গা -া ।	-া -া -া -া I
(১) ত ব সি ং	হা স ন	পা ০ শে ০	০ ০ ০ ০
(২) ত ব শ ং	খ ০ ধ্ব নি	বা ০ জে ০	০ ০ ০
(৩) র ০ ক্ষা ০	ক রি লে ০	অ ০ কে ০	০ ০ ০ ০
(৪) নি ০ ভ্রি ত	ভা ০ র ত	জা ০ গে ০	০ ০ ০ ০

২	৩	০	১
I গা -া গা গা ।	রা গা রা রা ।	ন্া -রা সা -া ।	-া -া -া -া I
(১) প্রে ০ ম হা	০ এ হ ব	গাঁ ০ থা ০	০
(২) সং ০ ক ট	দুঃ ০ খ ০	ত্রা ০ তা ০	
(৩) মে ০ হ ম	ঘী ০ ভূ মি	মা ০ তা ০	০
(৪) ভ ব চ ক্র	গে ০ ন ত	মা ০ থা ০	০

২	৩		১
I পা পা পা পা।	পা -া পা পা।	পা -া পা পা।	ক্ষা ধা পা -া I
(১) জ ন গ ণ	ঐ ০ ক্য বি	ধা ০ ন ক	জ য় হে ০
(২) জ ন গ ণ	প থ প রি	চা ০ ন ক	জ য় হে ০
(৩) জ ন গ ণ	দুঃ ০ খ ০	ত্রা ০ ন ক	জ য় হে ০

২	৩	০	১
I মা -া মা মা ।	গা -া রা রা ।	ন্া -রা সা -া ।	-া -া -া -া I
(১) ভা ০ র ত	ভা ০ গ্য বি	ধা ০ তা ০	০ ০
(২) ভা ০ র ত	ভা ০ গ্য বি	ধা তা ০	০ ০
(৩) ভা ০ ব ত	ভা ০ গ্য বি	ধা তা	০ ০

২ ৩ ০ ১
I পা পা পা পা। পা পা পা -া। পা না ধা -া। পা -ক্ষা ধা পা I
(৪) জ য় জ য় জ য় হে ০ জ য় রা ০ জে ০ য় য়

I মা -া মা মা। গা -া রা রা। না -রা সা -া। -া -া -া -া I
(৪) ভা ০ র ত ভা ০ গ্য বি ধা ০ তা ০ ০ ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
I না না র্সা -া। না ধা না -া। -া -া পা পা। ধা -া -া -া I
(১,২,৩,৪) জ য় হে ০ জ য় হে ০ জ য় হে ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
I সা সা রা রা। সা গা রা গা। মা -া -া -া। -া -া -া -া II
(১,২,৩,৪) জ য় জ য় জ য় জ য় হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

গান।

চেয়ে রও সেই একের পানে,
মনঃপ্রাণে যে তোমায় জানে ;
যাঁহার দয়ার নাহি-ক সীমা,
আকাশ বাতাস গায় মহিমা ;
নদী বয় সাগর পানে
যাঁর প্রেমের টানে।

লুকায়ে গোপন বুকের মাঝে
জীবনে-মরণে বিরাম-কাজে,
সবায় টানে আপন পানে,
কভু বাধা না মানে ;
চেয়ে রও সেই একের পানে,
মনঃপ্রাণে যে তোমায় জানে॥

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

তপস্যা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(১০)

সুধীর চলিয়া যাইবার পর লীলা বড় কান্নাটাই কাঁদিল। নিজের শয়ন কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় পড়িয়া লুটোপুটি খাইয়া কাঁদিল।—"হা নির্দ্দয়, তুমি এত কঠিন! এত নিষ্ঠুরতা! প্রাণের বেদনা একটু বুঝিলে না! দাসী বলিয়া একটু অনুগ্রহ করিলে না! বিন্দুমাত্র—একটীকণা মমতা কি তথায় ছিল না! এত কি অপরাধ করিয়াছি যে, একবার ফিরিয়াও চাহিলে না?"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন লীলার হৃদয়ের আবেগ একটু প্রশমিত হইল, তখন সে মনে

মনে একটা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। সে আগেই ভাবিয়াছিল, এবার তাহাকে লইতে আসিলে সে শ্বশুরবাড়ী যাইবেই; আর পিতার আপত্তি শুনিবে না। এতদিন লজ্জাবশতঃ কাহাকেও সে কিছু বলে নাই, কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিবেন না। শ্বশুর বারংবার লইতে আসিতেছেন, আর তাহার পিতা বারংবার তাঁহার অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিতেছেন! কি অন্যায়! কেন তাঁহারা এরূপ অপমান সহ্য করিবেন? সুধীরের সহিত সে যাইবে, ইহা মনস্থ করিয়াই সে সুধীরকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত সুধীর তাহার কোনও কথা না শুনিয়াই চলিয়া গেল। লীলা বুঝিয়াছিল, তাহার শ্বশুরকে দরিদ্র বলিয়া পিতা ঘৃণা করেন। কিন্তু সে দোষ কাহার? পিতা সমস্ত জানিয়া শুনিয়া স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। যদি তাঁহার মনে এই সকল ছিল, তবে কেন বিবাহ দিয়াছিলেন? রমণীর পতিই সর্ব্বস্ব! পতিসেবাই নারীর প্রধান ধর্ম্ম! পতি বিনা নারীজীবনে সুখ কোথায়? সেই পতিসেবা হইতে কন্যাকে বঞ্চিত করা কি পিতার উচিত কার্য্য হইতেছে? লীলা ভাবিল, "এই ত তিনি এইখানেই আছেন। অনুনয়-বিনয় করিয়া পত্র লিখিয়া একবার তাঁহাকে আসিতে লিখিব। তিনি আসিলেই তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যাইব। তিনি কি একবার আসিবেন না?" এই ভাবিয়া লীলা চক্ষু মুছিয়া পত্র লিখিতে বসিল।

লিখিতে লিখিতে পত্রখানি অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া গেল। সেখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে আবার নূতন কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সেখানিও ঐদশা প্রাপ্ত হইল। সে যতই মনে করে সে আর কাঁদিবে না, ততই তাহার সবলে-বারিত রুদ্ধ অশ্রুধারা শত-ধারায় প্রবাহিত হয়। উপর্য্যুপরি কয়েকখানি কাগজ নষ্ট হইবার পর বহুকষ্টে একখানি পত্র সে প্রস্তুত করিল। যাহা মনে আসিল, তাহাই সে লিখিল। সে-পত্রে বর্ণবিন্যাস ছিল না, ভাষার প্রাচুর্য্য ছিল না; ছিল কেবল আসিবার জন্য অনুরোধ, এবং শতেকটা মাথার দিব্য।

ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে কম্পিত-করে লীলা পত্রখানি মুড়িয়া, একজন দাসীর হাতে দিয়া, তাহাকে তাহা গোপনে সুধীরের হাতে দিয়া আসিতে বলিয়া দিল।

দাসীটী লীলাকে মানুষ করিয়াছিল; সে লীলাকে বড়ই ভালবাসিত। লীলার কথা মত সে গোপনে পত্রখানি লইয়া চুপি চুপি সুধীরের বাসায় গেল। কিন্তু সেখানে গিয়া সুধীরের দেখা পাইল না। মেসের একটী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সুধীর বাড়ী গিয়াছে।

সুধীর বাটী হইতে আসিয়া বরাবর অবিনাশবাবুর বাটী আসিয়াছিল; 'মেসে' যায় নাই। তাই তাহার আগমন-বার্ত্তা 'মেসে'র কেহই জ্ঞাত ছিল না। তাহারা জানিত সুধীর বাটীতেই আছে।

লীলা পত্র প্রেরণ করিয়া কত কি চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় দাসী আসিয়া পত্র ফেরত দিয়া বলিল, "জামাইবাবু বাড়ী গেছেন; এখানে নেই।"

লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "কবে আস্‌বেন, কিছু শুন্‌লি?"

"না বাবু, তা কিছু শুন্‌লাম না!" বলিয়া দাসী চলিয়া গেল।

লীলা সুধীরের উত্তরীয়খানি বক্ষে চাপিয়া

ধরিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। অবলা রমণীর কান্না ভিন্ন আর অন্য উপায় কি আছে? কান্নাই নারীর সম্বল, কান্নাই নারীর বন্ধু! কাজেই জীবন-সর্ব্বস্ব তাহার সে কান্না কেহ দেখিল না, কেহ বুঝিল না। দুঃখীর দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ধনমত্ত বিলাসীর গৃহে কাহাকেও পাওয়া যায় না। ধনমদে মত্ত যে, দয়া মায়া, সমবেদনা, তাহার গৃহে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই লীলার কান্না কেহ দেখিল না; কেহ বুঝিল না। ধনমত্ত ধনকেই কেবল মাত্র সুখের উপকরণ মনে করে।

লীলা স্বামীর উপর অভিমান করিতে পারিল না। পিতার উপরেই তাহার রাগ হইতে লাগিল। কিন্তু পিতাকে আর কি বলিবে? তাই তাহার অন্তরে যাহা উদয় হইতেছিল, সে তাহাই করিতেছিল। কিরূপে স্বামীর সহিত মিলিত হইবে, সে তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল। সে আবার উঠিয়া সুধীরকে পত্র লিখিতে বসিল। এবার পত্র লিখিয়া শিরোনাম লিখিয়া টিকিট আঁটিয়া ডাকঘরে ফেলিয়া দিবার নিমিত্ত ভৃত্যকে আদেশ করিল।

পত্র লিখিয়া উত্তরের আশায় লীলা প্রত্যহ ডাকের মুখ চাহিয়া থাকে। একদিন দুইদিন করিয়া সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, তবুও লীলার পত্রের উত্তর আসিল না। লীলা গবাক্ষের নিকটে দাঁড়াইয়া, পথের পানে চাহিয়া থাকে। 'পিয়নে'র স্কন্ধবিলম্বিত 'ব্যাগ্'টী দৃষ্টি-পথে পতিত হইবামাত্র তাহার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠে। যদি কাহারও পত্র লইয়া 'পিয়ন' বাটীর দ্বারে আসিয়া "চিঠ্ঠি" বলিয়া হাঁকিত, লীলা অমনি অস্থির হইয়া উঠিত। ঐ বুঝি তাহার পত্রের উত্তর আসিল! কিন্তু লীলার পত্রের কোনও উত্তর আসিল না।

একখানি একখানি করিয়া লীলা তিন চারিখানি পত্র লিখিল, কিন্তু তাহার কোনও পত্রেরই উত্তর আসিল না। তখন তাহার বড় ভয় হইল। সে ভাবিল, "তবে কি তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? পিতার অপরাধে আমাকে এ কঠোর শাস্তি দান করিবেন? অহো! অবলার সর্ব্বস্ব-ধন, পতি-পরিত্যক্তা হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব?"

লীলা যখন এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, ও দিকে তখন হরনাথবাবু পুত্রের সংবাদ না পাইয়া, অস্থির হইয়া উঠিলেন। প্রায় মাসাধিক হইল সুধীর লীলাকে লইতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে লইয়া যাইতে সমর্থ না হওয়ায় সে আর বাটী ফিরে নাই। পুত্রগতপ্রাণ বৃদ্ধ পুত্রের সংবাদের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কলিকাতায় তিনি সুধীরের 'মেসে' সংবাদ আনিলেন। সেখানে তাহারা সুধীরের কোনও খবরই দিতে পারিল না। অবশেষে অবিনাশবাবুর কাছে গিয়া তিনি শুনিলেন, সুধীর তথায় আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই দিনই চলিয়া গিয়াছে। হরনাথবাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুধীর বাটী যায় নাই, কলিকাতায় নাই, তবে সুধীর গেল কোথায়?

লীলা সব শুনিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, শ্বশুরের পায়ে ধরিয়া সে সকল কথা

খুলিয়া বলে; বলে, "ওগো, সে যে বড় অভিমানী! সে যে রাগ করে চলে গেছে! তোমরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস গো, ফিরিয়ে নিয়ে এস! লীলার আরাধ্য দেবতাকে তোমরা খুঁজে এনে লীলাকে দাও।" কিন্তু মুখে কোনও কথা সে বলিতে পারিল না। লজ্জা আসিয়া বাধা প্রদান করিল।

(১১)

সুধীরের কোনও সংবাদ না পাওয়াতে, অবিনাশবাবুও চিন্তিত হইলেন। সুধীর গেল কোথায়? অবিনাশবাবু "গোড়া কাটিয়া আগায় জল" বিস্তর ঢালিলেন। সুধীরের অনুসন্ধানের জন্য বিস্তর অর্থব্যয় করিলেন, কিন্তু সুধীরের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। প্রথমে তিনি পুলিশে সংবাদ লইলেন। সেখানে সুধীরকুমার রায় অমুক তারিখে নির্দ্দোষ প্রমাণ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে, আর তাঁহার নামে কোনও অভিযোগ নাই। সুধীরের বন্ধুবান্ধবের কাছে তিনি জানিলেন। তাহারা কোনও সংবাদই বলিতে পারিল না। পুলিশে ঘোষণা, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, 'ওয়ারেণ্ট' প্রভৃতি নিরুদ্দিষ্টের উদ্দেশের জন্য যে যে উপায় আছে, তাহার কিছুই করিতে ব্যতিক্রম হইল না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি সুধীরের কোনও সংবাদ নাই! তখন অবিনাশবাবু স্থির করিলেন যে, সুধীরের মৃত্যু হইয়াছে। সেই যে সুধীর বলিয়াছিল, "মেয়েকে সুখী কর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্বেন।"—অবিনাশবাবু ভাবিলেন, সে কথার অর্থ আর কি হইতে পারে? হতভাগ্য যুবক ক্রোধভরে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়াছে। নচেৎ এত অনুসন্ধানে কি তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যাইত না?

এই ভাবিয়া একদিন তিনি চুপি চুপি গৃহিণীকে বলিলেন, "দেখ, সুধীর ছোঁড়া, বোধ হয়, আত্মহত্যা করেছে। নইলে এতদিনে কোন রকমে না কোন রকমে তার কোনও খবর পাওয়া যেত।"

গৃহিণী এ-কথা শুনিয়াই 'দড়াম্' করিয়া আছাড় খাইয়া গৃহতলে পড়িয়া উচ্চ চিৎকারে পাড়া মাতাইয়া তুলিলেন।—"ওগো, আমার লীলার কি হবে গো। লীলী আমার মাছের মুড়ো নইলে ভাত খেতে পারে না যে গো!—সে দুধের মেয়ে নিরিমিষ্যি ভাত কেমন করে খাবে গো!"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবিনাশবাবু কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বড় মুস্কিলে পড়িলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে, লীলা এ-কথা জানিতে পারে। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ!—চুপ কর না, ছাই; —অত চেঁচাচ্ছ কেন? এখুনি লীলী শুন্‌তে পাবে।"

অবিনাশবাবু চুপ করিবার জন্য গৃহিণীকে যতই অনুরোধ করিতে লাগিলেন গৃহিণীর সুর ততই পঞ্চম হইতে সপ্তমে উঠিল! "ওগো আমি কি করে চুপ কোর্ব্বো গো?—আমার লীলী খান পরে বেড়াবে, আমি কেমন করে তা দেখ্‌ব গো! আমি তাকে গয়না খুল্‌তে দোবো না গো।"—ইত্যাদি ইত্যাদি—।

অবিনাশবাবু গৃহিণীকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া, বিরক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অবিনাশবাবুর ইচ্ছা ছিল, সুধীরের

কল্পিত মৃত্যুর কথাটা যেন লীলা জানিতে না পারে। কিন্তু কথাটা লীলার কর্ণগোচর হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। গৃহিণীর কান্না শুনিয়াই মোহিনী দাসী অঞ্চল-দ্বারা চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া লাল করিয়া লীলার কাছে গিয়া কাঁদ-কাঁদ-সুরে বলিল, "আহা দিদিমণি গো কি সর্ব্বনাশটা হ'ল গো! আহা এও পরমেশ্বরের মনে ছিল গো!"

লীলা চমকিত হইয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি!—কি!—কি হয়েছে? অমন কচ্ছিস কেন?"

দাসী। আহা! এও তোমার কপালে ছেল?

কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় লীলার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

দাসী পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিল, "আহা আমি সে-কথা কেমন করে মুখে আন্‌ব গো—!"

লীলা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "তোর পায়ে পড়ি, মোহিনি, বল্ কি হয়েছে?"

কথাটা বলিবার জন্য মোহিনীর পেট ফুলিয়া দম্ আইকাইতেছিল; কিন্তু কথাটা একেবারে বলিয়া ফেলা উচিত হয় না বলিয়া, বলিতে পারে নাই। লীলার আগ্রহ দেখিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "আহা দিদিমণি! জামাইবাবু নেই গো! মা ঠাকরুন্ তোমার নাম ক'রে বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদ্‌তে লেগেচে। আহা, তুমি যে বড় আদুরে মেয়ে গো! তোমার এমন দশা তানারা কি করে দেখ্‌বে?"

লীলার মস্তকে বজ্রপাত হইল। এরূপ দুঃসংবাদ শুনিবার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। এমন সংবাদ যে শুনিতে হইবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। কথাটা শুনিয়া তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি, তাহার পায়ের নীচে হইতে পৃথিবীটা সরিয়া যাইতেছে। লীলা দাঁড়াইয়াছিল; মাথায় হাত দিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। তাহার চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রু নির্গত হইল না; হৃদয় ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও বহির্গত হইল না। কেবলমাত্র মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল! সে নির্ব্বাক্, নিশ্চল জড়পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া রহিল। তাহার ভাব দেখিয়া মোহিনী ভীত হইয়া চলিয়া গেল।

কিছু পরে আর একজন দাসী আসিয়া বলিল, "আহা! এমন লক্ষ্মী মেয়ের কপালে এই ছিল গা! এই কচি বয়সে পোড়া কপাল পুড়্‌ল! হাঁ দিদিমণি! জামাইবাবুর কি হয়ে ছেলো গা?"

লীলা কোনও উত্তর করিল না। উত্তর দিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। তাহার অন্তরমধ্যে যে কি হইতেছিল, তাহা সেই জানে। অন্যে তাহা কি বুঝিবে?

গৃহিণী যখন জানিলেন যে, কথাটা লীলার অগোচর নাই, তখন তিনি মনে করিলেন, তবে আর লুকাইয়া কি হইবে? তিনি লীলার নিকটে আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার মানসে বলিলেন, "শুনেছ ত মা, জামাই মারা গেছেন। তা'র জন্যে তুমি মনে কোনো কষ্ট কোরো না! বিয়ে হয়েছিল ঐ পর্য্যন্ত,—কেবল আইবুড় নাম ঘুচেছিল বৈ ত নয়। শ্বশুর-বাড়ীর সুখ ত আর পাও নি! তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাক; আমি তোমার কোনো কষ্ট রাখ্‌ব না। তোমাকে এক জুট জড়োয়ার গয়না গড়িয়ে দোব, হাতীবাগানের

বাড়ীখানা তোমার নামে লিখে দোব। তোমার কিসের ভাবনা?"

লীলা মাতাপিতার এরূপ মমতাশূন্য রূঢ় কথা অনেক শুনিয়াছিল, অনেক সহ্যও করিয়াছিল। এবার সে সহ্য করিবার সীমা অতিক্রম করিল। নারীর সর্ব্বধন স্বামী নাই, আর মাতা সেই কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতেছেন! অর্থের লোভ দেখাইতেছেন! থাকুন্ তিনি তাঁহার অর্থ লইয়া। লীলা তাঁহার অর্থের প্রয়াসিনী নয়। লীলা বিরক্ত হইয়া বলিল, "যাও মা, আর আমাকে জ্বালাতন কোরো না। তোমরাই আমাকে শ্বশুর বাড়ীর সুখে বঞ্চিত করেছ। আজ কি ছার অর্থের লোভ দেখাতে এসেছ! আমি তোমার অর্থের কাঙ্গালিনী নই।"

লীলার মুখে এ রকম কথা শুনিয়া মাতা আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। যে লীলা মুখ ফুটিয়া কখন একটী কথা বলে না বা বলিতে সাহস করে না, তার মুখে আজ এমন কথা! তিনিও রাগে গর্‌গর্ করিতে করিতে, চলিয়া গেলেন।

লীলা আপনার কক্ষে গিয়া সুধীরের সেই পরিত্যক্ত উত্তরীয়খানি বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল। "—কোথায় তুমি দুঃখিনীর আরাধ্য দেবতা! এস, একবার এস। 'তুমি নেই'—এ কথা যে প্রাণে সহ্য হয় না! কে বলে তুমি নাই? না, না, তুমি আছ। আমি ত এমন কোনও পাপ করি নি যাতে বিধাতা আমার সিঁথির সিঁদুর মুছে দেবেন্। আমি তোমার পায়ে এমন কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমাকে পরিত্যাগ ক'রে যাবে! তুমি কি জান না আমার হৃদয় তোমার প্রতিমূর্ত্তিতে পূর্ণ! তোমার ধ্যানে আমি মগ্ন! তোমার চরণ ভিন্ন আমি ত কিছুই জানি না। আমার এ সাধনা কি সিদ্ধিলাভ কর্ব্বে না? এ তপস্যা কি নিষ্ফল হবে? না, না, তা কখন হবে না। নারায়ণ সতীর সহায়। জীবনসর্ব্বস্ব! তুমি যেখানেই থাক, আমি তোমাকে খুঁজে বা'র কোর্ব্বোই। তুমি যে দেশে যেখানেই থাক, আমি তোমার কাছে যাবই। তোমার চরণ ভিন্ন আমি ত কিছুই জানি না। তবে কেন আমি তোমার চরণদর্শনে বঞ্চিত হব?"

(১২)

কত বৎসর চলিয়া গেল! সুধীর আসিল না। অবিনাশবাবুর বাটীর সকলে সুধীরের নাম বিস্মৃত হইল; কেবল একজন হইল না। সুধীরের কথা, সুধীরের নাম লীলার জপমালা হইল। সুধীর কবে তাহাকে কোন্ মিষ্ট কথাটি বলিয়াছিল, কবে তাহাকে আদর করিয়াছিল, কবে তাহাকে দেখিবার জন্য লুকাইয়া আসিয়াছিল, সেই সকল ভাবিয়াই সে দিন যাপন করে। লীলা আহার-বিহার, বেশভূষা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছিল; কেবল সধবার চিহ্ন শাঁখা-সিঁদুর ত্যাগ করে নাই। তাহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস, সুধীর বাঁচিয়া আছেই; এ সকল ত্যাগ করিলে স্বামীর অমঙ্গল হইবে। তাই সে এ-সকল ত্যাগ করে নাই। সে অধিকাংশ সময় নিজের কক্ষেই অবস্থান করিত। বাহিরের বাতাস, লোকের কলরব তাহার বিষাক্ত বলিয়া মনে হইত। কোথাও নিমন্ত্রণে বা বেড়াইতে যাওয়া সে একেবারে ত্যাগ করিয়াছিল। পিতার এ সুখভবন তাহার কারাগৃহ বলিয়া অনুভূত হইত। লীলা

ভাবিত, 'বাবা বুদ্ধিমান্ হয়ে কেন এমন কাজ করলেন? কেন তাঁকে এমন কথা বল্লেন? যখন তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন, তখন ত আমি তাঁরই। তিনি যেখানে থাক্‌বেন সেই আমার অমরাবতী। তিনি মেটে ঘরে বাস করেন;—আর আমি তাঁর দাসী! আমি কি সে ঘরে বাস কর্‌তে পারতুম্ না? তাঁর দাসী নাই? নাই বা থাক্‌ল? আমি কি তাঁর কাজ নিজের হাতে কর্‌তে পারতুম না? ঐ ত হরিদাসী, মোহিনী বাসন মাজে!—ওরাও মানুষ আমিও মানুষ, আমি কি আর বাসন মাজতে পারতুম্ না? আর রান্না?—সেটাত গৃহস্থমাত্রেই করে। হায়, আমি নিজের হাতে রেঁধে স্বামীকে শ্বশুরকে খাইয়ে কত সুখ পেতুম! হায়! কেন বাবা আমাকে সে সুখে বঞ্চিত কর্‌লেন? রান্না, সকলকে খাওয়ান, এত মেয়ে মানুষের প্রধান ও প্রথম তৃপ্তিপ্রদ কাজ! লোকে মিছেমিছি কতগুলো রাধুনী রেখে কত অর্থনষ্ট ও অতৃপ্তির উৎপাদন করে! সে অর্থে কাঙ্গাল গরিবদের খাওয়ালে তাদের জীবনরক্ষা হয়। কেন তারা করে না? সুখী লোকে, বুঝি, দুঃখীর দুঃখ বুঝে না!' (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

সুখ-তৃষ্ণা।

তোমারে স্মরণ হ'লে
জাগে প্রাণে অনুতাপ!—
জনমি দুনিয়া 'পরে
করিয়াছি কত পাপ!
এ চিত্তের অবসাদ
ঘুচে যায় তব গানে!
কোথা হ'তে কুড়াইয়ে
তপ্ত প্রাণে শান্তি আনে!
সংসার-বাঁধনে আমি
সদা জড়াইয়ে আছি!
অটুট বাঁধন তাই,
হ'তে নারি কাছাকাছি!
যবে গো বিষাদ-মাঝে
নিরিবিলি থাকি বসে,
তখনি তোমার স্মৃতি
আঁখি-পথে আসে ভেসে!
তখনি গো উঠি কেঁদে,
তখনি গো তোমা চাই!
তখনি তোমার পদে
প্রাণ-ভয়ে মাগি ঠাঁই!
তখনি ভকতি আসে
করিবারে আবাহন।
কিন্তু কতটুকু সখা,
তোমা সনে আলাপন?
আকুল আবেগ ভরে
চাহি ঐহিকের সুখ।
কিছু না বুঝায়ে তুমি
দিলে মোরে সেই দুখ!
সেই যে তোমার সনে
হ'লো মোর পরিচয়,
আর না হইল; তুমি
পলাইলে দয়াময়!

চাহি ঐহিকের সুখ,
তুমি হলে নিরদয় ;
ডুবিনু বিষয়-কূপে,
ভকতির হলো লয় !

সম্পদে পলাও তুমি,
মোর দুখে হলো কুল !
বোঝালে না প্রভু তুমি,
আমি গো কাটিনু মূল !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

নবদ্বীপ।

নবদ্বীপ বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী নদীয়া-জেলার পুরাতন রাজধানী। ইহা ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। এ-স্থানের লোক-সংখ্যা ১০৮৮০ ; তন্মধ্যে ১০৪১৬ জন হিন্দু, ৪৫৭ জন মুসলমান এবং ৭জন খৃষ্টান। বঙ্গ-দেশের রাজা বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে নবদ্বীপ-রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২০৩ খৃঃ মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক সহরটী অধিকৃত হয়। এস্থানে সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চ্চা বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে বলিয়া স্থানটী ভারতের মধ্যে প্রসিদ্ধ। হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগের মীমাংসাই গৃহীত হইয়া থাকে। বহু পুরাকাল হইতে হিন্দু-রাজগণ এস্থানে সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য অনন্ত উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই এস্থানে সংস্কৃত চর্চ্চা এত অধিক। হাজার হাজার ছাত্র এখানে হিন্দুদর্শন শিক্ষা করিয়া থাকে। এস্থানের বহু ছাত্রই ভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। অত্যন্ত প্রসিদ্ধ কয়েকটীর নাম—হলায়ুধ, পশুপতি, মূলপাণি এবং উদয়নাচার্য্য। ইহারা সকলেই লক্ষ্মণ সিংহের সমসাময়িক। অভিবোধ যোগী নামে জনৈক পণ্ডিত হিন্দুস্থান হইতে সমাগত হইয়া নব-দ্বীপে প্রথম তর্কশাস্ত্রের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র। তর্কশাস্ত্র ইহার কণ্ঠস্থ ছিল। রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশ এবং গৌরাঙ্গ দেব ইহার বিখ্যাত ছাত্র। রঘুনাথ শিরোমণি দীধিতি ও গৌতম-সূত্রের টীকা প্রণয়ন করেন। রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতে ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রে খ্যাতিলাভ করেন। গৌরাঙ্গ বা চৈতন্য-দেব বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সংস্কারক হ'ন। চৈতন্য জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। তিনি ১৪৮৫ খৃঃ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য বৈষ্ণব-গণের নিকট নবদ্বীপ পরম পবিত্র স্থান।

বর্ত্তমান নবদ্বীপও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিখ্যাত। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের নাম টোল। তথায় স্মৃতি ও ন্যায় শিক্ষা দেওয়া হয়। বেতন লইয়া বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি টোলে নাই; বরং পণ্ডিতেরা ছাত্রগণকে গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া থাকেন। মহারাজ-কৃষ্ণচন্দ্র টোল রাখিবার জন্য একশত টাকা মাসিক বৃত্তি দিতেন। তদবধি ঐ টাকা এখনও দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ইংরাজ গভর্ণমেণ্টও ১০০৲ টাকা ন্যায়ের প্রথম এবং ৬০৲ টাকা দ্বিতীয় এবং

৫০৲ টাকা স্মৃতির অধ্যাপককে দিয়া থাকেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া এখানে একজন উত্তর-পশ্চিম-দেশস্থ পণ্ডিত দর্শন ও বেদান্ত শিক্ষা দিতেছেন। পূর্ব্বে নবদ্বীপের পঞ্জিকার বিলক্ষণ সমাদর ছিল। তাহাতে ঝড়বৃষ্টির যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী থাকিত, লোকে তাহা অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করিত। দুঃখের বিষয় এই যে, জ্যোতিষের আচার্য্য এখন বিলোপোন্মুখ হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের জন্মস্থানে বৈষ্ণবগণ প্রতি-বৎসর সমাগত হ'ন এবং বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘী পূর্ণিমাতে তথায় মেলা হইয়া থাকে।

নদীর পূর্ব্বতটে বর্ত্তমান নবদ্বীপের বিপরীতে বামনপুকুর নামে একটী গ্রাম আছে। তথায় অনেকগুলি ঢিবি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা বল্লাল-ঢিবি নামে খ্যাত। এই স্থানে বল্লাল সেনের রাজভবন ছিল। স্থানটীতে বল্লাল-দীঘি নামে একটী সরোবরও আছে। এগুলির অস্তিত্বে ইহাই অনুমিত হইয়া থাকে যে, বল্লাল সেন যেমন গৌড়ে বাস করিতেন, তেমনই তিনি এখানেও বাস করিতেন।

কলিকাতা অপেক্ষা নবদ্বীপের জল-হাওয়া অনেক পরিমাণে ভাল। পূর্ব্বে শরীর অসুস্থ হইলে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা এখানে শরীর সুস্থ করিতে আসিতেন।

নবদ্বীপে পিত্তল-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বক্রেশ্বর।

বক্রেশ্বর বঙ্গদেশস্থ বীরভূম-জেলার একটী গ্রামমাত্র। ইহা বক্রেশ্বর-নদীর উপর অবস্থিত। এখানে দেব-মন্দিরের মধ্যে শিবের মন্দিরই অধিক। বক্রেশ্বর একটী পীঠস্থান। সতীর কপালদেশ এখানে পতিত হইয়াছিল। এইজন্য প্রতিবৎসর অনেক যাত্রী এস্থানে তীর্থ করিতে আসেন।

এইস্থানের আখ্যায়িকা এইরূপ :—একদা সুব্রত ও লোমশ ঋষি লক্ষ্মীর স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রিত হইয়া স্বয়ম্বর-স্থলে উপস্থিত হইলে, লোকেরা পূর্ব্বে লোমশ ঋষির অভ্যর্থনা করে। তাহা দেখিয়া সুব্রত ঋষি ক্রোধ সহ্য করিতে না পারিয়া অবিলম্বে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যান্। এই সময়ে তাঁহার ক্রোধ এরূপ সীমায় পঁহুছিয়াছিল যে, তৎপ্রভাবে তাঁহার শরীরের অষ্টস্থান বক্র হইয়া গেল। তদবধি তিনি অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হইলেন। অঙ্গবিকৃতি সঙ্ঘটিত হইলে তিনি অতিদুঃখিতান্তঃকরণে কাশীতে শিবের আরাধনার জন্য সমাগত হন। এখানে তাঁহার প্রতি দেবাদেশ হয় যে, যতক্ষণ তিনি বঙ্গদেশের গৌড়-নামক স্থানের গুপ্ত কাশীতে আরাধনা না করিবেন, ততক্ষণ তিনি সফল কাম হইবেন না। অষ্টাবক্র ঋষি বক্রেশ্বরে আসিয়া দশ হাজার বৎসর ব্যাপিয়া শিবের আরাধনা করেন। তখন মহাদেব সদয় হইয়া এই বর দেন যে, এখানে পূর্ব্বে যে অষ্টাবক্রের ও পরে মহাদেবের পূজা করিবে তাহার অক্ষয় পুণ্য সঞ্চিত হইবে। অষ্টাবক্র যেখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেখানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মা আদিষ্ট হন্। তাঁহার উপর ইহাও আদেশ ছিল যে, মন্দির প্রস্তুত হইলে, তন্মধ্যে দুইটী মূর্ত্তি থাকিবে ;—একটি অষ্টাবক্রের ও অন্যটী মহাদেবের। এখন মন্দিরের মধ্যে যে দুইটি

মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বৃহৎটী অষ্টাবক্রের।

বিশ্বকর্ম্মা যেখানে মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমান মন্দিরের মধ্যে কোনও উৎকীর্ণ-লিপি নাই। উত্তর-পূর্ব্বদিকে বহির্দ্বারের উপর ত্রিকোণাকৃতি স্থানে যে লেখা দেখা যায়, তাহাতে ইহাই বুঝায় যে শালিবাহন শকে (১৬৮৩) দর্পনারায়ণ নামে জনৈক ব্যক্তিদ্বারা মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে ভিতর ভাগে প্রোথিত দুইটী প্রস্তরের হেতম্বর ও তরলাসার ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম এবং তৃতীয় প্রস্তরটীতে শালিবাহন শক (১৬৭৭) খোদিত আছে। এখানে অনেকগুলি রাস্তা ও গলি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কেবলমাত্র মহাদেবের মূর্ত্তিই দেখা যায়। মূর্ত্তিগুলি অবশ্য সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণ তীর্থ করিতে আসিয়া স্থাপিত করিয়াছেন। দক্ষিণ-পশ্চিমে তিনটী পুষ্করিণী আছে। সেগুলি সালকাটালি, চক্রসাইর এবং দামুসাইর নামে খ্যাত। এখানে যে ব্রাহ্মণ তীর্থকৃত্যাদি করান, তিনি বলেন যে, উক্ত নামের ভদ্রব্যক্তি দ্বারা পুষ্করিণী খোদিত হইয়াছে।

দক্ষিণে একটি প্রস্রবণ অবস্থিত। সেখানকার জল উষ্ণ। অনেকগুলি বাটীও সেখানে দৃষ্ট হয়। প্রস্রবণ হইতে গন্ধকের ধূমরাশি সদাই উদ্গীর্ণ হইতেছে। এরূপ প্রস্রবণের সংখ্যা আটটী। তন্মধ্যে যেটী অত্যন্ত উষ্ণ তাহা অগ্নিকুণ্ড-নামে খ্যাত। এখানকার জলের উষ্ণতা প্রায় ২০০° ডিগ্রি। সিঁড়িদ্বারা স্নাতকগণ কুণ্ডে অবতরণ করে। এই জলে সর্প ও ভেক বহুল পরিমাণে মরিয়া থাকে। সেগুলিকে পরিষ্কার করিয়া জলে নামিতে হয়। জলটী উষ্ণ ও গন্ধকের ঘ্রাণবিশিষ্ট। সুতরাং ইহা কোনও বিশেষ রোগের উপশম করিতে সমর্থ। এখানকার প্রবাদ এই যে, শিব হতকাক্ষ পাতালে বাস করেন। তাঁহার মস্তকে সুমেরু পর্ব্বত অবস্থিত। শিবের তেজে জলটী উষ্ণ হইয়া পৃথ্বীগর্ভ হইতে নিঃসৃত হইতেছে।

প্রত্যেক প্রস্রবণের এক একটী আখ্যায়িকা আছে। অগ্নিকুণ্ড-সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, রাজা হিরণ্যকশ্যপ কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রহ্লাদ কিন্তু কৃষ্ণভক্ত। এজন্য তাঁহাকে অনেক কষ্ট ভুগিতে হয়। অবশেষে হিরণ্যকশ্যপের নির্য্যাতন হইতে প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণ হিরণ্যকশ্যপকে বধ করেন। প্রহ্লাদ আপনাকে পিতৃবধের হেতু ভাবিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে স্বীয় পাপক্ষালনার্থ তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বক্রেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক উক্ত কুণ্ডে স্নাত হইয়া শিবের আরাধনায় বিগতকল্মা হয়েন। এই জন্য অগ্নিকুণ্ডের এত মাহাত্ম্য।

ব্রহ্মকুণ্ড-সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, ব্রহ্মা স্বীয় কন্যাকে কামদৃষ্টিতে অবলোকন করিলে মহাদেব-কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হন্। তখন তিনি স্বীয় পাপ-ক্ষালণার্থ ও শিবকে পরিতুষ্ট করিবার মানসে বক্রেশ্বরে সমাগত হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতঃ মহাদেবের আরাধনায় পাপমুক্ত হন।

শ্বেতগঙ্গার প্রবাদ এই যে, বর্দ্ধমান জেলায় মঙ্গলকোটের শ্বেতনামক জনৈক রাজা মহাদেবের আরাধনা করেন। শিব পরিতুষ্ট হইয়া বর দিতে উদ্যত হইলে,তিনি এইবার প্রার্থনা

করেন যে কুণ্ডটী তাঁহার নামে প্রসিদ্ধ হইবে। মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

সানভাগ্যকুণ্ডের প্রবাদ এইরূপ যে, হিমালয়ের কন্যা গৌরী মহাদেবের জন্য লালায়িত হইয়া বক্রেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক উক্ত কুণ্ডে স্নানকরণান্তর মহাদেবের তপস্যা করেন। মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন্ ও পরে উভয়ের বিবাহ হিমালয়ে হয়।

সূর্য্যকুণ্ড-সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, একদা নারদ ঋষি ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধ্য-পর্ব্বতে সমাগত হইয়া সুমেরু পর্ব্বতের গুণগান করিতে লাগিলেন। সুমেরুর-গুণগাণ বিন্ধ্যের অসহ্য হইল। তখন তিনি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্যের গতিরোধ করিলেন। সূর্য্য দুঃখিতান্তঃকরণে এখানে আসিয়া উক্তকুণ্ডে স্নানপূর্ব্বক মাহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া বিন্ধ্যকে অবনত করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন।

জীবনকুণ্ডের প্রবাদ এই :—পূর্ব্বকালে সরভ ও চারুমতি নামে দম্পতী বাস করিত। তাঁহারা ধার্ম্মিক ছিলেন। সংসারে তাঁহাদিগের আপনার বলিতে আর কেহ না থাকাতে, তাঁহারা উভয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহারা তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইলে কালবশে ব্যাঘ্র আসিয়া সরভকে হত্যা করে ও তাঁহার দেহের অর্দ্ধেক মাংস খাইয়া ফেলে। চারুমতি অতিদুঃখে শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন্। শিব পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলে,তিনি স্বামীকে পুনর্জীবিত দেখিতে প্রার্থনা করেন। তখন তাহার প্রতি আদেশ হয় যে, তুমি তোমার স্বামীর অস্থিগুলিকে একত্র করিয়া বক্রেশ্বরে গমন করতঃ জীবনকুণ্ডে অস্থিগুলিকে নিমজ্জিত কর, তবেই তোমার স্বামী জীবিত হইবে। চারুমতি তাহাই করিল। তখন তাঁহার স্বামীও পুনর্জীবিত হইলেন। এখনও অনেক রমণী স্বামীহীন হইলে স্বামীকে সঞ্জীবিত করিবার আশায় জীবনকুণ্ডে স্নান করে।

ভৈরবকুণ্ডের প্রবাদ এইরূপ :—ব্রহ্মা ও মহাদেবের পাচটী মুখ। তখন ব্রহ্মা ভাবিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই শিবের সমকক্ষ। ব্রহ্মার প্রতিযোগিতায় শিব ক্রোধান্বিত হইয়া জটা হইতে একটী কেশ উৎপাটিত করিলেন। অমনি বটুক-ভৈরবের আবির্ভাব হইল। তখন শিব বটুক ভৈরবকে ব্রহ্মার ঊর্দ্ধমুখটী নখদ্বারা ছিন্ন করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল; কিন্তু ব্রহ্মার ছিন্ন মস্তকটী বটুক-ভৈরবের নখে লাগিয়া গেল। তিনি সর্ব্বতীর্থে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই মুণ্ডটী তাহার নখ হইতে অপসৃত হইল না। তখন তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে কাশীতে সমাগত হইয়া শিবের আরাধনা করিলে, মুণ্ডটী নখ হইতে মুক্ত হইল বটে, কিন্তু তাহার ক্ষত-যন্ত্রণা গেল না। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ভৈরব পুনরায় তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইল। এইবার সে বক্রেশ্বরে আসিয়া ভৈরবকুণ্ডে স্নান ও পাপহরা নদীতে হস্ত ধৌত করাতে তাহার ক্ষত আরোগ্য হইল। ভৈরবকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে পাপহরা নদী অবস্থিত।

খরকুণ্ডের প্রবাদ :—সত্যযুগে মহর্ষি অগস্ত্য সাগরকে উদরস্থ করেন, কিন্তু তাঁহার উদরের জল কিছুতেই বহির্গত হইল না। তখন তিনি বক্রেশ্বরে সমাগত হইয়া খরকুণ্ডে

স্নান-করণান্তর শিবের পূজা করিলে, তাঁহার উদরের জল বহির্গত হইল।

বক্রেশ্বরের পূজার জন্য ২৫ জন পাণ্ডা আছে। এখানে বৎসরে একটী করিয়া বৃহৎ মেলা হয়। ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির পূর্ব্ব-দিন হইতে মেলা আরম্ভ হয় ও তাহা প্রায় সাতদিন থাকে। এই মেলায় বিক্রয়ার্থ কাটোয়া হইতে কলা, পিত্তলের বাসন ও কলিকাতা হইতে মনোহারী দ্রব্য এবং বর্দ্ধমান-জেলার পাটাকোনা-নামক স্থান হইতে প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি আসে।

বক্রেশ্বরের কুণ্ডের জলে পুরাতন কাশি আরোগ্য হয়। ইহা চর্ম্মরোগাপহ বলিয়া প্রসিদ্ধ।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

গঙ্গা-বন্দনা।

কোথা গো মা, হে জাহ্নবি! এ অধমা
চায় স্থান!
এসেছি, মা, বড় আশে তোমাকে
সঁপিতে প্রাণ!
কুলুকুলু-কুলু-রবে কোথায় তুমি মা যাও!
পায়ে ধরি, মহাদেবি, আমাকে গো
কোলে লও!
পতিতে দাও মা, স্থান; নাম তাই সুরধুনী!
পরমারাধ্যা তুমি;—পুরাণে মহিমা শুনি!
স্মরিলে তোমার নাম, মহাপাপে কেটে যায়;
দাও মোরে কোলে স্থান, রাখ মোরে
রাঙাপায়।
স্রোত মাঝে বেয়ে যায় পাল-তোলা কত তরী,
দিই স্রোতে ভাসাইয়া আমার এ দেহ-তরী!
বহিছে তোমার বুকে প্রবল তরঙ্গ কত!
সতত দেখিতে সাধ তব পদ কোকনদ!
শুভ্র কুসুমের মত তোমার ও মূর্ত্তি-খানি!
সতত বন্দি, মা, তোরে আমার আরাধ্যা জানি!

শ্রীনির্ম্মলা রায়।

জাতীয় উন্নতিতে ব্যক্তিগত দারিদ্র্য।

অনেকে মনে করেন, ছলে বলে কৌশলে বা শারীরিক বীরত্বে অন্যের রাজ্য কাড়িয়া লইতে পারিলেই জাতীয় উন্নতি হয়। কিন্তু তা হয় না। যদিও হয়, তাহা চিরস্থায়ী হয় না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে মহাবীর নেপো-লিয়ন যে-সকল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, সে সব রাজ্যের জাতিরা সকলেই উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইত। চরিত্রের বল, ধর্ম্ম-নীতির শক্তি, সত্যের প্রভাব যে জাতির উন্নতির ভিত্তিভূমি, অতীতকালের মহত্ত্বের অনুকরণ যে জাতির উন্নতির পরম সহায়, সে-জাতির উন্নতি বিশ্বজগতের ক্রমবিকাশের

নিয়মানুসারে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বিকশিত হইলেও চির অপ্রতিহত, অপরাজিত ও চির সম্মানিত থাকিবেই; সন্দেহ নাই। গ্রীস ও রোম যখনই বিলাসিতায় উন্মত্ত হইয়া সত্য হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিল, তখনই অধঃপতনের মুখে পতিত হইতে আরম্ভ করিল! যখনই পুণ্যময় ভারতের চির-ধর্মশীল জাতির কয়েক ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতার মহাপাপ-পঙ্কে নিপতিত হইল, যখনই অতীতকালের মহত্ত্ব ভুলিয়া সুচরিত্র, ধর্মনীতি ও সত্য হইতে স্খলিত হইতে লাগিল, তখনই জাতীয় অবনতির চিহ্ন-সকল দেখা যাইতে লাগিল। যদি কোনও জাতিকে উন্নত হইতে হয়, তাহা হইলে সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্ হইতে হইবে। যেমন প্রত্যেক অঙ্গের সুস্থতাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ, তেমনি প্রত্যেক জাতির প্রতিব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতা ও সজীবতাই জাতীয় উন্নতি, জাতীয় সুস্থতা ও জাতীয় জীবনের লক্ষণ।

নরনারীগণের মধ্যে অনেকে মনে করেন, 'আমি দীন হীন অতিক্ষুদ্র; আমার জ্ঞান নাই, বিদ্যা নাই, সৎকর্মের ক্ষমতা নাই; আমার সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কি সম্পর্ক! আমি নীচ, স্বার্থপর ও চরিত্রহীন হইলেও, বোধ হয়, জাতীয় উন্নতির কিছু আসে যায় না! কোথায় দেশদেশান্তর-ব্যাপী একটি জাতি!—তাহার মধ্যে আবার অসংখ্য প্রকৃতি, বর্ণনাতীত চরিত্র, গণনাতীত ধর্ম এবং নীতি বিদ্যমান! এই বিপুল বিস্তৃতি, এই অপরিমেয় ধর্মনীতি-চরিত্র এবং প্রকৃতির মধ্যে আমি কোথায়! আমি আমাকে ত খুঁজিয়াই পাই না! সেই আমি মন্দ হইলেও, চরিত্রগঠন করিতে না পারিলেও জাতীয় উন্নতির ক্ষতিবৃদ্ধি কি?' এরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের বিষম ভ্রম! একটী জাতিকে সুগঠিত, সুসংযত ও উন্নতোন্মুখ করিতে হইলে, সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি সে-জন্য দায়ী! কারণ, একটি বৃহৎ অট্টালিকার নির্মাণকালে যদি একটী ইষ্টক বা প্রস্তর মন্দ থাকে, তাহাতে অলক্ষিত ভাবে সমস্ত অট্টালিকার ক্ষতি হয়। যদি একটী সুরম্য সুসজ্জিত প্রাসাদের কোনও এক অলক্ষিত স্থানে পূতিগন্ধময় কোন পদার্থ সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে সমস্ত প্রাসাদের বায়ু দূষিত হয়। যদি কোনও প্রকাণ্ড সতেজ মহীরুহে দুইচারিটী কীটাণু কোনও ক্রমে প্রবেশ করে, তবে তাহারা ক্রমে ক্রমে তাহাকে শুষ্ককাষ্ঠাবশেষ করিয়া তোলে। যদি কোন সবল সুকান্তি শরীরে দুইএকটী মারাত্মক কীটাণু কোনও ক্রমে প্রবিষ্ট হয়, ক্রমে সে শরীর দুর্বল ও কান্তিবিহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এজন্য ভারতবর্ষীয় জাতিকে যদি উন্নত করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ভারতীয় নরনারীর কর্তব্য :—নিজ নিজ চরিত্র গঠন করা। ধর্মেতে নীতিতে, সুকর্মেতে, জ্ঞানেতে নিজ-নিজ চরিত্রকে, জীবনব্যাপী প্রকৃতিকে সুসজ্জিত, সমলঙ্কৃত ও জ্যোতিষ্মান্ করিতে চেষ্টা করা। মেধা, জ্ঞান ও অবস্থানুসারে সকলেরই ইহা চেষ্টা করা কর্তব্য।

আমি, তুমি, তিনি বা সে লইয়াই জাতি; জাতির অর্থ অন্য কিছু নয়। যেমন একটী একটী অণু লইয়া সমগ্র জড় জগৎ, একটী একটী জলকণা লইয়া মহাসমুদ্র, একটী একটী বৃক্ষ লইয়া মহারণ্য, একটী

একটী বালুকণা লইয়া মহা মরুভূমি তদ্রূপ একটী একটী মানবকে লইয়া সমগ্র মানব-জাতি। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আবার হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতি নানাপ্রকার জাতি। জাতির মধ্যে কোনও পুরুষ যদি অসৎপথে পদার্পণ করিয়া অধঃপতনের মুখে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই জাতির সকল পুরুষেরই মস্তক অবনত হওয়া কর্ত্তব্য; এবং নারীগণের মধ্যেও সেই প্রকার হওয়া উচিত। সকলেই জানেন, আমাদের প্রাচীন পিতা-মহীগণ বলিতেন, 'এক মেয়ের লজ্জা নয়, সহস্র মেয়ের লজ্জা।' সকলে মিলিয়া নিন্দার বাজার না ঘুলিয়া, যাহাতে সেই অধঃপতিত ভাই কিম্বা ভগিনী অধঃপতনের মুখ হইতে ফিরিয়া আসেন, তাহাই করা কর্ত্তব্য। কারণ, জাতীয় উন্নতিকল্পে প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব। যদি কেহ উদাসীনভাবে জীবন কাটান, কোনও উন্নতির চেষ্টা না করেন, তাঁহাকেও উত্তেজিত করিয়া, যাহাতে তিনি সকল প্রকার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কি পরিবার, কি সমাজ, কি জাতি, সকলের পরস্পরের উন্নতির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাতীয় উন্নতিকল্পে প্রত্যেক ব্যক্তিরই দায়িত্ব আছে।

জাতীয় উন্নতির জন্য যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞান ও শুচ-রিত্রের জন্য দায়ী, তেমনি সে নূতন ও পুরাতনের সংমিশ্রণে জীবনকে উন্নত, শ্রেষ্ঠ, সমুন্নত ও আদর্শস্থানীয় করিবার জন্যও দায়ী! এই ভারতবর্ষীয় জাতি-সকলকে যদি উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ভারতীয় নরনারীকে যেমন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, ও সভ্যতায় উন্নত হইতে হইবে, তেমনি প্রাচীন কালের ভারতীয় উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণের যে-সব বিষয়ে সারত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব ছিল, সেই সব বিষয়ের অনুকরণ করিতে হইবে। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ়তা, রামচন্দ্রের বীরত্ব ও সত্য-পালন, হরিশ্চন্দ্রের প্রতিজ্ঞা ও সত্য-রক্ষা, যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং জনকের ন্যায় সংসারী হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। প্রত্যেক ভারতীয় নারীকেও ভারতের পুরাকালীন উচ্চশ্রেণীর নারীগণের গুণাবলীর অনুকরণ করিতে হইবে। সীতার, সাবিত্রীর, দময়ন্তীর সতীত্ব, পাতিব্রত্য, ও সুনীতি; পদ্মাবতী প্রভৃতির ন্যায় ধৈর্য্য ও বিনয়; মৈত্রেয়ী ও গার্গীর ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। আমরা যেন মৈত্রেয়ীর ন্যায় বলিতে পারি, "যাহা লইয়া আমি অমর না হই, তাহা লইয়া আমি কি করিব?" আমরা যেন গান্ধারীর ন্যায় বলিতে পারি, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ!" আমরা যেন ধ্রুবের মাতার ন্যায় বলিতে পারি, "জগতে ত্রিতাপ-জ্বালা হয় নিবারণ, হেরিলে হৃদয়ে হরি পদ্মপলাশলোচন।" আমরা যেন সীতা-দময়ন্তীর ন্যায় বলিতে পারি, "জানিস্ না রে মূর্খ পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন, সতীত্বের তেজ অগ্নি বিষম কেমন।" আমরা যেন রমাবাইয়ের ন্যায় বলিতে পারি, "রাজা স্বামী রাজ্য-সুখে কি হবে আমার, যদি না ভাবিতে পাই হরি সারাৎসার?" এইরূপ পুরা-কালীন ভারতীয় উচ্চশ্রেণীর নরনারীগণের বহু প্রবচন, প্রবাদ-বাক্য, ও মহাবাক্য-সকল গ্রন্থাকারে, ও ভারতীয় নরনারীর হৃদয়-মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিলেও সকল সময়ে,

সকল স্থানে, তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব, সারত্ব ও মহত্ত্বের সম্মান-রক্ষা, এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। পুরাতন-পত্রবিহীন শুষ্ক কাষ্ঠবৎ বৃক্ষেও যদি তাহার জীবনী শক্তি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে বসন্ত-সমাগমে তাহাতে আবার নব নব কিশলয় ও নব নব ফলপুষ্প উদ্গত হইয়া চারিদিকে শোভা বিস্তার করিতে থাকে। তেমনি শুষ্ক কাষ্ঠবৎ পুরাতন মহত্ত্ব-বৃক্ষেও যদি জীবনী শক্তি বিদ্যমান থাকে, যদি জাতীয় প্রত্যেক নরনারীর ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মানরূপ সারাংশ ও রস তাহার অভ্যন্তরে সঞ্চালিত হইতে থাকে, তাহা হইলে একদিন সুসময়ে তাহাতে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতারূপ নব কিশলয় ও ফলপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া জগৎকে বিমোহিত করিবেই!

হে সকল উন্নতির মূলশক্তি! মঙ্গলময় বিধাতঃ! জাতীয় উন্নতির জন্য যে প্রত্যেক পরিবার, প্রত্যেক সমাজ ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে উন্নত, সচ্চরিত্র, জ্ঞানী, বিদ্বান্, সভ্য ও পরোপকারী এবং তোমার জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে, ইহা যেন আমাদের প্রত্যেকের মনে নিয়ত জাগরূক থাকে। আর আমরা যেন পুরাতনকে ভুলিয়া না যাই এবং নূতনকেও অগ্রাহ্য না করি; যেন আমরা নূতন ও পুরাতনের সম্মিলিতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেবতার ন্যায় হইতে পারি। যেন আমরা প্রত্যেক ব্যক্তি, পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞান, বিনয়, সেবা ও সচ্চরিত্রতায় এবং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতায় নিজ নিজ জীবনকে সংগঠিত করিয়া জাতীয় উন্নতির সহায়তা করিতে পারি। পুরাতন লোকচক্ষুর অতীত স্থানই যে নূতন মহাসৌধের ভিত্তিভূমি, ও নূতনের চাকচিক্যই যে আশা, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের জীবন এবং সর্ব্ববিষয়ে নূতন ও পুরাতন উভয়ের সারাংশের গৌরব রক্ষা করিয়া চলাই যে জাতীয় উন্নতির পরম সহায়তা, ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই! এই তোমার কাছে আমাদের প্রাণের প্রার্থনা।

শ্রীবসন্তকুমারী বসু।

ব্যথার দিনে।

আমি নিবিড় বাধার বিপুল বোঝাটি
যখন বহিতে থাকি,
তুমি পথটির পাশে কাশের বনেতে
লুকাইয়া মোর উঁকি!
ওগো কেন, ওগো কেন?
সম্মুখে আসিয়া হাসিয়া দাঁড়াতে
কেন লাজ-বাস হেন?
না-হয় আমারে দিয়েছ ব্যথা,
না-হয় বোঝাটা হয়েছে ভারী,
তাই বলে কি গো ক'বনা কথা?
এত সনে মম কিসের আড়ি?

তুমি কত কত সুখ দিয়েছ মোরে,
দিয়েছ ভরিয়া আঁচলখানি,
ঘন বন্ধনে বেঁধে বাহুর ডোরে,
বক্ষ উপরে নিয়েছ টানি।
সে সুখের কথা ভুলি নি আমি,
ভুলি নাই এই ব্যথার ঘনে;

আজ লাজ-বাসে আসিতে তুমি,
　　লুকায়ে রয়েছ কাশের বনে!

এস দেখে লই দুখের পথে,
　　দেখে লই দু'টি নয়ন ভরি;
তারপরে লয়ে বোঝাটি মাথে,
　　দীর্ঘ পথে যাব আগুসরি।

সুখের দিনের বুকের স্বামী,
　　দুঃখের দিনে এস হে দেখি;
কেন লুকাইয়া রয়েছ তুমি,
　　লাজ-নত মুখে দিতেছ উঁকি!

বরবেশ

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(২০)

সকল দিক্ হইতে বিশৃঙ্খল মনটা টানিয়া আনিয়া শান্ত সংযত হইয়া নমিতা গৃহ-স্থালীর কাজে ভিড়িয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ডাক্তার মিত্রের ক্রূর-কটাক্ষ-স্মৃতিটা তাহাকে ক্রমাগতই একটা প্রতিহিংসার উত্তেজনায় ঝাঁকাইয়া তুলিতে লাগিল। তাহার উপর দত্তজায়ার ব্যবহারগুলা মনে পড়িতে লাগিল। মনটা অস্বাভাবিক ঘৃণা-বেদনায় পরিতপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।—ছি, ছি, কি অদ্ভুত বর্ব্বরতাই ইহাদের অভ্যস্ত হইয়াছে? কাণ্ডজ্ঞান স্মরণ রাখিয়া কাজ করিতে ইহাদের এতটুকুও ইচ্ছা করে না? .....ঐ সব যথেচ্ছাচারিতা-সূচক ব্যবহারই, বুঝি, ডাক্তার মিত্রের মত ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক সমূলে বিচলিত করিয়া দেয়। তাই তাঁহারা অসঙ্কোচে সমস্ত স্ত্রী-জাতি-সম্বন্ধে অপূর্ব্ব ধারণা পোষণ করিয়া বসেন! ভুলিয়া যান, একেবারে ভুলিয়া যান,—কুৎসিত-প্রবৃত্তি দাসত্বের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া যে আত্ম-সম্মান হারায় নাই, তাহার বুকের মধ্যে জাগ্রত গৌরবে যে নারীত্ব—যে তীব্র-চেতনাময় নারীত্ব বিরাজ করিতেছে,—সে নারীত্ব কেবল মাত্র বিলাস বৈভবে সমাদৃত হইয়া, হাবভাবে স্ফুরিত-চাতুর্য্য-কৌশলে নির্ব্বোধের দৃষ্টি-বিভ্রম উৎপাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে চাহে না! সে নারীত্ব চাহে বিশ্ব-মানবের কন্যাত্ব, ভগিনীত্ব, মাতৃত্ব!

কথা-টা যখনই মনে পড়িতেছিল, তখনই রুক্ষ ঔদ্ধত্যের ঝাঁজ ভরা মনটা ক্ষমা-করুণায় নম্র হইয়া আসিতেছিল। থাক্, ছেলে মানুষের মত ঝগড়া করিয়া কি হইবে? ডাক্তার মিত্র তাঁহার নিজের মনে বা চরিত্রের গঠন অনুসারে, জগতের সকলের মন ও চরিত্রের রীতি-আকৃতি সম্বন্ধে কল্পনা জল্পনা করুন্,—নমিতা নমিতা-ই থাকিবে!—

গ্লানি-জর্জ্জর চিন্তা-অবসাদ এক পাশে ঠেলিয়া নমিতা শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। বিমলের দ্বারা টাট্‌কা খবরের কাগজ আনাইয়া শুশ্রূষা-কারিণী ও শিক্ষয়িত্রীর জন্য কয়খানির বিজ্ঞাপন বাছিয়া বাছিয়া, যথারীতি আবেদন পত্র লিখিয়া পাঠাইতে লাগিল। সকলের

অগোচরে, গভীর রাত্রে লেখা শেষ করিয়া খুব ভোরে উঠিয়া সে তাকে তাহা ফেলিয়া দিয়া আসিত। মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল, যদি চাকুরী কোথাও জুটে, লক্ষ্মীর মাকে লইয়া সে চলিয়া যাইবে; এখানে আপাততঃ সকলে যেমন আছে, তেমনই থাকিবে। কারণ, বিমলের পরীক্ষা কাছাকাছি;—পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা হইবে।

যে প্রভুর শীলতাজ্ঞান নাই, তাঁহার ঔদ্ধত্য-গর্ব্বের নীচে নতশিরে সভয়ে দাসত্ব-লাঞ্ছনা-বহন অসহ্য ব্যাপার! স্মিথ্ কি প্রভু নহেন? তিনি কি প্রভুত্ব করেন না? প্রত্যেকের নিকট হইতে ন্যায্য কর্ত্তব্য আদায় করিতে, তিনি ত ডাক্তার মিত্রের চেয়েও বেশী কঠোর।—কিন্তু তাঁহার গুণগ্রাহী দৃষ্টিতে, ন্যায়সঙ্গত কর্ত্তব্য-পালনের জন্য প্রত্যেক কুলী-মেথরটি পর্য্যন্ত সমান স্নেহে আদরণীয় নহে কি? কিন্তু ডাক্তার মিত্র? তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত, সম্পূর্ণ! সিনিয়ার 'এ্যাসিষ্টেণ্ট' সার্জ্জন সত্যবাবু বুড়া হইয়া গিয়াছেন। ডাক্তার মিত্র যখন তাঁহার সহিতও ঔদ্ধত্য-সূচক ব্যবহার করিতে ছাড়েন না, তখন ক্ষুদ্র প্রাণী 'ড্রেসার কম্পাউণ্ডার'রা তাঁহার কাছে সদয় ব্যবহার লাভ করিবে, ইহা সম্পূর্ণই অসম্ভব! যাউক্, তাহাদের চিন্তা তাহারা বুঝিবে! এখন নমিতার মত সহায়-সম্বলহীন ক্ষুদ্র মানুষকে সময় থাকিতে পথ দেখিতে হইবে;—অনিষ্ট সম্ভাবনা জানিয়াও প্রতিকার-চেষ্টার কষ্ট সহিবার ভয়ে নিরীহ ভাল মানুষ সাজিয়া উদাসীনভাবে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিয়া নিরুপায় সহিষ্ণুতার আদর্শ দেখাইবার লোভ নমিতার অন্তরে নাই। অসন্তোষ আসিয়া যখন তাহার অন্তঃকরণটা ক্ষিপ্ততায় মাতাইয়াছে, তখন উপায় একটা খুঁজিতে হইবেই! পিতার মর্য্যাদা-গৌরব তুলিয়া আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিতে সে পারিবে না;—তাহার জন্য সকল রকম অসুবিধা সে সহিতে প্রস্তুত! দাসত্ব-লাঞ্ছনায় পদাঘাত করিয়া উপবাসে দেহ-নিপাত করিবার মত প্রাণের জোর তাহার খুব আছে, কিন্তু সুশীল-সমিতার ক্ষুধা-ক্লিষ্ট মুখের শুষ্ক দৃশ্য কল্পনায় আনিতেও যে ভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠে! চাকুরী মজুদ না করিয়া চাকুরী ছাড়া হইবে না। সেই পর্য্যন্ত নীরব ধৈর্য্য অবলম্বনীয়!

পাঁচদিন কটিয়া গিয়াছে, ক্ষত ধৌত করিতে সমুদ্রপ্রসাদ প্রত্যহ নিয়মিতরূপে আসিয়া থাকে। সুরসুন্দর যে কারণেই হৌক, কার্য্যব্যস্ততার অজুহাতে এ কয়দিন এদিক্ মাড়ায় নাই। অবশ্য, কাজের চাপটা তাহার এখন বেশী পড়িয়াছে সত্য; যে-হেতু পুরাতন ডাক্তার-সাহেব তাঁহার মেয়ের পীড়ার জন্য টেলিগ্রামে ছুটি মঞ্জুর করাইয়া, হঠাৎ কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার স্থানে নবীন সিবিল সার্জ্জেন কাপ্তেন জ্যাক্সন গত পরশু আসিয়াছেন। কাজেই ঔষধ প্রকৃতির ব্যাপার লইয়া সুরসুন্দরকে অত্যন্ত খাটিতে হইতেছে। তবে ইহার মাঝে দুঃস্থ দুর্ব্বলীর জন্য অন্য কাজেরও বিরাম নাই। কিন্তু কে জানে কি ভাবিয়া, সে নমিতার হাতের সংবাদ লইতে আসে নাই। মিস্ স্মিথও 'ফিমেল ওয়ার্ড' লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন; তবু তিনি দুই দিন আসিয়াছিলেন। নমিতা তাঁহার কাছে এক

আশ্চর্য্য শুভ সংবাদ শুনিয়াছে যে, ডাক্তার মিত্র না কি আজকাল খুব 'ভালছেলে' হইয়া, শান্তভাবে মনোযোগ দিয়া কাজ করিতেছেন। বুড়া সত্যবাবু অপেক্ষা তিনি বেশী ক্ষমতাশীল, কাজ-কর্ম্মে চট্‌পটে, কাটাকুটিতে সুন্দর ক্ষিপ্রহস্ত; দৃষ্টিও তাঁর বেশ সূক্ষ্ম; সুতরাং 'কাজ দেখাইয়া' ছোকরা ডাক্তার-সাহেবকে খুসি করিয়া, তিনি এখন হাঁসপাতাল শুদ্ধ সকলের উপর অত্যন্তই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাইতেছেন! এমন কি ফিমেল ওয়ার্ডে' ডাক্তার সাহেবের সহিত চক্র দিতে গিয়া মিস্ স্মিথের কার্য্য-অবহেলার কাল্পনিক ত্রুটি আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেও ছাড়েন নাই।

আজ সকালে সমুদ্রপ্রসাদ আসে নাই। নমিতা বুঝিল কাজ পড়িয়াছে। সে নিজেই ঘায়ের উপর-উপরটা কোন রকমে ধুইয়া লইল। অন্যান্য কাজ সারিয়া, পুরাতন ডাক্তারি বহি-গুলি বাহির করিয়া, রৌদ্রে দিয়া, উদাস করুণ দৃষ্টিতে সেগুলির পাতা উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে নানা কথা ভাবিতেছিল!—আহা, জীবনে একবার যদি বছর কয়েক অবসর পায়, তবে প্রাণের আশা মিটাইয়া এই অসমাপ্ত শিক্ষা—এই চিকিৎসা-বিদ্যাটা শিখিয়া লইয়া সে তৃপ্ত হয়। এগুলোর দিকে দৃষ্টি পড়িলে আজও মনের মধ্যে অধীর আগ্রহ দুর্দ্দাম ব্যাকুলতায় মাতিয়া উঠে!.....হায়, সংসারের শূন্য অভাবগুলি মিটাইয়া দিবার জন্য, মাথার উপর যদি একজন উপার্জ্জনশীল আত্মীয় অভিভাবক কেহ থাকিতেন, তবে যত বড়ই দুঃখ-কষ্ট হউক্, সব সাদরে মাথায় বহিয়া নমিতা আবার সেই পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত ছাত্রী-জীবনের অঙ্কে গিয়া দাঁড়াইতে পারে! জীবনের সমস্ত শক্তি ঐ শিক্ষা, ঐ সেবা সাধনার চরণে উৎসর্গ করিয়া দেয়!

উন্মনা হইয়া নমিতা নানা কথা ভাবিতে লাগিল। ধীরে ধীরে হাঁসপাতালের স্মৃতি মনে পড়িল।—হাঁ শিক্ষার ক্ষেত্র বটে! কি বিপুল আয়োজন! হাঁসপাতালের কাজে খাটিতে খাটিতে, নূতন নূতন শিক্ষার আনন্দে, মন কত আশায়, কত আগ্রহে, কত কৌতূহলে ভরিয়া উঠে! তাহার ঔৎসুক্য দেখিয়া শিখ্ কত যত্নের সহিত তাহাকে সাদরে শিক্ষা দিয়া থাকেন? নমিতা সে সব শিখিতে শিখিতে অবলার দুঃখ ভুলিয়া যায়, শরীরের ক্লান্তি ভুলিয়া যায়! দুঃসহ দাসত্ব,—তাহাও আনন্দময় অমরত্ব-সাধনার তপস্যা বলিয়া মনে হয়! দত্তজায়া প্রচ্ছন্ন ঈর্ষ্যাবেষে তীব্র পরিহাস করিয়া থাকেন!—করুন্, কিন্তু সত্যই নমিতা মিস্ স্মিথের অনুগ্রহে, অনেক অনেক জটিল তথ্য শিখিয়া থাকে।

সুশীল ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "দিদি, তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার আর সমুদ্র সিং দু'জনে বাইরে এসে বসে আছে; তুমি শীঘ্রি এস—।"

বিস্মিত হইয়া নমিতা বলিল, "এত বেলায়? কোন্ দরকার আছে?"

তাড়াতাড়ি জ্যাকেটটা টানিয়া গায়ে দিয়া, গলার বোতাম আঁটিয়া, কাপড় চোপড় ঠিক্ ঠাক্ করিয়া নমিতা বাহিরে আসিল। বাহিরের ঘরে চৌকাঠের সামনে দাঁড়াইয়া সুরসুন্দর নিশ্চিন্ত মনোযোগে খবরের কাগজ পড়িতে-ছিল।—এক ধারে বেঞ্চির উপর বসিয়া সমুদ্র-প্রসাদ হড়্‌বড়্ করিয়া বকিতেছিল। তাহার পাশে বসিয়া বিমল সকৌতুক হাসিতে হাসিতে তাহার গল্প শুনিতেছিল। নমিতা ঘরে

ঢুকিতেই কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া সুরসুন্দর বলিল, "আপনার হাতটা ধোয়া হয়ে গেছে? কিন্তু আমাদের যে একবার দেখ্‌বার দরকার আছে—!"

নমিতা কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই সমুদ্রপ্রসাদ ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া বলিল, "সে হবে পরে। মিস্ মিত্র, আপাততঃ শুনুন একটা সুসংবাদ।—আমাদের হাঁসপাতালের সবাইকার—অর্থাৎ বড় ডাক্তার সত্যবাবু থেকে, যতগুলো অবাধ্য ড্রেসার, কম্পাউণ্ডার, নার্স, আছে,—সবাইকার শ্রাদ্ধাধিকারী স্থির হয়ে গেছে। আর মরণোত্তর-কালের ভয়-ভাবনা নাই!"

সুদুইয়ের ঈষৎ ধাক্কায় সমুদ্রকে পিছনে ঠেলিয়া হটাইয়া সুরসুন্দর বলিল, "আপনার হাতটায় মোটেই পুঁজ হয় নি; ভালই হয়েছে। আজ 'ব্যাণ্ডেজ' প্যাণ্টে দিয়ে যাই। একটু মলম রেখে দিন। সব তৈরী করে এনেছি,—।" পকেট হইতে জিনিসগুলি বাহির করিতে করিতে সুরসুন্দর বলিল, "সমুদ্র, ব্যাণ্ডেজটা খোল!"

খুব রাগের ভাব দেখাইয়া সমুদ্র বলিল, "আসুন মিস মিত্র, ওরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্। মানুষকে কষ্ট দিয়ে জব্দ না কর্‌লে ত ওর আহ্লাদ হয় না!"

সমুদ্রপ্রসাদ আদেশ পালন করিল ও আপন মনে গজ্ গজ্ করিতে করিতে বলিল, "আমাদের ছোট ডাক্তারবাবু 'কার মাথা খাই', 'কার মাথা খাই' করে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুর্‌ছেন। এই সব নিরীহ প্রাণীর বেওয়ারিশ মুণ্ডুগুলা হাত-ছাড়া হয়ে গেলে, তাঁর ক্ষুধা-শান্তির পক্ষে বিষম ব্যাঘাত হবে। এ ত বড় মুস্কিল!....."

সে আরও বকিয়া যাইতেছিল, পিছন হইতে সুরসুন্দর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার হাত টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "সর, অত লম্ফ ঝম্ফ করে ঘা-ধোয়ান হয় না। দয়া করে সরে বস। আমিই কাজটা সেরে নি—।"

পরম আন্তরিকতার সহিত সমুদ্রপ্রসাদ বলিল, "কৃতজ্ঞ হলুম। আসুন বিমলবাবু, আমরা কথাটা শেষ করে ফেলি—।"

বিমলকে টানিয়া লইয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া সমুদ্রপ্রসাদ গল্প করিতে লাগিল। আজ প্রাতঃকাল হইতে হাঁসপাতালে যে যাহা বলিয়াছিল ও যে যাহা করিয়াছিল, তাহার অশেষোপান্ত বিবরণ বর্ণনা করিতে করিতে হঠাৎ নমিতার দিকে চাহিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, আমাদের 'মাদারের' অনুপস্থিতিতে ছোট ডাক্তারবাবু কোন দিন 'ফিমেল ওয়ার্ডে' 'আউট ডোরে' রোগী বিদেয় কর্‌তে গেছ্‌লেন?—তাঁর কাজ দেখে, আপনি কি কোন কথা মিস্ চার্ম্মিয়ানের কাছে বলেছিলেন?"

শঙ্কর চাকর প্লেটে গরম জল ঢালিয়া দেতেছিল, সুরসুন্দর তাহার সহিত ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া হাত-সহা হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিতেছিল। নমিতাও সেই দিকে চাহিয়া-ছিল। সমুদ্রপ্রসাদের কথায় চমকিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া সে বলিল, "কই,—চার্ম্মিয়ান্ কি বলেছেন?"

সমুদ্রপ্রসাদ বলিল, "তিনি কিছু বলেন নি, বরং উল্টে অস্বীকার কর্‌লেন; কিন্তু 'নেই-আঁকড়া' মিসেস্ দত্তকে আনেন ত? তিনি না-ছোড়বান্দা; বল্লেন, 'হ্যাঁ—নমিতা মিত্তির বলেছে। আমি নিজের কানে শুনেছি।

চার্ম্বিয়ান্ 'না' বল্লে মানুষ কেন?'—দু'জনে খুব ঝটাপটি; দস্তুর মত ঝগ্‌ড়া। আমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। ভাগ্যে ডাক্তার-সাহেব চলে গেছ্‌লেন তখন, আর 'মাদার' তো আজ হাঁসপাতালে মোটেই যান্ নি; কোথায় 'কলে' বেরিয়েছেন! 'শূন্য ঘরে হুনো রাজা'—বা ডাক্তারবাবুকে ত ভাল মানুষ পেয়ে কেউ গ্রাহ্যও করে না।—তবু মাঝে পড়ে তিনি প্রাণপণে 'থাম থাম' করে চেঁচালেন। মিস্ চার্ম্বিয়ান রাগে লাল হয়ে হাঁস্‌পাতাল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। তার-পরই আমাদের ছোট ডাক্তারবাবু ঐ শ্রাদ্ধের বায়না সই কর্‌লেন।"

রুদ্ধশ্বাসে সমুদ্রপ্রসাদের কথাগুলি শুনিয়া নমিতা বলিল, "ডাক্তার মিত্রের সম্বন্ধে আমি কি কথা বলেছি?—কিসের জন্যে এত ঝগ্‌ড়া?—"

সমুদ্র বলিল, "ছোট ডাক্তারবাবু রোগীদের মন জুগিয়ে আপনার মত তোষামোদ করে চলেন না বলে—।"

বাধা দিয়া নমিতা বলিল, "দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্য যাঁরা নিতে আসেন, তাঁরা অর্থের কাঙালী, সামর্থ্যের কাঙালী, অনুগ্রহের কাঙালী।—এতটুকুমাত্র সদয় ব্যবহার পেলেই তাঁরা কৃতার্থ হয়ে যান্। তাঁদের তোষামোদ করা, মন যোগান,—এ সব কথা বলাই ভুল। আমি তা কেন বল্‌তে যাব?.....তারপর বলুন, আপনার কথাটা শুনি—।"

সাগ্রহে সমুদ্রপ্রসাদ বলিল, "আপনি বলেন নি? ঠিক্। মিসেস্ দত্তের কথায় আমরা কেউ বিশ্বাস করি নি। বড়বাবুও করেন নি।—বিশ্বাস করেছেন শুধু ছোটবাবু!—তারপর শুনুন, আমার কথা। মেয়ে রোগীদের অবাধ্যতার জন্য ডাক্তারবাবু ধমক্ ধামক্ করেছিলেন বলে, আপনি চার্ম্বিয়ানের কাছে বলেছেন, 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যের ব্যবস্থা যেখ্‌লে তীব্র ঘৃণায় ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়।—"

আশ্বস্ত হইয়া, ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "এই কথা? এর জন্যে এত মারামারী? .....আমি গরীব; গরীবের দুঃখ আমাদের প্রাণে আঘাত করে। দাতব্য চিকিৎসালয় সাধারণের সম্পত্তি; সেখানকার ব্যবস্থা-ত্রুটির সম্বন্ধে সাধারণের দিক্ থেকে কোন কথা বল্‌বার অধিকার কি কারুর নেই? কিন্তু ভুল করেছেন। আমি ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কেন কথা কইব? ডাক্তারবাবু তাঁর রোগীদের সঙ্গে শিষ্টালাপ করুন, আর অশ্রাব্য কটূক্তি করুন, তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা কইবার ক্ষমতাও আমার নাই, সাহসও নাই। আমি কেন অনধিকার-চর্চ্চা কোর্ব্বো? তবে সমগ্র হাঁস্‌পাতালটার সম্বন্ধে বল্‌তে পারি; তার মধ্যে আপনিও আছেন, আমিও আছি;—আপনার আমার ত্রুটি অন্যায় সম্বন্ধে—।"

সমুদ্রপ্রসাদ বলিল, "ঐ ত মুস্কিল! ছল-চাওয়া মন্দা-ঠাকুরুণ, ঐখানেই কোঁস্ করে কামড় দিলেন। গায়ের জোরে হাত, পা, ছুঁড়ে গলাবাজি কর্‌তে পার্‌লেই দুনিয়ার বাজারে জিৎ পড়্‌তা। মিসেস্ দত্তের সঙ্গে কথায় কে পেরে উঠ্‌বে বলুন?.....তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস একমাত্র ছোটবাবু ছাড়া আর কাউকে লক্ষ্য করে এ কথা বলা হয় নি!—যেন সমগ্র হাঁসপাতালটার মধ্যে ঐ এক

মহাপুরুষ ছোটবাবুটি ছাড়া আর লক্ষণীয় বস্তু কিছুই নাই! কি চমৎকার 'থিওরি'!—"

এইবার হঠাৎ নিজের মনের মধ্যে একটা চমক্ খাইয়া নমিতা থমিয়া গেল! সমুদ্র-প্রসাদ-কথিত "লক্ষণীয়-বস্তু"কে লক্ষ্য করিয়া যদিও সে চার্শিয়ানের কাছে ও-কথা বলে নাই, তাহা নিশ্চিত সত্য;—তবুও ইহাই সুনিশ্চিত সত্য যে, ঐ "লক্ষণীয়-বস্তু"টি, সন্তোষের দিক্ হইতে হউক্ বা অসন্তোষের দিক্ হইতে হউক—সম্প্রতি নমিতার পক্ষে তীব্র চিন্তনীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।.....আপনাকে নিরাপদ্ করিবার জন্য সে মনের সত্যকে অস্বীকার করিবে না। 'খট্‌কা' তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে—একটু! কিন্তু উহারা আক্রমণ করিতেছেন যে উল্টা দিক্ হইতে!—এটা ত স্বীকার করা চলে না!

নমিতাকে নীরব অন্যমনস্ক দেখিয়া সমুদ্র-প্রসাদ খানিকটা চুপ করিয়া রহিল; তারপর শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল, "সাধ করে বলেছি, ভাই তেওয়ারী,—এই কথা মিস্ মিত্র বলেছেন, তাই এত তর্জ্জন গর্জ্জন! 'ইওর-আনার'রা এত ভয়ানক অপমানিত হয়েছেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে ঐ কথাটি যদি আমাদের 'আদার' স্বিথ্, কি চার্শিয়ান্,—নিদেন পুলিশ-সাহেবের পিস্‌তুত বোনের শাশুড়ীর ভাই-ঝি বল্‌তেন, তা'হলে দেখ্‌তে ও কথার দাম অন্য-রকম হ'ত;—'ইওর-অনার্' দের মানের কান্নার ফুরসুৎ থাক্‌ত না; নিদারুণ দুশ্চিন্তায় পড়্‌তে হ'ত!—আর অন্যপক্ষের ঐ বুক ফুলিয়ে চোখ রাঙিয়ে—।"

সুরসুন্দর এতক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া এক মনে নমিতার হাতের ঘা ধুইতেছিল। ইহাদের কথাবার্ত্তায় তাহার যে কিছুমাত্র মনোযোগ আছে, বা এ সকল তর্ক-দ্বন্দ্বের কোন শব্দ যে তাহার কাণে পৌঁছাইতেছে, তাহা তাহার শান্ত মুখের উদাসীন ভাব দেখিয়া এতক্ষণ কেহই অনুভব করিতে পারে নাই। এইবার সমুদ্রপ্রসাদের শেষ কথা তাহার সুপ্ত অনুভূতিকে বিদ্যুদাহতের মত চমকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন নাড়া দিয়া সচেতন করিয়া তুলিল। ঘাড় ফিরাইয়া তীব্র দৃষ্টিতে সমুদ্রের পানে চাহিয়া, রুক্ষস্বরে সুরসুন্দর বলিল, "কাণ্ডজ্ঞান সংযত রেখে কথা বল। বর্ব্বরতার সীমা একটা আছে—।"

অপ্রতিভভাবে সমুদ্রপ্রসাদ থামিয়া গেল। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ! সুরসুন্দর ক্ষিপ্রহস্তে ঔষধ দিয়া, 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধিয়া হাত ধুইতে বাহিরে চলিয়া গেল। সমুদ্র সসঙ্কোচে বলিল, "মিস্ মিত্র, আপনি এর পর সবই শুন্‌তে পাবেন। আগে আমার মুখে কিছু শুন্‌তে হোল, এর জন্য দোষ ধর্‌বেন্ না।"

"না—না, শুতে দোষের কি আছে?"—এই বলিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁতে চাপিয়া ঠোঁটের শুষ্কনা ছাল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে, অপ্রসন্ন ভ্রূকুঞ্চন-সহ কি কতকগুলা কথা ভাবিতে ভাবিতে সরিয়া আসিয়া সে সুর-সুন্দরের পরিত্যক্ত খবরের কাগজখানা বেঞ্চির উপর হইতে তুলিয়া লইয়া অর্থশূন্য দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। মনের মধ্যে একটা প্রবল দুশ্চিন্তার ঘূর্ণীবাত্যা বহিতে লাগিল। সত্যই কি সে অসংযত-জিহ্বার দোষে অনধিকারচর্চ্চার অপরাধে অপরাধী হইয়াছে? নিজের অজ্ঞানে ভ্রমে পড়িয়া সত্যই কি সে ন্যায়ের দোহাই দিয়া অন্যায়

চাতুরী করিতেছে? ছোট ডাক্তারবাবুর প্রতি তাহার মনের ভাবটা ঠিক্ অনুগত ভক্তের মত নহে, তাহা ঠিক্; কিন্তু তাই বলিয়া নিতান্ত উদাসীনও যে নহে, তাহাও ত ততোধিক সত্য। তবে কি সে সত্য-সত্যই একটা অপ্রকাশ্য বিদ্বেষের ঝোঁকে মাতিয়া যথেচ্ছাচারের পথে পা বাড়াইয়াছে? মানুষের অন্যায় আচরণে ক্ষুণ্ণ হইতে গিয়া কি সে মানুষকে শুদ্ধ ঈর্ষা-অবজ্ঞার পাত্র স্থির করিয়া বসিয়াছে?...না, না, না। তাহা ত সে করে নাই; করিবার সাধ্যও যে তাহার নাই! পিতার শিক্ষা সে ভুলিতে পারিবে না; পারিবে না!...অসহ্য হইলে, মানুষের অন্যায়কে ঘৃণা করিতে পারে;—কিন্তু মানুষকে ঘৃণা? না, অসম্ভব!

হাত ধুইয়া, ঘরে আসিয়া হাত মুছিতে মুছিতে, বিমলের কাছে দাঁড়াইয়া সুরসুন্দর কি দুই-চারিটি কথা বলিল। বিমল বিস্ময়ের সহিত বলিল, "বাড়ী চল্লেন? কত দিনের ছুটি নিলেন?"

সুরসুন্দর বলিল, "তিন হপ্তা।"

চিন্তামগ্না নমিতা চমকিয়া বলিল, "কে?"

বিমল বলিল, "তেওয়ারী ছুটী নিয়ে বাড়ী যাচ্ছেন। ওঁর ছোট ভাইটির বড় অসুখ—!"

সুশীল এতক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়াছিল। এইবার ব্যগ্র-চঞ্চল হইয়া সে ত্রস্তে বলিল, "ছোট ভাই? সেই যে টি আমার মত?—প্রেমসুন্দর?"

সুশীলের মাথাটি ধরিয়া স্নেহভরে একটু নাড়া দিয়া বিষণ্ণ হাসো ঘাড় নাড়িয়া সুরসুন্দর নীরবে জানাইল "হাঁ—।"

নমিতা একবার সুশীলের মুখপানে ও একবার সুরসুন্দরের মুখপানে চাহিল। মুহূর্ত্তে নিজের ভিতরের দুশ্চিন্তা-দ্বন্দ্ব-বিপ্লব বিস্মৃত হইয়া একটা নম্র-কোমল সহানুভূতির ব্যথায় তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া নমিতা বলিল, "কি হয়েছে আপনার ভাইটির?—কি অসুখ?"

নতমুখে ললাটের শিরা টিপিয়া ধরিয়া সুরসুন্দর বলিল, "Hemptysis. রোগটি এখন বড়ই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু চিকিৎসা-শুশ্রূষায় হোল না; বায়ু-পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়েছে। পাহাড়ের বা সমুদ্রের হাওয়া চাই।" ক্ষণেক থামিয়া ক্ষুণ্ণভাবে পুনরায় সে বলিল, "দু' মাস থেকে ছুটির দরখাস্ত কর্‌ছি, এতদিনে মঞ্জুর হোল,—আজ! তাও স্থির না থাক্‌লে হোত না। কাল থেকে ছুটি। আমি আজ রাত্রের ট্রেণেই যাব। আপনাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না, হয় ত! এইখান থেকেই তবে—আসি!—নমস্কার।"

প্রতিনমস্কার করিয়া নমিতা বলিল, "লাহোরে চল্লেন?"

শান্ত করুণ দৃষ্টি তুলিয়া সুরসুন্দর বলিল, "লাহোরে ত কেউ থাকে না এখন—!" পরক্ষণে ব্যথিতভাবে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "এখন সব কল্‌কাতায় থাকেন, মেজ ভাইয়ের পড়া-শুনার জন্যে—।" কথাটা বলিতে বলিতে কি ভাবিয়া সামলাইয়া লইয়া,—"আসি তবে" বলিয়া ব্যস্ত-চঞ্চলভাবে সমুদ্রকে টানিয়া লইয়া সুরসুন্দর অগ্রসর হইল। দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া, সহসা মনে পড়ায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার কাগজটা?"

"এই যে নিন্—"বলিয়া ত্রস্তে বেঞ্চির উপর পূর্ব্বস্থানে নমিতা হাতের কাগজটা

ফেলিয়া দিল, এবং পরক্ষণে নিজেই সেটা তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়া সস্মিত মুখে বলিল, "না, এই নিন্—।"

কাগজটি হাতে লইয়া পুনশ্চ নমস্কার-ছন্দে তাহা কপালে ঠেকাইয়া, বিদায়-স্নান-হাস্য-রঞ্জিতমুখে সুরসুন্দর বলিল, "তবে চল্লুম্ এখন। আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন্। স্মিথ্ থাক্‌তে কোন ভাবনা নাই। তিনি আমাদের মায়ের মতই। তবু বুঝে চল্‌তে হবে। সাবধানে থাক্‌বেন্। বিমলবাবু, সমুদ্র রইল। যখন যা দরকার হবে, কোনো দ্বিধা বোধ কর্‌বেন না—।"

সসৌজন্যে ধন্যবাদ দিয়া সময়োচিত কথা-বার্ত্তা কহিতে কহিতে বিমল তাহাদের সঙ্গে গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল। সুশীলও পিছু পিছু গেল।

নমিতার পা সরিল না। ভারাক্রান্ত চিত্তে সে বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। কিছুই না, সুরসুন্দর নিতান্তই পর! কিন্তু ঐ হাঁস-পাতালের সম্পর্ক-সংস্রবে, পরের কাজে খাটিতে খাটিতে, পরস্পরের সহায়-নির্ভরতা পরস্পরের মধ্যে কি সুগাঢ় নীরব স্নেহবন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছে! অবশ্য লঘুহাস্যে ব্যঙ্গ করিয়া ইহা উড়াইয়া দিলে, বিদ্রোহিতা করিবার জন্য কেহ কামান পাতিবে না, তাহা সুনিশ্চয়। তবু, এই যে বিদায়ের মুহূর্ত্তে সুস্পষ্ট অনুভূত সকরুণ স্নেহের টান,—ইহা কি নিতান্তই উপেক্ষণীয়?—এই সুদূর প্রবাসের অন্তে, ঐ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচয়ের খণ্ড খণ্ড গর্ত্তাঙ্কগুলা, ওগুলা সবই কি নিরর্থক বলিয়া ছাঁটিয়া ফেলা চলে?……কে জানে? মানুষের বিচিত্র অনুভূতি! বিভিন্ন মত!—বিবিধ বিধান! হয়ত উহা কিছুই নয়; তবু আজ এইখানে!—হাঁ, মনে হইতেছে বৈ কি! একই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্গত আত্মীয়তা-প্রীতিবদ্ধ নমিতা, বিমল, সুশীল, সুরসুন্দর, স্মিথ্;—সবাই এক! এ আত্মীয়তার মাঝে ডাক্তার মিত্রকে কিংবা দত্তজায়াকে স্থান দিতে—কিছুনা না, কিছুমাত্র কার্পণ্য করা, দ্বিধা করা চলিবে না।

নমিতা ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া, চিবুকের ছোট ব্রণ খুঁটিতে খুঁটিতে চুপ করিয়া ভাবিতেছিল। সুশীল আসিয়া তাহার কোলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যথিত করুণ কণ্ঠে বলিল, "জান দিদি, সেই ভাইকে উনি বড় ভালবাসেন! সেইজন্যেই ত আমায় উনি ভাল বাস্‌তেন। আমি না-কি দেখ্‌তে তারই মত এত বড়।—আর আমার গলার আওয়াজটা—উনি বলেন, সেও তারই মত। সে কি কি খেতে ভালবাসে জানো?—তালশাঁস। একদিন উনি আমায় ঐ কেটে খাওয়াচ্ছিলেন, আর বল্‌ছিলেন, কল-আঁটি সে খেতে খুব ভালবাসে। আর নাশ্‌পতি……।"

বিস্ময়-ঔৎসুক্য দমন করিয়া নমিতা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তাই বুঝি, তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার তোমার এত প্রিয়পাত্র?—থাক্, এতদিনে আমার সন্দেহ মিটল। ভাল, ও-রকম বন্ধুত্ব লাভের বটে!—আহা! বেচারীর ভাইটি ভাল হোক্।"

বিমল ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করিতে করিতে অপ্রসন্নভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ভাল হয় নি দিদি, ভাল হয় নি। কেন বাপু, পরের কথায় থাক্‌তে যাও! ডাক্তার মিত্তির! চেন না ওঁকে?—বড়

ভয়ঙ্কর লোক ! ওর সম্বন্ধে বাইরে যে-সব কথা শুনতে পাই— । বিমল ঢোক্ গিলিয়া থামিল।

নমিতার মুখ গম্ভীর হইল। বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরস্বরে সে বলিল, "ভুল করেছি বিমল ! ঐ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের চাকরির কাজ চালাবার জন্যে যে রকম নির্জ্জীব যন্ত্র হওয়া উচিত, আমি তা হই নি ভাই ! মান্‌ছি, ভুল করেছি। কিন্তু অন্যায় দেখে, আমার চেয়ে একদিনের বড় হতিস্, এখনি তোকে কাণ ম'লে দিতে অনুরোধ ক'রতুম ! আর এমন—ভুল— !" সবেগে মাথা নাড়িয়া নমিতা বলিল, "কখনো নয়, কখনো নয়— !"

নিজের শয়নকক্ষে গিয়া নমিতা নিঃশব্দে দ্বার ভেজাইয়া দিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

ব্যর্থ-চেষ্টা।

সাম্‌নে দেখিয়ে　　ছুটিলাম আমি,
　　যতদূর মোর সাধ্য,
ধরিব বলিয়ে　　তোমারে আজিকে,
　　তুমি ত হ'লে না বাধ্য।
কাছে না যাইতে,　　পলক ফেলিতে,
　　লুকালে তুমি কোথায় !—
খুঁজিলাম কত,　　এ-দিকে সে-দিকে,
　　তবু না পাইনু হায় !
ফিরিতেছি যবে　　হতাশ হইয়ে,
　　আবার দেখিনু পাশে।

বিনতি করিয়া　　সাধিলাম কত,
　　চরণ-পরশ-আশে !
কহিলে না কিছু ; হাসিতে হাসিতে
　　চলিয়া গেলে আবার !—
ফিরিলাম শেষে,　　ভাঙা বুকে মোর
　　ল'য়ে শুধু হাহাকার !
আপনা হইতে　　নাহি দিলে ধরা
　　কেহ না ধরিতে পারে !
অধীর আমরা　　শুধু ছুটাছুটি
　　করি বৃথা বারে বারে।

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

অদৃষ্ট-লিপি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গৌরীপুর গ্রাম। দ্বিপ্রহর বেলায় দ্বিতলস্থ গৃহের বারাণ্ডায় বসিয়া, গোপীনাথের স্ত্রী মোহিনী বালিসের ওয়াড় সেলাই করিতেছিল। দরিদ্রা প্রতিবেশিনী কাস্তর মা তাহার নিকটে (মসলা- ও চুণা-যুক্ত) পানে খাইবার দোক্তা লইতে আসিয়াছিল। উঠানে পা দিতেই লাউ-মাচার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। সাত আটটী নধর-কান্তি অলাবু দোদুল্যমান দেখিয়া কাস্তর মাতার চিত্তে তাহার একটীর লাভের আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ যুগপৎ প্রবেশ করিল। সে সিঁড়ি বাহিয়া মোহিনীর কাছে উপস্থিত হইল।

একা বসিয়া, বুঝি, মোহিনীর বিরক্তি বোধ হইতেছিল। কান্তর মা'কে দেখিয়া প্রসন্ন মুখে সে বলিল, "বোসো।" কান্তর মা' আশ্বস্তা হইয়া বসিল।

মোহিনীর চুল এলো ছিল। কান্তর মা' এ-কথা সে-কথার পরে বলিতে লাগিল,"আমি তা সব্বাইকে ব'লে থাকি—বৌদির চুলের যেমন ছিরি, এমন আর কারও নয়।" মোহিনী নিজ-কেশকলাপের সুখ্যাতি শুনিয়া একটু যে প্রীতিলাভ করিল না, এমন নয়। সে বিশেষ করিয়া কান্তর মঙ্গল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল।

আরও খানিকক্ষণ কথা-বার্ত্তা হইলে কান্তর মা জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু কোথায় গিয়েছেন, বৌদি?" মোহিনী কিছু অপ্রসন্ন-ভাবে বলিল, "তিনি তো আজ এক মাসের উপরে তাঁর বোনের বাড়ীতে ব'সে আছেন। ভগ্নীপতি বেড়াতে বেরিয়েছেন; তিনি তাই বোনের অভিভাবক হয়ে রয়েছেন।"

মোহিনীর কথার ধরণে চতুরা অতি-বেশিনী তাহার মনের কথা বুঝিল। বিস্মিতার মত বলিল, "তাই তো! নিজের বাড়ী-ঘর ছেড়ে বোনের বাড়ীতে রয়েছেন! তোমাদের কে দেখে তার ঠিকানা নাই!"

এই সহানুভূতি পাইয়া মোহিনী দ্রবীভূত চিত্তে বলিতে লাগিল,—"উনি তা' কোনদিনই বোঝেন না। বোনের জন্ত বোনাইএর জন্ত প্রাণ দিতে পারেন। আমার পটলির সেবারে অসুখ হয়েছিল; তা'কে ভাত না দিতেই ঠাকুর-জামাইএর অসুখের চিঠি পেয়ে অমনি কল্‌কেতায় গেলেন! দিন-রাত বোন্ বোন্ করে পাগল হ'ন্। আমি কোন কথা বল্‌তে গেলে বলেন, 'ভুবনকে আমি গায়ের রক্ত দিয়ে নিজে মানুষ করিছি। ও ভূমিষ্ঠা হ'বার পরেই মায়ের অসুখ হ'ল। ঘরে আর লোক ছিল না। আমিই সেই একরত্তি মেয়েকে পালন করেছি। ভুবনের একটু অসুবিধে আমি সইতে পারি না।" তা বল্‌তে কি, আমার পটলি, শুঁটলির চাইতে, আমার গুলুর চাইতে বোনেদের উপরে ওঁর মমতা!" কান্তর মা' এত বড় অসম্ভব কথা এই যেন জীবনে প্রথম শুনিল, এমনি মুখখানি করিয়া কহিল, "এমন কথা তো কখনই শুনি' নি বৌদি! তা বোন্ তো আমাদের মত গরীব কাঙাল নয়? তার আর অভাব কিসের?" মোহিনী উত্তেজিতা হইয়া বলিল, "বোন্ তো রাজরাণী! স্বামী কত টাকা রোজ্‌গার কোচ্ছে! বাড়ীতে বামুন, ঝি, চাকর রয়েছে! স্বামী-স্ত্রীতে গাড়ী ক'রে কত জায়গায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে! কত লোককে কত দিচ্ছে থুচ্ছে! সে তো রাজরাণী! উনি কি! ভাগ্যে জমিদার-বাড়ীর কাজটুকু ছিল, তাই দিন চলে যাচ্ছে। আর এই পৈতৃক দালানটী আছে, তাই বাহাদের নিয়ে কোন মতে মাথা রেখে আছি!"

কান্তর মা দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "তা বৌ-দি যা'ই বল, দাদাবাবু বড্ড ভালমানুষ। আচ্ছা, ভুবন কত লোককে কত দেয় থোয় বোল্‌চো, তা তোমাদের কিছু দেয় টেয় কি?" মোহিনী গর্জ্জিয়া বলিল, "আমাদের আবার দেয় কি? —এই যে তা'র ভাইপো, ভাইঝি,—সে ইচ্ছে কোল্লে ওদের কি না দিতে পারে? সে-সব কিছু নয়। তবে ভাইকে খুব ভাল ভাল জিনিস খাওয়ায় আর খুব 'দাদা দাদা' করে। আর কিছুই নয়।"

ভুবনেশ্বরী গোপীনাথের পুত্রটীকে এবং কন্যা-দুইটীকে তিনটী গিনি দিয়া মুখ দেখিয়াছিল; প্রতিবৎসর পূজার সময়ে তাহাদিগকে সুন্দর পরিচ্ছদ দিয়াও থাকে। মোহিনী সে-কথার উল্লেখ করা অনাবশ্যক মনে করিল।

কান্তর মা খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিল; তারপরে বলিল, "এমন কথা তো কখন শুনি নি, বৌদি!—ভাইপো, ভাইঝি,—ওরা তো গায়ের রক্ত!—বাপের বংশ! পেটের সন্তানকে খাইয়ে পরিয়ে যে তৃপ্তি হয়, ওদের খাইয়ে পরিয়ে সেই তৃপ্তি হয়! আমার দাদা-শ্বশুর-বাড়ীতে ঘর-জামাই হয়ে রয়েছে। সেবারে আমার বড় ভাইপো এল, তাকে একখানা কাপড় দিলুম; তার ছাতা দিলুম। ছোট ভাই-বোনেদের জন্য খাবার নিয়ে যাবে ব'লে ছ' আনার পয়সা দিলুম; আরও কত দিতে ইচ্ছে হয়।" ইত্যাদি।

মোহিনী এই সহৃদয়ার সহানুভূতিতে অধিকতর প্রীতা হইল। তাহার প্রার্থনা অনুসারে সে তাহাকে একখানি পুরাতন সঞ্জীবনীর খানিকটা ছিঁড়িয়া, তাহাতে সেই মশলাযুক্ত চুয়ামাখা দোক্তা কতকগুলি ঢালিয়া দিল। কান্তর মা তাহা আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে লাউএর কথা বলিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে মধ্যাহ্নকালে মেঘোদয়ের মত, অপ্রত্যাশিত গোপীনাথ সহসা গৃহে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া কান্তর মা সন্ত্রস্ত ভাবে নীচে নামিতে লাগিল। মোহিনী দেখিল, গোপীনাথের মুখ বিবর্ণ ও বিষণ্ণ; তিনি বাক্যমাত্র না বলিয়া শয়ন-গৃহে গিয়া খাটের উপরে শুইয়া পড়িলেন।

পীড়া-সম্ভাবনা ভাবিয়া মোহিনী সেই ঘরে খাটের বাজু ধরিয়া দাঁড়াইল; ধীরে ধীরে বলিল, "অসুখ হয়েছে না কি? ঠাকুর-জামাই কবে এসেছেন?"

অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে গোপীনাথ উত্তর করিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে বৌ! বজ্রা ডুবে গিয়েছে! রমাকান্ত ডুবে গিয়েছে। ভুবন আজ কাঙালিনী হয়েছে!" এই বলিয়া গোপীনাথ কাঁদিয়া উঠিলেন।

মোহিনী চমকিয়া উঠিল। হাজার হউক্ স্ত্রীলোক তো বটে! বলিল, "কি বল্লে! হ্যাঁ? —কি সর্ব্বনাশ হ'ল!"

গোপীনাথ অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "আর বোল্‌বো কি!—আজ পাঁচদিন ভুবন বিছানায় প'ড়ে আছে! তার যে আর কেউ নাই! তুমি একবার তার কাছে চল। আমার আদরিণী ভুবন আজ অনাথা হয়েছে! তুমি তার কাছে একবার চল।"

মোহিনী কি উত্তর দিত জানি না। এ-দিকে বিদ্যালয়-প্রত্যাগত গুলু, পটলি ও গুইলি "বাবা এসেছেন" বলিয়া, উঠানে আসিয়াই কোলাহল করিয়া উঠিল। তাহাদিগকে খাওয়াইবার জন্য মোহিনী নীচে চলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমা—

অক্ষয়-স্মৃতি।

আজিও পবিত্র তব নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস
ভরি আছে এ বিশ্বের আকাশ বাতাস।
আজো তব ভাবমুগ্ধ চিন্তাবিন্দুগুলি
পুণ্য করি বিশ্বময় ছুটিছে আকুলি!
আজো তব আঁখি-যুগে দেখা দৃশ্যরাজি
বিশ্বের গগনতলে রয়েছে বিরাজি!
ও-কর পরশ করা তরুলতারাজি
এখনো মৃত্তিকা-বক্ষে রহিয়াছে সাজি!
চৌদিকের চিত্রপট-পুঁথি-পত্রচয়
দেয় আজো বিশ্ব-মাঝে তব পরিচয়!
কত কত কণ্ঠে আজো এ বিশ্বের ঘরে
ধ্বনিত হতেছে নাম কি উদাত্ত স্বরে!
ধীরে ধীরে কালস্রোতে সব যাবে ভেসে;
রহিবে না চিহ্নমাত্র পুঁথি-বাস-বেশে!
ভুলে যাবে নিম্নদেশে শ্যামলা ধরণী,
ঊর্দ্ধে নীলাম্বর গ্রহ তারার বিপণি;
ভুলে যাবে ছয় ঋতু দিন বর্ষ মাস,
ফুল ফল আলো জল আকাশ বাতাস!
তখনো উজল হ'য়ে রবে মোর মনে
তোমার মধুর স্মৃতি অতিসঙ্গোপনে!

শ্রীক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

প্রার্থনা।

ওহে বিশ্বপতি, পুরুষ-প্রকৃতি,
কহি জোড় করি হাত,
যা দিয়াছ মোরে, সোহাগে আদরে,
পারি যেন তারে, নাথ,
যতন করিতে, হৃদয়ে রাখিতে,
আঁকিতে মানস-পটে,
ভূধরে সলিলে, এ নভোমণ্ডলে,
হেরিতে সকল ঘটে!
অবহেলা করে, ফেলে আমি দূরে,
দিই নাকো যেন তায়,
সাদরে তুষিয়ে, হৃদয়ে লইয়ে,
এ জীবন যেন যায়!
ক্ষুণ্ণ এ মনের দৈন্যভাব যেন
দূরে চলে যায়,—দূরে;
তাঁরি করুণায়, হিয়া ভরে যায়,
ভক্তিপ্রেমে রয় পূরে!
দয়াময় তুমি, জান অন্তর্যামী,
মোদের মনের আশ;
যাতে শুভ হয়, হে করুণাময়,
ক'রো তাই অভিলাষ!
আপনার করে, দিয়াছ গো যাঁরে,
কৃপাভরে, পরমেশ!
যাচি পদে তব, হে প্রিয় বান্ধব!
সুখী যেন হয় শেষ!
দয়া-ধর্ম্ম-ভক্তি, সত্য-প্রেম-প্রীতি
লভি যেন ধ্যানে তাঁর;
আরাধ্য দেবতা, না ভুলে এ-কথা,
সে চরণ করি সার।
নিজ গরিমায়, ভেসে নাহি যায়,
যেন স্ব স্ব প্রিয় ধন,
তেমতি করিয়ে, দোঁহে আবরিয়ে,
রাখ সখা!—আকিঞ্চন!

শ্রীবিমলাবালা বসু।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এন্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম।

বাজারের সেরা।

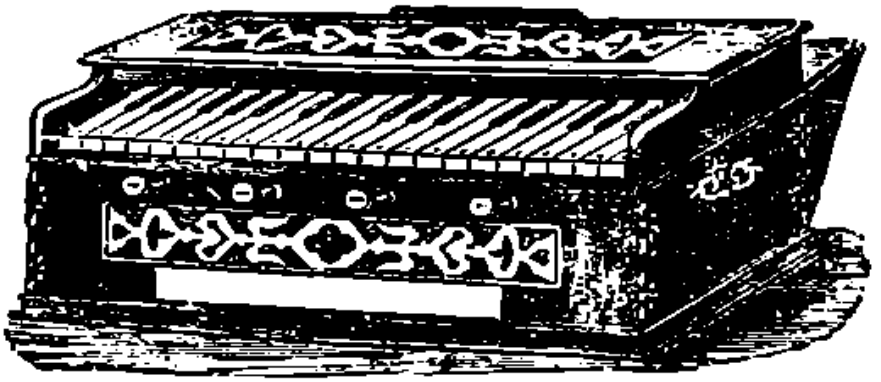

অল্প দামে যদি আপনি একটি ভাল টেঁকসই ও মিষ্ট-আওয়াজ-বিশিষ্ট হারমোনিয়ম পাইতে চান, তবে একটী শরৎ ঘোষ কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত হারমোনিয়ম ক্রয় করুন; প্রায় অর্দ্ধেক দামে উচু দরের যন্ত্র লাভ করিবেন। রীড্, চামড়া, কাঠ প্রভৃতি সমস্ত মাল-মসলাই অত্যুৎকৃষ্ট, সুনিপুণ কারিগর দ্বারা নিখুতরূপে তৈয়ার। প্রতিযন্ত্রের জন্য কোম্পানী দায়ী থাকিবেন। ৩ অক্টেভ ৩ ষ্টপ সিঙ্গেল রীড্ মূল্য ১৫্ টাকা, ৩ অক্টেভ ৫ ষ্টপ ডবল—২৫৲ টাকা। অর্ডারের সহিত পাঁচ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৫নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.'s

CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; **নির্ম্মাল্য**—(গল্প-গ্রন্থ)—॥৶০ ; **কেতকী**—(গল্পগ্রন্থ) সুদৃশ্য কাগজের মলাট—৸০ ; সিল্ক বাঁধাই—১৲

ঠিকানা—মুখার্জ্জি বসু এণ্ড কোং, বুকসেলার্স,
১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Bamabodhini Patrika, No. 653. Registered No. C. 134. January.

"বামাবোধিনী"র নিয়মাবলী।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০, অগ্রিম বাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০, পশ্চাদ্দে বার্ষিক মূল্য ৩৲ ; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগে না। মূল্য অগ্রিম না পাঠাইলে "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ।০ আনা মূল্য বা ঐ মূল্যের টিকিট পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে কিংবা সরকারদিগের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। কেহ যদি উপযুক্ত সময়ে "বামাবোধিনী" না পান, তবে ইংরাজী মাসের শেষ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন।

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লিখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণের মধ্যে কেহ স্থানান্তরিত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন। নতুবা পত্রিকা না পাইলে আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

৬। আপাততঃ বামাবোধিনীর কোন বিশেষ এজেণ্ট নাই। অতএব পুনরায় নাম বিজ্ঞাপন না করিলে অথবা ক্ষমতাপত্র প্রদর্শন না করিলে এজেণ্টের নিকট মূল্যাদি দিবেন না ; দিলে আমরা দায়ী হইব না।

৭। মফঃস্বল হইতে মণি অর্ডার, রেজেষ্টারি চিঠি বা অন্য উপায়ে যাঁহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা অন্য নামে না পাঠাইয়া কার্য্যাধ্যক্ষের নামে, ৩৯ নং আন্টনি বাগান লেন, কলিকাতা,—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৮। বামাবোধিনীর জন্য প্রবন্ধ ও বামারচনা প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে। পরিচিতা ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকের লেখার বিশ্বাসযোগ্য সার্টিফিকেট চাই। কোনও প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে, ফেরত দেওয়া হয় না।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৩৯ নং আন্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
১লা পৌষ, ১৩২৪।

শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত,
কার্য্যাধ্যক্ষ

১৫ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

মাঘ, ১৩২৪—ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮।

সূচী।

১।	নূতন খাতা (কবিতা)	দরবেশ	৩২৯
২।	গানের স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৩৩০
৩।	প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩৩২
৪।	তপস্যা (উপন্যাস)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	৩৩২
৫।	সুসার ও অসার (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবস্মৃতি বিদ্যারত্ন	৩৪২
৬।	ছাগশিশুর উক্তি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪৩
৭।	অভয় (কবিতা)	শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী, বি-এ	৩৪৩
৮।	আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি ?	শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু	৩৪৪
৯।	কি নাই আমার ?	স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত	৩৪৬
১০।	হিন্দুর তীর্থনিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	৩৪৭
১১।	পরিচয় (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়··· ...	৩৪৯
১২।	নমিতা (উপন্যাস)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী	৩৪৯
১৩।	মুক্তমন্দিরে (কবিতা) ...	শ্রীমতী গুণমণি দেবী	৩৫৮
১৪।	অষ্টাবক্রগীতা	শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী, এম, এ, বি এল, বিদ্যারত্ন	৩৫৯
১৫।	কন্যার বিবাহে মাতার উপদেশ	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৩৬০
১৬।	চক্ষুর দ্বারা মানবের পরিচয়	শ্রীমতী সুষমা সিংহ	৩৬২
১৭।	স্ত্রীর কর্ত্তব্য	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	৩৬৩
১৮।	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা		৩৬৪

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৵০
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড, মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲, ৪০৲, ৫৫৲, ৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

কোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এস্‌রাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

৮ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 654. February, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নত:

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৪ সংখ্যা। | মাঘ, ১৩২৪। ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

নূতন খাতা।

আজ্ বেঁধেছি নতুন খাতা
লিখ্‌ব বলে' তোমার গাথা,
কইবো আমার মনের কথা
প্রাণের সরল ছন্দে ;
প্রতি-আখর তোমার সুরে
বাজ্‌বে আমার হৃদয় জুড়ে'
নাচ্‌বে কেবল তোমায় ঘুরে'
উজল রসের গন্ধে !

কোন্ গাঁয়ের সে কোন্ বাগানে,
কোন্ বনের কোন্ পাখীর গানে,
কোন্ রঙের কোন্ ফুলের ঘ্রাণে,
কোন্ বিটপীর পত্রে,
তোমার সনে কখন সখা,
আমার হ'লো প্রথম দেখা,
সেই কথাটা আছে লেখা
পুরাণ খাতার ছত্রে।

তোমায় আমায় যে-দিন চিনা,
শুনিয়ে দিলে বিপুল বীণা,
গোপন সুরের ঠাঁই-ঠিকানা
সে-দিন দিলে জান্‌তে ;
সেই আনন্দে ছিলাম বেঁচে,
এখন দেখি সে সব মিছে ;
জানা-শোনা তফাৎ আছে,
এখন পেলাম শুন্‌তে !

কাজ্ নাই মোর বিফল জানা,
নিষেধ-বিধির জয়-নিশানা,
নানান্ ঘাটের নানান্ খানা
বাহাদুরীর দৃষ্টে ;
তোমার জানা থাক্‌বে তোমার,
শিখ্‌বো আমি গাইতে এবার,
রক্ত-ধারার ভিজানো তার
বাজ্‌বে সকল বিশ্বে !

দরবেশ।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র ভৈরবী—দাদ্‌রা।

আকাশের আলোর সাথে মিল্‌বি যদি
সহজ হ';
কাননের ফুলের সাথে মিল্‌বি যদি
সহজ হ'!
তরু-মর্ম্মর পবন-দোলায়
নৃত্য-দোদুল তারার মালায়
যে গান দোলে, সেই দোলাতে
দুল্‌বি যদি সহজ হ'!
আনিস্ নে তোর ঘরের কথা,
বিজন মনের ব্যাকুল ব্যথা;
সহজ সরল শিশুর প্রাণে
বাহির হ' রে বাহির হ'!
দেখ্‌ রে চেয়ে আকাশ পানে,
বিশ্বভুবন ভরা গানে!
সেই গানের তালে তালে
হৃদয় মেলে সহজ হ'॥

কথা—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এ। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

II { সা মা -মমা । পা দদা -পা I মা পা -া । জ্ঞজ্ঞা -জ্ঞা মা I
আ কা শের আ লো• র সা থে • মি• ল্‌ বি

I পা মা -া । জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা -ঋা I সা -া -া। -া -া -া I
য দি • স হ• জ হ' • • • • • •

I সা দা -পপা। পা পদা -পা I পা দা মা। পপা -দা পা I
কা ন . নের ফু লে• র সা থে • মি• ল্‌ বি

I মা পা -া। জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা -ঋা I সা -া -া। -া -া -া } II
য দি • স হ• জ হ' • • • • • •

১´　　•　　১´　　•
II দা দা -া। দা র্সা -পর্সা I র্সা র্সর্সা র্সা। র্সা র্সর্সা -র্সা I
(১) ভ ক্ত • ম শ্ব •র প ব• ন দো লা• য়
(২) দে খ্ রে চে ছে •• আ কা• শ পা নে• •

১´　　•　　১´　　•
I ঋা ঋা -া। র্সা র্সা -র্সর্সা I পা ঋঋা র্সা। পা দদা -পা I
(২) বৃ তা • দো দু •ল তা রা• র মা লা• য়
(১০) বি শ্ব • ভূ ব •ন ভ রা• • গা নে• •

১´　　•　　১´　　•
I দা দা -দা। পা মা -া I পা পা দা। মা -পা -া I
(৩) যে গা নে দো লে • সে ই দো লা তে •
(১১) সে ই গা নে র • তা লে • তা লে •

১´　　•　　১´　　•
I পপা -দা পা। মা পা -া I জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা -ঋা। সা -া -া I
(৪) দু• ল্ বি য দি • স হ• ষ ত' • •
(১২) দু• দ ত মে লে • স হ• জ হ' • •

১´　　•　　১´　　•
I I সা সা -সা। সা সা -ঋা I জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা -মা। মা মা -া I
(৫) আ নি স্ নে তো র ঘ রে• র ক থা •

১´　　•　　১´　　•
I জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা -া। পা মা -া I জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা ঋা। মজ্ঞা জ্ঞঋা -সা। I
(৬) বি জ• ন ম নে র ব্যা কু• ল ব্যা থা• •

১´　　•　　১´　　•
I সা দদা পা। পা পা পা I মা পপা পা। পা পা -া I
(৭) স হ• জ স র ল শি শু• র প্রা ণে •

১´　　•　　১´　　•
I মা মা -জ্ঞা। জ্ঞা জ্ঞা মা I জ্ঞা জ্ঞা -ঋা। সা -া -া II
(৮) বা হি র হ' বে • বা হি র হ' • •

এই গানটি গত ভাদ্রমাসের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র ১১২ পৃষ্ঠাতে প্রকাশিত। গানটিকে তালে আনিবার জন্য নামমাত্র একটু পরিবর্ত্তন করিয়াছি। দাদ্‌রা ছয়টি দ্রুত মাত্রার তাল। ঠেকা যথা :—

১　　•
I ধা ধি নাক্। না ধি নাক্ I
I সে যায় যাক্। না যায় থাক্ I

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

প্রার্থনা।

মুক্ত কর সত্য হে নাথ! আজিকে শত বন্ধনে।
সার্থক করি লও হে মম বক্ষভরা ক্রন্দনে।
অন্তরযামী, জান হে তুমি,
তৃষ্ণা-সাগর হৃদয়-ভূমি;
রচ তটে তার সুধার আধার তোমার গৃহ-নন্দনে।
রুদ্ধ চিত্ত-কপাট খুলি'
নিত্য হে দেব! নয়ন তুলি'
নিরখি' ওমুখ, শিহরিবে বুক, পূজিবে ফুলচন্দনে।
মুক্ত কর সত্য হে নাথ! আজিকে সকল বন্ধনে॥

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

তপস্যা।

(১৩)

অবিনাশবাবুর বাটীতে বড় ধুম। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা লাবণ্যপ্রভার বিবাহ। ভবানীপুরের কোনও ধনাঢ্যব্যক্তির পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। লীলার মাতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—"কল্‌কাতার সহর, আর বড়লোকের ঘর নইলে মেয়ের বিয়ে দিতে দেবো না! তা' সে ছেলে যেমনই হোক!" তিনি বলিয়াছিলেন যে, বিদ্বান্ ছেলে লইয়া কি তিনি ধুইয়া জল খাইবেন? 'পাড়া-গেঁয়ে' ছেলের সহিত লীলার বিবাহ দিয়াই লীলার এত দুঃখ, ইহাই তাঁহার সুদৃঢ় ধারণা। সেজন্য এবার অবিনাশবাবু গৃহিণীর ইচ্ছানুরূপ গৃহে কন্যার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। পাত্রটীর "ক"-অক্ষর "গোমাংস" বলিলেই হয়; চরিত্রটীও তথৈবচ! কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? গৃহিণীর বাঞ্ছিত ধনাঢ্যের পুত্র ত সে বটে! বাটীতে অনেক দাস-দাসী আছে, গাড়ী-ঘোড়া, মটর আছে! মেয়েকে নিতে লালপাগড়ী-মাথায় দ্বারবান্ আসিবে; লাগেও, মটরকার, কত কি আসিবে!—ইহাই ত গৃহিণী চান্! এই কল্পনায় তিনি অপূর্ব্ব সুখ ভোগ করেন। কুটুম্ব-কুটুম্বিনীতে বাটী পরিপূর্ণ! উৎসবের কিছুমাত্র ত্রুটী নাই।

সকলেই আনন্দে মগ্ন; কেবল লীলাই এ আনন্দে যোগদান করিতে পারে নাই। আক্ষেপে, অনুতাপে লীলা মরমে মরিয়া আছে। পতিবিরহ-বিধুরা লীলার সে রূপ-লাবণ্যরাশি আর নাই! তাহার ভ্রমর-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশরাশি আজ রুক্ষ; আয়ত চক্ষুর্দ্বয় কোটর-গত; তপ্তহেম-বর্ণ আজ পরিম্লান; পীবরতনু আজি ক্ষীণা! লীলাকে দেখিলে আজ সহজে চেনা যায় না! লীলার মাতার কন্যার এতটা মনঃপীড়া ভাল লাগে না। কুটীরবাসী দরিদ্র একটা যুবকের জন্য এত কেন? সময় সময় এজন্য লীলাকে যথেষ্ট শ্লেষবাক্যও শ্রবণ করিতে হইতেছে। তিনি পরিচিত, অপরিচিত, যাহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, তাহাকেই বলিতেছেন, "দেখেছ, কি সব বেইমান্! আমি এত ক'রে মানুষ মানুষ কর্‌লুম, পেটে ধর্‌লুম!—আমি মরি 'মেয়ে, মেয়ে' করে, আর মেয়ে কি না, আমাকে গেরাজ্যিও করে না! আমার কথা যেন মেয়ের বিষ মনে হয়! কলিকাল কি না!"

কুটুম্বিনীগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, "ছোটবোনের বড় ঘরে বিয়ে হচ্ছে ব'লে, লীলা হিংসেয় ঘরের বা'র হয়েও একবার দেখ্‌ছে না।"

গৃহিণীও এ কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বোন্, হ্যাঁ! তোমরাই দেখ, আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে!"

হায়! দুঃখিনীর মর্ম্মবেদনা কেহ বুঝিল না! বুঝি, এ জগতে তাহার বেদনা বুঝিবার কেহও ছিল না!

লীলার কাকা যামিনীবাবু অবিনাশবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর ডেরাডুনে কাজ করিতেন ও সপরিবারে সেইখানেই বাস করিতেন। লীলাকে তিনি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া অবিনাশবাবুর সহিত তাঁহার বড় একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না। অবিনাশবাবুর স্ত্রী তাঁহার নামে অগ্নিশর্ম্মা হইতেন, কৃশ্চান, বিধর্ম্মী, 'সায়েব' বলিয়া তাঁহাকে অজস্র গালাগালি দিতেন। তাঁহার স্পৃষ্ট কোনও বস্ত্রাদি জলে ধৌত করিয়া ও গঙ্গাজল ছিটাইয়া তবে স্পর্শ করিতেন। এ সকল সত্ত্বেও যামিনীবাবু লীলাকে স্বীয় কন্যা অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন এবং কোনও কার্য্যোপলক্ষে কখনও কলিকাতায় আসিলেই, ভ্রাতৃজায়ার ঘৃণা-অবজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া অগ্রজ অবিনাশচন্দ্রের বাটীতে সাক্ষাৎকারাদির জন্য আসিতেন। তিনি অতি-সদাশয় এবং মহৎ ও উদার চরিত্রের লোক ছিলেন।

যামিনীবাবু পূর্ব্বে যেমন আসিতেন, তেমনি এই বিবাহোপলক্ষে আসিয়া লীলাকে দেখিতে আসিলেন। আনন্দোৎসবের মধ্যে লীলাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি বরাবর লীলার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। লীলা মাটীতে অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়াছিল। লীলার আকৃতি দেখিয়া যামিনীবাবু স্তম্ভিত হইলেন; সস্নেহে লীলার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "কেন মা, তুই এমন হয়ে গেছিস্?" সে-স্নেহ-সম্ভাষণে লীলার হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। লীলা কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর সে বলিল, "কাকা, তোমার আদরের লীলার কপাল ভেঙেছে। এখন আশীর্ব্বাদ কর যেন শীঘ্রি তার মৃত্যু হয়! তা হ'লেই সকল যন্ত্রণার শেষ হবে।"—এই বলিয়া লীলা তাহার কাকার কাছে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।

যামিনীবাবু সমস্ত শুনিলেন; শুনিয়া বলিলেন, "দাদার ঐ ত কেমন দোষ!—ভারী একগুঁয়ে। মেয়েই যদি পাঠাবেন্ না, তবে বিয়ে দেবার কি দরকার ছিল? জামাইয়ের সঙ্গে কি এমি ব্যবহার করে? ছ্যাঃ!"

লীলা বহুদিবস পরে একজন প্রকৃত আত্মীয়ের সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহাকে মনের বেদনা জানাইয়া ও তাঁহার নিকট হইতে সমবেদনা প্রাপ্ত হইয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিল। এই বৃহৎ-পুরীমধ্যে বহু আত্মীয়-মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়াও সে একা। তাহার ব্যথার ব্যথী কেহ ছিল না! হৃদয়ভার লঘু করিয়া সে কনিষ্ঠা ভগিনীর জন্য একান্তে ভগবানের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে লাবণ্যপ্রভার বিবাহ হইয়া গেল। খুব রোশনাই বাজাইয়া, বাজী পোড়াইয়া-

আলো জ্বালাইয়া বর আসিল। আত্মীয়বর্গও তাহা দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইলেন।

বিবাহের আটদিন পরে এক গা গহনা গায়ে দিয়া লাবণ্য শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিল। আত্মীয়গণ কেহ গহনার প্রশংসা, কেহ বৈবাহিকের প্রশংসা, কেহ বা তাঁহার ধনের প্রশংসা করিয়া গৃহিণীর মনস্তুষ্টি সাধনের প্রয়াস পাইল।

(১৪)

চৈত্রের শেষভাগ। কলিকাতা-সহরে বেশ গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। লীলা তাহার কক্ষতলে অর্দ্ধশায়িত হইয়া অন্যমনস্কভাবে রাস্তার দিকে চাহিয়াছিল। সম্মুখের বাতায়ন উন্মুক্ত! বাতায়ন-মধ্য দিয়া লীলা কত লোক, কত দ্রব্য দেখিতেছিল, আর আকাশ-পাতাল, কত কি চিন্তা করিতেছিল! তাহার চিন্তার ইয়ত্তা ছিল না! পার্শ্বের কক্ষে লাবণ্য পিয়ানো বাজাইয়া গাহিতে ছিল—

কিছু নাহি চাহি সখা, আর!
চিরদিন রব গো তোমার!
তোমার চরণতলে
বিকায়েছি বিনিমূলে,
তুমি যে আমার প্রভু, কত সাধনার।
সাধিয়ে দিয়েছি প্রাণ,
নাহি চাহি প্রতিদান;
জীবনে মরণে শুধু রহিব তোমার!

সুমধুর-তানলয়-মিশ্রিত বালিকার মধুর কণ্ঠস্বর লীলার কর্ণে প্রবেশ করিয়া সহসা লীলার চিন্তাস্রোত রুদ্ধ করিল! লীলা একাগ্রচিত্তে গানটী শুনিতে লাগিল। গাহিয়া গাহিয়া লাবণ্য নীরব হইল; কিন্তু লীলার হৃদয়-মধ্যে তখনও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,—'সাধিয়ে দিয়েছি প্রাণ, নাহি চাহি প্রতিদান; জীবনে মরণে শুধু রহিব তোমার!'

এরূপ সময়ে যামিনীবাবু কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "মা, লীলা!" লীলা ত্রস্তে পরিধেয় বসন সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "কি কাকা?" যামিনীবাবু বলিলেন, "আজ আমি যাচ্ছি মা!" লীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "যাবেন্ কাকা! আর দিনকতক থাকলে হ'ত না?"

যামিনী। না, মা! এই ক'দিন, রইলুম্; আর থাকতে পার্ব্বো না। সেখানে ছেলেমেয়েগুলো কি কচ্ছে কে জানে! তাদের দেখ্‌বার ত আর কেউ নেই! আমি আবার তোমায় দেখ্‌তে আস্‌বো। যা হবার হয়ে গেছে, আর ত কোন উপায় নেই মা! মিছে আর কেঁদে কেটে দেহটা কেন মাটি কচ্ছ? মনটা একটু প্রকৃতিস্থ রেখ মা!

লীলা। হ্যাঁ কাকা, মনকে প্রকৃতিস্থ রাখ্‌ব, মনে করেছি। আমি একটা উপায় ঠাউরেছি! কিন্তু আপ্‌নাকে একটু সাহায্য কর্ত্তে হবে, কাকা! আপনি ভিন্ন আমার মুখ চাইতে আর কেউ নেই। আপ্‌নি ভিন্ন আমাকে আর কেউ ভালবাসে না কাকা!

যা। আমাকে কি কর্‌তে হবে বল মা! আমার সাধ্য হ'লে, আমি প্রাণ দিয়ে তা কোর্ব্বো।

লী। কাকা, আমাকে আবার শ্বশুরবাড়ীতে রেখে আসুন্!

লীলার কথা শুনিয়া যামিনীবাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে লীলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পরে বলিলেন, "সে কি মা! সেখানে তুমি কা'র কাছে যাবে?"

লীলা। আমার শ্বশুরের কাছে।

যামিনীবাবু নীরব রহিলেন; কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দাদা তোমাকে তখন পাঠান্ নি, আর এখন পাঠাবেন কেন মা?"

লীলা। আমি তাঁকে লুকিয়ে যাব।

যা। সে কি হয় মা!

লীলা। কেন হবে না কাকা? বাপ-মা যদি সন্তানকে কর্ত্তব্য কার্য্যে বাধা দেন, সন্তান কি তা হ'লে কর্ত্তব্যকর্ম্মে পরাঙ্মুখ হবে? বাপ-মা সন্তানকে অধর্ম্ম করতে বল্‌লে, সন্তান কি সেই অধর্ম্মই কর্‌বে? আমার বুড়ো শ্বশুরের আর কেউ নেই। তাঁর সেবা না কর্‌লে আমার কি পাপ হবে না? তাঁর সেবা করা আমার কি প্রধান কর্ত্তব্য নয়? আপনিই বলুন?

যা। তা ত বুঝ্‌লুম্! কর্ত্তব্য তো তোমার বটেই! কিন্তু ভগবান্ তোমাকে সে কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে দিলেন কৈ?

লীলা। কাকা, আমাদের সকল কাজ ভগবান্ হাত ধরিয়ে করিয়ে দেন না! তিনি আমাদের জন্যে আমাদের সম্মুখে একটা অসীম অনন্ত বিরাট কার্য্যক্ষেত্র রেখে দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে যাবার জন্যে বিস্তীর্ণ কর্ত্তব্য পথ রয়েছে। আমাদের সৎ-সাহস নিয়ে সে পথে চল্‌তে হয়। আমি যদি চিরদিন আমার বাপ-মাকে ভয় ক'রে চলি, আর আমার বুড়ো শ্বশুরকে একবিন্দু জল দিয়েও তাঁর উপকার না করি, তা হ'লে আমার মহান্ অধর্ম্ম হবে।

যামিনীবাবু নীরবে লীলার কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন। লীলা আবার বলিতে লাগিল, "আপনার পায়ে পড়ি কাকা! আপনি আমাকে সেইখানে নিয়ে চলুন! আর আমার এ সোণার পিঞ্জরে ভাল লাগ্‌ছে না! শ্বশুর গরীব হউন্, আর যাই হউন, মেয়ে-মানুষের শ্বশুরঘর করাই বিধি। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘট্‌লে মেয়েমানুষ কখনও সুখী হ'তে পারে না। আমার শ্বশুরের সেই ভিটে আমার কাছে বৈকুণ্ঠ!" এই বলিতে বলিতে লীলা একবার থামিল ও তারপর ঢোক্ গিলিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আমি তাঁর সঙ্গেই চলে যেতুম! কিন্তু কি বল্‌বো, আমার পোড়া অদৃষ্ট-দোষে, আমার কথা না শুনেই চলে গেলেন। আর কাকা, আমার মনে এখনও একটা ক্ষীণ আশা মাঝে মাঝে জেগে ওঠে! সবাই বলে তিনি নেই, কিন্তু আমার সে কথা বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয়, তিনি নিশ্চয় কোথাও আছেন। মনে হয়, বুঝি, একদিন তাঁকে দেখ্‌তে পাবই! তাই আমি এখনও হাতের নোয়া খুলি নি, এখনও সিঁদুর মুছি নি। মনে হয়, যদি শ্বশুরের ভিটেয় থাকতে পারি, তা হ'লে কখন না কখন তাঁর দেখা পাব! কিন্তু এখানে থাক্‌লে ত তা পাব না! বাবা তাঁর বড় অপমান ক'রেছেন। তিনি আর এখানে আস্‌বেন না; এখানে কোন খবরও দেবেন্ না! তা' যদি দিতেন, তা হ'লে এতদিন নিশ্চয় তাঁর খবর পেতুম।"

লীলার জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া যামিনীবাবু বড় আহ্লাদিত হইলেন; বলিলেন, "তুমি যা বলেছ মা, তা' তা বুদ্ধিমতীর মতই বলেছ! কিন্তু তোমার বাপ-মাকে কি বল্‌বে? তাঁদের যদি এ-কথা বলি, তা হ'লে তাঁরা কখনই সম্মত হ'বেন্ না! অধিকন্তু আমার উপর অত্যন্ত রাগ কর্‌বেন। একে

ত তাঁরা আমার নামে হাড়ে চটা! জানই ত মা!"

লীলা বলিল, "আমি বল্‌ব যে দিন-কতক আমি আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাব। আমার শরীর খারাপ্। এ-কথা বল্‌লে, মা যাই বলুন্, বাবা নিশ্চয় মত কর্‌বেন। আমাকে কমলাপুরে রেখে আপ্‌নি ডেরাডুনে চলে যাবেন। আমি যাঁর কুলের বউ, তাঁর কাছে থাক্‌ব। আর আপ্‌নার ভয় কি? পরে যদি বাবা, মা জান্‌তে পেরে রাগ করেন, তাতে কারো কোন অনিষ্ট হবে না।"

যামিনীবাবু সম্মত হইলেন। সে-দিন আর তাঁহার যাওয়া হইল না। লীলা সন্ধ্যাকালে পিতার বিশ্রামকক্ষে গিয়া বলিল, "বাবা, কাকা কাল চলে যাচ্ছেন, আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দিন-কতক বেড়িয়ে আস্‌ব। ক'ল্‌কাতা ছাড়া কখন অন্য দেশ দেখি নি! দেখতে্ বড় ইচ্ছা করে!" লীলা কর্ত্তব্য পালনের জন্য এই পথ অবলম্বন ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতে পাইল না।

অবিনাশবাবু লীলাকে যথার্থই ভাল বাসিতেন। লীলা বহুদিন কোথাও বাহির হয় নাই। বহুদিন সে পিতার কাছে আব্দার করিয়া কোন কথা বলে নাই। তাই আজি লীলার মুখে এ-কথা শুনিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন এবং লীলার ডেরাডুনে যাইবার কথায় সহজেই সম্মত হইলেন। মাতা কিন্তু সম্মত হইলেন না। বিধর্মী কৃশ্চানের বাড়ী মেয়ে গেলে পাছে তাঁহার জাতি-ভ্রংশ হয়, এই আশঙ্কাই তাঁহার অধিক! লীলার কথা শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া স্বামীকে বলিলেন, "সে মগের মুল্লুকে সোমত্ত মেয়ে একলা কোথায় যাবে? তুমি যে একেবারে ঢালা হুকুম দিয়ে দিলে?"

অবিনাশবাবু গৃহিণীর কথা গ্রাহ্য করিলেন না। গৃহিণী অপেক্ষা তিনি ততোধিক বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি ক্ষেপেছ না কি? সে তা'র নিজের কাকার সঙ্গে যাচ্ছে! একলা আবার কিসের?—যেতে চাচ্ছে যাক্; দিন-কতক বেড়িয়ে আসুক্! তাতে তা'র শরীরটাও সার্‌বে, মনটাও ভাল হবে।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে লীলা তাহার খুল্লতাতের সহিত রওনা হইল। লোকে জানিল লীলা যামিনীবাবুর সহিত ডেরাডুন যাইতেছে; কিন্তু সে তাহার চির-আরাধ্য-ভূমি শ্বশুর-বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

(১৫)

লীলা তাহার বহু দিনের সাধনার স্থান —চির আরাধ্য ভূমি শ্বশুর-বাড়ীতে আসিল। তাহার কত দিনের বাসনা আজি সে পূর্ণ করিল। কিন্তু হায়! এ কি হইল! লীলা তাহার আরাধ্য দেবতার দর্শন পাইবে না, তাহা জানিয়াই আসিয়াছিল; কিন্তু যাঁহার সেবা করিবার জন্য সে এত করিয়া মাতা-পিতাকে লুকাইয়া কত আশা মনে ধরিয়া আসিল, তিনি কৈ? যে বৃদ্ধ শ্বশুরের চরণ-পূজার জন্য তাহার এত আগ্রহ, সেই পূজনীয় শ্বশুর তাহার এ পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন কৈ? তিনি ত সে বাটীতে নাই! কেবলমাত্র শূন্য পরিত্যক্ত গৃহগুলি পড়িয়া রহিয়াছে! মৃন্ময় প্রাচীরের স্থানে স্থানে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উঠানের মধ্যে মধ্যে বড় বড় বন্য বৃক্ষনিচয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর-শব্দে লীলার মনে হইতে লাগিল,

তাহারা যেন লীলাকে দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল! যেন তাহারা বলিতে লাগিল, "নাই, নাই;—তা'রা নাই!"

যামিনীবাবু লীলাকে লইয়া আসিয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, ছেলেমানুষের কথা শুনিয়া এ কি কায করিলেন! এ বাটীতে যে অনেক দিন লোক-সমাগম নাই, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইতেছে। নিকটেও কাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না যে, তিনি কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবেন!

লীলা বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল যে, শ্বশুরের ভিটায় বাস করিয়া বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাহার জীবনের একটা কর্ত্তব্য পালন করিবে। কিন্তু তাহার সে বাসনা নিষ্ফল হইল। সে সেই ভগ্ন কুটীর-তলে পতিত হইয়া কুটীরের ধূলিরাশি স্বীয় মস্তকে ও অঙ্গে লেপন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। পিতার সুখ ভবনে সে এতদিন প্রাণ ভরিয়া ত কাঁদিতে পায় নাই! ভয়ে ভয়ে, লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদিয়া তাহার আশা মিটিত না। আজি সে স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু লাভ করিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া বাঁচিল। —"ওগো, কোথায় তুমি? একবার এস, নারীর সর্ব্বস্ব-ধন! দুঃখিনীর আরাধ্য দেবতা! একবার দুঃখিনীকে দেখা দাও! হে আমার জীবনসর্ব্বস্ব! আমায় ক্ষমা কর; আমার এ তপস্যার বর দান কর। আমাকে আন্‌বার জন্যে কত চেষ্টা করেছিলে, তখন আন্‌তে পার নি। আজ আমি ভিখারিণীর বেশে আপনি তোমার দ্বারে এসেছি! আমাকে তোমার দর্শন-ভিক্ষা দাও।" লীলার এইরূপ আকুল ক্রন্দন দেখিয়া যামিনী বাবুও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। লীলাকে প্রবোধ দিবেন কি? তিনিই কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

কলিকাতা-সহরে কোনও বাটীতে কোনও ঘটনা হইলে, প্রতিবেশীরা তাহার বড় একটা সংবাদ জানিতে পারেন না। এমন কি, পার্শ্ববর্ত্তী বাটীর লোকেরও তাহা অজ্ঞাত থাকে। কিন্তু পল্লীগ্রামে সে-প্রকার হয় না। পল্লীগ্রামে যদি কোনও বাটীতে সামান্য কোনও ঘটনা ঘটে, তাহা প্রতিবেশীরা সকলেই জানিতে পারে, এবং উক্ত সংবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া প্রচণ্ড বাতাসের ন্যায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌঁছে। লীলার ক্রন্দন শুনিয়া অনেক ব্যক্তি হরনাথবাবুর বাটীর অভিমুখে ছুটিয়া আসিল। অনেক দিন কেহ এ-দিকে আসে নাই। রাত্রিতে হরনাথ-বাবুর বাটীর সম্মুখস্থ পথ দিয়া চলিতেও লোকে ভয় পাইত। কারণ, তাহাদের বিশ্বাস, হরনাথ-বাবু "ভূত" হইয়া গৃহে অবস্থান করিতেছেন। হাতে মানুষ দেখিতে পাইলেই নিশ্চয় তিনি তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিবেন। কিন্তু দিনের বেলায় ভূতে আর কি করিতে পারিবে?—এই সাহসে ভর করিয়া প্রতিবাসিগণ একত্রিত হইয়া হরনাথবাবুর বাটীর দিকে গমন করিল। বিশেষতঃ তাহাদের কৌতূহল,—এই পরিত্যক্ত বিবর্জ্জিত ভগ্ন কুটীরে হঠাৎ কে উচ্চ ক্রন্দন করিতেছে! ভূত, না, মানুষ? এই কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্যই অধিকাংশ লোক তথায় উপস্থিত হইল।

যখন সকলে জানিল, যে-রমণীটী ক্রন্দন করিতেছে সে তাহাদের চিরপরিচিত সুহৃদ্ হরনাথ রায়ের পুত্রবধূ, তখন তাহাদের

কৌতূহল আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। তখন আরও দলে দলে নরনারী সুধীরের বৌকে দেখিতে আসিল। কত লোকে কত কথা, কত প্রশ্ন করিতে লাগিল। একজন বর্ষীয়সী রমণী বলিল, "এখন আর কাঁদলে কি হবে বাছা! দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝলে না! এখন কাঁদলে কি আর সে ফিরে আসবে? সে কি আর আছে?"

ওগো সে আছে গো, আছে! সে নেই তোমরা বলিও না। তাহা হইলে অভাগিনী লীলা আর বাঁচিবে না। সে আছে, সে আবার আসিবে,—সেই আশায় হতভাগিনী জীবনধারণ করিয়া আছে। নচেৎ তাহার ক্ষীণ দেহপিঞ্জর হইতে জীবন-বিহঙ্গ কবে উড়িয়া যাইত!

অপর একজন বলিল, "আহা বাছা, যে শ্বশুর তোমার ছেল! লোকে অনেক তপিস্তে করলে তবে অমন শ্বশুর পায়। ঠিক্ দশরথের মত শ্বশুর! বেটার বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে ঘর-কন্না করবে,—বুড়োর কত সাধ! তা এমন বৌ হ'ল যে বুড়োকে একদিনের তরেও বৌ নিয়ে ঘর করতে হ'ল না।" আর একজন বলিল, "তখন যদি আসতে বাছা, তা হ'লে আর এমন সোনার সংসারটা ছারখার হয়ে যেত না। ছেলেটা বিরাগী হয়ে গেল, না আপ্তখতি (আত্মহত্যা) হ'ল, তা কেউ জান্‌ল না! বেটার শোকে বুড়ো মধুমতীতে ডুবে ম'ল! তোমার দোষেই ত বাছা, সব ছার খার হ'ল। এখন আর কেঁদে কি করবে? এখন যতই কাঁদ, যতই বুক চাপড়াও, আর তারা ফিরবে না!"

এইরূপে লীলার ক্ষত অঙ্গে লবণ-প্রক্ষেপ করিয়া প্রতিবেশিগণ একে একে প্রস্থান করিল। যামিনীবাবু ব্যথিত হইয়া লীলাকে বলিলেন, "লীলা, চল মা, ফিরে যাই। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হবে! মানুষের ত কোনো হাত নেই? সব ত শুন্‌লে? আর উপায় কি আছে মা?"

লীলা। কাকা, আপ্‌নি চলে যান্। আমি এখান থেকে আর ফিরে যাব না। এ আমার তপস্যা ভূমি—তীর্থ স্থান। আমি এই খানে—এই মাটীর সঙ্গে আমার মাটীর দেহ মিশিয়ে ফেল্‌বো। আমি আর কোথাও যাব না।

যা। ছিঃ—মা, ও সব পাগলের মতন কথা কেন বল্‌ছ? এখানে কা'র কাছে আমি তোমায় ফেলে যাব?

লীলা। কাকা, আমার শ্বশুর মধুমতীতে ডুবে মরেছেন, আমিও তাই মরব। এ পৃথিবীতে আর আমার জুড়াবার স্থান কোথায়?

যামিনী। লীলা! সুধীরের যে মৃত্যু হয়েছে, এর ত কোনও প্রমাণ নেই? হয় ত, তুমি যা বল্‌ছ তাই হতে পারে; একদিন সে ফিরে আসতে পারে। আত্মহত্যা কর্‌লে ত আর তাকে দেখ্‌তে পাবে না, মা! ছিঃ তুমি এমন বুদ্ধিমতী হ'য়ে এ-রকম কথা মুখে এন না!

লীলার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছিল না যে, এখান হইতে ফিরিয়া যায়। এখানকার প্রত্যেক অণুকণাটীর সহিত সে মিশিয়া যাইতে চাহে। তাহার ইচ্ছা তাহার এ ক্ষণভঙ্গুর দেহ এই স্থানের ধূলিরাশির মধ্যে মিশিয়া যাউক্। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ।

মৃত্যুকে ডাকিলেই মৃত্যু আসে না। তাহার আসিবার সময় হইলে, কাহারও অনুরোধে সে ফিরিয়া যায় না।

যামিনীবাবু বলিলেন, "চল, দিন-কতক ডেরাডুনে বেড়িয়ে আসবে। আমার কথা শোন। ইত্যাদি।" অনেক বলা-কহার পর, অনেক বুঝাইয়া তবে যামিনীবাবু লীলাকে লইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন। পাড়ার একজন মাতব্বর লোকের হাতে কিছু টাকা দিয়া তিনি বলিয়া গেলেন, "যদি কখনও সুধীরের কোনও সংবাদ তিনি পান, তাহা হইলে ডেরাডুনে তাঁহাকে অবিলম্বে টেলীগ্রাম করিতে; এবং যদি কেহ তাঁহাকে সুধীরের সংবাদ দিতে পারে, তাহাকে তিনি প্রচুর পুরস্কার দিবেন।

(১৬)

নিদাঘের অপরাহ্ণ। প্রখর রবিকরতাপে ধরণী এখনও অত্যুত্তপ্তা। মধুমতীর প্রবল বারিরাশি এখন ধীর স্থির; ক্ষীণ-কলেবর! সূর্য্যদেব দিবসের কার্য্যান্তে বিশ্রাম-লাভের আশায় পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছেন। মধুমতী তাঁহারই প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। পক্ষিকুল শাখায় বসিয়া কলস্বরে গান করিতেছে। ঝাউ- ও অশ্বত্থ-বৃক্ষসকল সন্‌সন্-শব্দে নদীতীর মুখরিত করিতেছে। জীর্ণ, শীর্ণ, রুগ্ন, বৃদ্ধ হরনাথবাবু নদীতীরে একাকী বসিয়াছিলেন। তাঁহার আর এখন যৌবনের সে উদ্দাম নাই, উৎসাহ নাই, কর্ত্তব্য-কর্ম্মে মনোনিবেশ নাই! পুত্রবিরহাতুর বৃদ্ধ জীবন্মৃতবৎ দিনযাপন করিতেছেন। সুধীর সেই যে স্ত্রীকে আনিতে বাটী হইতে গিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই। আর তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কত দিন, কত মাস, কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তবুও সে আসে নাই। আশায়, আশায় বৃদ্ধের কত দিন কাটিয়াছে!—প্রতি-পলে, প্রতিদণ্ডে, প্রত্যেক শব্দটীতে বৃদ্ধ ভাবিয়াছেন, "ঐ বুঝি সুধীর আসিতেছে!" কিন্তু হায়! কোথায় সুধীর! বৃদ্ধের সকল আশা আকাশকুসুমে পরিণত হইয়া যায়! বহির্জ্জগতের সহিত বৃদ্ধের আর বড় একটা সম্বন্ধ নাই। অন্তর্জ্জগৎ লইয়াই তিনি এখন অবস্থান করিতেছেন। হঠাৎ কেহ তাঁহাকে ডাকিলে উত্তরই পায় না; অথবা প্রশ্নের বিপরীত উত্তর পাইয়া থাকে।

হরনাথবাবু এখনও তাঁহার নদীতীরটির মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এ-স্থানটী তাঁহার বড়ই প্রিয়! প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় যষ্টিভর করিয়া একাকী আসিয়া এইখানে তিনি বসিয়া থাকেন! আজিও সেইরূপ একাকী বসিয়া তিনি চিন্তা করিতে-ছিলেন। কেমন করিয়া ধীরে ধীরে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, তাহাই দেখিতেছিলেন, এবং এইরূপে তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্যও অস্ত গিয়াছে, তাহা ভাবিতেছিলেন! আর ভাবিতেছিলেন, কবে শিশু সুধীর কোন্ কথাটী তাঁহাকে বলিয়াছিল, কোন্ কাজটী করিয়াছিল; কোন্ কোন্ তারিখে তাহার পাশের খবর বাহির হইয়াছিল! সেই যখন সে প্রথম কলিকাতায় যায়, তখন সে পিতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছে না বলিয়া পত্র লিখিয়াছিল। একবার সেই যখন তাহার বড় জ্বর হইয়াছিল, সেই যখন সে একাকী মেসের কক্ষমধ্যে শয্যায় শয়ন করিয়াছিল

এবং "বাবা" "বাবা" বলিয়া ডাকিতেছিল ও মুদ্রিতনেত্র হইতে অবিরলধারে অশ্রু নির্গত হইয়া উপাধান সিক্ত করিতেছিল, তখন হরনাথবাবু সেখানে উপস্থিত হইলে, সুধীর পিতাকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল! পিতাকে দেখিয়া তাহার সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল! আর আজি সেই সুধীর কেমন করিয়া সকল মমতা বিস্মৃত হইল!

ওরে তুই যে বৃদ্ধের যষ্টি, অন্ধের চক্ষু, দরিদ্রের রত্ন, কত সাধনার ধন! তুই কেমন করিয়া আজি বৃদ্ধকে ফেলিয়া চলিয়া গেলি? হা রে অবোধ সন্তান! তুই পিতার বেদনা বুঝিলি না! পিতার এ বুকভরা ভালবাসার কি এই প্রতিদান দিলি? সকল মমতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া কেমন করিয়া তুই পলায়ন করিলি? কোথায় গেলি? আয় ফিরে আয়! ওরে তোকে বুকে নেবার জন্য যে স্নেহভরা একখানা প্রশস্ত বুক হাহা করিতেছে! তোকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুইখানি বাহু যে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে! কোথায় গেলি? কেন গেলি? আয় ফিরে আয়!

রাজলক্ষ্মি! তুমি আজি কোথায়? তোমার এত আদরের সুধীর আজি গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহা তুমি দেখিলে না! অথবা তুমি গিয়াছ, বেশ করিয়াছ। তুমি যেখানে গিয়াছ, সেখানে শোক-তাপ নাই; জরা-মৃত্যু নাই; বিচ্ছেদ-বেদনা নাই! সে যে অমৃতময় লোক! শুধু সুখ, শুধু শান্তি! এখানে থাকিলে ত এমনই করিয়া পুত্রবিচ্ছেদে অন্তর দগ্ধ হইত! অথবা তুমি থাকিলে বুঝি বা তোমার সুধীর তোমার মায়া কাটাইয়া এমন করিয়া যাইতে পারিত না!

দূরে সেতু-বক্ষে বাষ্প-শকট গমনাগমন করিতেছিল, ছোট ছোট বাষ্পপোতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রদ্বারা বারিমন্থন করিয়া হু-হু শব্দে ছুটিতেছিল। তরণীগুলি কেহ পাল তুলিয়া, কেহ হাল বাহিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিতেছিল। বৃদ্ধ হরনাথ বালকের ন্যায় তদ্গতচিত্তে তাহাই দেখিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন "ঐ যে শত শত ব্যক্তিকে বহন করিয়া উহারা চলিয়াছে, উহার মধ্যে কি সেই একজন নাই? সেই একখানা মুখ! সে মুখ, সে দেহের ভার বহন করিতে কি উহারা সমর্থ হয় না? এত লোককে বহিয়া আনিতেছে, আর শুধু সেই একজনকে কি আনিতে পারে না? ঐ যে অত লোকের মুখ দেখা যাইতেছে, উহার মধ্যে কি সেই একখানা মুখ নাই?' বৃদ্ধ উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ও:—আর যে পারি না! ওরে তুই কোথায় গেলি? আয়, একবার আয়; একবার দেখা দিয়ে যা! আমি তোর কি করেছি রে যে, তুই আমাকে ছেড়ে চলে গেলি? ওরে একবার এসে আমায় 'বাবা' ব'লে ডাক্।"

বৃদ্ধ আবেগভরে কথাগুলি বলিয়া ফেলিলেন। ঠিক এমনই সময়, তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "বাবা!" হরনাথ-বাবুর হৃদয় দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এ কি শুনি! এ কা'র কণ্ঠস্বর? তিনি কি জাগ্রৎ, না নিদ্রিত? তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? এ স্বর যে তাঁহার চিরপরিচিত! তাঁহার হৃদয়-কন্দরে যে প্রতিনিয়ত এই স্বর প্রতি-

ধ্বনিত হইতেছে। বুঝি, সেই প্রতিধ্বনিই যান্ত্রবভাবে প্রকাশিত হইয়া কর্ণপথে প্রবেশ করিল! আবার সেই কণ্ঠস্বর! আবার কে ডাকিল, "বাবা!" হরনাথবাবুর চিত্ত আরও অস্থির হইয়া উঠিল; কিন্তু ফিরিয়া চাহিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি ভাবিলেন, ফিরিয়া চাহিলে যদি এ সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া যায়? আহা! এ মধুর ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণ যে শীতল করিয়া দিল! বৃদ্ধ নীরক্ষ নিশ্চল, প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ বসিয়া রহিলেন। তখন পশ্চাদ্দেশস্থিত ব্যক্তি বলিল, "বাবা, আমি এসেছি। আমায় ক্ষমা করুন্।"

আর কি হরনাথবাবু স্থির থাকিতে পারেন্! যাহার মুখ দেখিবার জন্য তিনি দিবানিশি উন্মত্তবৎ হইয়া আছেন, যাহার কথা শুনিবার জন্য তাঁহার সমস্ত জীবনটা আকুল, যাহার বিচ্ছেদে তাঁহার জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা মনে হইতেছিল, সেই আসিয়া "বাবা" বলিয়া ডাকিতেছে, আবার ক্ষমা চাহিতেছে, পুত্রগতপ্রাণ বৃদ্ধ আর কি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন?

ভীরবৎ ফিরিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যাহা দেখিলেন, তাঁহার ক্ষীণদেহে তত আনন্দ নিশ্চল ভাবে সহ্য করা দুরূহ! আনন্দে, উচ্ছ্বাসে বৃদ্ধ কম্পিত কলেবরে ভূপতিত হইতেছিলেন। আগন্তুক অতিযত্নে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তখন বৃদ্ধ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন; ভাবিলেন, বুঝি, ছাড়িয়া দিলে আবার সে ফাঁকি দিয়া পলাইবে! তাই তাহাকে সজোরে বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, বুক চিরিয়া বুকের ভিতরে তাহাকে লুকাইয়া রাখেন! আগন্তুক অপর কেহই নহে; সে সেই আমাদের সুধীর।

(১৭)

দৈব-দুর্ব্বিপাকে সুধীর কারারুদ্ধ হইয়াছিল। দৈবদুর্ব্বিপাকে সে 'ল'-পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়াছিল। তজ্জন্য সে রোষে, ক্ষোভে, লজ্জায়, ঘৃণায় উন্মত্তবৎ হইয়াছিল। তাহার উপর শ্বশুরের নিকটে যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়া ক্রোধে সে দিক্-বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। কিরূপে সে স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবে, কি প্রকারে অবিনাশবাবুর এ অপমানের প্রতিশোধ দিবে, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। নিজের পিতার উপরেও তাহার বড় রাগ হইল। কেন তিনি ধনাঢ্যের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন? শ্বশুর যদি পিতার সমকক্ষ ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সাধ্য হইত কি যে, সুধীরকে এরূপ ভাবে অপমান করেন? শেষে যতটা রাগ, যতটা অপরাধ গেল লীলার ঘাড়ে। লীলাকে বিবাহ করিয়াই ত তাহাকে এতটা অপমান সহ্য করিতে হইল। তাহার জন্যই ত এত কাণ্ড! তাই সে একটা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল এ জীবনে আর লীলার মুখ দর্শন করিবে না। অবিনাশবাবুর বাটী হইতে বহির্গত হইয়া সুধীর আর গৃহে ফিরিল না। কোনও বন্ধুর সাহায্যে সে ইংলণ্ডে গমন করিল। তথায় কয়েকবৎসর থাকিয়া আই, এস্, এস্,-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'সিভিল সার্ব্বেন' হইয়া সে ভারতে প্রত্যাগমন করিল।

কার্য্যস্থলে পিতাকে লইয়া যাইবে বলিয়া সুধীর বাটী আসিয়াছিল। লীলা তখন কমলা-

পুরে আসিয়াছিল, তাহারই কিছুদিন পূর্ব্বে সুধীর আসিয়া হরনাথবাবুকে লইয়া গিয়াছিল। সুধীর সন্ধ্যাকালে আসিয়া রাত্রের ট্রেনেই পিতাকে লইয়া যায়। গ্রামের কাহারও সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হয় নাই। পরদিবস হইতে কেহ আর হরনাথবাবুকে দেখিতে পাইল না। কাজেই তাহারা অনুমান করিল, পুত্রশোকে বৃদ্ধ মধুমতীতে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছে। অনুরব চিরদিন যেরূপ হয়, এস্থলেও সেইরূপ ঘটিল। কেহ কেহ বলিল, তাহারা হরনাথবাবুকে নদীতে নিমজ্জিত হইতে দেখিয়াছে, আবার কেহ বা বলিল, তাহারা বৃদ্ধকে জল হইতে তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রবল তরঙ্গে তাহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল, তাহারা আর দেখিতে পাইল না।

সুধীর পিতাকে লইয়া কার্য্যস্থলে চলিয়া গেল, কিন্তু লীলাকে কোনও সংবাদ দিল না। নির্ব্বোধ যুবক সরলা সাধ্বীর মর্ম্মবেদনা বুঝিল না। দুরন্ত ক্রোধ ও অভিমান তাহাকে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য করিয়াছিল। সুধীর গভর্ণমেণ্টের কার্য্য গ্রহণ করিয়া লাহোরে গমন করিলে, অত্যল্পকাল-মধ্যেই চিকিৎসা-বিদ্যায় তাহার অদ্ভুত পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকও তাহার সমকক্ষ ছিল না। এতদিনে সুধীরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। সংসারের মধ্যে সে এখন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। বৃদ্ধ পিতারও এখন চরম সুখ। তাঁহার সুদীর্ঘ সন্তান বিচ্ছেদের যাতনা এখন সুখের পূর্ণমাত্রা প্রদান করিল। এ সুখের অধিকারে কেবলমাত্র একজন বঞ্চিত হইল। সে অভাগিনী লীলা! হরনাথবাবু একবার সুধীরকে বলিয়াছিলেন, "বাবা, যাই হউক্, ভগবানের কৃপায় মানুষ হয়েছ; এইবার বৌমাকে নিয়ে আসা যাক্।" তাহাতে সুধীর মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়াছিল, "নিষ্প্রয়োজন!" তাহার পর ভয়ে আর কোন কথা বলিতে বৃদ্ধ সমর্থ হ'ন্ নাই। পাছে আবার তাঁহার পুত্রবিচ্ছেদ ঘটে।

বিনা অপরাধে সরলা রমণী পরিত্যক্তা হইল! হায়! এ-সংসারে মানুষ ভ্রমে পতিত হইয়া কত সময়ে যে কত অবৈধ কার্য্য করিয়া বসে, তাঁহার ইয়ত্তা নাই। এই বুদ্ধি লইয়া মানুষ আবার আপনাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে! ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র কার্য্য! এই ক্ষুদ্র কার্য্যকে মানুষ একটা অনন্ত অসীম কার্য্য বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। মানুষের বুদ্ধি-ভ্রংশ পদে পদে! রোগ-শোক-বিপৎ-সঙ্কুল পৃথিবীতে মানুষ ভগবানের ক্রীড়ার পুত্তলিকা। তাঁহারই ইচ্ছায় জীব চালিত হয়। কিন্তু হায়, মানুষ সে কথা স্বীকার করিতে চাহে না। মানুষের "অহং"-বুদ্ধি যে অতি-প্রবল! (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

সুসার ও অসার।

ফেনপুঞ্জ ভাসি'বয় সাগরের জলে।
রতন লুকায়ে থাকে সুগভীর তলে॥
অসার নিয়ত নিজে প্রকাশিতে চায়।
সুসার গোপনে রহে দীপ্ত মহিমায়॥

শ্রীভবভূতি বিদ্যাবিনোদ।

ছাগশিশুর উক্তি।

আমার আঁধারে আজ এলি মা গো ধরণীতে,
তবের তমসা নাশি জ্ঞানের আলোক দিতে।
তাই আজ বিশ্ব জুড়ে এত সুখ, এত প্রীতি;
তাই বাজে ঘরে ঘরে তোর আগমনী-গীতি!
তাই আজ বেশভূষা, তাই এত আড়ম্বর!
আমি কি মা, বিনা দোষে যাব শুধু যমঘর!
সবারি আননে আজ শোভিছে হাসির রেখা;
আমি শুধু হেরিতেছি মরণের বিভীষিকা!
আজি এ সুখের দিনে মোর প্রাণ-দণ্ড হবে?
তোরি রাঙা পাদু'খানি আমার শোণিতে ধোবে!
লোকে বলে যদি মোরে তোর ভোগ প্রয়োজন;
সবে বলে ছাগরক্তে মা মোদের তুষ্ট হ'ন!
যদি মা গো সত্য হোস্, বল্ তবে সত্য করে,
আপন সন্তান-রক্ত মা কি কভু খেতে পারে?
তাহা হ'লে তুই তবে মাতা ন'স্ কোনোমতে,
রাক্ষসী পিশাচী তুই, এসেছিস্ ছেলে খেতে!
আমি মা গো ছোটছেলে, জননীর স্নেহাধার!
ছিনায়ে এনেছে মোরে দেবে বলি উপহার!
কি আর কহিব তোরে, এ বিপদে রক্ষা কর!
ছেড়ে দে মা, ফিরে যাব, এই শুধু চাহি বর।
অভয়া, অভয়া হয়ে ভয়ার্ত্তেরে দে মা ত্রাণ!
যতদিন বেঁচে র'ব গা'ব তোর জয়গান।"

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভয়।

মরণের ভেরী শুনে রে অবোধ—
　　শঙ্কিত তোর চিত্ত!
মৃত্যু-রাজের দণ্ড দেখিয়া
　　শিহরি উঠিস্ নিত্য!
কি যে অমরতা মরণের মাঝে,
কি যে আশ্বাস ঐখানে রাজে!—
　　ও নহে মরণ—জীবনের শেষ—!
　　তবে কেন তোর চিত্ত,
মৃত্যুর ঘন কাল ছায়া দেখি
　　শিহরি উঠিছে নিত্য?

মরণ সে নহে জীবনের লয়,
　　নহে জীবনের সাধ;
মৃত্যু সে আসি জীবনের খেলা—
　　করে না-ক কভু ভঙ্গ।
সে আসিয়া কভু জীবনের খেলা,
ভেঙ্গে নাহি দেয় মরতের মেলা;
সে আসিয়া কভু জীবনের সাথে
　　করে না নিঠুর রঙ্গ;
মরণ আসিয়া জীবনের খেলা
　　করে না-ক কভু ভঙ্গ।

মৃত্যু সে যে রে জীবনের সাথে
　　স্নেহ-শৃঙ্খল-বদ্ধ;
সে যে জীবনের মাঝখানে আছে—
　　চিরদিন অবরুদ্ধ!
মৃত্যু নহে রে জীবনের শেষ;—
নব-জীবনের নব উন্মেষ!—
　　ফুটে উঠে ঐ দামামার তালে
　　হোথা উঠে তার শব্দ!

মৃত্যু সে যে রে জীবনের সাথে
স্নেহ-শৃঙ্খল-বদ্ধ।
মৃত্যু সে করে নব-জীবনের,
নব-গঠনের সৃষ্টি!
ওরে অবোধ! বারেক সে দিকে
ফিরারে ও তোর দৃষ্টি!
মরণের মাঝে ঐ শুনা যায়—
নব-জীবনের নব পরিচয়!
সে রোষ-কুটিল নয়ন মেলিয়া
করে না অনল বৃষ্টি;
সে সদাই ঐ করুণ নয়নে
করিছে অভয় দৃষ্টি!

তবে কেন ওরে অবোধ অন্ধ,
শঙ্কিত তোর চিত্ত?
তবে কেন তুই মরণের নামে
শিহরি উঠিস্ নিত্য?
মরণ সে শুধু জীবনের পরে
নব জীবনের নব বেশ ধরে;
আসে ফিরে ফিরে,
চলে যায় পুনঃ
এমনি করিয়া নিত্য!
এ সকল দেখি তবু রে অবোধ,
শঙ্কিত কেন চিত্ত?

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তাপ ও আলোক।

তাপ ও আলোকের ভাণ্ডার সূর্য্য। এই সূর্য্যের কথা একটু বলি। সূর্য্য আমাদের বহুদূরে আছেন। তিনি এত দূরে না থাকিলে আমরা তাঁহার তেজ সহ্য করিতে পারিতাম না। সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে। পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে রেলগাড়ী ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল চলিতে পারে, সেই রেলগাড়ীর পৃথিবী হইতে সূর্য্যে পৌঁছিতে ৩৪৩ বৎসর লাগে। মানুষের পরমায়ু হারাহারি ৭০ বৎসর ধরিলে, ৫ পুরুষ লাগে। এইরূপ দ্রুতগামী গাড়ী পৃথিবীকে এক মাসে ঘুরিতে পারে, কিন্তু সূর্য্যকে ঘুরিতে তাহার দশ বৎসর লাগে। আমাদের পৃথিবী যেমন লাটিমের মত ঘোরে, সূর্য্যও সেইরূপ ঘোরেন্। পৃথিবীর লাগে ২৪ ঘণ্টা; সূর্য্যের লাগে ২৫ দিন। এখন ভেবে দেখ, সূর্য্য আমাদের পৃথিবী হইতে কত বড়! পৃথিবীর চারিদিকে যেমন আকাশ (Atmosphere) আছে, সূর্য্যের চারিদিকেও সেইরূপ আকাশ (Photosphere) আছে। এই আকাশ জ্যোতিঃ এবং তেজে পূর্ণ। আমাদের আকাশ ২৫ মাইল ঘন, সূর্য্যের আকাশ ৫০০০০০ (পাঁচ লক্ষ) মাইল ঘন। সূর্য্য 'Photosphere' সহ আমাদের পৃথিবী হইতে এক কোটি ত্রিশলক্ষ গুণে বড়।

সূর্য্যেতে এত তাপ যে, সেখানে সমস্ত পদার্থ বাষ্প হইয়া যায়। এই বাষ্প অগ্নিময়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এমন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা সূর্য্যের উপাদান

জানিতে পারা যায়। সূর্য্যের উপরিভাগের একবর্গ গজ হইতে যে রৌদ্র বাহির হয়, তাহা ছয় 'টন' পরিমাণের তাপের সমান। ১টন প্রায় ২৷৷ মণ। সূর্য্যের আলোকষ্ঠ বা কর্ত্ত চুণের গোলা Hydrogen এবং Oxygen মিশ্রিত অগ্নিশিখায় পোড়াইলে এমন আলো হয় যে, আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি না। এমন উজ্জ্বল গোলা সূর্য্যের সম্মুখে ধরিলে একটি কাল গোলার মতন দেখায়।

সূর্য্য-কিরণ সৌরজগতের সর্ব্বত্র বিতরিত হইতেছে। সেজন্য আমাদের পৃথিবী অপেক্ষাকৃত অতিশয় অল্প তেজ পায়। সূর্য্যের তেজকে যদি দুইশত সাতাশ মিলিয়ন অর্থাৎ বাইশ কোটি সত্তর লক্ষ ভাগে বিভক্ত করা যায়, তবে তা'র মধ্যে পৃথিবী একটি ভাগমাত্র পায়।

সূর্য্যের দ্বারা আমাদের কি উপকার হয় ? আমরা সকলেই মোটামুটি জানি, সূর্য্য আলোক ও বাষ্প দেন ; কিন্তু এ বিষয়ের বৃত্তান্ত সকলে জানে না। আলোক এবং উত্তাপ ব্যতীত কোন জীব বা উদ্ভিদ্ বাঁচে না। যেখানে যতপ্রকার তাপ আছে, কি আমাদের শরীরে, কি আমাদের বাহিরে, সে সমস্তই সূর্য্য তেজের অংশ। এই তেজ আমাদের রক্ত পরিষ্কার করে এবং সমস্ত শারীরিক-যন্ত্র-চালনার সহায়তা করে। সূর্য্যতেজে ও আলোকের ফলে উদ্ভিদের এমন নয়নতৃপ্তিকর সবুজবর্ণ হয়। এই বর্ণ আমাদের জীবনের বহু উপকারী। সূর্য্যতেজের chemical বা রাসায়নিক শক্তির দ্বারা carbonকে oxygen হইতে বাহির করিয়া উদ্ভিদ্ এবং জীবের জীবন রক্ষা হয়। আমাদের দেহযন্ত্র সূর্য্যের শক্তিতেই চলে।

আহা ! আমাদের মত ক্ষুদ্রপ্রাণীর জন্য কৃপাময় বিধাতা এতবড় বিশাল সূর্য্য এবং সৌরজগৎ সৃষ্টি করেছেন ?

"তাঁর গুণে পূর্ণ জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মহিমা !
প্রকাশে জগৎ তাঁর মহিমার কণিকা।"

আলোক।

যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য পাইলে আর পরিষ্কার বায়ু সেবন করিলেও আলোকের অভাবে আমরা সুস্থ ও সবল থাকিতে পারি না। আলোক ও উত্তাপ পরস্পর সংযুক্ত। সেইজন্য ঘরের দীপ নিবাইলে সব ঠাণ্ডা হয় আলোকের অভাবেই রাত্রি দিন অপেক্ষা ঠাণ্ডা।

মাঠে দূর্ব্বা-ঘাসের উপর একখানা ইট রাখিয়া কয়েক দিন পরে তাহা তুলিয়া দেখিলে, দেখা যায় যে, ঘাসগুলি হলদে বা ফ্যাকাসে-বর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘাসগুলা অনেক দিন চাপা থাকিলে একেবারে মরিয়া যায়। যে-সকল গাছ ও শাকসব্জি আওতায় পড়ে, সেগুলা একেবারে মরিয়া না গেলেও, ভালরূপ হয় না। অন্ধকার ঘরে বা সঙ্কীর্ণ সহরে যাহারা বাস করে, তাহারা পাণ্ডুবর্ণ হয়। পূর্ব্বকালে বন্দীদিগকে ভূমির মধ্যে অন্ধকার ঘরে রাখা হইত। তাহারা খাদ্য এবং বাতাস পাইয়াও শীঘ্র মরিয়া যাইত। অন্ধকার ঘরে থাকিলে কেবল যে বর্ণ বিবর্ণ হয়, তাহা নয় ; সমস্ত শরীর দুর্ব্বল হয় এবং রোগ-প্রবণতা বাড়ে।

আলোকের অভাবে এরূপ কেন হয় ? গাছ বাতাস হইতে Carbonic Acid এবং ভূমি হইতে লবণ ও জল লইয়া আপনার দেহ গঠিত করে। প্রথমে 'কারবন'কে

(কয়লা) চিনি করে; চিনির দ্বারা গাছের কাঠ ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। এই সকল গাছের মধ্যে এত (starch) শ্বেতসার। শ্বেতসার গুঁড়াইলে চিনি হয়। চিনি করিবার কল—গাছের সবুজ পাতা। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রদ্বারা গাছের পাতা দেখিলে দেখা যায় যে, পত্রের কতক অংশে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলা আছে। এই গোলাগুলিই চিনি করিবার কল। সূর্য্যালোক এই কলকে নির্ম্মাণ করে এবং চালায়। গাছের সবুজবর্ণ বাতাস হইতে Carbon লইয়া oxygen ছাড়িয়া দেয় বলে, বাতাস পরিষ্কার হয় এবং উহা আমাদের দেহের নানাপ্রকার কাজ করে।

যেমন গাছ-সম্বন্ধে তেমনি আমাদের রক্ত-সম্বন্ধেও সূর্য্যালোকের প্রয়োজন। রক্তে (serum সিরম আছে। 'ব্লিটাবের' ফোস্কা গলে যে প্রকার রস বাহির হয়, সিরম সেই প্রকার। এই সিরমে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল গোলা এবং অল্পসংখ্যক সাদা গোলা আছে। লাল গোলার বর্ণই রক্তের বর্ণ। যে রোগ-বীজ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, সাদা গোলাগুলি তাহা নষ্ট করে। রক্তের বর্ণ যতই লাল হয়, ততই ভাল। রক্তবর্ণই আমাদের মাংস ও ত্বকের বর্ণ। সূর্য্যের আলোক আমাদের শরীরে পড়িলে, আমাদের শরীর এক প্রকারে উত্তেজিত হইয়া লাল রক্ত তৈয়ারি করে। লাল রক্ত ব্যতীত খাদ্যদ্রব্য ভাল জীর্ণ হয় না এবং আমাদের নিঃশ্বাসের ঠিক্ রকম কাজ হয় না। সেজন্য আমরা দুর্ব্বল হই এবং আমাদের বর্ণ পাণ্ডু হয়। যথেষ্ট পরিমাণে সূর্য্যালোক ও তাপের প্রয়োজন। কিন্তু অতিশয় আলোক বা তেজ মহানিষ্টকর। এমন কি সময়ে সময়ে তাহাতে আমরা মরিয়া যাইতে পারি।

শ্রীব্রজমোহন বসু।

কি নাই আমার ?

১

কি নাই আমার প্রভো ! কি নাই আমার ?
দিলে প্রিয় পরিজন, সহায়-সম্বল-ধন,
যতন-সোহাগ-স্নেহ নিকটে সবার ;—
তা'র বেশী ও-চরণে কি চাহিব আর ?

২

কি নাই আমার প্রভো ! কি নাই আমার ?
দিলে রম্য সুশোভন, কি প্রাসাদ অতুলন,
দাসদাসী অগণন নিতে সেবা-ভার ;—
তা'র বেশী ও চরণে কি চাহিব আর ?

৩

কি নাই আমার প্রভো ! কি নাই আমার ?
মিটাতে প্রবল তৃষা, রহে প্রাণে ভালবাসা ;
সন্তোষ-সান্ত্বনা দিলে আরাম অপার ;—
তা'র বেশী ও-চরণে কি চাহিব আর ?

৪

কি নাই আমার প্রভো ! কি নাই আমার ?
করিলেও এত দান, সবি ভগ্ন, সবি-ম্লান !
দাও নি "জীবন" যে গো যা' রহে-সবার !—
"সার্থক-জীবন" বিনা নাহি চাহিবার।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

লাবপুর।

ইহা বীরভূম-জেলার সিউড়ী-মহকুমা-ভুক্ত একটী গ্রামমাত্র। আদমপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ইহা প্রায় ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার লোক-সংখ্যা ৭৫০। এখানে একটী এনট্রেনস স্কুল, একটী মাইনর স্কুল, একটী বালিকা-বিদ্যালয়, একটী সংস্কৃত টোল, একটী চিকিৎসালয়, সব-রেজেষ্টারি অফিস, পুলিস ষ্টেশন এবং পোষ্ট-অফিস আছে। গ্রামটী পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত। প্রবাদ এইরূপ যে, সতীর ওষ্ঠাধর এখানে পতিত হয়। এখানকার ফুল্লরাদেবীর মন্দির অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের সংলগ্নীভূত একটী স্থানে শৃগালগণকে আহার দেওয়া হয়। জীবের প্রতি হিন্দুদিগের কিরূপ দয়া, তাহাই দেখাইবার জন্য, বোধ হয়, শিবা-ভোগ হইয়া থাকে। ভাতই ভোগের উপকরণ। শৃগাল যাহা খাইতে না পারিয়া ফেলিয়া রাখে, তাহাই হিন্দুগণ প্রসাদ বলিয়া ভক্ষণ করে। শৃগাল-গুলি একপ্রকার পোষা বলিলেই হয়। কেহ শুপী শুপী বলিয়া ডাকিলেই তাহারা সন্নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া নিকটে আগমন করে। মন্দিরের সন্নিকটে ৩০০ বিঘা জমি লইয়া একটী শুষ্ক হ্রদ আছে। ইহা 'দল-দল'-নামে খ্যাত। ইহার কোনও স্থানের উপর দণ্ডায়মান হইলে অনেকটা স্থান স্পন্দিত হইতে থাকে বলিয়া ইহার নাম 'দল-দল' হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, ইহাই রামায়ণোক্ত দেবী-দহ। এইস্থান হইতেই রামচন্দ্র নীলপদ্ম লইয়া দুর্গা-দেবীর পূজা করেন।

নলহাটী।

বীরভূম-জেলার অন্তঃপাতী রামপুরহাট-মহকুমার ইহা একটী গ্রামমাত্র। লোক-সংখ্যা ২৬৩৬। এখানে একটী পুলিস ষ্টেশন, সব-রেজেষ্টারী অফিস, মধ্যবৃত্তি বিদ্যালয়, ইন্‌স্পেক্‌শন বাঙ্গালা এবং দাতব্য চিকিৎসা-লয় আছে। স্থানটী চালের মণ্ডী। চালের ব্যবসায় ব্যতীত এস্থানে কাঁসা ও পিত্তলের দ্রব্যাদিরও ভূরি বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রবাদ এইরূপ যে, ইহা রাজা নলের রাজধানী ছিল। অদ্যাপি রাজ-ধানীর ভগ্নাবশেষ সহরের সন্নিকটে 'নলহাটী জীয়া'-নামক একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর দৃষ্ট হয়। এখানে মুসলমানগণের সহিত হিন্দু রাজার ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। পাহাড়ের নিম্নভাগে একটী শীতল নির্ঝরিণী আছে। অপর প্রবাদ এই যে, সতীর কণ্ঠদেশ এখানে পতিত হয় বলিয়া ইহার নাম 'নল' হইয়াছে। এখানকার মন্দিরটী 'নলাটেশ্বরী'-নামে খ্যাত। অন্য প্রবাদ এই যে, সতীর ললাটদেশ এস্থানে পতিত হয়। যাহা হউক, স্থানটী যে পীঠস্থান তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিরীটেশ্বরী।

মুর্শিদাবাদ-জেলার লাল-মহকুমাস্থ ভাগী-রথীর পশ্চিমে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে কিরীটেশ্বরীর মন্দির আছে বলিয়া সেই নামে গ্রামটীর নামকরণ হইয়াছে। এখানে সতীর কিরীট পতিত হয়। ভবিষ্য পুরাণে ব্রহ্মা ও খণ্ডে এ বিষয়ের উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিরীটান্বিতী লাল বেশম দ্বারা

আচ্ছাদিত থাকে। সুতরাং, লোকে তাহা দেখিতে পায় না। এখানে অনেকগুলি মন্দির আছে, তন্মধ্যে একটীতে ১৭৬৪ খৃ খোদিত আছে। মন্দিরগুলির সংস্কার আবশ্যক।

জল্পেশ।

ইহা জলপাইগুড়ি-জেলার দক্ষিণে ময়না-গুড়ি-পরগণার একটী গ্রামমাত্র। লোক-সংখ্যা ২০৮৮। এখানে শিবের মন্দির অবস্থিত। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাণনারায়ণ-নামক জনৈক কুচবিহারের রাজার দ্বারা যে পুরাতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই স্থানের উপর উক্ত মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটী অত্যন্ত বৃহৎ ও সুন্দর। উপরের খিলানটীর ব্যাস ৩৪ ফিট। মন্দিরটী করোদা-নদী-তটে অবস্থিত এবং খাত-দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

এখানকার শিবলিঙ্গটী অনাদি বলিয়া কালিকা-পুরাণে উক্ত হইয়াছে। শিবরাত্রের সময় এখানে একটী মেলা হয়। মেলাটী তিন সপ্তাহ থাকে। জেলার সকল স্থান হইতে এই মেলায় লোক সমাগত হয়। এতদ্ব্যতীত রংপুর, দিনাজপুর হইতেও লোক আসিতে দেখা যায়। ভূটিয়াগণ দার্জ্জিলিং, বক্সা এবং ভূটান হইতে কাপড়, কম্বল, টাট্টু, এবং চামড়া বিক্রয়ার্থ লইয়া আসে এবং কার্পাস, উলীবস্ত্র, পান এবং তামাক ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। মেলাটী খুব জাঁকাল হইয়া থাকে।

বক্সর-(বাক্সর)।

ইহা সাহাবাদ-জেলার একটী সহরমাত্র। ইহা গঙ্গানদী-তটে অবস্থিত। লোক-সংখ্যা ১৩৯৪৫। স্থানটী কলিকাতা হইতে ৪১১ মাইল দূরবর্ত্তী। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে দ্বারা যাত্রিগণ বক্সরে যাইয়া থাকে। সহরটী বাণিজ্যের কেন্দ্র।

বেদ-প্রণেতা অনেক ঋষিই বক্সরে বাস করিতেন বলিয়া ইহার পৌরাণিক নাম 'বেদগর্ভ'। অন্য প্রবাদ এই যে, বক্সর-নামটী 'অঘসর' নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অঘসর-নামে এখানে একটী পুষ্করিণী আছে। অঘসরের অর্থ পাপ-বিমোচক। কালে অঘসর বক্সরে পরিণত হইয়াছে। অন্য কিংবদন্তী এই যে, বেদসীরা নামে জনৈক ঋষি দুর্ব্বাসা'কে ভীত করিবার নিমিত্ত ব্যাঘ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন কিন্তু দুর্ব্বাসার শাপে তাঁহাকে সেই ব্যাঘ্র-মূর্ত্তিতেই থাকিতে হয়। অনন্তর তিনি অঘসরে স্নান করিয়া গৌরীশঙ্করের পূজা করিলে স্বীয় পূর্ব্বরূপ ধারণ করেন। পরন্তু তিনি স্বীয় ব্যাঘ্রমূর্ত্তি-পরিগ্রহের স্মৃতি রাখিবার জন্য স্থানটীকে 'ব্যাঘ্রসর' বা 'বাঘসর'-আখ্যা দেন। বক্সরের নানা স্থান নানা নামে খ্যাত। যথা—রামেশ্বর, বিশ্বামিত্রের আশ্রম এবং পরশুরাম। এখানকার রামেশ্বর-নাথ মহাদেবের একটী বিখ্যাত মন্দির আছে। দূর দূর হইতে লোকে এখানে তীর্থ করিতে আসে।

বক্সরে অযোধ্যার নবাব উজির সুজাউ-দ্দৌলা এবং বঙ্গের স্বাধীন নবাব মীরকাসিম পরাজিত হ'ন্।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

পরিচয়।

এবার তোমাকে চিনেছি হে প্রিয়,
চিনেছি তোমারে আমি ;
তুমি সীমার মাঝারে অসীম হইয়া
সম্মুখে আসো গো নামি !
তুমি বিরহ-ব্যথিত হৃদয়ে আমার
হঠাৎ কখন আসি,
অন্তর-মাঝে গোপন থাকিয়া
বহু কথা ভালবাসি !
তুমি মথিত কর গো হৃদয় আমার
দারুণ আঘাত দিয়া,
তুমি অন্তর-মাঝে তুষানল জ্বাল
পূত করিবারে হিয়া !
তুমি নিশ্চল নীল শরদ্-গগনে
চন্দ্রকিরণে ভাস ;
মধুমাসে তুমি রঙ্গিন পবন
বেয়ে বেয়ে কাছে আস !
রক্ত রঙীন ফাগুয়ার মত
উদয়-অচল হ'তে,
পূর্ব্ব তোরণে হাসিয়া দাঁড়াও
সোনার কিরণ সাথে !
গোধূলির ধূলি মাখিয়া তুমি গো
দেখাও কতই রঙ্গ ;
শেষে সন্ধ্যার মাঝে লুকাইতে চাও
আঁধারে আবরি অঙ্গ !
সেই সে তুমি গো অন্তরে মোর
আছ অন্তরযামী,
এবার তোমারে চিনেছি হে প্রিয়,
চিনেছি তোমারে আমি।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২১)

সমস্ত দিনটা নানা গোলমালে কাটিয়া গেল। নমিতা কেবল ভাবিতে লাগিল, কাল বাদ পরশু, আবার সেই চাঁদপাড়ালে গিয়া পুরাতন কাজে নিযুক্ত হইতে হইবে। ছিদ্রান্বেষী 'মাতব্বর'-গণের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য সতর্ক ভাবে চক্ষু-কর্ণ রুদ্ধ করিয়া, নিতান্ত নিরীহ জন্তু সাজিয়া, অকাতরে সব উৎপাত সহিয়া যাইতে হইবে ! কি চমৎকার কর্ত্তব্য-পালন ! মূক-অস্বস্তি-পীড়নে, তাহার অসহায় ক্লান্ত মনটা এক এক সময় নিরুপায় ক্রোধে হিংসায় উদ্গ্রীব হইয়া উঠিতেছিল। নমিতার মনে হইতেছিল, 'আঃ, ভাগ্য-বলে আজ যদি কোন একটা কর্ম্মখালি-বিজ্ঞাপন'-দাতার ঠিকানা হইতে হঠাৎ নিয়োগ-পত্র আসিয়া পড়ে, তবে বড় সুবিধাই হয় ! ডাক্তারসাহেবকে একটি কথা জানাইবার অপেক্ষামাত্র !—আমার ইস্তফা গ্রহণ করুন।' ব্যস্ তারপর এক মুহূর্ত্তও কালক্ষেপ নয়। এই খল-স্বভাব মানুষগুলার সংস্রব এড়াইয়া হাঁপ ছাড়িয়া সে বাঁচে ! যমালয়ের নূতনত্বও আজ নমিতার কাছে শ্রেয়স্কর, যদি এই

পুরাতন-পাড়ার সীমা ডিঙাইয়া সে যাইতে পারে!

সন্ধ্যার পরে মা'র ঘরের মেঝেয় মাদুর বিছাইয়া বসিয়া নমিতা ও সুশীলকে পড়াইতে পড়াইতে নমিতা অন্যমনস্ক হইয়া ঐ সব কথা ভাবিতেছিল। এইরূপ সময় বাহির হইতে লছ্‌মীর-মা ইসারা করিয়া তাহাকে ডাকিল। নমিতা উঠিয়া যাইতেই লছ্‌মীর মা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া, চুপি চুপি বলিল, 'মা'র রাত্রে খাইবার দুধটুকু সব বিড়ালে খাইয়া গিয়াছে। এখন উপায়? মা ত শুনিতে পাইলে আর কিছু খাইতে চাহিবেন না! কিন্তু তাঁহার মত রুগ্ন দুর্ব্বল মানুষকে অনাহারে রাখা সম্পূর্ণ অনুচিত। সুতরাং, একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে যে!'

পুরাতন চাকরীতে ইস্তফা দেওয়া এবং নূতন চাকরীতে বাহাল হওয়ার যত কিছু কল্পনা-বিপ্লব চকিতে নমিতার মস্তিষ্ক হইতে অন্তর্হিত হইল। হতবুদ্ধি হইয়া সে বলিল, "মা'র দুধ্! সর্ব্বনাশ! না লছ্‌মীর মা, মা'র দুধ চাই-ই। যেমন করে হোক্ যোগাড় কর।"

লছ্‌মীর মা শঙ্কর-চাকরকে ডাকিল। সে বলিল, "নগদ পয়সা পাইলে এখনই সে যেরূপে হোক্, দুধ আনিয়া দিতে পারে।"

মা'র কাছে ঐ সামান্য পয়সার জন্য মিথ্যা কথা বলিতে যাওয়ার ইচ্ছা নমিতার হইল না, কিন্তু তাহার নিজের কাছে যে পাই-পয়সাও একটি অবশিষ্ট নাই, তাহাও খুব ভাল করিয়া তাহার মনে পড়িল। তবুও কি জানি, যদি কোনও দিনের কিছু খুচ্‌রা জমা বাক্সটায় পড়িয়া থাকে! এই ভাবিয়া সংশয়ে উদ্বিগ্ন নমিতা বলিল, "আচ্ছা, একবার দেখাও, লছ্‌মীর মা! বাক্সটা খুল্‌বো।

স্বীয় শয়নকক্ষে আসিয়া নমিতা হাত-বাক্সটা খুলিল; দেখিয়া বলিল,—'কিছু নাই, কিছু নাই!' যখন যাহা পায়, তখনই হিসাব বুঝাইয়া মা'র হাতে সে সব সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়! নিজের খরচ বলিয়া, বা হঠাৎ যদি দরকার পড়ে বলিয়া, কখনও ত এক পয়সা সে লুকাইয়া রাখে নাই। পাছে মা'র হাত-খরচে অকুলান পড়ে, পাছে তাঁহার অসুবিধা হয়, ইহাই ভাবিয়া নমিতা সঙ্কুচিতা হইয়া থাকে; নিজের প্রয়োজনের কথা কখনও ভাবিবার সময় পায় নাই। আজ সহসা এ যে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার!

নিজেকে মূর্খ, নির্ব্বোধ, অর্ব্বাচীন, অপরিণামদর্শী—যা ইচ্ছা তাই বলিয়া মনে মনে গালি দিয়া, সমস্ত বাক্সটা ওলট্ পালট্ করিয়া দেখিতে দেখিতে, কাগজপত্রের সহিত ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর দেওয়া সেই নোট-দুইখানি নমিতার হাতে উঠিল।—নমিতা অবাক্ হইয়া গেল! সে-দিন সে এই বাক্স'র মধ্যে কখন্ নোট-দুইখানা রাখিয়াছে, কিছুই মনে নাই! নোটের কথাই যে একেবারে সে ভুলিয়া গিয়াছে!

নোট-দুইখানা চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিতে নমিতার সাহস হইল না। একখানা কাগজ টানিয়া তাহার উপর চাপা দিয়া, নির্ব্বাক হইয়া সে ভাবিতে লাগিল। বুকের ভিতর কি, যেন একটা ভয়ঙ্কর গুরুভার বস্তু, সবেগে তোলাপাড়া হইতে লাগিল!

খানিকটা পরে, সহসা মুখ তুলিয়া অস্বাভাবিক বিকৃত স্বরে নমিতা বলিল, "লছ্‌মীর মা, আজকের মত ঐ ক'টা পয়সা

কারো কাছে ধার নিতে পার?—" নমিতার কণ্ঠস্বর জড়াইয়া গেল। সে মুখ নত করিল।

বহুদিনের পুরাতন-বিশ্বাসী লোক লক্ষ্মীর মা অতি-শৈশব হইতে নমিতাকে নিজ-হাতে মানুষ করিতেছে। এই সংসারের সমস্ত সুখ-দুঃখের সহিত তাহার জীবন-স্রোত এক সঙ্গে মিশিয়া রহিয়া যাইতেছে।—এই সংসারের প্রাণীগুলির সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে। লক্ষ্মীর মা নমিতার ভাব দেখিয়া অবস্থা বুঝিল; মনের দুঃখ মনে চাপিয়া, হাসি-মুখে গর্ব্বিতভাবে বলিল, 'তার জন্য কি হইয়াছে? আমার ভাঙ্গা-তোরঙ্গটা খুঁজিলে পুরাতন কাপড়-চোপড়ের সহিত এখনই অমন দুই দশ আনা খুচরা পয়সা পাওয়া যাইবে। এতক্ষণ বলিতে হয়!"

আলো রাখিয়া লক্ষ্মীর মা চলিয়া গেল। সে পয়সা যোগাড় করিতে পারিল কি না, তাহা জানিতে যাইবার শক্তি বা সাহস কিছুই নমিতার জুটিল না। নমিতার বোধ হইল লক্ষ্মীর মা'র হাতে একটি পয়সা নাই। তাহার মাহিনার টাকা ত মাসে মাসে পোষ্ট অফিসে বিমল জমা দিয়া ফেলে। খুচরা পয়সা আসিবে কোথা হইতে?.....তবু নমিতাকে আশ্বস্ত করিবার জন্যই, বোধ হয়, সে নিজের সঞ্চয়-সম্বন্ধে এত জোরে 'মুখ-সাপট' করিয়া গেল। এইবার নিশ্চয় শঙ্কর-ঠাকুর বা গোয়ালা-পাড়ের নিকট ধার লইবে! ছিঃ! কি লজ্জা! এত দৈন্যগ্লানি!...হে ভগবন্, এ কি লাঞ্ছনা!

নমিতা বড় দুঃখে নীরব হাসি হাসিল! দর্পহারী নারায়ণ এই ত দর্প চূর্ণ করিলেন! কতটুকু শক্তি দিয়া যে তিনি তাহার মত ক্ষুদ্র জীবকে সংসারে পাঠাইয়াছেন, তাহার ওজনএই এক অভাব-সংঘাতে পরিষ্কার করিয়া বোঝাইলেন্ নয় কি? সে দুর্ব্বল, অক্ষম,—জগতের নগণ্য জীব! গণ্যমান্য ক্ষমতাশীল ব্যক্তির অন্যায় তাহাকে নীরবে সহিতে হইবে; সহিতে সে বাধ্য! ইহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠা, তাহার পক্ষে অপরাধ! অপরাধ! মহাপরাধ!

মনের অবস্থাটার সংশোধন না করিয়া মা'র ঘরে যাওয়া চলে না। নমিতা পড়িবার ঘরে আসিয়া চেয়ারটা টানিয়া লইয়া বসিল। বিমল এখনও বেড়াইয়া আসে নাই। টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছিল। একখানা বই টানিয়া লইয়া নমিতা পড়িতে সুরু করিল।

একটু পরে বারেণ্ডায় জুতার শব্দ হইল। বিমল আসিবে বলিয়া তখনও বাহিরের দুয়ারে খিল বন্ধ করা হয় নাই। কে যেন দুয়ার ঠেলিয়া বাহিরের ঘরে ঢুকিল। নমিতা মনোযোগ দিল না; ভাবিল বিমলই হইবে। আগন্তুক ধীরে ধীরে আসিয়া, ঐ দিকের দ্বার ঠেলিয়া, সতর্কতা-জ্ঞাপক একটু শব্দ করিল।

"বিমল?"—বলিয়া নমিতা মুখ তুলিয়া চাহিল; দেখিল অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া হরজায়া ঘরে ঢুকিতেছেন! এ কি অভাবনীয় ঘটনা! ত্রস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমিতা সসৌজন্যে বলিল, "আসুন, আসুন, নমস্কার; সবাই ভাল আছেন্ ত?—"

গম্ভীর মুখে হরজায়া বলিলেন, "একলা বসে রয়েছ যে, আর কেউ নাই?—"

তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে, স্পষ্টই বোধ হইল, তিনি যেন আর কাহারও উপস্থিতি-বিষয়ে খুব আশা করিয়া আসিয়াছিলেন!

সে নাই দেখিয়া, হতাশ হইতেছেন! নমিতা ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না; গোলে পড়িয়া থতমত খাইয়া বলিল, "মেজ-ভাই 'বল' খেলতে গেছে; সমি-সুশীল, মা'র কাছে রয়েছে; পড়ছে তারা।—আপনি বসুন।"

নমিতা চেয়ারটা টানিয়া তাঁহার দিকে সরাইয়া দিল। দত্তজায়া বসিলেন না; তাচ্ছীল্য-ভাবে সেটা একটু ঠেলিয়া পিছু হটাইয়া দিয়া বলিলেন, "ক' দিন খবর পাই নি, তাই দেখতে এলুম, হাতটা কেমন আছে—?"

দত্তজায়ার এই অযাচিত আগমনটা নমিতাকে যেন এক মুহূর্ত্তে আনন্দে ও আশ্চর্য্যে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল; দত্তজায়ার প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে, সে সরলা বালিকার মত আগ্রহ-ভরা মুখে তাড়াতাড়ি হাতখানা সামনে বিস্তার করিয়া, সহাস্যে বলিল, "বেশ আছে। আজও ব্যাণ্ডেজ আছে; কাল থেকে মলম দেব, ভাবছি। তারপর, আপনি.—হাঁ, এ দিকে এখন কোথায় গেছলেন?"

দ্বারের দিকে চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "একটা 'কলে' গেছলুম, ডাক্তারবাবুও সঙ্গে ছিলেন।..... আমি বল্লুম, এর সঙ্গে দেখা করে যাই। তাই উনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।"—

বিস্ময়ে চমকিয়া নমিতা বলিল, "সে কি! উনি বাইরে! বলতে হয়!" তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর হইতে আলোটা তুলিয়া লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া সলজ্জ হাস্যে নমিতা দত্তজকে বলিল, "আপনিও দয়া করে সঙ্গে আসুন; একবার বলতে বলবেন।"

একটু উপেক্ষার সহিত দত্তজায়া বলিলেন, "তিনি ঐ খানেই আছেন। তুমিই বল না!"

"কি—?" বলিয়া বাহিরের অন্ধকারের ভিতর হইতে অগ্রসর হইয়া ডাক্তার মিত্র টুপী খুলিয়া দ্বারসম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। স্বভাব-সিদ্ধ অতি প্রাতারী চালের মর্য্যাদা রাখিয়া ডান-পা চৌকাঠের উপর তুলিয়া চকিত-কটাক্ষে গৃহমধ্যে চাহিয়া গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কেউ নেই দেখছি! একলা আছ? ঘরে ঢুকতে পারি?"

কথাটা পরিহাসের দিক্ হইতে গ্রহণ করাই উচিত, ভাবিয়া নমিতা বিনীত হাস্যে নমস্কার করিয়া বলিল, "অনুগৃহীত হ'ব। আসুন, আসুন।"

এমন মাননীয় অতিথির অভ্যর্থনার জন্য আরও অনেক বাক্যাড়ম্বর-কৌশল ব্যবহার করা উচিত; কিন্তু নমিতার অনভ্যস্ত রসনায় তেমন কিছু যোগাইল না। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ও চেয়ারটা এ-দিকে ও চেয়ারটা ও-দিকে টানিয়া ঠেলিয়া, বিব্রতভাবে অদ্ভুত হটাপাটি বাধাইয়া, সে নিজেই নিজের আচরণে লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। বাস্তবিক এ-সব রীতি-বদ্ধ অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন-প্রথা নমিতা সবই ভুলিয়া গিয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর হইতে গৃহে অতিথি-সমাগম বন্ধ হইয়াছে। কখন 'ডাক' দিবার জন্য কোন ভদ্রলোক আসিলে, বিমলই নমিতার 'মুস্কিল আসান' হইয়া দাঁড়ায়; আজ এই স্বাগত-সম্ভাষণের প্রয়োজন মুহূর্ত্তে, নিজের অপটুতার সহিত বিমলকুমারের ক্ষমতার উপর নমিতার মনে মনে বেশ একটু শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের উদয় হইল। কোন রকমে অস্তব্যস্তভাব সংবরণ করিয়া ত্রুটির জন্য

কথা চাহিয়া দত্তজায়াকে সে হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইল। ডাক্তার মিত্র টুপিটা টেবিলে রাখিয়া অন্য চেয়ারে হেলান দিয়া বসিলেন। গম্ভীর ভাবে চারিদিকে চাহিয়া গৃহসজ্জা দেখিতে দেখিতে তিনি বলিলেন, "হাতটা কেমন আছে, মিস্ মিত্র? ঘা শুকিয়েছে বেশ?"

দত্তজায়ার চেয়ারের পাশে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া নমিতা সবিনয়ে বলিল, "অনেকটা শুকিয়েছে।"

মনে মনে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে শত সহস্র ধিক্কার দিতে দিতে নমিতা ভাবিল, ছিঃ, এই শিষ্টস্বভাব ভদ্রলোকটির বিরুদ্ধে কত কথাই সে মনে স্থান দিয়াছে! বুদ্ধির ত্রুটি ধরিয়া কেহ তাহাকে 'ছেলে মানুষ' বলিলে নমিতা রুষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে-রাগ নিতান্তই ন্যায়-বিগর্হিত! এই ত তাহার ছেলে-মানুষীর প্রমাণ হাতে হাতে ধরা পড়িল! সত্যই ত, কখন্ কি ক্ষেত্রে, কি একটু সদ্ব্যবহারের ত্রুটি করিয়াছেন বলিয়া, ভদ্রলোক কি তাহাই ধরিয়া বসিয়া আছেন? তাঁহার কি অন্য কাজ নাই? নিশ্চয়ই তিনি গোলমালে তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন! নমিতারই দোষ! সে নিজের সঙ্কীর্ণ মনের মধ্যে, রাজ্যের জঞ্জাল জড় করিয়া, উন্মাদ-বিপ্লবে ধূলা ছড়াইয়া নিজের চোখে-মুখে মাখিতেছে, আর পরের দোষ আবিষ্কার করিয়া নানাবিধ কাল্পনিক অসন্তোষের সৃষ্টি করিতেছে! কি দুর্ভাগা!

টেবিলের উপর হইতে কলমটা তুলিয়া লইয়া একটুকরা কাগজে কালীশূন্য নিবটা খচ্ খচ্ করিয়া বুলাইতে বুলাইতে, ডাক্তার মিত্র বিজ্ঞভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "গ্রহের ফের! একটা সামান্য ক্রুশ বিঁধে কি কষ্ট পাওয়া! আমি প্রায়ই মনে করি আস্‌ব; হ'য়ে উঠে না।—যে কাজের ভিড়!"

নমিতা দত্তজায়াকে লক্ষ্য করিয়া ব্যস্ত ভাবে বলিল, "আপনারা এখন 'কল' থেকে ফির্‌ছেন? চা খাওয়া হয় নি বোধ হয়? একটু 'চা'য়ের বন্দোবস্ত করি, কি বলুন্?

বাধা দিয়া ডাক্তার মিত্র বলিলেন, 'না না, চায়ে কাজ নেই; বরং পান-টান্ থাকে ত দুটো দাও—।"

"এই যে আন্‌ছি,—" বলিয়া নমিতা বাড়ীর ভিতর দিকের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল; ক্ষণ পরে ভিজা-শুষ্ক পান আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল ও নিজে দুইটি পান তুলিয়া লইয়া দত্তজায়াকে দিল।

পান মুখে পুরিয়া দাঁতে করিয়া লবঙ্গ কাটিতে কাটিতে ডাক্তার মিত্র ঠিক্ যেন সম্মুখবর্ত্তিনী দত্তজায়াকেই লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সে দিন এক মজা হয়ে গেছে। মিস্ মিত্রের হাতে ক্রুশ বিঁধে গেছে, তা কি আমি জানি? আমি ভাব্‌লুম রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে ওরা গল্প-সল্প কর্‌ছে, কথাবার্ত্তা কইছে;——ব্যাঘাত দেওয়া অনুচিত ভেবে পাশ কাটিয়ে চলে গেলুম। তাড়াতাড়িও ছিল। 'পোষ্ট-মর্টম কেস্' হাতে। কাজেই অত গ্রাহ্য করি নি; তা ছাড়া তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার ছিল ব'লে আমি আর দাঁড়োলুম্ না। তারপর ডাক্তার-সাহেবের ক্লার্কের কাছে শুন্‌লুম, মিস্ মিত্র দরখাস্ত করেছে, সাত দিন ছুটি চাই। মিস্ স্মিথ্‌ও তা'তে 'সাপোর্ট' করেছেন।—এই সব ব্যাপার! তাই জান্·

নুম। নইলে কে জান্‌ত, মিস্ মিত্রের হাতে ক্রুশ বিঁধেছে—?"

দত্তজায়া অত্যন্ত ভালমানুষীর সহিত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা বৈ কি। না বল্লে আর মানুষ কি করে জান্‌বে? আমিই কি জান্‌তুম? —সেই বল্লুম্ আপনাকে; রাস্তায় হিতলালবাবুর সঙ্গে আস্‌ছিলুম্; নমিতাকে দেখে খেলা-পাগ্‌লা হিতলালবাবু তাস খেল্‌তে যাবার জন্ত জেদাজেদি আরম্ভ কর্‌লে। তাঁকে জানেন ত? মান-অপমান জ্ঞান নেই। খেলার সঙ্গী হবার জন্ত সবাইকে তিনি সাধেন; নমিতাকেও।—তা'পর ও বেগে উঠ্‌ল, মুখের উপর জবাব দিয়ে চলে এল তখন ভদ্দরলোক থ' হয়ে গেলেন—।"

নমিতা অবাক্ হইয়া গেল! হঠাৎ এ কি সুর-বৈচিত্র্য!.....মনের মধ্যে অসহনীয় ক্রোধ-উত্তেজনা গর্জ্জিয়া উঠিল!— মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা,—সব মিথ্যা! ডাক্তার মিত্রের কথা মিথ্যা, দত্তজায়ার কথাও ত সব সত্য নহে! আশ্চর্য্য শক্তি! মুখে মুখে ইহারা এত মিথ্যা বানাইয়া বলেন কি করিয়া? নমিতার স্কন্ধে ইহারা যে-সব দোষ চাপাইতে চাহেন, সে-সকল মিথ্যা দোষকে নমিতা ভয় খায় না, কিন্তু মিথ্যা চাতুরী খেলিবার এই যে চেষ্টা,—ইহা নমিতা ঘৃণা করে, অত্যন্ত ঘৃণা করে! ডাক্তার মিত্র—শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান—অম্লানবদনে এই ঘৃণার্হ মিথ্যায় যোগ দিলেন! আর দত্তজায়া! না। হে ভগবন্, ধৈর্য্য দাও! ইহারা গৃহাগত অতিথি। নমিতার রসনা আজ নীরব অসাড় হইয়া যাউক্।

নমিতার কপাল হইতে দর্ দর্ করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া সে নত-দৃষ্টিতে নির্ব্বাক্ রহিল।

ডাক্তার মিত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নমিতার মুখ-পানে চাহিয়া বলিলেন, "সুরসুন্দর তেওয়ারী, বুঝি, প্রত্যহ ড্রেস্ করতে আসে?—"

কণ্ঠ ঝাড়িয়া নমিতা উত্তর দিল, "সুর-সুন্দর নয়; সমুদ্রপ্রসাদ সিং আসেন।"

তীব্র ভ্রূকুটি করিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "কি রকম? আজ আমি যে নিজে দেখেছি, সুরসুন্দর এসেছিল!"

দীর স্বরে নমিতা বলিল, "হাঁ, শুধু আজ সমুদ্র সিংহের সঙ্গেই এসেছিলেন।—"

"যাই হোক্, এসেছিল ত?" এই বলিতে বলিতে ডাক্তার মিত্রের মুখপানে চাহিয়া দত্তজায়া একটু অর্থপূর্ণ বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। ডাক্তার মিত্রের অধরেও হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। পরক্ষণে গম্ভীর হইয়া টুপিটা টানিয়া লইয়া তিনি উঠিয়া দত্তজায়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর নয়, এবার উঠে পড়ুন্—।"

দত্তজায়া উঠিলেন। শঙ্কর চাকর "ভদ্দর আদ্‌মীদের" আগমন-সংবাদ শুনিয়া আলো দেখাইবার জন্ত বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। সে দ্বার-সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। ডাক্তার মিত্র নমিতাকে শুনাইয়া শুনাইয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী দত্তজায়াকে বলিলেন, "কি জানেন? মিস্ স্মিথ্‌ই বলুন, আর সুর-সুন্দর তেওয়ারীই বলুন,—কাশীবিত্তি, নিম-তলা, সবাইকেই চিনি। যতই যা হোক্, ওঁরা আমাদের পর, বিদেশী; ওদের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা কর্‌তে গেলেই যে ঠক্‌তে

হবে, লোকে তাতে ঠাট্টা কর্‌তে ছাড়্‌বে কেন?"

দত্তজায়া তত্তোধিক গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, "তা তো বটেই!—আর শুধু পর? চিরদিনটা ইতর-সংসর্গে বাস! ওঁরা যে কি ধরের মানুষ!.

খুব একটা প্রকাণ্ড গূঢ়ার্থ-সূচক স্নেহের হাসি হাসিয়া ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "থাক্, থাক্, সে কথায় আর কাজ নাই। যাঁরা না জানেন্, তাঁদের কাছে আর ও-সব তোলা কেন?—চেপে যান্। আসি মিস্ মিত্র, নমস্কার!" তাঁহারা বাহির হইয়া গেলেন।

নমিতা বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িল। তাহার হাত পা থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। একটা বিশ্রী বিভীষিকার আতঙ্ক তাহার সর্ব্বশরীরে যেন অগ্নি-ঝলক্ ছড়াইয়া দিল। সমস্ত স্নায়ু-তন্ত্রীগুলা যেন যন্ত্রণায় অবশ হইয়া আসিতে লাগিল! হে ভগবন্, সে এ কি শুনিল! এ কি ভয়ঙ্কর, এ কি অসম্ভব কথা! মিস্ স্মিথের চরিত্র-সম্বন্ধে কুৎসিত-ইঙ্গিত! স্মিথ্ চিরদিন ইতর-সংসর্গে বাস করিয়াছেন! .....কি সাংঘাতিক বাণী! তাহা কি সত্য? তবে তিনি দেবতার মত অমন অমায়িক স্নেহভরা হৃদয় কোথা পাইলেন? অমন উদার উন্নত প্রাণ কোথা পাইলেন? মিস্ স্মিথের স্বভাব এত অমল? তবে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার এত মনোরম, এমন শ্রদ্ধাকর্ষক, এত ভক্তিযোগ্য কেন? এ কি জটিল রহস্য!

হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া নমিতা গুম্ হইয়া ভাবিতেছিল। মা ঘরে ঢুকিয়া হাপানির টানে থামিয়া থামিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ডাকিলেন, "নমি,—অ-নমি!" চমকিয়া মাথা তুলিয়া মাকে দেখিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল; সজোরে আত্মদমন করিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "আপ্‌নি এখানে কেন এলেন্? এত কষ্টে উঠা-হাঁটা কল্লা!"

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে নমিতার পানে চাহিয়া মা বলিলেন, "ওঁরা কি বল্‌তে এসেছিল? কোনো দর্‌কারী কাজ আছে?—"

প্রসন্নভাবে নমিতা বলিল, "না, না, কিছুই না! ডাক্ থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন, তাই দেখা করে গেলেন।"

একটু নীরব থাকিয়া মা পুনশ্চ বলিলেন, "স্মিথ্, সুরসুন্দর, এদের নাম করে কি সব বল্‌ছিলেন নয়?"

নমিতা ভীত হইল। মা তাহা হইলে বাহির হইতে ডাক্তারবাবুর কথা শুনিতে পাইয়াছেন! কি উৎপাত! একে দুর্ভাবনা ও উদ্বেগে তাহার শরীর-মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহার উপর আবার এই সব ছেঁড়া-ন্যাঠা উপসর্গ!.....মা'র মনটা হাল্কা করিয়া দিবার জন্য নমিতা অগ্রাহ্যের ভাবে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ; বল্লেন, ওঁরা বিদেশী, লোক ভাল নয়; ওঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা অন্যায়।"

শঙ্কিত কণ্ঠে মা বলিলেন, "অন্যায়?"

নমিতা ক্ষণেক নীরব রহিল; তারপর ঈষৎ জোরের সহিত বলিল, "হ্যাঁ, ওদের মতে!.....কাজকর্ম্ম না থাক্‌লে পরকুৎসা নিয়ে সময় কাটানই অনেক মানুষের অভ্যাস। যার তার সম্বন্ধে যা-হোক্, তা-হোক্, বলে দিতে পার্‌লেই হোল; ওতে ত পয়সা-কড়ির খরচ নেই!"

সংশয়-ভীত দৃষ্টিতে কন্যার মুখপানে

চাহিয়া মাতা বলিলেন, "ন্যাখো, তবু ত বল্‌ছেন্, মা! স্মিথ্—হেন মানুষ, তাঁর সম্বন্ধেও……।" তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল এবং তিনি থামিলেন।

একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে নমিতার বুক কাঁপিয়া উঠিল। নতমুখে সে ক্ষণকাল স্তব্ধ রহিল; তারপর ধীরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্ত কোমল কণ্ঠে বলিল, "যার যা ইচ্ছে, সে তাই বলুক্, মা!—মাথার উপর যিনি আছেন, তিনি সত্য-মিথ্যা সবই জান্‌ছেন্। তাঁর পানে চেয়ে কাজ করে যাব, তারপর যা তাঁর ইচ্ছা তাই হবে।"

মাতার ভয়ত্রস্ত বুক কাঁপাইয়া একটা গভীর নিঃশ্বাস বাহির হইল। কিছু না বলিয়া তিনি ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। নমিতাও পিছু পিছু বাহির হইয়া আসিল।

মা আসিয়া ক্লান্ত দেহে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। নমিতা তাঁহার পায়ের কাছে আড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া নিঃশব্দে পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

মুক্ত-মন্দিরে।

রুদ্ধ দুয়ারে আসি', নিতি নিতি ঘা দিয়ে,
ফিরে যাই ভগ্নপ্রাণে, ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে!
ল'য়ে আসি সযতনে ফোটা-ফুলে ভরা সাজি,
ফিরে যাই তাই ল'য়ে—অদৃষ্টস্থষ্ট-ফুলরাজী!
ডেকে বলি, "কে আছ গো? মুক্ত করে
দাও দ্বার,
ভিতরে দেবতা মোর; পূজিব পা-দু'টী তাঁর!"
কাহারও সাড়া-শব্দ কোন দিন পাই নাই,
আঁধারেই এসে একা, আঁধারেই চলে' যাই।

* * * * *

একদিন পূর্ণিমার ফুটফুটে জ্যোৎস্নায়,
না ল'য়ে' কুসুম কোন, গেছি সেথা অনিচ্ছায়।
স্থির জানি মনে মনে, রুদ্ধ সে মন্দির মোর;
জানি না যে, অমানিশা হইয়া গিয়াছে ভোর!
চাঁদের আলোয় দেখি মন্দিরের মুক্তদ্বার,
কে যেন সাজিটী ভরে' রেখে গেছে ফুলভার!—
পরিপূর্ণ জীবনের পরিপূর্ণ আশা ল'য়ে'
প্রবেশিনু জ্যোৎস্নায় স্বরগের সে নিলয়ে।

শ্রীগুণমণি দেবী।

অষ্টাবক্রগীতা।

যুগ যুগ ধরিয়া আমাদিগের দেশের নরনারী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এই জরা-মৃত্যু-রোগ-শোক-তাপময় অনিত্য সংসার হইতে মুক্তি-লাভ করিবার জন্য কি গভীর চিন্তা ও কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন! তাঁহাদের সেই তপঃ-সম্ভূত জ্ঞানরাশি অদ্য আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেছে! নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল এই ধরাধামের উপর দিয়া ঘোর বিপ্লব-বিদ্রোহের সহস্র ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইলেও, ধনবিপ্লব সমুদয় সৃষ্টিত হইলেও, পুরুষপরম্পরাক্রমে

দেশবাসী সেই পূর্ব্বতন ঋষিদিগের আবিষ্কৃত সত্যসকল সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। গ্রন্থাকারে আবদ্ধ হইয়া ঋষিদিগের সেই জ্ঞানালোক অদ্যাপি শত সহস্র বিপথগামী পথিককে সৎপথে পরিচালিত করিতেছে। অষ্টাবক্রগীতা এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। ইহা ব্রহ্মবিদ্যার উদ্বোধক একখানি অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম অবধূতানুভূতি * (অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর অনুভবের বিবরণ)। ইহা মহর্ষি অষ্টাবক্র-প্রণীত বলিয়া সাধারণতঃ অষ্টাবক্রগীতা-নামেই প্রচলিত। ক্বচিৎ অধ্যাত্মশাস্ত্র-নামেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, এই গ্রন্থপ্রণেতা মহর্ষি গর্ভবাস-কালেই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইয়াছিলেন। মহাভারত ও পুরাণপ্রভৃতিতে তাঁহার জীবনের বহুঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতান্তর্গত বনপর্ব্বের ১৩২, ১৩৩ ও ১৩৪তম অধ্যায়ে তাঁহার জীবনী যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহা এস্থানে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

মহর্ষি উদ্দালকের কহোড়-নামে এক ছাত্র ছিলেন। তিনি অধ্যয়ন-সমাপ্তির পর গুরুকন্যা সুজাতাকে বিবাহ করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতে থাকেন। কালক্রমে ঋষিকন্যা সুজাতা গর্ভবতী হইলেন। একদা গর্ভস্থ বালক পিতার বেদাধ্যয়ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"হে পিতঃ, আপনি সমস্ত রাত্রি বেদাধ্যয়ন করেন, কিন্তু তথাপি তাহা সম্যক্ পঠিত হয় না। আমি আপনার প্রসাদে গর্ভে থাকিয়াই সাঙ্গ বেদ-চতুষ্টয় ও নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি; তন্নিমিত্তই কহিতেছি যে, উহা আপনাকর্ত্তৃক সমীচীনরূপে পঠিত হইতেছে না।" মহর্ষি কহোড় তদ্বাক্যে অপমানিত হইয়া কহিলেন, "যেহেতু তুমি গর্ভে থাকিয়াই এতদূর বক্রস্বভাব, তজ্জন্য তোমার অঙ্গের অষ্টস্থান বক্র হইবে।" এই শাপের জন্য বালক অষ্টস্থানে বক্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হ'ন্ এবং অষ্টাবক্র-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উদ্দালকের শ্বেতকেতু নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি বয়সে অষ্টাবক্রের তুল্য ছিলেন। কহোড় আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর বাক্যে ধনার্থী হইয়া বিদেহরাজ জনকের সভায় গমন করেন, এবং তথায় বরুণপুত্র বন্দিকর্ত্তৃক বিচারে পরাস্ত হইয়া পণানুসারে সমুদ্রমগ্ন হ'ন্। পিতার এই বৃত্তান্ত অষ্টাবক্রের নিকট গোপন করা হয়। অষ্টাবক্র উদ্দালকের প্রতি পিতার ন্যায় এবং মাতুল শ্বেতকেতুর প্রতি ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিতে থাকেন। দ্বাদশবর্ষ-বয়ঃক্রমকালে অষ্টাবক্র একদিন শ্বেতকেতুকে উদ্দালকের ক্রোড়ে দেখিয়া আকর্ষণ করেন। তাহাতে শ্বেতকেতু বলেন—"ইহা তোমার পিতার ক্রোড় নহে।" এই বাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া অষ্টাবক্র মাতার নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হ'ন্। পরে তিনি মাতুল শ্বেতকেতুকে সঙ্গে লইয়া জনকের সভায় গমন করিয়া, বন্দীকে পরাজিত করিয়া বরুণলোকবাসী পিতাকে উদ্ধার করেন এবং গৃহে প্রত্যাগমনকালে পিতার উপদেশানুসারে সমন্তা-নদীর জলে স্নান করিয়া পূর্ব্ব-অঙ্গবিশিষ্ট হ'ন্। কিন্তু অঙ্গের

* যো বিধ্যাশ্রমানুবর্ত্তীনাত্মজ্ঞেষু স্থিতঃ পুমান্।
অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে।
যথাক্ষরত্বাৎ বরেণ্যত্বাৎ ধৃতসংসারবন্ধনাৎ।
তত্ত্বমস্যর্থসিদ্ধত্বাদবধূতোঽভিধীয়তে।

বক্রতা দূর হইলেও তাঁহার 'অষ্টাবক্র'-নাম দূর হয় নাই।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাত-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যানটী প্রচলিত আছে। একদা মিথিলাধিপতি জনক চিন্তা করিতে থাকেন—"এই সংসার সদাই দুঃখপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়! আমরা কিছুক্ষণ সুখভোগ করিতে না করিতেই অতর্কিতভাবে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়! কখন্ কিরূপভাবে দুঃখ আসিবে, তাহার কোনও নিশ্চয়ই পাওয়া যায় না। আমরা যতই সাবধান হই না কেন, যতই শ্রমশীল, উপার্জ্জনশীল অথবা ধনশালী হই না কেন, একেবারে দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি না। অতি-কষ্টে বর্ত্তমান দুঃখ-সকল হইতে পরিত্রাণের উপায় করিতে না করিতে আবার বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়! এমন কি, সুখভোগ-কালেও দুঃখের আশঙ্কায় বিদ্যমান সুখও তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। আবার একজাতীয় সুখ বহুবার ভোগ করিলে, তাহা হইতে পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ পাওয়া যায় না। তখন যদি পুনরায় সুখের মাত্রা অধিক করিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করা যায়, তবে ভোগাতি-শয্যে শরীর বিকল হইয়া পড়ে এবং চিত্ত অনবহিত ও প্রমাদযুক্ত হইয়া বহুতর বিপদ্-রাশির মধ্যে ধাবিত হয়। বস্তুতঃ, সুখেই হউক, দুঃখেই হউক, কোন প্রকারেই আমরা নিজেকে নিরাপদ্ বোধ করিতে পারি না। অতএব কিরূপে এই অসার সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু মুক্তপুরুষ, অর্থাৎ যিনি স্বয়ং সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত, সেই পুরুষ ব্যতিরেকে আর কাহারও নিকট যথার্থ উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে না।" যখন রাজা জনক এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, তখন সেই স্থলে যদৃচ্ছা-ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষি অষ্টাবক্র আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন্। তাঁহাকে দেখিয়া রাজার মনে হয়, 'এই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কুরূপ।' সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ অষ্টাবক্র রাজার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "হে রাজন্, আপনি দেহদৃষ্টি-পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মদৃষ্টিপরায়ণ হউন্। দেহ বক্র হইলেও আত্মা কখনও বক্র হয় না। হে রাজন্, যেরূপ নদী বক্র হইলেও তাহার জল বক্র হয় না, যেরূপ ইক্ষুযষ্টি বক্র হইলেও তাহার রস বক্র হয় না, সেইরূপ পাঞ্চভৌতিক এই দেহ বক্র হইলেও, আত্মা কখনও বক্র হয় না। আত্মা নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, সর্ব্বব্যাপী, জ্ঞানময়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অখণ্ড, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য, অশোষ্য, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, এবং মুক্ত-স্বভাব। অতএব হে রাজন্, আপনি দেহদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া, আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন হউন্।" ইত্যাকার বাক্য শ্রবণ করতঃ রাজা ব্রহ্মজ্ঞ গুরু-সন্দর্শনে নিষ্কামনোরথ হইয়া মহর্ষির চরণবন্দনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। তখন অষ্টাবক্র যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাই অষ্টাবক্রগীতা-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহার মূল ও অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

বিশ্বেশ্বরস্বামি-প্রণীত অধ্যাত্মপ্রদীপ-নামে এই গ্রন্থের একখানি উৎকৃষ্ট টীকাগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই টীকাও মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ণানন্দতীর্থ, তাত্ত্বরানন্দস্বামী

এবং মুমুক্ষুমুনি যথাক্রমে এই গ্রন্থের তিনখানি টীকা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এগুলি অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

অষ্টাবক্রগীতা যে কত প্রাচীন, তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। কিন্তু ইহা যে একখানি অতিপ্রাচীন গ্রন্থ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, ইহার রচনাপ্রণালী অত্যন্ত সরল। দ্বিতীয়তঃ, ইহার সরলতা সত্ত্বেও ইহার চারিখানি বা ততোঽধিক টীকা বিরচিত হইয়াছে। অত্যন্ত প্রাচীন না হইলে এই অতিসরল গ্রন্থের এতগুলি টীকা হইত না। তৃতীয়তঃ, ইহা অদ্যোপান্ত সরল অনুষ্টুপ্‌ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। অতএব সম্ভবতঃ দীর্ঘছন্দঃসকল উদ্ভাবিত হইবার পূর্ব্বেই ইহা বিরচিত হইয়া থাকিবে। চতুর্থতঃ, এই গ্রন্থের একবিংশ প্রকরণে প্রত্যেক প্রকরণের শ্লোক-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ইহাতে দেখা যায়। এই সমস্ত শ্লোক কালে কালে ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। এই সকল কারণে ইহাকে একখানি অতি-প্রাচীন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে।

অতঃপর মূল ও অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

অষ্টাবক্র-গীতা।

প্রথম-প্রকরণ।

জনক উবাচ।—

কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তি র্ভবিষ্যতি।
বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্তমেতৎ ব্রূহি মে
প্রভো ॥১॥

রাজা জনক মহর্ষি অষ্টাবক্রকে বলিলেন, "হে প্রভো, কিরূপে (মনুষ্য) প্রকৃতজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, কিরূপেই বা (তাহার) মুক্তি হইতে পারে এবং কি উপায়েই বা বৈরাগ্য-লাভ হয়—ইহা আমাকে বলুন্। ১।

অষ্টাবক্র উবাচ।

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্ ভজ ॥২॥

অষ্টাবক্র বলিলেন।—হে তাত, যদি মুক্তির অভিলাষ কর, তবে ভোগবাসনা বিষের ন্যায় ত্যাগ কর এবং ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সন্তোষ ও সত্য অমৃতের ন্যায় গ্রহণ কর।২।

ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নির্ন বায়ুর্দ্যৌর্ন বা ভবান্।
এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে ॥৩॥

(হে রাজন্,) আপনি পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু অথবা আকাশ নহেন; (অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক দেহ আত্মা নহে।) মুক্তিলাভার্থ এই সকলের সাক্ষী আত্মাকে চিন্মাত্র বলিয়া অবগত হও।৩।

যদি দেহং পৃথক্কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥৪॥

যদি আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া চিৎস্বরূপে অবস্থান করিতে পার, তবে এই-ক্ষণেই সুখী, শান্ত ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।৪।

ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব ॥৫॥

তুমি ব্রাহ্মণাদি-বর্ণী নহ, তুমি ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আশ্রমধারী নহ। তুমি ইন্দ্রিয়সমূহের অগোচর। তুমি চিত্তধর্ম্মের দ্বারা অলিপ্ত, নিরাকার এবং জগতের সাক্ষিমাত্র—(আত্মাকে এইরূপ জানিয়া) সুখী হও।৫।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং বাসনানি ন তে বিভো।
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্ব্বদা ॥৬॥

তুমি (শুদ্ধস্বরূপ) সর্ব্বব্যাপী আত্মা; অতএব ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ এবং শুভ ও অশুভ সংস্কার, এ-সমস্ত চিত্তধর্ম্মের দ্বারা তুমি লিপ্ত নহ। তুমি দেহাদিদ্বারা অনুষ্ঠিত ব্যাপারের কর্ত্তা নহ এবং সেই সকল ব্যাপার-জনিত ফলের উপভোক্তাও নহ। বাস্তবিকপক্ষে তুমি সর্ব্বদা মুক্তই আছ।৬।

একো দ্রষ্টাসি সর্ব্বস্য মুক্তপ্রায়োঽসি সর্ব্বদা।
অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারং পশ্যসীতরং ॥৭॥

তুমি সর্ব্বভাবের একমাত্র দ্রষ্টা, তুমি সর্ব্বদা মুক্তপ্রায়। ইহাই তোমার একমাত্র বন্ধন যে, তুমি নিজেকে দ্রষ্টাভিন্ন অন্যবিধ বিবেচনা কর।৭।

অহং কর্ত্তেত্যহঙ্কারমহাকৃষ্ণাহিদংশিতঃ।
নাহং কর্ত্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব ॥৮॥

তুমি, "আমিই দেহাদিব্যাপারের কর্ত্তা" এই অহঙ্কাররূপ ভীষণ কৃষ্ণসর্পের দ্বারা দষ্ট। "আমি ঐ সকলের কর্ত্তা নহি"—এই বিশ্বাসরূপ অমৃত পান করিয়া সুখী হও।৮।

একো বিশুদ্ধবোধোঽহমিতি নিশ্চয়বহ্নিনা।
প্রজ্বাল্যাজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখী ভব ॥৯॥

"আমি কেবল বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ"—এই স্থিরবিশ্বাসরূপ অগ্নিদ্বারা অজ্ঞানরূপ গহনবন দগ্ধ করিয়া বিগতশোক হইয়া সুখী হও।৯।

যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ।
আনন্দঃ পরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখী ভব ॥ ১০

রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় যাহাতে এই বিশ্ব কল্পিত হইয়া প্রকাশ পায়, তুমি সেই পরমানন্দময় আনন্দস্বরূপ বোধমাত্র,—ইহা জানিয়া সুখী হও ॥ ১০।

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিংবদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ
॥ ১১ ॥

যিনি আপনাকে মুক্ত বলিয়া মনে করেন, তিনি মুক্ত হ'ন্ এবং যিনি আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করেন তিনি বদ্ধ হ'ন্—এই কিংবদন্তী বাস্তবিক সত্য। যাহার যদ্রূপ বুদ্ধি, তাহার গতিও তদ্রূপ ॥ ১১ (ক্রমশঃ)

শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

কন্যার বিবাহে মাতার উপদেশ।

শ্রীমতি সুকৃতি! প্রেমময়ের অশেষ দয়ায় তুমি আজ জীবনের যে নূতন অধ্যায় আরম্ভ করলে, মানবজন্মের চরম পরিণতির সে-টি হচ্ছে প্রধান সোপান। যে অক্ষয় বাঁধনে তুমি আজ বাঁধা পড়্‌লে, সে-টি স্বর্গের পবিত্র বাঁধন। কিন্তু তা সুগভীর দায়িত্ব ও সুকঠিন কর্ত্তব্যভারে ভরা। সেই চিরনির্ভরের উপর স্থির বিশ্বাস রেখে, তুমি যদি সে দায়িত্ব নত-মস্তকে স্বীকার করে নাও ও তোমার কর্ত্তব্য-গুলি যথাসাধ্য পালন করে চলো, তা হলে তাঁর আশীর্ব্বাদে এটিকে তোমার সোনার বাঁধন বলেই মনে হবে।—আর তোমাদের দু'জনের মিলিত-জীবন-ধারা গানের তানের মত চির-সুধাধারে বহে যাবে!

তোমাদের আজ্‌কের এই যে শুভমিলন, এটি আকস্মিক, নিয়তির খেলা নয়, জেনো। কত যুগ-যুগান্তর জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমাদের দুটি আত্মা পরস্পরের দিকে ব্যাকুল আগ্রহে

ছুটে আস্‌ছে। এর আগে তোমরা কতবার মিলেছ; আবার বিশ্ববিধানের অমোঘ নিয়মে কতবার বিচ্ছিন্ন হয়েছ! এ জীবনের আরম্ভেও তোমরা বিচ্ছিন্ন ছিলে; দু'জনেই দু'জনকার অজানা, অচেনা ছিলে! কিন্তু মিলনের সেই নিগূঢ় যোগসূত্রটি অলক্ষ্যে কাজ কর্‌ছিল, তাই এতদিন পরেও উভয়ে উভয়কে দেখ্‌বার মাত্রই, তোমাদের পরস্পরের অন্তর অধীর আকুলতার সঙ্গে পরস্পরের দিকে ছুটে গেল। তোমরা দুটিতে যে চির-আপন, তোমরা দু'জনেই যে দু'জনকার পূর্ণতা, জীবনযাত্রার পথে তোমাদের একজনের অন্তকে নইলে যে-নয়, তোমাদের যে মিল্‌তেই হবে, সে কথা তোমরা নিমেষের মধ্যেই মনে অনুভব কর্‌লে। এটি বিধাতার নির্দ্দিষ্ট বিধান যে! তাই এই শুভলগ্নে পুণ্যক্ষণে তোমরা দু'জনে নিবিড় চিরমিলনে মিলিত হলে। যাঁর অসীম প্রেমে তোমরা দু'জনে মিলে, সংসার-সাগরে তোমাদের জীবনতরণীখানি আজকের এই শুভদিনে ভাসিয়ে দিলে, তাঁকেই তোমরা সে তরীখানির কাণ্ডারী কোরো। তোমাদের এই শুভযাত্রার আরম্ভে তিনিই তাঁর অনুকূল প্রসাদ-পবনের সঞ্চার কর্‌বেন; তিনিই তোমাদের অন্তরে চিরকল্যাণের শুভশক্তি দেবেন। তোমরা শুধু সেই চির-সত্যকে জীবনের ধ্রুবতারা করে "সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে" সম্পূর্ণ নিরলস থেকে, আনন্দিত চিত্তে তোমাদের তরীখানি বেয়ে যেয়ো; তা হলেই তোমাদের জীবন সেই কল্যাণস্বরূপের প্রসাদে মধুময় অমৃতময় হয়ে উঠ্‌বে।

* * * *

বড় সাধ করে আমরা তোমার "সুকৃতি" —এই নাম রেখেছিলাম; এ জীবনে ছোটবড় আত্মীয় অনাত্মীয়, ধনী দরিদ্র, যারই সংস্পর্শে আস্‌বে, সকলকে সুখী করে তোমার সে-নামটি সার্থক কোরো। আমাদের শুভ ইচ্ছা তোমাকে ঘিরে থাক্। ভগবান্ তোমার সহায় হোন্।

মা, আজ তোমাকে যাঁর হাতে সঁপে দিলাম, এ সংসারে তিনিই তোমার সবচেয়ে আপন। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, তুমি তাঁর অনুবর্ত্তিনী হয়ো; তাঁর আনন্দ-বিষাদের সমান অংশ নিয়ো; সব বিষয়ে তাঁর চির-সঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী হয়ো; তাঁকে সুখী করে নিজে সুখী হয়ো। সর্ব্বোপরি, তোমাদের সুখশান্তি, কল্যাণ ও অন্য সমস্ত কামনা, বাসনা ঈশ্বরের শ্রীচরণে সম্পূর্ণ নিবেদন করে দিয়ো। এ জীবনে যা কিছু পাবে বা হারাবে, তা তাঁরই দান মনে করে, মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়ো।—অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস রেখো যে, যিনি এ পর্য্যন্ত তোমাদের সর্ব্ববিষয়ে রক্ষা করে এসেছেন, ভবিষ্যতে চিরদিনই সেই করুণাময় তোমাদের রক্ষা কর্‌বেন।

হে প্রভু, হে প্রেমময়! তোমার শ্রীচরণ-কমলে আজ আমার পরম স্নেহের ধন-দুটিকে নিঃশেষে সঁপে দিলাম। তোমার অসীম স্নেহের ছায়ায় তুমি এদের ঢেকে রেখো, নাথ! সংসার-পথের এরা দু'টি নবীন পথিক; —এদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তোমার আলোকে এদের পথ দেখিয়ো, স্বামী! এরা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় যদি, তুমি এদের তোমার দিকে ফিরিয়ে এনো। সুখে-দুঃখে, আনন্দে-

বিষাদে এদের দুর্গল-হৃদয়কে তোমার পানে উন্মুখ করে রেখো। তুমি এদের সম্পূর্ণ তোমার করে নিয়ো, পিতঃ! তোমার কাছে আমার সমস্ত অন্তরের এই একান্ত আকুল ভিক্ষা! এদের চিরজীবনে তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্! ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আশীর্ব্বাদিকা—

মা।

চক্ষুর দ্বারা মানবের পরিচয়।

চক্ষু মানবের একটী প্রধান সম্পদ্ ও সৌন্দর্য্য। কোনও ব্যক্তির অন্তঃকরণে দুঃখ, শোক কিংবা আনন্দ উপস্থিত হইলে চক্ষুই তাহার মর্ম্মের গুপ্ত কথাটী অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। যাহার অন্তঃকরণ দুঃখ ও শোকের জ্বালায় জর্জ্জরিত, তাহার নয়ন-দুইটী কি কখনও আনন্দোজ্জ্বল হইতে পারে? বিশ্বাসপূর্ণ নয়নে ও সন্দিগ্ধ নয়নে তুলনা করিয়া দেখিলে, উভয়ের প্রভেদ কি কিছুই পাওয়া যাইবে না? ঐ দুই প্রকারের চক্ষু যে বিভিন্ন গঠনে গঠিত, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। গোল গোল, ভাসা ভাসা, পটলচেরা, নীল- ও কাল-তারা-বিশিষ্ট চক্ষুগুলির পরস্পরের কি প্রভেদ এবং নানা গঠনে গঠিত চক্ষু মানব-চরিত্র ও অন্তঃকরণের কি নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়া দেয়, তাহা জানিলে, বোধ করি, সদাশয় পাঠক-পাঠিকাদিগের কোনও ক্ষতি হইবে না।

(১) যে-ব্যক্তির চক্ষুর্দ্বয় পরস্পরের অতি-নিকটে অবস্থিতি করে, সেই ব্যক্তি অতিশয় ঈর্ষাপরায়ণ ও ছিদ্রান্বেষী হয়।

(২) যে ব্যক্তির চক্ষুর্দ্বয় পরস্পরের অতিদূরে থাকে, সেই ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর ও সূক্ষ্ম হয়।

(৩) গভীর-কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষু বিষাদ ও উৎকণ্ঠার পরিচায়ক।

(৪) কোটর হইতে বহির্গত চক্ষু আত্ম-প্রসাদের লক্ষণ প্রকাশ করে।

(৫) বিস্তৃত গোল চক্ষু যাহার, সে ব্যক্তির আত্মসংযমের শক্তি নাই; তাহার মন সঙ্কীর্ণ, সন্দিগ্ধ ও জল্পনা-প্রিয়।

(৬) তির্য্যক্‌কৃতি চক্ষু কুটিল-চরিত্রের চিহ্ন।

(৭) ধূসরবর্ণ (Gray) চক্ষু বুদ্ধি, স্বার্থ-ত্যাগ ও কঠোর বিচারকের অভিজ্ঞতা বুঝায়।

(৮) পিঙ্গলবর্ণ (Brown) চক্ষু নির্ভীকতা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রীতির পরিচায়ক।

(৯) যখন পিঙ্গল চক্ষুর ভ্রূ ধনুকের ন্যায় বিস্তৃত, তখন উহা অস্থিরতার পরিচয় দেয়।

(১০) একটু কাল মিশ্রিত পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু হইতে প্রগাঢ় সহানুভূতি বুঝা যায়। ঐরূপ চক্ষুর অধিকারীকে কখনও বিশ্বাস করিতে নাই।

(১১) উজ্জ্বল কাল চক্ষু অল্পবুদ্ধি ও দৈহিক শক্তির চিহ্ন।

(১২) খুব ফিকে নীল চক্ষু প্রতারণা ও নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক।

(১৩) রক্তাভ নীল চক্ষু অনুরাগ ও ব্যাকুলতা জানায়।*

শ্রীমতী সুষমা সিংহ।

---

* অনুদিত।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গাড়ীকে ধৌত করিতে প্রচুর জলের আবশ্যক। সহিসের নিকট ঝাড়ন, গাড়ীর ব্রাস, এবং স্পঞ্জ থাকা উচিত। এগুলি না থাকিলে গাড়ীকে পরিষ্কৃত রাখা সুকঠিন।

অশ্বসজ্জার জন্য প্রদীপের ভূষা সঞ্চিত থাকা আবশ্যক।

অশ্বশালার প্রয়োজনীয় বস্তুনিচয়।—

মোম-রোসন :—দেড় সের চর্ব্বি, এক সের মোম এবং আধ সের তার্পিন-তৈল মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিলে, যখন তাহা ফুটিতে থাকিবে, তখন তাহার গাদ কাটিয়া নামাইয়া লইতে হইবে। ইহাকেই মোম-রোসন কহে।

অশ্বসজ্জার কাই :—১ ছটাক চর্ব্বি ও ৩ ছটাক মোম দ্রব করিবে। তাহাতে ৩ ছটাক মিশ্রি-চূর্ণ, ১ ছটাক কোমল সাবান, ১ ছটাক প্রদীপের ভূষা, এবং ½ ছটাক নীলচূর্ণ যোগ করিবে। এগুলিতে এক পেয়ালা তার্পিন তৈল মিশ্রিত করণান্তর টিনের মধ্যে রাখিয়া দিবে। পালিস করিতে হইলে বা কাল রং চড়াইতে হইলে, ইহা লইয়া ঘর্ষণ করিলেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে।

ধূসর-বর্ণের অশ্ব-সজ্জার মসলা :—একটা লেবু কাটিয়া তাহার অর্দ্ধ ভাগ দ্বারা সজ্জা পরিষ্কার করিবে এবং কোমল সাবান দ্বারা ধৌত করিয়া মোম-রোসন (যদি আবশ্যক হয়) ব্যবহার করিবে।

মরিচা উঠান—Peroxide of tin এবং oxalic acid জলের সহিত লাগাইতে হইবে। পাঁচ মিনিট কাল রাখিয়া পরে জল দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিলেই মরিচা উঠিয়া যাইবে।

চাকার জন্য তৈলময় পদার্থ :—১ সের চর্ব্বি ও ১ বোতল সর্ষপ তৈল গলাইয়া ছাকিয়া লইলেই ইহা প্রস্তুত হইবে।

ঘোড়া যদি ঘাড়ের লোম বা ল্যাজ ঘসে তবে তাহার প্রতিবিধান—কাঁচা খাদ্য প্রদান ও 'কার্ব্বলিক' তৈল ব্রক্ষণ। কেরোসিন তৈল ব্রক্ষণ করিলে লোম গজাইয়া থাকে।

অশ্বের জন্য সাধারণ ঔষধি।—

চোকর-পিণ্ড :—একসের চোকর একটা নাদার রাখিয়া, তাহাতে উষ্ণজল ছাড়িয়া দিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চোকর না জলে নিমজ্জিত হয় ততক্ষণ উষ্ণজল মিশ্রিত করিতে হইবে। চোকর জলে নিমজ্জিত হইলে আর জল দিবার আবশ্যকতা নাই। জল দেওয়ার পর নাদটীকে আবৃত করিয়া সেই অবস্থায় শীতল হইতে দিবে।

মসীনার মণ্ড :—৩।৪ ছটাক মসীনা-চূর্ণ ৪ সের জলে এক ঘণ্টা ধরিয়া সিদ্ধ কর। তাহাতে সামান্য পরিমাণে লবণ ছাড়িয়া দাও। শীতল জল ততটা ছাড়িবে, যতটা ঘোড়া উত্তমরূপে খাইতে পারিবে। কেহ কেহ মণ্ডটী ঘন করিয়া থাকে। ইহা কাশী এবং প্রদাহ-রোগে ব্যবহৃত হয়।

মসীনা-পিণ্ড :—আট ছটাক আস্ত মসীনা যথেষ্ট পরিমাণ জলে দুই ঘণ্টা সিদ্ধ কর। তাহাকে তরল রাখিবার জন্য অবশ্য মধ্যে মধ্যে জল মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে

তাহাতে চোকর মিলাইয়া দাও। তাহা গাঢ় হইলে পূর্ব্ববৎ আবৃত করিয়া উষ্ণ অবস্থায় খাইতে দিবে।

কোনও স্থান মোচ খাইলে তাহার প্রতীকার :—যদি মোচ খাওয়া স্থান খুব উষ্ণ হয়, তবে প্রথম পাঁচ দিন ফোমেণ্ট করিবে। আধ ছটাক নিশাদল ও আধ ছটাক সোরা, ৮ ছটাক জলে দিয়া আহত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে।

সর্দ্দি হইলে উল্লিখিত পিণ্ড, উষ্ণ বস্ত্র এবং আধ আউন্স সোরা সাদ্ধ মণ্ডের সহিত খাইতে দেওয়াই বিধি।

কাশি হইলে কচি বংশপত্র খাইতে দেওয়া উচিত। ঘোড়া যদি বিমর্ষ থাকে এবং জ্বর-দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে এক ড্রাম এলোজ, ১ ড্রাম টারটার এমেটিক, ২ ড্রাম সোরা, গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া গোলা পাকাইয়া খাইতে দিবে। যদি জ্বর না থাকে, তবে ২ ছটাক হিঙ্গ, ১ ছটাক আদা এবং এক ছটাক গুড় মিশ্রিত করিয়া ১৬টী গোলা পাকাইবে, ও দিনে একটি করিয়া গোলা তিনবার খাইতে দিবে।

শূল-বেদনা :—তিন ড্রাম হিঙ্গ, ২ ড্রাম জিরামরীচ, ১ ড্রাম আদা অথবা দেড় ড্রাম কর্পূর অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দিবে। উষ্ণজল পান করাইলেও শূল বেদনার উপশম হয়।

পৃষ্ঠে ঘা হইলে :—লবণ-মিশ্রিত জলে ক্ষতকে ধৌত করিয়া আর্দ্র ন্যাকড়ার দ্বারা ক্ষত স্থান আবৃত করিয়া দিবে। নীলের গুঁড়া উত্তম ঔষধ। কার্ব্বলিক্ ভেসিলিনও ব্যবহার করা যাইতে পারে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বঙ্গবালা।—প্রণেতা—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত ছেদীলাল আগড়-ওয়ালা, ৮ নং মদনমোহন চাটার্জ্জির লেন, কলিকাতা। পুস্তকের বাঁধাই ও কাগজ উত্তম। উপরে গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত আছে। মূল্য ১।০ মাত্র।

ইহা একখানি গল্পগ্রন্থ। ইহাতে অবলা বঙ্গবালাদিগের অবস্থা প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। পরিণীত বঙ্গবালাগণ সমাজের পণপ্রথা ব্যতিরেকেও ভাগ্যদোষে, মাতাপিতার কন্যা-বিবাহে অন্যায় অস্থিরতায় এবং বঙ্গবাসিনী গৃহিণীদিগের সুশিক্ষালাভের অভাবে কি দারুণ ক্লেশ ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করে, তাহা এই গ্রন্থে সুপরিস্ফুট। ভাগ্য সুপ্রসন্ন এবং মাতাপিতা অস্থিরতা-পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিলে যে সুফল ফলে, তাহা গ্রন্থের প্রধান চরিত্র পরেশনাথ ও স্বর্গে দর্শিত হইয়াছে। পরেশনাথ শিক্ষিত, উদার, বিনীত, পরোপ-কারী, পরদুঃখকাতর ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। কন্যা-তিনটীর চরিত্রে তিনটী অবস্থা চিত্রিত। স্নেহে বৈধব্য, কনকে অত্যাচার-সহন, এবং স্বর্গে সুখ। বর্ণাশুদ্ধির আধিক্য গ্রন্থের সৌন্দর্য্যনাশক।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম।

বাজারের সেরা।

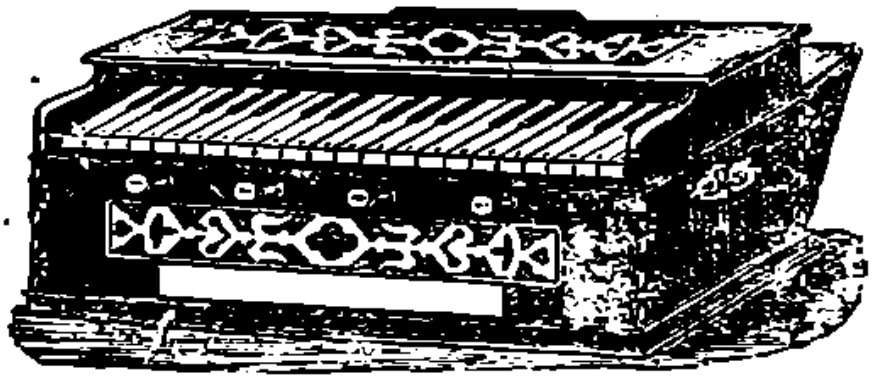

অল্প দামে যদি আপনি একটি ভাল টেঁকসই ও মিষ্ট-আওয়াজ-বিশিষ্ট হারমোনিয়ম পাইতে চান, তবে একটী শরৎ ঘোষ কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত হারমোনিয়ম ক্রয় করুন; প্রায় অর্দ্ধেক দামে উচ্চ দরের যন্ত্র লাভ করিবেন। রীড্, চামড়া, কাঠ প্রভৃতি সমস্ত মাল-মসলাই অত্যুৎকৃষ্ট, সুনিপুণ কারিগর দ্বারা নিখুঁতরূপে তৈয়ার। প্রতিযন্ত্রের জন্য কোম্পানী দায়ী থাকিবেন। ৩ অক্টেভ ৪ ষ্টপ সিঙ্গেল রীড্ মূল্য ১৫্ টাকা, ৩ অক্টেভ ৫ ষ্টপ ডবল—২৫৲ টাকা। অর্ডারের সহিত পাঁচ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৫নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.'s

CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্প-গ্রন্থ)—॥৶০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ) সুদৃশ্য কাগজের মলাট—৸০ ; সিল্ক বাঁধাই—১৲

ঠিকানা—মুখার্জ্জি বসু এণ্ড কোং, বুকসেলার্স,
১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"বামাবোধিনী"র নিয়মাবলী।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০, অগ্রিম বাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৩৲ ; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগে না। মূল্য অগ্রিম না পাঠাইলে "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ।০ আনা মূল্য বা ঐ মূল্যের টিকিট পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে কিংবা সরকারদিগের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। কেহ যদি উপযুক্ত সময়ে "বামাবোধিনী" না পান, তবে ইংরাজী মাসের শেষ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন।

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে, তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লিখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণের মধ্যে কেহ স্থানান্তরিত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন। নতুবা পত্রিকা না পাইলে, আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

৬। আপাততঃ বামাবোধিনীর কোন বিশেষ এজেণ্ট নাই। অতএব পুনরায় নাম বিজ্ঞাপন না করিলে অথবা ক্ষমতাপত্র প্রদর্শন না করিলে, কেহ এজেণ্টের নিকট মূল্যাদি দিবেন না ; দিলে-আমরা দায়ী হইব না।

৭। মফঃস্বল হইতে মণি অর্ডার, রেজেষ্টারি চিঠি বা অন্য উপায়ে যাঁহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা অন্য নামে না পাঠাইয়া কার্য্যাধ্যক্ষের নামে, ৩৯ নং আপ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা,—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

উ৷ বামাবোধিনীর জন্য প্রবন্ধ ও বামারচনা প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে। পরিচিতা ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকের লেখার বিশ্বাসযোগ্য সার্টিফিকেট চাই। কোনও প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে, ফেরত দেওয়া হয় না।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৩৯ নং আপ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
১লা পৌষ, ১৩২৪।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

২৫ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক পত্রিকা
ও সমালোচনা।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

ফাল্গুন, ১৩২৪—মার্চ্চ, ১৯১৮।

সূচী।

১।	স্থলপথ (কবিতা	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার দত্ত	৩৬৫
২।	শিবরাত্রি	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	৩৬৬
৩।	গানের স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৩৭০
৪।	যুদ্ধ উপলক্ষে নারীর কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার	শ্রীমতী—	৩৭২
৫।	স্ত্রীর কর্ত্তব্য	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	৩৭৩
৬।	আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি ?	শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু	৩৭৬
৭।	তপস্যা (উপন্যাস)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	৩৭৮
৮।	গান	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি,এ	৩৮৭
৯।	অষ্টাবক্রগীতা	শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী, এম, এ, বি-এল, বিদ্যারত্ন	৩৮৮
১০।	ঈশ্বরের অস্তিত্ব (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	৩৯২
১১।	নবীনালোক (কবিতা)	শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	৩৯২
১২।	হিন্দুর তীর্থনিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	৩৯২
১৩।	নমিতা (উপন্যাস)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী	৩৯৭

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০ অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।

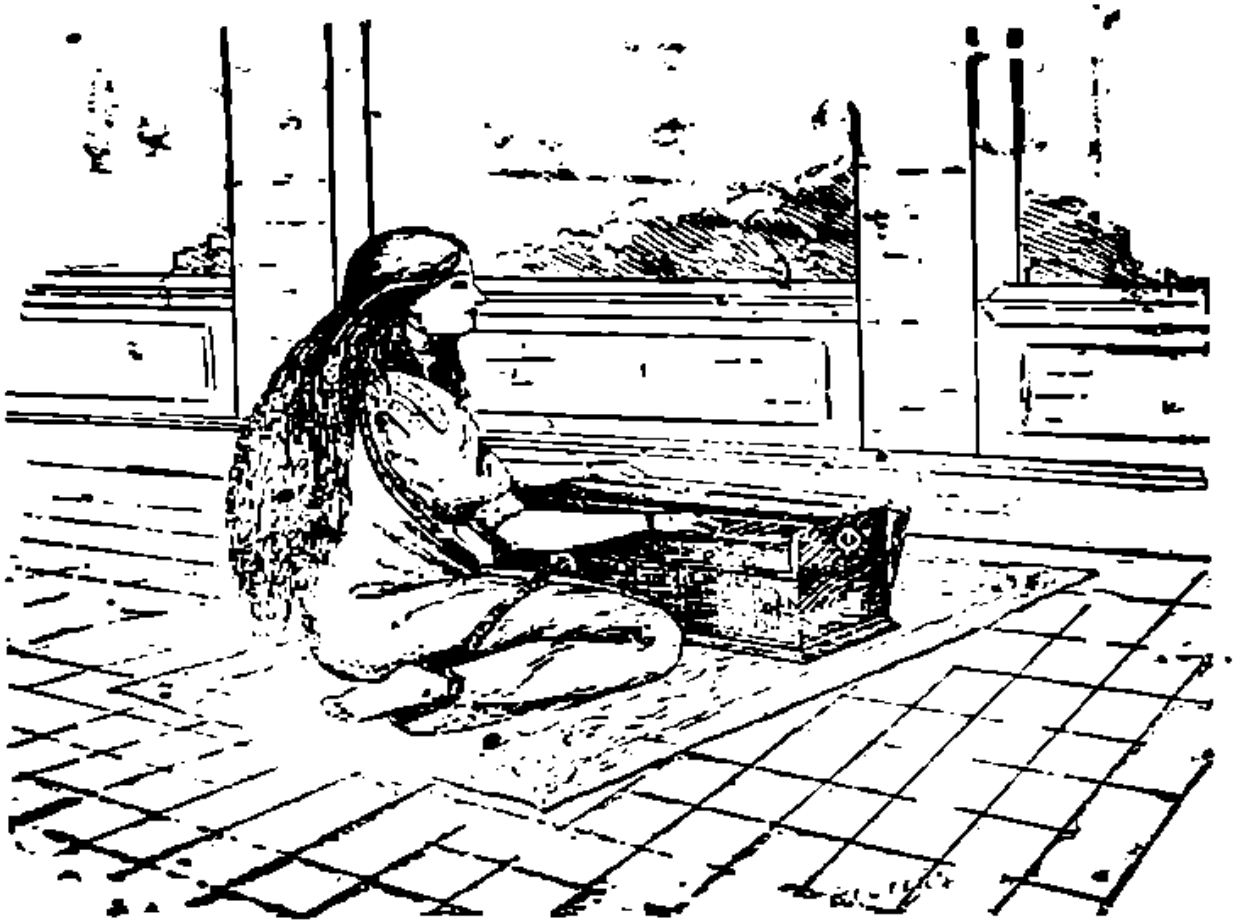

বাক্স হারমোনিয়ম্—

১ সেট রিড্ মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড্ মূল্য ৩০৲, ৪০৲, ৪৫৲, ৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

কোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ৯০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৬০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

গীতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এস্রাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

৮।১ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 655. March, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

৺স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৫ সংখ্যা। | ফাল্গুন, ১৩২৪। মার্চ্চ, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

স্থলপদ্ম।

মায়ের আমার পদ্ম-চরণ
পড়্‌ল যেথা ধরার গায়,
চিত্তরমণ রক্তকমল
সেথায় ফুটে উঠ্‌ল হায়!

মুগ্ধ হৃদয়-মধুপ আমার
চরণরজঃ-সুবাস-আশে,
পলক-হারা ঘুরে বেড়ায়
স্থলপদ্মের পাশে পাশে!

শ্যামল লতার অন্তরালে
শ্যামল জরীর শাটীর নীচে,
ভক্তবাঞ্ছা কল্প-কুসুম
হাস্‌ছে ওই, নয় রে মিছে!

ঘুচ্‌ল সকল ভবের ভাবন,
ঘুচ্‌ল সকল শঙ্কা লাজ,
তৃষ্ণাতুর পরাণ আমার
হ'ল শীতল কমল-মাঝ!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

শিবরাত্রি।

এই জগতে কি উচ্চ কি নীচ সকল জাতিই ঈশ্বর-করুণার সমান অধিকারী। জগদীশ্বরের কর্ণে জাত্যহঙ্কারের পটহধ্বনি ক্ষণমাত্র পৌঁছে না, ধর্ম্মকার্য্যের বাহ্যাড়ম্বর তাঁহার চিত্তকে কিছুমাত্র অনুকূল করে না, জ্ঞানদৃপ্ত তার্কিকের অবিশ্বাস-প্রণোদিত ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসায় তাঁহার মন কিছুমাত্র প্রীতিলাভ করে না, ধার্ম্মিকম্মন্য পণ্ডিতদিগের আত্মাভিমানপূর্ণ ধর্ম্মকলহে তাঁহার মন কিছুমাত্র আকৃষ্ট হয় না। তিনি চান অভিমান-বর্জ্জিত অকপট হৃদয়ের আড়ম্বরহীন পূজা। এবং তাঁহাকে জানিতে পারুক্ আর নাই পারুক্, জ্ঞানতঃই হউক্, অজ্ঞানতঃই হউক্, যদি কেহ এইরূপ নীরব পূজা তাঁহাকে একবার প্রদান করিয়া থাকে, সে যত নীচকুলোদ্ভবই হউক্ না কেন, যত বড়ই পাপাচারী হউক্ না কেন, তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমা ও কৃপার পাত্র হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। শিবরাত্রি-কথা আমাদিগকে এই কথাই বলিয়া দিতেছে।

বারাণসী নগরে এক ব্যাধ ছিল। তাহার খর্ব্ব ও কৃষ্ণবর্ণ শরীর, পিঙ্গলচক্ষু ও পিঙ্গল কেশকলাপ দেখিয়া সকলেরই মনে ভীতির সঞ্চার হইত। সে সর্ব্বদাই প্রাণিহিংসা করিয়া বেড়াইত। শর, পাশ প্রভৃতি প্রাণিহিংসার উপকরণসমূহে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ ছিল। একবার ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে সেই ব্যাধ অনেক পশুবধ করিয়া প্রভূত মাংসভার বহন করিয়া আনিতেছিল। সমস্ত দিন অনশনহেতু ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সে আর সেই ভারবহন করিতে পারিল না। বনমধ্যে এক বিল্ববৃক্ষের তলদেশে আশ্রয় লইয়া সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে দেখিল, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; অন্ধকারে চারিদিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; নিবিড় অরণ্যের পথ নয়নগোচর হইতেছে না। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া বন্যজন্তুর ভয়ে সেই মাংসভার লতাপাশ-দ্বারা স্বীয় অঙ্গে বন্ধনপূর্ব্বক সে সেই বিল্ববৃক্ষের উপর আরোহণ করিল। শীতে তাহার অনাহারক্লিষ্ট দেহ কাঁপিতেছিল, নীহারবিন্দু তাহার শরীর সিক্ত করিতেছিল। আর নিদ্রা আসিল না। সে সমস্তরাত্রি জাগরণ করিয়া রহিল। সেই বিল্ববৃক্ষের মূলদেশে শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান ছিলেন। দৈবক্রমে ব্যাধের গাত্রভ্রষ্ট একটী নীহারবিন্দু সেই শিবলিঙ্গের উপর পতিত হইল, আর সেই পতনোন্মুখ হিমবিন্দুর ভারে একটী বিল্বপত্রও সেই সঙ্গেই বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। সেদিন ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী শিবরাত্রির তিথি। আর সেই দিনেই মহাদেবের অতিপ্রিয়বস্তু বিল্বপত্র ও জল ব্যাধ-দেহ-সংসর্গে শিবলিঙ্গোপরি পতিত হইল। রক্তমাংসস্পৃষ্ট অনাচারী নিষাদের কিছুমাত্র শৌচ ছিল না। সে সমস্ত দিন স্নান করে নাই, কিংবা আড়ম্বর করিয়া ঢাকঢোল বাজাইয়া ষোড়শোপচারে মহাদেবের পূজা করে নাই। অজ্ঞানে সে উপবাসী থাকিয়া মহাদেবের অতিপ্রিয়দিনে তাঁহার অতি-প্রিয়বস্তু তাঁহার মস্তকের উপর ফেলিবার নিমিত্তমাত্র হইয়াছে! তাহাতেই দেবতা প্রীত হইলেন। অজ্ঞাতসারে নিষাদকে সম্পূর্ণ

শিবপূজার ফল প্রদান করিলেন। নিষাদ তাহা কিছুই জানিতে পারিল না।

পরদিন রজনীর অবসানে যখন অরুণ-কিরণ দিগ্‌মণ্ডল প্রকাশিত করিয়া নিবিড় অরণ্যের সেই প্রগাঢ় তিমিরাবরণ উন্মোচন করিয়া দিল, নিশাচর হিংস্র জন্তুসমূহের চিত্তে একটা আলোকভীতি জন্মাইয়া দিয়া তাহাদিগের অবাধসঞ্চারে বাধাপ্রদানপূর্ব্বক অরণ্যের বিভীষিকা কিয়ৎ পরিমাণে অপসারিত করিল, তখন উপবাসপীড়িত রাত্রি-জাগরণক্লিষ্ট ক্লান্তকায় নিষাদ ধীরে ধীরে বিল্ববৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল।

মানুষের জীবন চিরস্থায়ী নহে। কালক্রমে নিষাদের আয়ুঃ শেষ হইল। সমস্ত জীবন ধরিয়া সে অনেক প্রাণিহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়াছে; পুণ্যের ধার দিয়াও যায় নাই। কাজেই ভীষণাকৃতি যমদূত আসিয়া তাহার আত্মাকে নরকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইল। যমদূত যখন তাহার আত্মাকে বাঁধিতে যাইতেছিল, ঠিক্ সেই সময়ে এক শিবদূত আসিয়া তাহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল। সে বলিল, "যমদূত, তুমি কাহাকে লইয়া যাইতেছ? আমি যে প্রভু মহাদেবের আদেশে ইহাকে শিবলোকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি।"

যমদূত বলিল, "আমিও প্রভু যমের আদেশে ইহাকে লইতে আসিয়াছি।" এইরূপে উভয়েই নিষাদের আত্মা লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। শিবদূত ও যমদূতে বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল। অবশেষে শিবদূতই জয়ী হইয়া ব্যাধের আত্মাকে শিবলোকে লইয়া গেল।

এদিকে যমদূত শিবদূত-কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া যমের নিকট গিয়া সকল কথা নিবেদন করিল। যমও শিবদূতের এইরূপ প্রগল্‌ভতায় বিস্মিত হইয়া ক্ষণবিলম্ব না করিয়া একেবারে কৈলাসধামে উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বারদেশে নন্দীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নন্দিন্, আজীবন পাপাচারী মৃত নিষাদের আত্মাকে নরকে লইয়া যাইবার জন্য আমার দূতকে পাঠাইয়াছিলাম, শিবদূত কেন সে-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল? এবং কোন্ পুণ্যবলেই বা ক্রূরপ্রকৃতি নিষাদের আত্মা যোগিজনবাঞ্ছিত শিবলোক প্রাপ্ত হইল?" যমের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া নন্দী ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, "দেব! আজীবন প্রাণিহিংসক নিষাদ ঘোর পাপী সন্দেহ নাই। কিন্তু সে একদা শিবচতুর্দ্দশী রাত্রিতে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই শিবলিঙ্গের উপর বিল্বপত্র ও জল প্রদান করিয়াছিল। এইজন্যই মহাদেবকৃপায় তাহার আত্মার এইরূপ সদ্গতি হইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করিলেন। যমও নন্দিবাক্যশ্রবণে পরমপ্রীত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

শিবরাত্রির ব্রতকথা হইতে উপরি উক্ত গল্পটী লিখিত হইল। ঐ ব্রতকথায় দেখিতে পাই;—মহাদেব স্বয়ং পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী আমার অতি-প্রিয়া তিথি। এই তিথিতে যদি কেহ উপবাসী থাকিয়া আমার পূজা করে, তবে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়া থাকি। কেবলমাত্র উপবাসেই আমার যেরূপ প্রীতিসাধন করা হয়, পূজায় তত হয় না। এই তিথিতে উপবাসপূর্ব্বক আমার

ও করিলে গণেশত্ব-পদলাভ ও সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর আধিপত্য লাভ হইয়া থাকে।"

স্কন্দপুরাণের কেদারখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়েও এই ব্রতের বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত ব্যাধের গল্পটী ব্রতকথোক্ত গল্প হইতে কিছু ভিন্ন। তাহাতে উক্ত আছে যে, মাঘমাসীয় কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে * চণ্ড-নামে এক দুরাত্মা ব্যাধ সমস্ত দিন মৃগয়ার্থ পরিভ্রমণ করিয়া রাত্রিকালে ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত পীড়িত হইয়া জলাশয়ে একটী শ্রীফলবৃক্ষের উপর আরোহণ করিল। সে হস্তে ধনুক লইয়া সমস্ত রাত্রি নির্নিমিষনয়নে জাগিয়া রহিল এবং মৃগমার্গ অবলোকনের জন্য সম্মুখস্থ শাখাসমূহের বিল্বপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল। সেই বিল্ববৃক্ষমূলে এক শিবলিঙ্গ ছিল। দুষ্টস্বভাববশতঃ ব্যাধ তদুপরি এক গণ্ডূষ জল নিক্ষেপ করিল। দৈবক্রমে সেই জল ও ছিন্ন বিল্বপত্রগুলি, সবই শিবোপরি পতিত হইল। তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে শিবপূজা নিষ্পন্ন হইল। প্রভাত হইলে ব্যাধ বিল্ববৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে মৎস্য ধরিতে লাগিল। এদিকে তাহার পত্নী মনোদরী, সমস্তরাত্রি অতিবাহিত হইল, তথাপি পতি গৃহে আসিল না, দেখিয়া উৎকণ্ঠায় দিনরাত্রি উপবাসিনী থাকিয়া প্রত্যূষেই পতির জন্য কিছু অন্ন লইয়া তাহার অন্বেষণে বহির্গতা হইল। সে যাইতে যাইতে একটী নদীর নিকটে আসিয়া দেখিল যে, তাহার পতি জালবদ্ধ বহু মৎস্য লইয়া তদভিমুখে আগমন করিতেছে। পতি তাহার নিকট উপস্থিত হইলে সে বলিল, "আমি উৎকণ্ঠায় সমস্ত দিন উপবাসিনী থাকিয়া তোমার জন্য এই অন্ন আনিয়াছি। এস, স্নান করিয়া ভক্ষণ করি।" এই বলিয়া উভয়েই স্নান করিতে গেল। ইত্যবসরে একটী কুক্কুর আসিয়া সেই প্রস্তুত অন্ন সমস্ত খাইয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে ব্যাধপত্নী কুপিতা হইয়া সেই কুক্কুরকে মারিতে গেল। কিন্তু অজ্ঞাতসারে শিবার্চ্চনা করিয়া ব্যাধ দিব্যজ্ঞান পাইয়াছিল; সেইজন্য সে পত্নীকে নিষেধ করিয়া বলিল—"কুক্কুরকে মারিও না। কুক্কুর অন্ন খাইয়াছে, বেশ করিয়াছে। আমরা অন্ন না খাইয়া মরিব, মনে করিতেছ? জীবন ত চিরস্থায়ী নয়। এই নশ্বর দেহের জন্য মূঢ়েরা কি না করিয়া থাকে? তাই বলি, প্রিয়ে! মান, অভিমান, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া বিবেকগুণে স্বচ্ছ হও এবং তত্ত্ববোধের উদয়ে স্থির হইয়া থাক।" এইরূপ তত্ত্বালোচনা করিতে করিতে তাহারা সমস্ত দিবস কাটাইল। পরদিন অমাবস্যার দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে শিবপ্রেরিত দূতগণ তাহাদের সমীপে আগমন করিয়া, শিবচতুর্দ্দশী রাত্রিতে, সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া, ব্যাধ যে অজ্ঞাতসারে জল ও বিল্বপত্রে শিবপূজা করিয়াছিল এবং তাহার পত্নী যে পতিচিন্তায় ঐ দিনে উপবাস করিয়াছিল, তাহার ফলস্বরূপ দুইজনকেই বিমানে চড়াইয়া সশরীরেই শিবলোকে লইয়া গেল।

এই শিবচতুর্দ্দশী তিথি মহাদেবের অতি প্রিয়া তিথি। এ-সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে উক্ত

* ব্রতকথায় ফাল্গুন-মাসের উল্লেখ আছে। কলতঃ তন্মোক্ত ফাল্গুনমাসীয় কৃষ্ণচতুর্দ্দশী ও স্কন্দপুরাণোক্ত মাঘমাসীয় কৃষ্ণচতুর্দ্দশী ভিন্ন তিথি নহে। সম্ভবতঃ ব্রতকথায় সৌরমাসের গণনানুসারে 'ফাল্গুন' ধরা আছে, স্কন্দপুরাণে চান্দ্র মাসের গণনানুসারে 'মাঘ' ধরা আছে। দিন ধরিয়া যে মাস গণনা হয়, তাহা সৌরমাস; এবং তিথি ধরিয়া যে মাস-গণনা হয় তাহা চান্দ্রমাস

আছে যে, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যখন এই জগৎ-সৃষ্টি করেন, তখন রাশি-সমন্বিত কালচক্রও উৎপন্ন হইয়াছিল। রাশির সংখ্যা দ্বাদশ; নক্ষত্র সপ্তবিংশতিসংখ্যক। এই রাশি-নক্ষত্রের সাহায্যে কালচক্রান্বিত কাল অবলীলাক্রমে এই জগৎ-সৃষ্টি করেন। কালই এই আব্রহ্মস্তম্ব সমস্ত ভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি- ও বিনাশকর্ত্তা। লোক-সকল এই কালেরই আয়ত্তীকৃত। এই জগতে কালই একমাত্র বলবান্ এবং সমস্তই কালাত্মক। প্রথমে কাল বর্ত্তমান ছিলেন। তাহার পর লোক-সকলের উৎপত্তি হয় এবং তদনন্তর সৃষ্টিপ্রবৃত্তি ঘটে। সৃষ্টির পর ক্রমশঃ লব, ক্ষণ, নিমিষ, পল, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস ও বৎসরের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। প্রতিপৎ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত তিথিই পুণ্য-কালপ্রসূতা। ইহাদের মধ্যে আবার বিশেষত্ব আছে। পূর্ণিমাতিথি দেবতাদিগের প্রিয়া, অমাবস্যা পিতৃগণের প্রিয়া, অষ্টমী শম্ভুর প্রিয়া, চতুর্থী গণেশের প্রিয়া, পঞ্চমী নাগরাজের প্রিয়া, ষষ্ঠী কার্ত্তিকেয়ের প্রিয়া, সপ্তমী সূর্য্যের প্রিয়া, নবমী দুর্গার প্রিয়া, দশমী ব্রহ্মার প্রিয়া, একাদশী রুদ্রের প্রিয়া, দ্বাদশী বিষ্ণুর প্রিয়া, ত্রয়োদশী যমের প্রিয়া এবং চতুর্দ্দশী শিবের প্রিয়া।

স্কন্দপুরাণে আরও উক্ত আছে যে, এই শিবরাত্রির দিনে শিবশাস্ত্রের আলোচনা শুনিয়াই চণ্ডালপুত্র দুর্ব্বৃত্ত দুঃসহ পরজন্মে বিচিত্রবীর্য্যরূপে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং বিচিত্রবীর্য্যরূপে শিবরাত্রির উপবাসদ্বারা শিবসাযুজ্য মুক্তি লাভ করিয়াছিল। ভরতাদি বিখ্যাত নৃপগণ শিবরাত্রির ফলেই সিদ্ধিলাভ করেন। এই ব্রতের ফলেই মান্ধাতা, ধুন্ধুমারি ও হরিশ্চন্দ্রাদি-নরপতিগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শিবচতুর্দ্দশীব্রত অতি প্রাচীন-কাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত রহিয়াছে।

উপসংহারে ব্যাধের কথা তুলিয়া এই কথাটী বলি যে, ঘোর পাপপরায়ণ অন্ত্যজজাতীয় নিষাদ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই মহাদেবের অতি-প্রিয় পুজোপহার প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়া দুর্লভ শিবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা তাহার অদৃষ্টের ফল হইতে পারে। কিন্তু যে ঈশ্বর এইরূপ জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে করুণা করিয়া থাকেন, আড়ম্বরহীন পূজাতেই যিনি সন্তুষ্ট, আমরা কেন নিজেদের জ্ঞানগর্ব্ব ও ভাত্যাহঙ্কারের ঢক্কা বাজাইয়া, বাহ্যাড়ম্বরের ধ্বজা তুলিয়া নিজ নিজ মহিমার ঘোষণার জন্য পরস্পর ধর্ম্মকলহে মত্ত থাকিয়া, সেই ঈশ্বরকে এত দূরে রাখিয়া দুর্লভ করিয়া ফেলি? মায়াবদ্ধ জীব আমরা মায়াচক্রে পড়িয়া মূল পথ হারাইয়া গিয়া থাকি। ঈশ্বরকে দূরে রাখিয়া আমরা আবার নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি! শিব-রাত্রির কথা আমাদিগকে চৈতন্য প্রদান করুক।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

গানের স্বরলিপি।

বাঁবোঁয়া মিশ্র—দাদরা।*

(আমি) মন মজায়ে লুকিয়ে রব
জান্‌তে দেব না,
তফাৎ থেকে বাস্‌ব ভাল
ছুঁতে দেব না।
ঘুর্‌ব তোমার কাছে কাছে
(ওগো) বল্‌বে তুমি কোথায় আছে,
ধরা ধরি কর্‌তে গেলে
ধরা দেব না।
দূরে দূরে বাজিয়ে বাঁশী
তোমার প্রাণে ছোঁব আসি,
'আসি আসি' বল্‌ব শুধু,
কাছে যাব না।
বুকের কাছে টেনে নোব,
প্রাণে প্রাণে মিশিয়ে দোব,
চুমুতে ভরিয়ে দেব,
চুমু খাব না—
লুকিয়ে খেলা খেল্‌ব আমি—
খেলায় ভুল্‌ব না॥

কথা—শ্রী :— সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১ ২ ১ ২
II -া [ঋা না] না। সা সসা রা I রা পা পা। মা মা জ্ঞা I
• আ মি ম নম জা যে লু কি যে র ব

১ ২ ১ ২ ১ ২
I জ্ঞা রসা রণ্‌া। সা সা -া I
জা নতে দে ব না •

---

* এই গানটি "নারায়ণ"এর সন ১৩২৪ সালের মাঘ-সংখ্যা হইতে গৃহীত। লেঃ

১　　০　　১´　　০　　০
I সা মা মা। মা মা পা I পা পা -া। পা পা ধা I
ত ফা ২ খে কে বা স্ ব ০ ভা ল ছ

১´　　০
I পা -া পা। পা পা মা I
ভে ০ দে ব না

১´　　০　　১´　　০
I মা মা মা। মা মা পা I পা পা -া। পা পধণা ণা I
ত ফা ২ খে কে বা স্ ব ০ ভা ল০০ ছ

১´　　০　　১´　　০
I ণা -া ধা। পা পা মা I সা ন্া ন্া। সা সসা রা I
ভে ০ দে ব না ০ ০ আ মি ম নম আ

১´　　০　　১´　　০
I রা পা পা। মা মা জ্ঞা I জ্ঞা রসা রণ্া। সা সা -া II
য়ে লু কি যে র ব জা নতে ০দে ব না আমি "আমি"

১´　　০　　১´　　০
II পা -পা পা। পা পা -পা I পা পা ধাপ। ণা -া -া I
(১) ঘু র্ ব তো মা র কা ছে ০কা ছে ০ (ওগো)
(২) দু য়ে দু য়ে ধা রি য়ে বা ০০ শী ০ ০
(৩) বু কে র কা ছে টে নে নো ০০ ব ০ ০

১´　　০　　১´　　০
I ণা পপা ধপা। মা মা মা I গা রগা মা। মা -া -া I
(১) ব ০ল বে০ তু মি কো থা ০য আ ছে ০ ০
(২)তো ০মা র০ প্রা ণে ছো ব ০০ আ সি ০ ০
(৩) প্রা ০ণে প্রা০ ণে মি শি য়ে ০০ দো ব ০ ০

১　　০　　১´　　০
I মা ণা ণা। ণা -া ণা I -ধা ধা ধা। পা -া -া I
(১) ধ রা ধ রি ০ ক র্ তে গে সে ২ ০
(২) আ সি আ সি ০ ব ল্ ব ত ধু ০ ০
(৩) ছু ম্ তে ভ ০ রি যে দে ব ০

১´		০			১´		০				
I মা	-া	মা।	গা	-া	গা	I	মা	-া	-া।	জ্ঞা	রা সাণ্ I
(১) ধ	০	ধা	দে	০	ব		না	০	০	০	০ ০০
(২) কা	০	ছে	ঘা		ব		না	০		০	০০
(৩) চু		ম	খা		ব		না				০০

১´		০			১´		০				
I সা	সসা	রা।	রা	পা	-পা	I	মা	মা	জ্ঞা।	জ্ঞা	রসা রণ্া I
লু	০কি	যে	খে	লা	খে		ল্	ব	আ	মি	০খে লা০

১´		০			১´		০				
I সা	সা	সা।	সা	না	-া	I	-া	না	না।	সা	সসা রা I
ম	ভূ	ল্	০	না	০		০	আ	মি	ম	নম আ

১´		০			১´		০				
I রা	পা	পা।	মা	মা	জ্ঞা	I	জ্ঞা	রসা	রণ্া।	সা	সা -া II
যে	লু	কি	যে	র	ব		জ্ঞা	নৃতে	০খে	ব	না আমি "আমি"

বাজাইবার ঠেকা।

১´		০			১´		০				
II সা	সা	রা।	সা	ণা	ধা	I	মা	পা	ধা।	পা	মা গা II
॥ সে	যায়	যাক্।	সে	যায়	যাক্।		না	যায়	থাক্।	হে	থায় থাক্ ॥
॥ ধা	ধিন্	তাক্।	ধা	তিন্	তাক্।		ধা	ধিন্	তাক্।	ধা	তিন্ তাক্ ॥

যুদ্ধ উপলক্ষে নারীর কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার।

বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপে এই প্রলয়কর পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের স্রোতে পড়িয়া তথাকার অধিকাংশ পুরুষ যুদ্ধ কিংবা তৎসংযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকায়, য়ুরোপের নারীগণ মিলিত হইয়া পুরুষদিগের অনেক কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন। নারীগণ নানা সমিতি স্থাপন করিয়া কিরূপ ভাবে শিক্ষা পাইলে দেশের ও নারীগণের মঙ্গল হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন।—বিলাতে এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে Land Council of National Political League নামে নারীসমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

কৃষিকার্য্যে নারীশক্তি-নিয়োগ করিবার মানসে কুমারী মার্গারেট্ ফার্কুহার্সন, এম, এ ও কুমারী ব্রডগার্ট এম-এ, এক কৃষিসমিতি

স্থাপন করিয়াছেন। ইহারা কিরূপে দেশের খাদ্যাদি দ্রব্যসমূহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও উন্নতি হইবে, সে-বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন এবং বিভিন্ন কারখানায় ও কৃষিক্ষেত্রে রমণীদিগকে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেছেন।

এই নারী-সমিতির সহিত সরকারী কৃষি-বিভাগের (Board of Agriculture) ও দেশের সমুদয় কৃষি-বিদ্যালয়ের ও কৃষিসমিতির অত্যন্ত সহানুভূতি আছে। গৃহপালিত পক্ষি-প্রভৃতির পালনের জন্য সমিতি একটী কারখানা (Poultry farm) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কারখানায় রমণীদিগকে ঐ বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

রণক্ষেত্রেও সহস্র সহস্র নারী আহত-সৈনিকদিগের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। যে-স্থানে অবিশ্রান্ত গোলাগুলি বর্ষিত হইতেছে, সে-স্থানে রমণীগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া সৈনিকদিগের আঘাতের প্রথমাবস্থায় সেবা ও চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতেছেন। হাস-পাতালে স্ত্রীডাক্তারগণ আহতদিগের চিকিৎ-সায় নিয়োজিত হইয়াছেন। রমণীগণ দেশের তাবৎ কার্য্যে পুরুষদিগকে অবসর দিয়া আপনারা তাহাদের কার্য্য গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইতেছেন। পুলিসবিভাগে নারী, রেল বিভাগে নারী, কলকারখানায় নারী। নারীগণ সমুদয় কার্য্যের এখন অধিকারী এবং উপযুক্ত বলিয়া গণ্য। (সংগৃহীত)

শ্রীমতী—

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গো ও মহিষ।

গাভী পালন করিতে হইলে উত্তমজাতীয়া গাভী পালন করাই উচিত। নতুবা দুগ্ধ অল্প হইয়া থাকে। ভূয়োদর্শন-দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, উত্তমজাতীয়া গাভী নিম্নজাতীয় বলদের সংস্পর্শে আসিয়া গর্ভধারণ করিলে তাহার প্রসূত সন্ততি মাতার ন্যায় দুগ্ধবতী হয় না। সুতরাং ষাঁড়ও উত্তমজাতীয় হওয়া চাই।

ভারতের মধ্যে হাল্লি হিসার, হাল্লি-নগর ঐরূপ সান্‌হিওয়াল (পঞ্জাব) গাভীগুলি উত্তম-জাতীয় বলিয়া পরিচিত। তাহারা অত্যন্ত দুগ্ধবতী। কাধিওয়াড়-নামক স্থানের গাভী-গুলি প্রথম প্রথম হাল্লিহিসারের গাভীর তুল্য দুগ্ধ দেয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের দোষ এই যে, তাহাদিগের দুগ্ধ শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায়। পঞ্জাবের মণ্টোগোমারী-জেলান্বিত সান্‌হি-ওয়াল-নামক স্থান হইতে গাভী ক্রয় করাই উচিত। কারণ, এখানে গাভীর উৎকর্ষসাধন করিবার আগার আছে।

পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, হাল্লি-হিসারের গাভী প্রত্যহ ২ হইতে ৫ গ্যালন (অর্থাৎ ১০ সের ৪ ছটাক হইতে ২৫ সের ১০ ছটাক) এবং সান্‌হিওয়ালের গাভী ২ হইতে তিন গ্যালন (অর্থাৎ সের হইতে ১৫ সের) পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়। উত্তম গাভীর মূল্য ৫০৲ হইতে ১২০৲ টাকা।

জল-বায়ুর গুণে দুগ্ধেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। হান্সি-হিসারের গাভী যদি জব্বলপুরে রাখা যায়, তবে তাহার দুগ্ধ কম হইবে; কিন্তু যদি দিল্লীতে রাখা হয়, তবে তাহার দুগ্ধের অধিক বৈলক্ষণ্য ঘটিবে না। এইজন্য হান্সি-হিসারের বকনা ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে অন্য দেশে রাখিয়া তথাকার জলবায়ু সহ্য করান উচিত। সমতল প্রদেশ হইতে যদি পার্ব্বত্য প্রদেশে গাভী লইয়া যাওয়া হয়, তবে তাহার দুগ্ধ কমিয়া যায়, কিন্তু যদি তাহাকে রীতিমত আহার দেওয়া হয়, তবে তাহার দুগ্ধ অধিক হইয়া থাকে।

মহিষের মধ্যে মুর্‌রা-জাতীয় মহিষই উত্তম। ইহাদিগকে হান্সিহিসার, রোহতক, জীন্দ এবং নাভা হইতে পাওয়া যায়। এখানকার মহিষগুলি উত্তম হয় বলিয়া কলিকাতা, বম্বে, কোয়েটা এবং পেশোয়ার হইতে লোক ইহাদিগকে ক্রয় করিতে আসে। মুর্‌রা মহিষের শৃঙ্গ অত্যন্ত বক্র। ইহাই মুর্‌রার পরিচায়ক। ইহারা প্রত্যহ ১০ হইতে ২৬ কোয়ার্ট পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়। ইহার অধিক যে তাহারা দুগ্ধ দেয় না, তাহা নহে। তবে সেরূপ মহিষের সংখ্যা অতিবিরল।

অমৃতসহরে দীপমালিকায় এবং বৈশাখ মাসে মহিষ-বিক্রয়ার্থ একটি মেলা হয়। তথা হইতেই লোকে মহিষ ক্রয় করে। জাফিরাবাদের মহিষ উত্তম বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন তাহাদিগের উত্তমতার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। রোহতক, দিল্লী এবং হিসার জেলাই অধুনা বম্বেকে মহিষ দিয়া থাকে। সুরাটের মহিষও উত্তম বলিয়া পরিগণিত।

আবহাওয়া যেমন গাভীর দুগ্ধের উপর আধিপত্য করে, মহিষের উপরও অনুরূপ করিয়া থাকে। মুর্‌রা মহিষের জন্য প্রচুর জল ও উত্তম চরাই আবশ্যক।

যদি দুগ্ধবতী গাভী বা মহিষী ক্রয় করিতে হয়, তবে কেহ যেন পয়সার দিকে দৃষ্টি না করেন। এ-বিষয়ে কার্পণ্য করিলে, পরে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। অনেক লোক সস্তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিকৃষ্টজাতীয়া গো বা মহিষী ক্রয় করে। ইহা তাহাদিগের ভ্রম। দুগ্ধবতী গাভী যদি উত্তমজাতীয়া হয়, তবে মহার্ঘতা তাহার সমক্ষে অতিতুচ্ছ বস্তু। একটি গাভী প্রত্যহ ২০ কোয়ার্ট (২৫সের) দুগ্ধ দেয়। যদি প্রতিকোয়ার্টের (১ সের ৪ ছটাক) মূল্য দুই আনা রাখা যায়, তবে সে প্রত্যহ আড়াই টাকার দুগ্ধ দিয়া থাকে। আর তাহার পালনে যদি প্রত্যহ এক টাকা খরচ হয়, তবে প্রত্যহ লভ্যাংশ দেড় টাকা, অর্থাৎ মাসে ৪৫৲ টাকা পড়ে। এইরূপে চারিমাসে সেই লভ্যাংশ ১৮০৲ টাকায় দাঁড়ায়। সুতরাং, এরূপ স্থলে গাভীর মূল্য ২০০৲ টাকা দিতে ইতস্ততঃ করা উচিত নহে। কিন্তু কেহ যদি পয়সার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সস্তায় গাভী ক্রয় করে, তবে তাহার কি ফল হইবে তাহাও বিবৃত করিতেছি। একব্যক্তি ৪ সের দুগ্ধদাত্রী একটী গাভীর প্রতি ৪০৲ টাকা খরচ করিল। তাহার দুগ্ধের মূল্য প্রত্যহ আট আনা হয়। এই আট আনা তাহার পালনেই লাগিয়া যাইবে; সুতরাং লাভ কিছুই থাকিবে না। বরং যে টাকা দিয়া গাভীটী ক্রয় করিয়াছিল তাহা উঠিল না বলিয়া সে টাকাটা ক্ষতি হইল।

গাভী হৃষ্টপুষ্টা হইলেই যে দুগ্ধবতী হইবে,

তাহা নহে। গাভীর স্তনও দুগ্ধ বিষয়ে ভ্রমাত্মক। সন্তান দিবার অনতিপূর্ব্বে বা পরে যদি গাভীর স্তন বৃহদাকার হয়, তথাপি তাহাকে দুগ্ধবতী বলিয়া বিবেচনা করিও না। স্তনের বর্দ্ধিতাবস্থা অতীত হইলে, গাভী দুগ্ধবতী কি না, তাহার নির্ণয় হইতে পারে।

গাভীর স্তন বৃহদাকার হওয়া চাই; কিন্তু সম্মুখে নাভির দিকে ভার অধিক হওয়া উচিত। পশ্চাৎ হইতে দেখিলে বোধ হইবে যে গাভী অল্পদুগ্ধবতী, কিন্তু সম্মুখের দিকে দেখিলে বোধ হইবে যে স্তনটী একটী থলির মত ও দুগ্ধপূর্ণ। ইহাই উত্তম গাভীর নিদর্শন।

গাভীর চারিটি বাঁটের একের সহিত অন্যটী সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত নহে। ক্রয়কালে বাঁটটী টানিয়া দেখিয়া লওয়া উচিত, তন্মধ্যে কোন কঠিন পদার্থ বা গাঁট আছে কি না। যদি গাঁট থাকে, তবে সে গাভী ক্রয় করা কখনও উচিত নহে। কারণ, পরবর্ত্তী প্রসবে হয়ত, তাহার দুগ্ধনিঃসরণ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। বাঁটে ঘোড়া বা আঘাত লাগিলে বাঁটের মধ্যে কাঠিন্য বা গাঁট জন্মে। বাহিরে দেখিলে বোধ হইবে যে, বাঁটে কোন দোষ নাই; কিন্তু বাঁট টানিলেই দোষটী ধরা পড়িবে। অন্ধ বাঁট অন্যান্য বাঁট অপেক্ষা শীর্ণ ও ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। গাভী যদি শাবক সহিত ক্রয় করা হয়, তবে চারিটী বাঁট দোহন করিয়া লইবে। দোষহীন বাঁটে দুগ্ধ সমানধারে নির্গত হইবে; কিন্তু তাহা দোষযুক্ত হইলে, দুগ্ধ ছিড়্‌কাইয়া বাহির হইয়া থাকে।

গাভী কত দুগ্ধ দিবে, তাহা দুগ্ধ দিবার কালেই নির্ণয় হইতে পারে। গাভীকে এক-দিন দোহন করিয়া তাহার দুগ্ধের মাত্রাস্থির করিও না, কিন্তু তিন চারি দিন দোহন করিয়া নিশ্চয় করিবে। একবার দোহন করিয়া দুগ্ধ নিশ্চয় করার দোষ এই যে, গাভীর মালিক দুগ্ধ-বৃদ্ধি করিবার জন্য ২৪ ঘণ্টা না দুহিয়া রাখিয়া দেয়, অথবা অস্বাভাবিকরূপে দুগ্ধ-বৃদ্ধি করিবার জন্য গাভীকে ফেন খাওয়ায়। অপত্যবতী গাভীই দুগ্ধের মাত্রার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে গাভী ক্রয় করিলে অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তিও ভ্রমে পতিত হয়।

গাভীর দুগ্ধ নির্ণয় করিবার যে নিয়ম, মহিষেরও তাহাই। তবে কতকটা পার্থক্য আছে। মহিষের দুগ্ধ কেবলমাত্র নবনীত প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, বস্তুর উত্তমতা আবশ্যক। দেশীয় লোকমাত্রেই উত্তম দুগ্ধের অত্যন্ত ভক্ত। সুতরাং, বস্তুর পার্থক্য তাহারা সহজেই জানিতে পারে। মহিষ যে কিরূপ দুগ্ধ দিবে, তাহা সন্তান প্রসব করার পরই জানিতে পারা যায়। তিন সপ্তাহ পরে যখন মহিষ পূর্ণমাত্রায় দুগ্ধ দিয়া থাকে এবং পেট ভরিয়া খাইতে পায়, তখনই দুগ্ধ নিরূপণের প্রকৃত সময়। মহিষের দুগ্ধ-শিরা গাভীর দুগ্ধ-শিরা অপেক্ষা বৃহৎ। ইহা যদি আকিয়া বাঁকিয়া স্তনে প্রবেশ করে, তবে তাহা অধিক দুগ্ধের পরিচায়ক। মহিষের স্তন ও বাঁট গাভীর স্তন ও বাঁট অপেক্ষা বৃহৎ। মহিষের পশ্চাতের দুইটী বাঁট সম্মুখের দুইটী বাঁট অপেক্ষা বড়। মহিষ ক্রয় করিতে হইলে সন্তান প্রসব করার পরই ক্রয় করা বুদ্ধিমানের কাজ।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নির্ম্মলতা।

সূর্য্যের আলোক ব্যতীত কোন প্রকার জীব বা উদ্ভিদ বাঁচে না বটে, কিন্তু একপ্রকার উদ্ভিদ আছে যাহা সূর্য্যতাপ ও আলোকে মরিয়া যায়। এই পদার্থ অতিক্ষুদ্র এবং বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া থাকে। রৌদ্র এ সমস্ত নষ্ট করে। আমরা দেখিতে পাই, কোন খাদ্যদ্রব্য এক স্থানে ফেলিয়া রাখিলে, তার উপর সাদা সাদা ছাতা পড়ে। এই ছাতাই ঐ ক্ষুদ্র উদ্ভিদ। ঘরেও নানাপ্রকার দ্রব্যে ছাতা পড়ে। ছাতা খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করে। ছাতা অদ্ভুত রকমের গাছ; অল্প সময়ের মধ্যেই তার বংশ-বৃদ্ধি হয়। ছাতার বীজ ঘরের ধূলার সঙ্গে মিশে যায়; বিছানা এবং কাপড় চোপড়ে লাগে। প্রতিদিন ঘর ঝাঁটাইবে আর ধুইবে, কাপড় ও বিছানা রৌদ্রে দেবে এবং খাদ্যদ্রব্য-সকল ভাল করে ঢাকিয়া রাখিবে।

ছাতা ব্যতীত আর অনেক প্রকার অনিষ্টকর বীজ বাতাসে থাকে। সেগুলি মাংস ইত্যাদি নানাপ্রকার খাদ্য নষ্ট করে। বসন্ত, হাম, ওলাউঠা প্রভৃতি নানাপ্রকার সংক্রামক রোগের বীজও আমাদের শরীরে ও গৃহে প্রবেশ করে। এই সমস্ত বিপদ্ হইতে নিজে নিজেদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে। সকল প্রকারে পরিষ্কার থাকিলে, যথারীতি ব্যায়ামচর্চ্চা করিলে, যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর ও সুপক্ক খাদ্য খাইলে এবং যথানিয়মে পরিশ্রম করিলে যে স্বাস্থ্য লাভ হয়, সেই স্বাস্থ্যই আমাদের বলরক্ষক। প্রকৃত সুস্থ ব্যক্তির রক্ত সকল প্রকার রোগবীজ নষ্ট করে। বিধাতার সৃষ্টির প্রণালী ও কৌশল কে বুঝিতে পারে? কিন্তু তিনি আমাদের এতটা বুদ্ধি ও শক্তি দিয়াছেন, যদ্দ্বারা তাঁহার নিয়ম বুঝিয়া চলিলে আমরা সুস্থ, সবল ও সুখী থাকিয়া দীর্ঘজীবন ভোগ করিতে পারি এবং মরণের সময় বিনা কষ্টে মরিতে পারি। কিন্তু তা না করিয়া আলস্য, লোভ এবং রিপুগণের দাস হইয়া থাকিয়া কপালের বিধাতার বা অন্যান্যের দোষ দিয়া বুক চাপ্‌ড়ান কেবল কাপুরুষতামাত্র।

মরণের মধ্যেই আমাদের জীবন। নানাপ্রকার রোগবীজ অহর্নিশ সকল স্থানে চলিতেছে! একদিকে দেখিতে গেলে প্রকৃতি আমাদের বিরোধী। তাপ, ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, বিদ্যুৎ, ভূমিকম্প, আগ্নেয় গিরির অগ্নি-উদ্গীরণ, সমুদ্রের উচ্ছ্বাস, সকলই আমাদের ধ্বংস করিতে নিয়ত উদ্যোগী। আর মানবীয় নীচপ্রকৃতি আমাদের মহাশত্রু। হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, লোভ, নানাপ্রকার নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ পরস্পরের কি অনিষ্টই না করে? এই সমস্ত বিরোধিগণকে জয় করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। বিধাতা মানুষকে এ শক্তি দিয়াছেন। জগতের সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে একটি অপরিবর্ত্তনীয় গূঢ় মঙ্গলশক্তি চলিতেছে। সেই শক্তি বিধাতার ইচ্ছা (Divine Will)। সেই শক্তি জান্ত হও, তাহার অনুসরণ কর, সেই ইচ্ছার সঙ্গে আপনার ইচ্ছা মিলাইয়া দাও, দেখিবে তুমি দুর্জ্জয় ব্রহ্ম-সন্তান হইয়া সুখে থাকিবে ও সমস্ত প্রকৃতি তোমার সেবা করিবে।

"আমার পিতার রাজ্য এ বিশ্ব-সংসার
যথা যাই তথা পাই সেবা-উপহার।"

খাদ্য।

হিন্দু-শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কলির (বর্ত্তমান সময়) জীবের অন্নগত প্রাণ। কথাটি খুব সত্য।

খাদ্য আমাদের শরীরের জ্বালানি কাঠ। সুতরাং, এই কাঠ ব্যতীত আমাদের দৈহিক অগ্নি কিরূপে রক্ষা পাইবে ? আর আমরাই বা কেমন করিয়া বাঁচিব ?

পান-ভোজন করিলে শরীরের মধ্যে কি হয়, তাহাই একটু বলি। আহারের প্রথম কাজ চর্ব্বণ। খাদ্যদ্রব্যকে চিবাইয়া এবং লালার সঙ্গে মিশাইয়া ঠাসা ময়দার মতন করিয়া লইতে হয়। সেই ঠাসা দ্রব্য (stomach) উদরে বা পাকাশয়ে যায়; তারপর (Bowel) অন্ত্র (Intestine) বা ভুড়িতে যায়। এই দুই স্থানে গিয়া নানা-প্রকার রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক হয়। তবে ভেবে দেখ, আমাদের খাদ্য তিনবার রাঁধা হয়; একবার বাহিরে, আর দুইবার উদরে। এইরূপ রন্ধন হইলে খাদ্যের সারাংশ আমাদের (Blood Vessel) রক্তের নলী চুষিয়া লয়। খাদ্যের সারেই রক্ত তৈয়ারি হয়; আর অসার ভাগ মলমূত্র হইয়া বাহির হইয়া যায়। খাদ্য রক্তে পরিণত হয় এবং মাংস, মাংসপেশী (muscles), হাড়, চর্ব্বি, ত্বক্, ও অন্যান্য যন্ত্র প্রস্তুত করে। এখন ভেবে দেখ, অন্নগতপ্রাণ বলা কত সত্য।

আমরা যদি এক দিনরাত উপবাস করি, তবে আমাদের দেহের ভার একটু কমে যায়। কারণ, খাদ্যদ্রব্যের অভাবে আমাদের দৈহিক অগ্নি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পুড়াইয়া ফেলে। উপবাস করিলে চক্ষু ও হাত-পা যে জ্বালা করে, তাহার কারণ—ঐরূপ দহন। দীর্ঘ উপবাসে মানুষ মরিয়া যায়। নিয়মিতরূপে যথাপরিমাণে খাইলে আমরা সুস্থ ও সবল থাকিতে পারি।

কিরূপ খাদ্য খাইতে হয়, তাহা এখন বলি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, খাদ্য-দ্বারাই রক্ত, মাংস, অস্থি ইত্যাদি সকলই জন্মে। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান থাকা চাই। করুণাময় বিধাতা আমাদের জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছেন্। সমস্ত জড়, উদ্ভিদ ও জীবজগৎ সর্ব্বদা আমাদের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে।

সকল প্রকার উপাদান একই প্রকার খাদ্যে পাওয়া যায় না। সেজন্য আমাদের বিবিধ-প্রকার খাদ্য খাইতে হয়। কিন্তু দুই প্রকার খাদ্য আছে যাহাতে সমস্ত উপকরণ পাওয়া যায়।—দুগ্ধ ও পক্ষীর ডিম্ব। দুগ্ধ রক্ত হইতে জন্মে, তাই রক্তের সমস্ত উপকরণই ইহাতে আছে। মা'র দুগ্ধ মানবশিশু ও নানা-জাতীয় পশু-শাবকের প্রথম খাদ্য—শিশু-খাদ্য—বলিয়া অতিতরল। দুগ্ধে ৮১ হইতে ৯০ ভাগ জল, আর বাকি কয়েক ভাগ সার। দুধে একটু দধল দিলে দই হয়; দই মথিলে মাখন বাহির হয়। মাখন উঠাইয়া লইলে যাহা থাকে, তাহাই ঘোল। শরীরের পক্ষে ঘোল বড় উপকারী। ইহার দ্বারা অনেক রোগবীজ নষ্ট হয়। ঘোল দই অপেক্ষা লঘু। সেইজন্য পেট-রোগাদের ইহা উত্তম পথ্য। আবার দুধ জ্বাল দিতে দিতে তাহাতে একটু ঘোল বা দই দিলে অনেকটা ছানা হইয়া উপরে ভাসে। আর তলায় অনেকটা জলের

মতন যে জিনিষ থাকে, তা'র নাম Whey বা ছানার জল। ছানার সঙ্গে কতকটা মাখন মিশে যায়, আর কতকটা মাখন ছানার জলের সঙ্গে থেকে যায়। ছানার জলে আরও অনেক পদার্থ থাকে। জাল দিলে ইহা হইতে চিনি বাহির হয়। কেবল তাহাই নয়। খুব জাল দিয়ে জলভাগ উড়াইয়া দিলে একপ্রকার সাদা সাদা গুড়া পাওয়া যায়। তাহা ছাই বা একপ্রকার লবণ। এখন জানা গেল, দুধে এই কয়েকটী দ্রব্য পাওয়া যায়:—জল, চিনি, লবণ, স্নেহপদার্থ (fat) এবং ছানা। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজমোহন বসু।

তপস্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৮)

সন্ধ্যাকালে সুধীর রোগী দেখিয়া গ্রাম হইতে ফিরিতেছে, এরূপ সময়ে পথিপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র বাটী হইতে একটা মর্ম্মভেদী আকুল আর্ত্তনাদ ও কাতরক্রন্দন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তাহা শুনিয়াই সুধীরের প্রাণে সহসা কেমন দয়ার সঞ্চার হইল। সে প্রকৃত তথ্য নির্ণয়-হেতু আপনার সহিস্‌কে উক্ত বাটীতে পাঠাইয়া দিল। সহিস্‌ আসিয়া সংবাদ দিল, যোগেশচন্দ্র বসু নামক জনৈক রেল-কর্ম্মচারীর রোগে মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার স্ত্রী ঐরূপ কাঁদিতেছেন। বাটীতে অপর আত্মীয়ও কেহ নাই। এই কথা শুনিয়া সুধীর ভাবিল, গৃহস্বামী মৃত; কার্য্যোপলক্ষে বোধ হয়, পরিবার লইয়া তিনি এখানে ছিলেন। এখন এই বিদেশে একা বাঙ্গালীর মেয়ে এ মৃত ব্যক্তিকে লইয়া কি করিবে? যদি তাহার কোনও উপকার করিতে পারে, এই মানসে সুধীর তাহার গাড়ী হইতে নামিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু অপরিচিত পুরুষ একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সম্মুখে যাইবেই বা কিরূপে! ভাবিয়া চিন্তিয়া সুধীর তাঁহার সহিস্‌কে অন্দর মধ্যে গিয়া এই খবর দিতে বলিল যে, "বহুৎ যা, ডাক্তারসাহেব একবার দেখতে চান্।"

সহিস্‌ ভিতরে গিয়া সংবাদ দিলে গৃহস্বামিনীর দাসী আসিয়া শিরে করাঘাত করিয়া সুধীরকে বলিল, "সাহেব, আউর ক্যা দেখে গা? আদ্‌মী ত মর্‌ গিয়া।"

সুধীর বলিল, "তা আমি শুনিছি। মৃতদেহের সৎকারের তোমরা কি কর্‌ছ? শুন্‌লুম, তোমাদের বাড়ীতে আর কেউ নেই! যদি তোমাদের কোন উপকার হয়, তাই এসেছি।"

দাসী সুধীরের বাক্য শুনিয়া বাটীর মধ্যে এই সংবাদ দিল, এবং অনতিবিলম্বে সুধীরকে সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেল।

সুধীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, একটী প্রৌঢ় মহানিদ্রায় নিমগ্ন। সংসারাসক্তির লেশমাত্রও তাহাতে লক্ষিত হইতেছে

না! সে আজ নির্ব্বিকার! নিশ্চল নিস্পন্দ জ্যোতিহীন দেহখানি আজ শয্যোপরি নিষ্কাম-ভাবে পতিত রহিয়াছে! সুধীর ভাবিল, কি বৈচিত্র্য! ক্ষণপূর্ব্বে যাহার কত আশা, কত উৎসাহ, কত সুখকল্পনা, কত উদ্যম, মৃত্যুর দুর্নিবার যবনিকা আসিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহার সে-সমস্তই লুক্কায়িত করিয়া ফেলে! কি আশ্চর্য্য! নিমেষে সুধীরের দৃষ্টি অনাবদ্ধ-বেণীকা, শোকে মুহ্যমানা, অসংযতবাসা, অনাহার- ও রাত্রিজাগরণ-ক্লিষ্টা, পতিশয্যা-বিলগ্না, ভূলুণ্ঠিতা, রোরুদ্যমানা, তারুণ্য-সৌন্দর্য্যশোভিতা, রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। সুধীর দেখিল যোগেশের পত্নী ষোড়শবর্ষীয়ার অধিক হইবে না—সে তরুণী তাহার অবস্থা স্মরণ করিয়া সুধীরের চক্ষে জল আসিল। সে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেহই নিকটে নাই। বালিকা মৃতস্বামীকে লইয়া বিপৎসাগরে পতিত হইয়াছে! তাহাকেই বা রক্ষা করে কে? স্বামীর সৎকারই বা কিরূপে হয়? সংসারানভিজ্ঞ ক্ষুদ্র রমণী একে পতিশোকে কাতরা, তাহার উপর এই সকল দুশ্চিন্তায়, সে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একমাত্র ক্রন্দন ও হিন্দুস্থানী দাসী তাহার সহায়। এইরূপ চিন্তাভারে যখন সে পীড়িতা, তখন সহসা সুধীর তথায় উপস্থিত হইলেন। সুধীরকে দেখিয়া শোকাপহৃতলজ্জা রমণী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া, মস্তকের কাপড় উঠাইয়া দিল। অজ্ঞাতসারে সুধীরের নয়ন-যুগল বারেক রমণীর মুখমণ্ডল দেখিয়া লইল! সুধীর তদ্দর্শনে বিস্মিত হইল! তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন এ মুখ তাহার অতি-পরিচিত! যেন রমণীকে সে কোথায় দেখিয়াছে! কিন্তু কোথায় দেখিয়াছে, কি-সূত্রে দেখিয়াছে, তাহা সে স্মরণ করিতে পারিল না।

যাহা হউক, মনের কৌতূহল মনে দমন করিয়া সত্বর সুধীর যোগেশচন্দ্রের সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া দিল, এবং তাহার পর রমণীর জন্য সে বিশেষভাবে চিন্তিত হইল। সর্ব্বাগ্রে তাহার এই চিন্তার উদয় হইল, বিদেশে যুবতী রমণী একাকিনী কাহার কাছে থাকিবে? তাহার আত্মীয়বন্ধু কে কোথায় আছেন, সুধীর ত তাহা কিছুই জানে না! কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় সুধীর সাতপাঁচ ভাবিয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে এখানে ছিলেন কিন্তু তিনি ত এখন সংসারের সকল মমতা পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছেন; আপনি একা কিরূপে এখানে বাস কোর্‌বেন? আপনার আত্মীয়বন্ধু কে কোথায় আছেন, বলুন, তাঁদের সংবাদ দিই তাঁরা এসে আপনাকে নিয়ে যাবেন!"

রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "শ্বশুর-বাড়ীতে ত আমার এমন কেউ নেই যে, আমাকে নিয়ে যাবে! আমার বাপের বাড়ীতে অনুগ্রহ ক'রে আমার দাদাকে খবর দিন্।"

"ঠিকানা বলুন" বলিয়া পকেট হইতে 'নোটবুক' বাহির করিয়া সুধীর ঠিকানা লিখিয়া লইতে লাগিল।

রমণী বলিল, "অতুলকৃষ্ণ মিত্র—৩৬ নং চোরবাগান।"

সুধীর বিস্ময়সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "অতুল মিত্তির চোরবাগান?"

রমণী বিনীতভাবে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ"।

সুধীর পুনশ্চ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি কি বিভা?"

যুবতী বিস্মিতা হইল। বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "আপনি আমার নাম জান্‌লেন কি করে?"

সুধীর উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "বিভা, বিভা, পাষাণে প্রাণ বেঁধে তোমার বিবাহ দেখেছিলুম! আবার ঘটনাচক্রে চক্ষের উপর তোমার বৈধব্যও আমাকে দর্শন কর্ত্তে হল!"

এই শোকের মধ্যেও বিভার মনে বিলক্ষণ কৌতূহল জন্মিল। সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি? আমি ত আপ্‌নাকে চিন্‌তে পাচ্ছি না!"

সুধীর। আমি কিছুদিন তোমাদের পাড়ায় ছিলাম। অতুলের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তুমি তখন খুব ছেলে মানুষ। বোধ হয়, তোমার মনে নেই—আমার নাম সুধীর।

বিভা। (আশ্বস্ত ভাবে) ওঃ—আপনি এখানে! বোধ হয়, ভগবান্ দয়া করে আমার এ বিপদের সময় আপ্‌নাকে পাঠিয়েছেন।

সুধীর বলিল, "বিভা, যখন তোমার পরিচয় পেলুম, তখন আর তোমাকে ত একলা এখানে রেখে যেতে পারি না। এখন আমার বাসায় চল। তারপর অতুলকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি; সে এসে তোমায় নিয়ে যাবে।"

এ প্রস্তাবে বিভা সম্মতা হইল। সম্মত না হইয়া সে করে কি? বিদেশে সে একাকিনী বালিকা মহাবিপদেই পতিত হইয়াছে! জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন স্রোতের মুখে কাষ্ঠখণ্ড পাইলেও তদবলম্বনে জীবনরক্ষা করিতে প্রয়াস পায়, বিভাও তদ্রূপ সুধীরকে পাইয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

(১৯)

একদিন দুইদিন করিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, তথাপি অতুল আসিয়া পৌঁছিল না; কিম্বা তাহার কোনও সংবাদও পাওয়া গেল না! সুধীর আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে ভাবিল, এ ব্যাপার কি! এরূপ সংবাদ পাইয়া আত্মীয়-বন্ধু কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে?

বিভা প্রত্যহ সুধীরকে জিজ্ঞাসা করে, "দাদার কোনও পত্র এসেছে কি?" সুধীরও প্রত্যহই তাহার উত্তর দেয়, "কাল আস্‌বে।" যদিও সুধীর বিভাকে "কাল আস্‌বে" বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিত, কিন্তু নিজে সে অতুলের জন্য বড়ই চিন্তিত হইল।

সুধীর অতিযত্নেই বিভাকে স্বগৃহে স্থান দিয়াছিল। তাহার জন্য একজন দাসী এবং একটী কক্ষও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। নিজে অবসর পাইলেই বিভার কাছে বসিয়া তাহার শোকাপনোদনের জন্য সে গল্প করিত, কখনও বা সংবাদপত্র পাঠ করিয়া বিভাকে শুনাইত, এবং কখনও বা ইউরোপ প্রভৃতি যে সকল দেশ সে দেখিয়াছে, সেই সকল দেশের বর্ণনা করিত।

উভয়ের এইরূপ একত্রে অবস্থান উভয়েরই, বিশেষতঃ বিভার পক্ষে যে কতটা অনিষ্টকর হইতে লাগিল, তাহা উভয়ের কেহই উপলব্ধি করিতে পারিল না। বিভার বিবাহ হইয়া-

ছিল সত্য, কিন্তু দশবৎসরের পাত্রীর ৪৫ বৎসরের পাত্রের সহিত বিবাহে কখনও দাম্পত্যপ্রণয় জন্মিতে পারে না। বিবাহের পর কয়েক বৎসর বিভা স্বামীর সহিত বাস করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? প্রকৃত প্রেম যে বস্তু, তাহা বালিকা তাহার স্বামীর প্রতি কোনও দিন অর্পণ করিতে পারে নাই বা শিখে নাই। গুরুজন বলিয়াই যোগেশকে সে শ্রদ্ধা করিত, রক্ষাকর্ত্তা বলিয়াই যত্ন ও সেবা করিত, কিন্তু যোগ্যা পত্নী যাহাকে বলে, তাহা সে হইতে পারে নাই। যোগ্যপত্নী কাহাকে বলে, তাহা বিভার অবিদিতই ছিল। তাই বিভা সুধীরকে দর্শনমাত্র সম্পূর্ণ অজ্ঞাতভাবেই আপন অন্তরে নরকাগ্নি জ্বালিতে আরম্ভ করিল। বিভা সুধীরের রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইল। সে মনে মনে ভাবিত, বাবা যদি তখন সুধীরের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে আপত্তি না কর্‌তেন, তা'হলে এই রুগ্ন, বৃদ্ধ, জীর্ণ স্বামীর পরিবর্ত্তে এমন সুন্দর স্বামী, ও এত সুখ ঐশ্বর্য্য, সমস্তই আমার হইত!"

বিধবা যুবতীর এরূপ চিন্তা মনে আনাও যে পাপ, তাহা বিভার অন্তরে উদয় হইত না। ষোড়শবর্ষীয়া তরুণী সংসারের কুটিল গতি-বিধির জানেই বা কি! সংসারের ভোগ-লালসার বাসনা তাহার ত কিছুই নিবৃত্তি হয় নাই। অকালে সমাজের স্বেচ্ছাচারে এরূপ রমণীকে ধরিয়া বাঁধিয়া ব্রহ্মচর্য্যের মন্ত্রদান করিলে, সে মন্ত্র তাহার অন্তরস্পর্শ করিতে পারে কি? অনেকেই হয় ত বলিবেন, "ষোল বছরের মেয়ে নেহাৎ কচি খুকিটি নয়; তাহার বুঝিয়া চলা আবশ্যক।" কিন্তু এ আবশ্যক কয়জনে বুঝে? কত পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধের অন্তরেও ভোগবিলাসের স্রোত প্রবাহিত! আর ষোল বৎসরের তরুণী যুবতীর প্রাণে যে এ বাসনা উদয় হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ব্রহ্মচর্য্য-পালন স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু এ কর্ত্তব্য পালন করিলে, দেশের আজ এ দুর্দ্দশা কেন?

সুধীর বাল্যকাল হইতেই বিভাকে মনে মনে যথার্থ ভালবাসিত। বিভার বৃদ্ধ পিতৃতুল্য বরের সহিত বিবাহ হওয়ায় তাহার অন্তরে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। এবার বিভার বৈধব্য-দর্শনে তাহার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সে মনে মনে স্থির করিল যে, আপনি হিন্দুশাস্ত্র মতে বিভাকে বিবাহ করিয়া বিভার এ দুঃখজ্বালা দূর করিয়া দিবে এবং তাহাতে তাহার নিজেরও অভিষ্টসিদ্ধি ঘটিবে। কিন্তু অতুলের না আসা পর্য্যন্ত সে এ প্রস্তাব বিভার নিকটে উত্থাপন করিতে সাহস করিল না। সে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত; বিধবা-বিবাহে কোনও দোষ মনে করিল না। ভবিষ্যদ্-দৃষ্টিহীন যুবক সমাজের রীতি-নীতি জানিয়াও এ দুরাশা হৃদয়ে দিন দিন পোষণ করিল।

লীলার কথাটা যে সুধীর একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহা নহে। সুধীর পূর্ব্বাভিমান স্মরণ করিয়া ভাবিল, "লীলা! লীলা আমার কে? কেউ নয়! তার বাপ্ আমার বড় অপমান ক'রেছে। তার একটা বড় রকম প্রতিশোধ নেওয়া চাইই! বিভাকে বিয়ে কর্‌লেই তার উচিত প্রতিবিধান হ'বে। এত স্পর্দ্ধা! মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ী যেতে দেবে না! আর লীলা! লীলারই

কি, বড়মানুষের মেয়ে বলে মনে অহঙ্কার নেই? হাঁ, আছে বই কি! না হ'লে তার বাপ্ কি এতটা সাহস কর্‌ত? থাকুক্ সে তার বড়মানুষ বাপ নিয়ে;—আমি তাকে চাই না! সে তার পথ চিনেছে, আমিও আমার পথ বেছে নেব!"

হায় বাঙ্গালী যুবক! তোমাদের বিদ্যা-বুদ্ধিকে ধিক্! তোমাদের দেশহিতৈষিতাকেও ধিক্। তোমরা গৃহের হীরকখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের চাকচিক্যময় কাচখণ্ডের অন্বেষণ কর। দেশহিতৈষণার ভান করিয়া স্বার্থসিদ্ধির আশায় লালায়িত হও!

একদিন রাত্রি প্রায় নয়টার সময়, সুধীর তাহার বিশ্রাম-কক্ষে একখানি 'কৌচের' উপর শয়ন করিয়াছিল এবং বিভা পা ছড়াইয়া ভিত্তিগাত্রে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া সেই কক্ষতলে বসিয়াছিল। সুধীর গল্প করিতেছিল, বিভা একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছিল, অথবা সুধীরের রূপসুধা পান করিতেছিল কি না, তাহা সেই জানে।

এরূপ সময় একব্যক্তি সেই কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। আগন্তুককে দেখিয়া উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিল। বলা-কহা নাই, একেবারে ডাক্তার-সাহেবের বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ! কি সাহস! লোকটা কে? একেবারে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া সে গৃহ-প্রবেশ করিল! আগন্তুক সুধীরের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বিভা তাহার মুখ দেখিতে পাইল না। সুধীরের এবংবিধ ভাব দেখিয়া আগন্তুক বলিল, "সুধীর, আমায় চিন্‌তে পার্লে না?"

তখন সুধীর উঠিয়া আগন্তুকের হস্ত ধারণ করিয়া সযত্নে তাহাকে 'কৌচের' উপর বসাইল। এতক্ষণ পরে বিভা "দাদাগো" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আগন্তুক অতুল। সে যথাসময়ে সুধীরের টেলিগ্রাম পায় নাই। সুধীর যখন টেলিগ্রাম করিয়াছিল, অতুল তখন বাটীতে ছিল না। মানুষের বিপদ্ যখন আসে, তখন তাহা উপর্য্যুপরিই আসে। বিপদ্ কখনও একাকী আসে না। যে সময়ে যোগেশচন্দ্র মারা যান্, ঠিক্ ঐ সময়েই অতুলের আর একটী ভগ্নীপতি মারা যান্। অতুল সেই সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি সেইখানে চলিয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্থাভাব হেতু অতুলের পিতা কোন কন্যাকেই উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিতে পারেন নাই। সকলেই দ্বিতীয় তৃতীয় পক্ষের বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়ের হাতে পড়িয়াছিল। অতুলের এই ভগ্নীপতিটিও দ্বিতীয় পক্ষে বার্দ্ধক্যের আহ্বান শুনিতে শুনিতে অতুলের ভগ্নীটীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের অনেকগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়ে ছিল। তাঁহার যা কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল, তিনি মারা যাইবামাত্রই, তাঁহার পূর্ব্বপক্ষের পুত্রেরা তাহা লইয়া তাঁহার এ পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে মহা বিবাদ বাধাইয়া দিল। অতুল গ্রামের পাঁচজন ভদ্রলোক ডাকাইয়া তাহাদের সম্পত্তি-ভাগ করিয়া দিল। এই সকল কারণে অতুলের সেখানে কয়েক দিন বিলম্ব হইল। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতুল সুধীরের টেলিগ্রাম পাইল। তখন দুঃখের উপর দুঃখ, বিপদের উপর বিপদ্ জানিয়া, বাড়ীতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সুধীরের টেলি-গ্রামখানি গোপনে রাখিয়া, অতুল বিভাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত লাহোরে আসিলেন।

অতুল বলিল, "সুধীর, তুমি এত বড়লোক হয়েও যে গরীবের উপর তোমার এত দয়া, এত স্নেহ—এইটেই তোমার যথার্থ মহত্ত্ব। তুমি যে উপকার করেছ, তোমার সে ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করতে পার্ব্বো না।"

সুধীর বাধা দিয়া বলিল, "মানুষের বিপদে মানুষকে দেখা, মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এতে আর মহত্ত্বই বা কোন্‌খান্‌টায়, দয়াই বা কোন্‌খান্‌টায় দেখ্‌লে তুমি?"

সুধীরের অনুরোধে অতুল কয়েকদিন লাহোরে থাকিল। দুই বন্ধুতে পূর্ব্বের ন্যায় আবার একত্রে আহার, একত্রে বিহার ও এক সঙ্গে শয়ন করিয়া এ ছঃসময়ের মধ্যেও বড় প্রীতি অনুভব করিতে লাগিল। সুধীরের ইচ্ছা হইতেছিল না যে, অতুলকে যাইতে দেয়। কিন্তু অতুল আফিসের কেরাণী। তাহার নির্দ্দিষ্ট ছুটি ফুরাইয়া আসিল। তাহার আর থাকিবার উপায় নাই। এ দিকে যোগেশ-চন্দ্রের শ্রাদ্ধাদিরও সময় নিকটবর্ত্তী। কাজেই, অতুলকে বাধ্য হইয়া সুধীরের নিকটে বিদায় লইতে হইল।

সুধীর বিভাকে বিবাহ করিবার জন্য অত্যন্ত লালায়িত হইয়াছিল। কিন্তু অতুলের কাছে একথা "বলি" "বলি" করিয়াও সে বলিতে পারে নাই। কেমন একটা সঙ্কোচ, একটা লজ্জা তাহার জিহ্বায় জড়তা আনিয়া দিতেছিল। একদিন কিন্তু অবসর বুঝিয়া সে অতুলের নিকট নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিল। অতুল বিচক্ষণের ন্যায় সুধীরের সকল কথা মনোযোগ-সহকারে শুনিল এবং তাহার পর ধীর ও সংযতভাবে বলিল, "ভাই, তুমি এ বাসনা পরিত্যাগ কর। তোমার মত যুবকের বিবাহের ভাবনা কি? একটা কেন, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, সমাজ হয়ত দশটা মেয়ে তোমার গলায় দিতে প্রস্তুত হবে! যাক্ সে-কথা। তুমি নিজেই ভেবে দেখ ভাই, তোমার গলায় মালা দিতে পার্‌লে কত কুমারী কৃতার্থ হবে। তোমার হাতে মেয়ে দিতে পার্‌লে কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে কর্‌বেন। তুমি কেন ভাই, বিধবাকে বিয়ে ক'রে সমাজের কাছে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অপদস্থ হ'বে?"

সুধীর সগর্ব্বে বলিল, "সমাজ! যে সমাজের আইন কেবল রমণী-নিগ্রহ, তেমন সমাজকে আমি গ্রাহ্যই করি না।"

অতুল। তুমি না কর্‌লেও আমাদের, ভাই, গ্রাহ্য করতে হয়। বিধবার বিয়ে দিয়ে যে একজনের জন্যে আমরা সকলে সমাজের কাছে নতমস্তকে থাক্‌ব, ততটা মনের বল আমাদের এখনও নেই!"

অতুলের কথা শুনিয়া সুধীর শিহরিয়া উঠিল। কি নিষ্ঠুরের মত কথা! ওঃ—অভাগিনী বাল-বিধবাদের মুখ চাহিতে কি এদেশে কেউ নেই? সে প্রকাশ্যে বলিল, "কেন অতুল, এতে দোষটা কি? হিন্দু-শাস্ত্রেও ত বাল-বিধবার বিবাহের বিধি আছে। এই সব ছোট ছোট মেয়েদের এত নিগ্রহ না করে,—তাদের পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া কি উচিত নয়? ইয়োরোপ প্রভৃতি সকল দেশেই দেখ, বিধবা-বিবাহের চলিত আছে। আমাদের দেশেও এ-রকম বিবাহ ত হয়ে গেছে।"

অতুল। ভাই, ইয়োরোপে বাস ক'রে তোমার মন যত উন্নত ও সাহসী হয়েছে,—আমরা গরিব বাঙ্গালী, আমাদের ততটা

সাহস নেই। আর হিন্দুনারীর দু'বার বিবাহের চেয়ে হিন্দুবিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালনটাই আমাদের কাছে অতিমহৎ কার্য্য বলে মনে হয়। আমাদের এই কলিযুগে বর্ত্তমান বিলাস-পঙ্কিল দেশে যা একটু মহত্ত্ব, যা একটু উদারতা, যা একটু পবিত্রতা ও যা একটু ধর্ম্মভাব দেখ্‌তে পাই, তাত কেবল আমাদের এই ব্রহ্মচারিণী হিন্দু-বিধবাদের হৃদয়ে। বাস্তবিক পূতচরিত্রা এই রকম বিধবা দেখ্‌লে আমার প্রাণে বড় আনন্দ হয়। আমি বিভাকে সেই ভাবে গঠিত কোর্ব্বো; তাকে হিন্দু বিধবার আদর্শ কর্‌বার জন্যে যত্ন কোর্ব্বো। তার আবার বিবাহ দিয়ে সমাজে পতিত হতে পার্‌ব না, ভাই! তুমি আমায় ক্ষমা কর।

সুধীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীরব রহিল। আর তাহার বলিবার কি আছে? তাহার আশালতা অঙ্কুরেই নির্ম্মূল হইয়া গেল। একটা নিরাশার গভীর হাহাকার হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হইয়া ধীরে ধীরে তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল।

অতুল আবার বলিতে লাগিল, "সুধীর! বিভা এমন কি তপস্যা করেছে যে, সে তোমার মতন স্বামী লাভ কর্‌বে? তোমার কি মনে নেই, আমি গোড়াতেই তোমার সঙ্গে তা'র বিয়ে দেবার জন্যে বাবাকে কত বলেছিলুম? তুমিও ত তাকে বিবাহ কর্‌তে চেয়েছিলে। কিন্তু তোমরা বলজ আর আমরা রাঢ়ী, শুধু এইটুকুমাত্র আপত্তির জন্যে সমাজের ভয়ে বাবা তখন তোমার সঙ্গে বিভার বিবাহ দিতে পারেন নি! যদি তা তখন দিতেন, তা হ'লে বৃদ্ধ যোগেশবাবুর পরিবর্ত্তে তোমার মত সর্ব্বগুণান্বিত যুবকের পত্নী হয়ে বিভা আজ অপার সুখভোগ কর্‌ত। কিন্তু অভাগিনীর কপালে সে সুখ নাই! বিধাতার ইচ্ছা অন্যপ্রকার। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। এখন আর সে-কথা নিয়ে আন্দোলন করা বৃথা!

অতুল সেইদিনেই তাড়াতাড়ি বিভাকে লইয়া চলিয়া গেল। তাহার আশঙ্কা হইল, পাছে বিভার মনে কোন রকম বিকৃত ভাব ঘটিয়া থাকে।

সুধীর ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়া ভ্রাতা-ভগ্নীকে ট্রেনে তুলিয়া দিল। ট্রেন ও-হু-শব্দে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। সুধীর একটা নিরাশার গুরু বেদনা বক্ষে লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল।

(২০)

আমাদের দেশে একটা মেয়েলি প্রবচন আছে যে, "ভালবাস কেমন? না, ভালবাস যেমন।" অর্থাৎ ভালবাসা ভালবাসাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সকল স্থানে সে কথাটা খাটে না। মাতা পুত্রগতপ্রাণা; কিন্তু কত কুসন্তান আছে, যে মাতার সে-স্নেহের বিন্দুমাত্র প্রতিদান করে না! কত পতিপ্রাণা রমণী পতির ধ্যানে জীবনপাত করিতেছে, কিন্তু নিষ্ঠুর পতি সেই সাধ্বীর প্রতি ফিরিয়াও চাহে না! কত ভগিনীর হৃদয় ভ্রাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ, কিন্তু ভ্রাতা হয় ত, ভগ্নীকে দেখিলে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়! সংসারে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

সুধীর ভ্রমেও তাহার পরিণীতা ভার্য্যা লীলার কথা মনে করে না, কিন্তু লীলার

প্রাণ সুধীরময়। লীলা শয়নে স্বপনে, চিন্তা-জাগরণে, ধ্যানে জ্ঞানে প্রাণে সুধীর ব্যতীত আর কিছুই জানে না। অহর্নিশ সুধীরের প্রতিমূর্ত্তিরই সে পূজা করে।

পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষাভিমানী যুবক কিছুতেই বুঝিল না যে, পবিত্র প্রেম-ভরা একখানি হৃদয় প্রাণভরা ভালবাসা ও হৃদয়ের সমস্ত আবেগ লইয়া তাহারই মহাপূজার জন্য ছুটিয়া বেড়াইতেছে! নির্ব্বোধ যুবক তাহা না বুঝিয়াই, ব্যর্থ ক্রোধ লইয়া সংসারের এক-প্রান্তে পড়িয়া থাকিয়া মনের আগুনে আপনিই পুড়িয়া মরিতেছে! তাহার গৃহে স্বর্গীয় বিমল সুধা অযত্নে অনাদরে গড়াগড়ি যাইতেছে, আর সে বিষ-পানের আশায় উন্মত্ত হইয়া প্রাণের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছে!

কমলাপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া লীলা একেবারে শয্যা-গ্রহণ করিয়াছে। তাহার উত্থানশক্তি আর নাই বলিলেই হয়। দুঃখে, মর্ম্মবেদনায়, হতাশতায়, তাহার হৃদয় একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

লীলার এই অবস্থা দেখিয়া অবিনাশবাবু বড়ই ব্যথিত। বাস্তবিকই, তিনি লীলাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। তাহার জন্য তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক-গণকে লীলার চিকিৎসার্থ নিযুক্ত করিলেন, বটে, কিন্তু কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না! এমন কি রোগ-নির্ণয়ে কেহই সমর্থ হইলেন না। শেষে সকলেই এক-মতাবলম্বী হইয়া নানাপ্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। হায়! মনের বিকার ঔষধে কি উপশমিত হইবে? কাজেই, লীলার পীড়ার কোনও উপশম হইল না। আর সে ঔষধ সেবনও করিত না। তাহার বাসনা, যদি সুধীরের সহিত তাহার মিলনই না হইল, তবে যেরূপে হউক, দেহ হইতে জীবনটা বহির্গত হইয়া যাউক্।

বিখ্যাত বিখ্যাত ঔষধালয় হইতে দ্বিগুণ মূল্য দিয়া লীলার জন্য যে-সব ঔষধ আসিত, লীলা তাহা আদৌ খাইত না। ঔষধগুলি বাতায়নপথ দিয়া কার্ণিসে, রাজপথে, অথবা পিকদানীতে স্থান পাইত। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, 'খাইয়াছি।' কেহ যদি ঔষধ খাওয়াইতে আসিত, লীলা তাহাতে বড় বিরক্ত হইত; বলিত, "থাক্, আমি নিজেই খাব এখন।"

চিকিৎসকগণ যখন লীলার পীড়ার কিছু উপশম হইতে দেখিলেন না, তখন সকলে এক-মত হইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিলেন।

চিকিৎসকগণ যখন লীলার চিকিৎসা ছাড়িয়া "চেঞ্জের" ব্যবস্থা করিলেন, তখন অবিনাশবাবু লীলার জীবনসম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইলেন। যাহা হউক্, "যা করেন ভগবান্" এই বলিয়া তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন হইল যামিনীবাবু সপরিবারে দার্জ্জিলিংয়ে বেড়াইতে গিয়াছেন। অবিনাশ-বাবু লীলাকে লইয়া সেইখানেই যাইতে মনস্থ করিলেন। কারণ, লীলা তাহার কাকাকে বড় ভালবাসে। কাকার সঙ্গে বেড়াইতে, কাকার কাছে গল্প করিতে লীলার বড় আনন্দ হয়। লীলার যাহাতে মন ভাল থাকে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। তাই অবিনাশবাবু যামিনীবাবুর কাছে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে অবিনাশবাবু লীলাকে লইয়া দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন। কাকা সেখানে আছেন জানিয়া লীলা যাইতে কোনও আপত্তি করিল না। কাকাকে আর একবার জন্মশোধ দেখিতে, কাকার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে, তাহার বড় সাধ হইয়াছিল।

যামিনীবাবু অগ্রজের আগমন-সংবাদ পাইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা-হেতু পুত্রকন্যা-সহ, রেলষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিলেন। ট্রেন আসিয়া পৌঁছিলে লীলা দেখিতে পাইল, তাহার কাকা কতকগুলি ছেলে-মেয়ে লইয়া 'প্ল্যাটফর্ম্মে'র উপর দাঁড়াইয়া আছেন। অবিনাশবাবু লীলার হাতখানি ধরিয়া ধীরে ধীরে ট্রেন হইতে অবতরণ করিতেছেন দেখিয়া, যামিনী বাবু তাঁহার নিকটে আসিলেন। লীলাকে দেখিয়া প্রথমে তিনি চিনিতেই পারেন নাই। ইহার পূর্ব্বে তিনি লীলাকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন লীলা তদপেক্ষা বহু শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

"লীলা! এ কি হয়ে গেছিস্ মা!" বলিয়া তিনি সস্নেহে লীলার হাতখানি ধরিলেন। সে স্নেহ-সম্ভাষণে লীলার হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। সে কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হইল না। তাহার আর্দ্র চক্ষুর্দ্বয়ই এ কথার উত্তর প্রদান করিল। অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতাও লীলার ছিল না। ধীরে ধীরে তাহার মস্তকটী হেলিয়া যামিনীবাবুর স্কন্ধের উপর পড়িল।

নিকটেই যান প্রস্তুত ছিল। যামিনীবাবু সযত্নে লীলাকে ধরিয়া শকটে উঠাইয়া দিলেন। তাঁহার কন্যা লতিকা তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিল। যামিনীবাবুর বাসা অধিক দূর নহে। সকলে কথা-বার্ত্তা করিতে করিতে যামিনীবাবুর বাসার দিকে চলিলেন।

পথে যাইতে যাইতে লতিকা লীলাকে কত কথা বলিতে লাগিল; নানা স্থানে দার্জ্জিলিংয়ের দৃশ্যাবলি-সকল দেখাইতে লাগিল। লতিকা লীলারই সমবয়স্কা। লীলাকে পাইয়া তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইল।

গৃহে উপস্থিত হইলে যামিনীবাবুর পত্নী অতিযত্নে অতিথিদ্বয়কে গ্রহণ করিলেন। অবিনাশবাবু যামিনীবাবুর বাটীতে আর কখনও আসেন নাই। এই তাঁহার প্রথম আগমন। যামিনীবাবুর স্ত্রীর রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, যত্ন ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। কোথায় তাঁহার গর্ব্বিতা পত্নী! আর কোথায় এই শিক্ষিতা ভ্রাতৃবধূ! উভয়ের চরিত্রের যতই তিনি মনে মনে তুলনা করিতে লাগিলেন, ততই তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখিতে লাগিলেন! বস্তুতঃ, গৃহিণীর গুণেই যামিনীবাবুর সংসারে যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি বিরাজ করিতেছিল।

গৃহিণী লীলাকে অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। আর লতিকার ত কথাই নাই। সে লীলাকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছে, ভাবিল। সে একদণ্ডও লীলার কাছ ছাড়া হইত না; সর্ব্বদাই লীলার পার্শ্বে বসিয়া থাকিত; কখন বা লীলার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া লীলার পার্শ্বে লীলার শয্যায় শুইয়া পড়িত; কত কথা, কত গল্প বলিত। তাহার সেই সরলতামাখা সুমিষ্ট কথাগুলি বাস্তবিকই লীলার প্রাণে তৃপ্তিদান করিত। লতিকার স্বামী সুহৃদ্‌ও আসিয়া মাঝে মাঝে তাহাদের গল্পে যোগদান করিত।

লীলার উঠিয়া বেড়াইবার ক্ষমতা ছিল

না। শয্যায় শুইয়া বাতায়নপথ দিয়া সে দার্জ্জিলিংয়ের আকাশচুম্বি-শিখরমালা ও মেঘের বিচিত্র খেলা একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। কখনও বা মেঘের কণারাশি গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া কক্ষতল সিক্ত করিয়া দিত। লীলা তাহা দেখিয়া হাসিত। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার সে আর কখনও দেখে নাই। পাহাড় হইতে নানাপ্রকার রঞ্জিত বৃক্ষপত্রসকল চয়ন করিয়া সুহৃদ্ লীলাকে আনিয়া দিত। লীলা সেই সকল অপূর্ব্ব বস্তুর বৈচিত্র্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত!

লীলার মনস্তুষ্টির জন্য সকলেই প্রয়াসী ছিল। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া সে অনেকটা শান্তিলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাঁচিবার ইচ্ছা তাহার মোটেই ছিল না। সে দিবানিশি প্রার্থনা করিত, "ঐ মেঘের তলায়, ঐ পর্ব্বতের উপরে আমার এই ব্যর্থ দেহ ভস্মীভূত হউক্; এই শান্তিময় স্থানে আমি যেন চিরনিদ্রায় মগ্ন থাকি! আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হউক্। হে ঠাকুর! আমায় তোমার চরণতলে স্থান দাও! আর যেন আমাকে সংসারে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিও না।" কিন্তু ঠাকুর তাহার সে প্রার্থনা শুনিলেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

গান।

(ইমন কল্যাণ)

বসন্ত ঐ জাগ্‌লো মনে
তোমা তরে;
ফাল্গুন-হাওয়া লাগ্‌লো বনে
তোমা তরে!
মন-কোকিল উঠ্‌লো ডাকি
মুখরিয়া কুঞ্জ-শাখী,
গোলাপ-কমল উঠ্‌লো জাগি
তোমা তরে!

মন-ভ্রমরা গুঞ্জরিল,
সকল তরু মুঞ্জরিল,
গোপন সুধা সঞ্চারিল
তোমা তরে!
উঠলো ফুটি তারার পাঁতি,
নাম্‌লো প্রেমের গহন রাতি,
দিকে দিকে জ্বল্‌লো বাতি
তোমা তরে!!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এ।

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ।
অসঙ্গো নিস্পৃহঃ শান্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব
॥১১॥

দেহাদিতে আত্মভ্রম হয় বলিয়া আত্মা সংসারী বলিয়া প্রতীত হ'ন; কিন্তু বস্তুতঃ আত্মা কেবল দেহ-মন-প্রভৃতির দ্রষ্টা, সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণ, একরূপ, স্বভাবতঃ মুক্ত, চৈতন্যমাত্র, নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, নিঃস্পৃহ ও শান্ত ।১১।

কূটস্থং বোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয়।
আভাসোঽহং ভ্রমং মুক্ত্বা ভাবমাহ্যবমথান্তরম্
॥১২॥

যাহাকে 'আমি' বলিয়া মনে কর সেই 'আমি' ভ্রম। "এই দেহাদি আমার" এই বাহ্যভাব ও "আমি সুখী বা দুঃখী" ইত্যাদি অন্তঃকরণের ভাব বর্জ্জন করিয়া নির্ব্বিকার একরূপ বোধমাত্রকে আত্মা বলিয়া জান ।১২।

দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক।
বোধোঽহং জ্ঞানখড়্গেন তং নিকৃত্য সুখী ভব
॥১৩॥

হে বৎস, তুমি চিরকাল দেহাত্মবোধরূপ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছ। "আমি (দেহাদি নহি) বোধ মাত্র" এই জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা সেই পাশ ছেদনপূর্ব্বক সুখী হও ।১৩।

নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥১৪॥

তুমি স্বভাবতঃ নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয়, স্বপ্রকাশ এবং নির্ম্মল। ইহাই তোমার বন্ধন যে, তুমি যোগানুষ্ঠান করিতেছ ।১৪।

ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপস্ত্বং মাগমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্ ॥১৫॥

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত; ইহা বাস্তবিকই তোমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে। তুমি স্বরূপতঃ নির্ম্মল এবং জ্ঞানময়; অতএব ক্ষুদ্রচিত্ত হইও না ।১৫।

নিরপেক্ষো নির্ব্বিকারো নির্ভরঃ শীতলাশয়ঃ।
অগাধবুদ্ধিরক্ষুব্ধো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥১৬॥

তুমি ভোজনাদি-নিরপেক্ষ, অন্নাদিবিকাররহিত, দেহাদিভারশূন্য, শান্তস্বরূপ, অগাধবুদ্ধি, অবিদ্যাদিক্ষোভশূন্য। অতএব কেবল বোধমাত্রে অবস্থিত হও ।১৬।

সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারং তু নিশ্চলম্।
এতত্তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ ॥১৭॥

সাকার শরীরাদিকে মিথ্যাভূত বলিয়া জান (অতএব বিষয়-সকল বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে); এবং নিরাকার আত্মতত্ত্বকেই একমাত্র স্থিরবস্তু বলিয়া জান। এই তত্ত্ব উপদিষ্ট হইলে এবং তদ্দ্বারা আত্মতত্ত্বে অবস্থান ঘটিলে, পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না ।১৭।

যথৈবাদর্শমধ্যস্থে রূপেঽন্তঃ পরিতস্তু সঃ।
তথৈবাস্মিন্ শরীরেঽন্তঃ পরিতঃ পরমেশ্বরঃ
॥১৮॥

দর্পণে প্রতিবিম্বিত শরীরের ভিতরে, বাহিরে চারিদিকে যেমন দর্পণই বিদ্যমান, সেইরূপ অস্মদাদির শরীরের ভিতরে বাহিরে চারিদিকে পরমেশ্বর রহিয়াছেন ।১৮।

একং সর্ব্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্যথা ঘটে।
নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতগণে তথা ॥১৯॥

যেরূপ ঘটের ভিতরে বাহিরে চারিদিকে

এক সর্ব্বব্যাপী আকাশ বর্ত্তমান, সেইরূপ সকল জীবের ভিতরে বাহিরে চারিদিকে নিত্য অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম বর্ত্তমান রহিয়াছেন ।১৯।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার আত্মানুভব-নামক প্রথম প্রকরণ।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

ইথং তত্ত্বক্তিপীযূষাস্বাদানুভবমাত্মনঃ।
আবিষ্চকার সাশ্চর্য্যং শিষ্যো নিজগুরুং প্রতি ॥১

এইরূপ গুরুবাক্যামৃত আস্বাদন করিয়া শিষ্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বীয় গুরুর উদ্দেশে নিজের অনুভব বর্ণনা করিলেন ।১।

অহো নিরঞ্জনঃ শান্তো বোধোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ।
এতাবন্তং মহাকালং মোহেনৈব বিড়ম্বিতঃ ॥১॥

অহো, আমি সর্ব্বপ্রকার মলিনতা-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বপ্রকার বিকারের অতীত; আমি প্রকৃতির অতীত, স্বপ্রকাশ-চৈতন্যমাত্র। আমি এই সুদীর্ঘকাল মোহবশতঃ (সুখদুঃখাদি-দ্বারা) বিড়ম্বিত হইতেছি ।১।

যথা প্রকাশয়াম্যেকো দেহমেনং তথা জগৎ।
অতো মম জগৎ সর্ব্বম্ অথবা চ ন কিঞ্চন ॥২॥

যেরূপ এই দেহকে আমি প্রকাশিত করিতেছি, সেইরূপ সমস্তজগৎকেও প্রকাশিত করিতেছি। অতএব (যদি দেহ আমার, তবে) সমস্ত জগৎই আমার, অথবা কিছুই আমার নহে (কেন না আমি স্বপ্রকাশ-চৈতন্যমাত্র; দেহও আমার নহে, জগৎও আমার নহে।)।২।

সশরীরমিদং বিশ্বং পরিত্যজ্য ময়াধুনা।
কুতশ্চিৎ কৌশলাদেব পরমাত্মা বিলোক্যতে ॥৩॥

দেহ-সহিত সমস্ত বিশ্বকে আত্মা হইতে পৃথক্ বিবেচনা করিয়া আমি এখন গুরূপদিষ্ট কৌশলক্রমে পরমাত্মাকে অবলোকন করিতেছি ।৩।

যথা ন তোয়তো ভিন্নাস্তরঙ্গাঃ ফেনবুদ্বুদাঃ।
আত্মনো ন তথা ভিন্নং বিশ্বমাত্মবিনির্গতম্ ॥৪॥

তরঙ্গ, ফেন এবং বুদ্বুদ যেরূপ জল হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ আত্মোপাদানে বিনির্ম্মিত বিশ্বও আত্মা হইতে ভিন্ন নহে ।৪।

তন্তুমাত্রো ভবেদেব পটো যদ্বিচারিতঃ।
আত্মতন্মাত্রমেবেদং তদ্বদ্বিশ্বং বিচারিতম্ ॥৫॥

যদি সূক্ষ্মভাবে বিচার করা যায়, তবে বস্ত্র যেরূপ সূত্রমাত্রই হয়, সেইরূপ যদি সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার করা যায়, তবে জগৎও আত্মা বলিয়াই বিবেচিত হইবে ।৫।

যথৈবেক্ষুরসে ক্লপ্তা তেন ব্যাপ্তৈব শর্করা।
তথা বিশ্বং ময়ি ক্লপ্তং ময়াব্যাপ্তং নিরন্তরম্ ।৬॥

যেরূপ ইক্ষুরসে অবস্থিত শর্করা তাহার দ্বারাই ব্যাপ্ত, সেইরূপ আমাতে অবস্থিত (অধ্যস্ত) বিশ্বও আমার দ্বারাই অবিচ্ছেদে ব্যাপ্ত ।৬।

আত্মাজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি আত্মজ্ঞানান্নভাসতে।
রজ্জ্বজ্ঞানাদহির্ভাতি তজ্জ্ঞানান্নভাসতে নহি ॥৭॥

আত্মার জ্ঞান না থাকিলে জগৎ প্রতিভাত হয়; আত্মজ্ঞান হইলে আর জগৎ প্রতিভাত হয় না। রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান না হইলে, তাহাকে সর্প বলিয়া মনে হয়; কিন্তু রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান হইলে সর্প আর প্রতিভাত হয় না ।৭।

প্রকাশো মে নিজং রূপং নাতিরিক্তোঽস্ম্যহং ততঃ।
যদা প্রকাশতে বিশ্বং তদাহংভাস এব হি ॥৮॥

নিত্যবোধই আমার আপন স্বরূপ; আমি নিত্যবোধমাত্র হইতে অতিরিক্ত কিছুই নহি। জগৎ যে প্রকাশিত হয়, তাহা আমার চৈতন্য

হইতেই ; (অন্যথা আত্মচৈতন্য না থাকিলে জগৎও থাকিত না) ।৮।

অহো বিকল্পিতং বিশ্বমজ্ঞানান্ময়ি ভাসতে।
রূপ্যং শুক্তৌ ফণী রজ্জৌ বারি সূর্য্যকরে যথা ॥৯॥

অহো, এই জগৎ অজ্ঞানবশতঃ আমার নিকট প্রতিভাত হয় ! যেমন (অজ্ঞানবশতঃ) শুক্তিতে রৌপ্য-ভ্রম, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম অথবা সূর্য্যকিরণে (মরীচিকায়) জল-ভ্রম হয় ।৯।

মত্তো বিকল্পিতং বিশ্বং ময্যেব লয়মেষ্যতি।
মৃদি কুম্ভো জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা ॥১০॥

এই জগৎ আমা হইতেই বিকল্পিত (উৎপন্ন) এবং আমাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে ; যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন কলস মৃত্তিকাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, যেমন জল হইতে উৎপন্ন তরঙ্গ জলেই বিলীন হয় অথবা যেমন স্বর্ণ হইতে বিনির্ম্মিত বলয় স্বর্ণেই লয় পায় ।১০।

অহো অহং নমো মহ্যং বিনাশো যস্য নাস্তি মে।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং জগন্নাশেঽপি তিষ্ঠতঃ ॥১১॥

অহো! আমার মহিমা ! আমাকেই নমস্কার ! যেহেতু আব্রহ্মস্তম্ব জগৎ বিনষ্ট হইলেও আমার নাশ নাই ।১১।

অহো অহং নমো মহ্যমেকোঽহং দেহবানপি।
ক্বচিন্ন গন্তা নাগন্তা ব্যাপ্যবিশ্বমবস্থিতঃ ॥১২॥

অহো ! আমার মহিমা ! আমাকেই নমস্কার ! যেহেতু (নানাবিধ সুখ-দুঃখাশ্রয়) দেহধারণ করিলেও আমি একই। আমি কোথায়ও যাইও না, আসিও না ; সকল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি। ১২।

অহো অহং নমো মহ্যং দক্ষো নাস্তীহ মৎসমঃ।
অসংস্পৃশ্যশরীরেণ যেন বিশ্বং চিরং ধৃতম্ ॥১৩॥

অহো আমার মহিমা ! আমাকেই নমস্কার ! যে-হেতু আমার ন্যায় দক্ষতা আর কাহারও নাই ; আমি স্পর্শ না করিয়া চিরকাল এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি।

অহো অহং নমো মহ্যং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
অথবা যস্য মে সর্বং যদ্ বাঙ্মনসগোচরম্ ॥১৪॥

অহো আমার মহিমা, আমাকেই নমস্কার ! যে-হেতু আমার কিছুই নাই, অথবা যাহা কিছু বাক্যমনের গোচর, তাহা সমস্তই আমার। (যেহেতু আমি আছি বলিয়াই সমস্ত আছে, আমি না থাকিলে কিছুই থাকে না)।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং নাস্তি বাস্তবম্
অজ্ঞানাদ্ভাতি যত্রেদং সোঽহমস্মি নিরঞ্জনঃ ॥১৫॥

জ্ঞান, জ্ঞেয়বস্তু এবং পরিজ্ঞাতা এই ত্রিতয় বাস্তবিকপক্ষে নাই। এ-সকল অজ্ঞান-বশতঃ যে আমাতে প্রকাশিত হয়, সেই আমি নিরঞ্জন (সর্ব্বপ্রকার মলিনতাশূন্য) পুরুষ। ১৫।

দ্বৈতমূলমহো দুঃখং নান্যত্তস্যাস্তি ভেষজম্।
দৃশ্যমেতন্মৃষা সর্বমেকোঽহং চিদ্রসোঽমলঃ ॥১৬॥

অহো ! সকল দুঃখের মূল আমাদের দ্বৈত-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি ! বাস্তবিক পক্ষে এই পরিদৃশ্য-মান জগৎ সমস্তই মিথ্যাভূত, আমি অদ্বিতীয় নির্ম্মল চৈতন্যমাত্র—এই জ্ঞান ব্যতিরেকে দ্বৈতভ্রান্তিজন্যদুঃখনিবারণের আর কোনও ঔষধ নাই। ১৬।

বোধমাত্রোঽহমজ্ঞানাদুপাধিঃ কল্পিতো ময়া।
এবং বিমৃশতো নিত্যং নির্বিকল্পে স্থিতির্মম ॥১৭॥

আমি বোধমাত্র (চিদেকস্বরূপ)। আমিই অজ্ঞানবশতঃ বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন প্রভৃতি উপাধির কল্পনা করিয়াছি (তদ্দ্বারাই জগৎ

প্রতিভাত হয়)। এই সত্য নিত্য বিচার করিলে দ্বৈতভ্রান্তি বিদূরিত হইবে ও চিৎ-স্বরূপে অবস্থান ঘটিবে।১৭।

অহো ময়ি স্থিতং বিশ্বং বস্তুতো ন ময়ি স্থিতম্।
ন মে বন্ধোঽস্তি মোক্ষো বা ভ্রান্তিঃ শান্তা নিরাশ্রয়া ॥ ১৮ ॥

অহো! এই জগৎ আমাতেই অবস্থিত (অধ্যস্ত)। বাস্তবিক পক্ষে অবার ইহা আমাতে নাই (কেন না আমি স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র)। আমার বন্ধন নাই (অতএব) মোক্ষও নাই। ভ্রান্তি নিরাশ্রয় হইয়া নষ্ট হইল। (এতদিন উহা আমাতে ছিল, কিন্তু তত্ত্ববিচারের দ্বারা আমার জ্ঞান জন্মিলে, উহা আর কোথায় থাকিবে?)। ১৮।

সশরীরমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিনিতি নিশ্চিতম্।
শুদ্ধচিন্মাত্র আত্মা চ তৎ কস্মিন্ কল্পনাধুনা ॥ ১৯ ॥

আমার শরীরাদি সমস্ত জগৎ কিছুই নহে—ইহা স্থির করিয়াছি; আমিও বিশুদ্ধচৈতন্য-মাত্র; তবে এখন দ্বৈতভ্রান্তিরূপ কল্পনা কোথায় থাকিবে? (১৯)।

শরীরং স্বর্গনরকৌ বন্ধমোক্ষৌ ভয়ং তথা।
কল্পনামাত্রমেবৈতৎ কিং মে কার্য্যং চিদাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

শরীর, স্বর্গ, নরক, সংসারবন্ধন ও তাহা হইতে মুক্তি এবং অনিষ্টের ভয় এ সমস্তই কল্পনামাত্র। চিৎস্বরূপ আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই। (অবিদ্যাবশতঃ যাঁহারা দ্বৈত স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই বিধিনিষেধ মানিতে হয়; কেন না তাঁহাদের অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। যাহার পক্ষে অন্য নাই, তাহার কর্ত্তব্য কোথায়? নিজের প্রতি কর্ত্তব্যও নাই; কেন না, নিজে নির্বিকার চৈতন্যমাত্র)।

অহো জনসমূহেঽপি ন দ্বৈতং পশ্যতো মম।
অরণ্যমিব সংবৃত্তং ক্ব রতিং করবাণ্যহম্ ॥২১॥

অহো! অদ্বৈতদর্শী আমার নিকট এই জনসমূহের মধ্যেও যেন সমস্ত অরণ্যপ্রায় হইয়াছে! (মিথ্যাভূতবস্তু-সমূহের মধ্যে) কোথায় প্রীতিবন্ধন করিব? (২১)

নাহং দেহো ন মে দেহো জীবো নাহমহং হি চিৎ।
অয়মেব হি মে বন্ধ আসীদ্যা জীবিতে স্পৃহা ॥২২॥

আমি দেহ নই, আমারও দেহ নহে, আমি জীব নই, আমি কেবল চৈতন্য। ইহাই আমার বন্ধন যে, আমার জীবনে স্পৃহা ছিল। ২২।

অহো ভুবনকল্লোলৈর্বিচিত্রৈর্দ্রাক্ সমুত্থিতম্।
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে সমুদ্যতে ॥ ২৩ ॥

আমি চৈতন্যমহার্ণব। ইহাতে চিত্তরূপ বায়ু যেমন বহিতে লাগিল, অমনি নানাবিধ বিচিত্র-ভুবনরূপ তরঙ্গসকল প্রকাশ পাইল। ২৩।

ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে প্রশাম্যতি।
অভাগ্যজীববণিজো জগৎপোতো বিনশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

মদ্রূপ চৈতন্যমহার্ণবে যদি চিত্তবায়ু প্রশান্ত হয়, তবে ভাগ্যহীন জীববণিকের জগৎরূপ নৌকা (অচল হইয়া) বিনাশ পায়। ২৪।

ময্যনন্তমহাম্ভোধাবাশ্চর্য্যং জীববীচয়ঃ।
উদ্যন্তি ঘ্নন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ ॥২৫॥

আমি চৈতন্যমহার্ণব; ইহাতে জীবরূপ তরঙ্গসকল উত্থিত হইতেছে, পরস্পর আঘাত করিতেছে, খেলা করিতেছে ও বিলীন হইতেছে!—ইহাই জীবরূপ তরঙ্গের স্বভাব। ২৫।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার শিষ্যোল্লাস-নামক দ্বিতীয় প্রকরণ।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

'ঈশ্বর কি আছে ভাব?' নাস্তিকেতে কয়,
পদে পদে যাঁর সবে পায় পরিচয়!
আকাশ অবনী যাঁরে করিছে বিকাশ,
নাস্তিকের কাছে তিনি হন্ অপ্রকাশ!
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ তারা-সমুদয়,
একতানে মহেশের নাম সদা কয়!
নদ নদী রত্নাকর উন্নত ভূধর,
ফুল-ফল-তরুরাজি প্রকৃতি সুন্দর,
পশু পক্ষী কীট যত পতঙ্গ-নিচয়,
কেহই তাঁহার গানে বিরত ত' নয়!
নরের প্রত্যেক কার্য্যে যাঁর অধিষ্ঠান,
কি করে তাঁহার সত্তা মোরা করি আন?
খাই পরি চলি বলি যাঁহার কৃপায়,
কি করে কৃতঘ্ন হয়ে ভুলিব তাঁহায়?

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

নবীনালোক।

মরণে লুকায়েছিল কি মহামঙ্গল!
জাগিল কুহেলি ভেদি সবিতা উজ্জ্বল!
অন্ধ এ হৃদয়াকাশে ঘুচিল তমসা,
ম্লানতম মৃত প্রাণ লভিল ভরসা;
খুলিল নয়নে এক নবীন আলোক,
হেরিনু তাহার মাঝে অজর অশোক
দিব্যধাম পুরী এক মনোহর অতি;
করি তুমি আমি তাহে আনন্দে বসতি!

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দেওঘর (দেবঘর)—

ইহা সাঁওতাল-পরগণার 'হেড কোয়ার্টার'। এখানকার জন-সংখ্যা ৮৮৩৮। স্থানটীতে ২২টী শিবমন্দির আছে। তীর্থ করিবার জন্য ভারতের প্রায় সকল স্থান হইতেই এখানে লোক সমাগত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন মন্দিরটী বৈদ্যনাথ বা বাইজ্‌নাথ-নামে খ্যাত। ভারতে যে সকল বহুপুরাতন শিবলিঙ্গ আছে, তন্মধ্যে ইহাও একটী। মন্দির-গুলি উচ্চপ্রাচীর-দ্বারা পরিবেষ্টিত। সম্মুখে বিস্তীর্ণ অঙ্গন। মির্জ্জাপুরের অনেক সম্ভ্রান্ত সওদাগর লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মন্দিরগুলি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তিনটী মন্দির ব্যতীত অবশিষ্ট সকল মন্দিরেই শিবমূর্ত্তি আছে। উক্ত তিনটী মন্দিরে পার্ব্বতীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিব-মন্দিরের শিখর-দেশ হইতে পার্ব্বতীর মন্দিরের চূড়া পর্য্যন্ত একগাছি রেশমের দড়ি সম্বদ্ধ আছে। এই দড়িটী ৪০ বা ৫০ গজ লম্বা। দড়িতে রঙ্গিন কাপড়, ফুলের মালা, ইত্যাদি বিলম্বিত থাকে।

শিবকে হিন্দুরা পরমব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া থাকেন। সর্ব্বশাস্ত্রেই ইনি মহাকাল-নামে ব্যাখ্যাত। তিনি অপক্ষয়, বিনাশাদিরহিত কালাত্মার অবস্থাদিশূন্য, অথচ সর্ব্বাবস্থ। কালের কোন আকার নাই, অথচ তিনি যাহাকার-বিশিষ্ট। কালের কোন রূপ নাই, অথচ তিনি সর্ব্বরূপবান্। কালই জগদুৎপাদক, জগৎপালক ও জগৎ-সংহারক। সর্জ্জন, পালন, নিধন—এইগুলি কালের একপ্রকার অবস্থা। অপর অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান, ইহাও তদবস্থারূপে পরিগণিত হয়। বাল্য যৌবন, জরা—জীব-সম্বন্ধে এই তিন অবস্থাকেও কালাবস্থা বলা যায়। অনাম, অরূপ হইয়াও কাল সর্ব্বনাম ও সর্ব্বরূপ-বিশিষ্ট। শ্রুতি বলেন, কাল স্থূল হইতে স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু ও পলাতিস্থূল কল্পাদি; (অর্থাৎ কল্প হইতে সূক্ষ্মমন্বন্তর, মন্বন্তর হইতে দিব্যযুগ, যুগ হইতে বৎসর, বৎসর হইতে অয়ন, অয়ন হইতে ঋতু, ঋতু হইতে মাস, মাস হইতে পক্ষ, পক্ষ হইতে দিবা, দিবা হইতে প্রহর, প্রহর হইতে যামার্দ্ধ, যামার্দ্ধ হইতে মুহূর্ত্ত, মুহূর্ত্ত হইতে দণ্ড, দণ্ড হইতে পল, পল হইতে বিপল, বিপল হইতে অনুপল, অনুপল হইতে কলা, কলা হইতে বিকলা, বিকলা হইতে কাষ্ঠা, কাষ্ঠা হইতে নিমেষ, নিমেষ হইতে ক্ষণ, ক্ষণ হইতে ত্রসরেণু, ত্রসরেণু হইতে অণু, অণু হইতে পরমাণু ইত্যাদি।) এইরূপে স্থূল-সূক্ষ্মরূপে কালের অনেক অবয়ব। কাল যে ভূত-ভবিষ্যদ্-বর্ত্তমান-ত্রিকালদর্শী, একারণ শিব ত্রিলোচন-বিশিষ্ট। সংসার জরাবস্থায় নিধনদশা প্রাপ্ত হয় বলিয়া শিবস্বরূপে বৃদ্ধাবস্থা বর্ণিত হইয়া থাকে। কালের প্রলয়াগ্নিতাপে জগৎ ভস্মীভূত হয়; তন্নিদর্শনার্থ শিব ভস্ম-ভূষণ। কালে জীবনিকায়ের কঙ্কালমালাতে জগৎ পরিপূর্ণ হয়, এজন্য অনাদিনিধন শিব কঙ্কালমালী। কালে নরসকলের অস্থি ভূতলে বিচরিত হয়; এ-কারণ শিবরূপের করকমলে নরকপাল সংস্থিত। মুক্তিকালে জীব-সকলে পরমাত্মা কালরূপে শয়ন করেন, আর পুনর্ব্বার জাগ্রৎ হন্ না, এ-কারণ শিবকে মহাশ্মশানালয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। এতদ্ভিন্ন শ্মশানভূমিতে মহাদেবের বাসের আরও কারণ এই যে, কালরূপী শঙ্কর সর্ব্বসংহারক। আর মুণ্ডমালা-ধারণের এই কারণ যে, কালে সকল জীবেরই শির নিরস্ত হয়। এতন্নিদর্শনার্থ হরগলে নরশিরোমালা বিভূষণ। নীলকণ্ঠরূপে কালের কালিমার প্রদর্শন করা হইয়াছে। কালের অপরিচ্ছিন্নতায় সর্ব্বব্যাপকত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপ শিব দিগম্বর হইয়াছেন। এই বিশ্বসৃষ্টির যত অঙ্গ ও যত উপকরণ আছে, সে সকল অঙ্গের মধ্যে প্রধানাঙ্গ পঞ্চ মহাভূত। এ-কারণ কালস্বরূপ শিবরূপের পঞ্চাননত্ব শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কালের অমোঘবীর্য্যতা পদে পদে প্রদর্শিত হয়; তাহাতে উত্তমাধম-মধ্যম পক্ষে নিয়তি কালের প্রধানা শক্তি। সেই নিয়তিই শিবের ত্রিশূল। তাহা কোনমতেই ব্যর্থ হয় না; অর্থাৎ নিয়তির অন্যথা করিতে কেহই পারেন না। যিনি যত বড় দুরাত্মা ও হিংস্র হউক না কেন, কালে তাহার নিধন হয়। তাহার চর্ম্মোপরি কাল নিয়তই অবস্থান করেন। এই-হেতু শিব ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর। ভুজঙ্গকুলও কালের বশীভূত; এ-কারণ শিব সদা ভুজঙ্গভূষণ। জ্ঞানস্বরূপ

মহাকাল শিবরূপ; তাঁহার বাহন বৃষ। এতদর্থে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞান কেবল এক ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। অতএব বৃষরূপ ধর্ম্ম, জ্ঞানস্বরূপ শিবকে সর্ব্বদা বহন করেন; অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত ব্যক্তির তত্ত্ব-জ্ঞানের সম্যক্ ফললাভ হয়। কোন কোন মতে শিবকে চতুর্ভুজ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তাহাতে চতুর্ব্বর্গই সাক্ষাৎ প্রমাণ হইতেছে। যথা—"পরশুমৃগবরাভীতিহস্ত-মিত্যাদি"। যে হস্তে মৃগ, সেই হস্তই কাম, অর্থাৎ সর্ব্বাভিলাষ-পূরক মৃগমুদ্রা। যে হস্তে কুঠার, সেই হস্তই অর্থ; অর্থাৎ বিনা শত্রুনাশে রাজ্য কি ঐশ্বর্য্যলাভ হইতে পারে না। যে-হস্তে বর, সেই হস্তই ধর্ম্ম। অর্থাৎ বিনা ধর্ম্মে বিশুদ্ধ সুখের সম্বর্দ্ধন হয় না। যে হস্তে অভয়, সেই হস্তই মোক্ষ। অর্থাৎ বিনা মোক্ষে জীবের ভয়-শান্তি হয় না। অতএব কালমূর্ত্তি যে পরমাত্মা শিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ শিবকে দশবাহু-রূপেও ধ্যান করেন। তদর্থে কালের কর দশদিকেই বিস্তৃত আছে। দশবিধ অস্ত্র-ধারণের অর্থ, আত্মা হইতে কালে জীবের নানোপ-করণ দ্বারা মৃত্যু হইয়া থাকে। যিনি কাল, তিনিই জগৎকর্ত্তা, ভর্ত্তা ও হর্ত্তা। সুতরাং, যিনি কর্ত্তা তিনিই ঈশ্বর। এ-কারণ শিবকে শাস্ত্রে ঈশ্বর বলেন।

বৈদ্যনাথের মন্দির-সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, ইহা ত্রেতাযুগ হইতে বিদ্যমান আছে। শিব-পুরাণ বলেন যে, লঙ্কেশ্বর রাবণ বহু-ঐশ্বর্য্য-শালী হইয়া ভাবিলেন যে, তাঁহার বাটীতে মহাদেব না থাকিলে তাঁহার সমস্ত কীর্ত্তিই অপূর্ণ রহিয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তিনি কৈলাসে গমন করতঃ মহাদেবকে তাঁহার বাটীতে চিরতরে বাস করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। মহাদেব তাহাতে কিন্তু সম্মত হইলেন না। রাবণ অনেক অনুনয়-বিনয় করিলে তিনি তাঁহাকে একটী জ্যোতির্লিঙ্গ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, ইহার স্থাপনায় যে ফল তাঁহার স্বয়ং থাকিলেও সেই ফল। সুতরাং, তিনি সেই লিঙ্গ লইয়া রাবণকে তথা হইতে প্রস্থান করিতে আদেশ দিলেন এবং ইহাও তাহাকে বলিয়া দিলেন, যেন লিঙ্গটী কোনরূপে ভাঙ্গিয়া না যায় অথবা তাহাকে স্বীয় বাটী ভিন্ন অন্যত্র রাখিয়া দেওয়া না হয়। কারণ, তাহা হইলে তাহা তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। রাবণ হৃষ্টচিত্তে লিঙ্গটী লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দেবতারা ভাবিলেন যে, শত্রুগৃহে জ্যোতি-র্লিঙ্গ-স্থাপনা দেবতাদিগের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। সুতরাং, যাহাতে সেটী না হইতে পায় তদ্বিষয়ে একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়া বরুণদেবকে রাবণের উদরে প্রবেশ করিতে বলিলেন। বরুণ তাহাই করিলেন। বরুণ রাবণের উদরে প্রবেশ করিলে রাবণ প্রস্রা-বের পীড়ায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি প্রস্রাব করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করিলেন। এমন সময় বিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ পরিগ্রহ করিয়া রাবণের সহিত বার্ত্তালাপ আরম্ভ করিলেন। রাবণ দেবতাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণকে শিবলিঙ্গটী ধারণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণও সম্মত হইলেন। তাঁহার হস্তে শিবলিঙ্গটী প্রদান করিয়া রাবণ প্রস্রাব করিতে গমন করিলেন কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়া তিনি ব্রাহ্মণ ও জ্যোতির্লিঙ্গটীকে আর দেখিতে পাইলেন না। অন্বেষণ করিতে করিতে তিনি দেখিলেন যে, যে-স্থানে তিনি অবতরণ করিয়াছিলেন তাহার বহুদূরে লিঙ্গটী স্থাপিত রহিয়াছে। লিঙ্গটী উঠাইবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া বলপ্রয়োগ করিলে লিঙ্গের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গেল। রাবণ তখন প্রণত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বকীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রত্যহ হিমালয় হইতে গঙ্গোদক লইয়া আসিয়া লিঙ্গের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। জলের জন্য প্রত্যহ হিমালয়ে গমন করা অসুবিধাজনক ভাবিয়া রাবণ লিঙ্গের সন্নিকটে একটী কূপ খনন করিয়া তাহা সকল তীর্থের জলের দ্বারা পূর্ণ করিলেন। রাবণ যে-স্থানে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছিলেন তাহার নাম "হরলাজুরী"। দেওঘর হইতে ইহা চারিমাইল দূরে অবস্থিত। যে স্থানে লিঙ্গটী স্থাপিত হয়, তাহার নাম দেওঘর (দেব ঘর)। লিঙ্গটী বৈদ্যনাথ-নামে খ্যাত।

পদ্মপুরাণের মতে রাবণ ব্রাহ্মণের হস্তে শিবলিঙ্গটী অর্পণ করিলে ব্রাহ্মণ বিধি-অনুসারে কূপোদক-দ্বারা তাহার পূজা করিয়া প্রস্থান করিলেন। অর্চ্চনাকালে তথায় একজন ভীল উপস্থিত ছিল। দেবতার পূজা কিরূপে করিতে হইবে, তাহা ভীলকে কহিয়া ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হ'ন। রাবণ ফিরিয়া আসিলে ভীল সমস্ত ঘটনা রাবণকে বলে এবং সে ইহাও বলে যে, ব্রাহ্মণ আর অন্য কেহ নহেন—স্বয়ং বিষ্ণু। রাবণ তখন বাণদ্বারা একটি কূপ খনন করিয়া পূজার জন্য সর্ব্বতীর্থের জল-দ্বারা তাহা পূর্ণ করেন।

অন্যান্য পুরাণের মতে বৈদ্যনাথের সত্তা সত্যযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। সতী দক্ষ-যজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিলে মহাদেব তাঁহাকে ত্রিশূলোপরি লইয়া উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তখন চক্রদ্বারা সতীদেহ ৫২ খণ্ডে খণ্ডিত করেন। সতীর যে যে খণ্ড যে যে স্থানে পতিত হয়, তাহা এক একটী পীঠস্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বৈদ্যনাথে সতীর হৃৎপিণ্ড পতিত হয়। অন্য আখ্যায়িকা এই যে, সত্যযুগে মহাদেব জ্যোতির্লিঙ্গ-রূপে দ্বাদশটী স্থানে আবির্ভূত হন্। তন্মধ্যে বৈদ্যনাথ একটী। সতী এই লিঙ্গ পূজা করিতেছিলেন। তিনি কেতকীপুষ্পরূপ পরিগ্রহ করিয়া শিবের উপর বাস করিতেন, এরূপ প্রবাদও শুনা যায়। এইজন্য বৈদ্যনাথের আর একটী নাম কেতকীবন।

বৈদ্যনাথের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে সরকারী রাস্তা ও দক্ষিণে নহবতখানা। অঙ্গনের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের সন্নিকটে একটি ফটক আছে। ইহার উপর বনাইলির রাজা পদ্মানন্দ একটী ঘর তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। উক্ত ফটকই মন্দির-প্রবেশের প্রধান দ্বার। অঙ্গনের উত্তর প্রান্তে সদর পাণ্ডার বাটী। যে গৃহে লিঙ্গটী অবস্থিত তাহা ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ কেহ কিছুই দেখিতে পায় না। দুইটী ঘৃতপ্রদীপ লিঙ্গের সম্মুখে জ্বলিয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারটী চন্দনীযুক্ত। সন্নিকটে একটী যণ্ড-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ছাদের ভিতর হইতে একটী ঘণ্টা দোদুল্যমান

রহিয়াছে। মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে তীর্থযাত্রিগণ ঘণ্টাটী বাজাইয়া প্রবেশ করে। কিন্তু এখন এই কার্য্যটী পাণ্ডাই করিয়া থাকে। বৈদ্যনাথের মন্দিরের অঙ্গনে অপর ১১টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। তাহাদিগের নাম :— (১) বৈদ্যনাথ, (২) লক্ষ্মী-নারায়ণ, (৩) সাবিত্রী (তারা), (৪) পার্ব্বতী, (৫) কালী, (৬) গণেশ, (৭) সূর্য্য, (৮) সরস্বতী, (৯) রামচন্দ্র, (১০) বগলাদেবী, (১১) অন্নপূর্ণা এবং (১২) অন্নদা-ভৈরব।

উল্লিখিত মন্দির ব্যতীত দুধনাথের মন্দিরও এখানে দেখা যায়। শৈলজানন্দ ওঝা-নামক জনৈক ব্যক্তি একটি রৌপ্য-নির্ম্মিত পঞ্চমুখী লিঙ্গ দান করেন। মনসা-দেবীরও একটী মন্দির এখানে আছে। এতদ্ব্যতীত তিনটী বৌদ্ধমূর্ত্তিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মূর্ত্তিত্রয় হিন্দুদেবতারূপে পূজিত। তন্মধ্যে লোকনাথটী কার্ত্তিকেয়রূপে, অন্যটী সূর্য্যরূপে ও বুদ্ধমূর্ত্তিটী কালভৈরবরূপে পূজিত হইতেছে।

মন্দিরের প্রধান দ্বারের সম্মুখে একটী কূপ আছে। ইহা চন্দ্রকূপ-নামে খ্যাত। রাবণ ইহাকেই সমস্ত তীর্থের জলের দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের অঙ্গনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি 'মনুমেণ্ট' আছে। ইহা একটি পাকা থাপের উপর অবস্থিত। থাপটী উচ্চতায় ছয় ফিট এবং চতুষ্কোণের পরিসরটী ২০ ফিট। থাপের উপর তিনটী বৃহৎ স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। স্তম্ভগুলিতে কুম্ভীরের মূর্ত্তি খোদিত। বোধ হয়, পূর্ব্বে দোলযাত্রার সময় শ্রীকৃষ্ণদেবকে এখানে দোল খাওয়ান হইত। কর্ম্মনাশার জল অপবিত্র। প্রবাদ এই যে, রাবণের প্রস্রাবই কর্ম্মনাশা নদীরূপে পরিণত হইয়াছে।

পূজার উপকরণ জল, পুষ্প, চন্দন এবং আতপতণ্ডুল। পূজা সমাপনান্তে দেবতাকে টাকা বা স্বর্ণ সাধ্যানুসারে চড়াইতে হয়। তাম্র দেবতার সংস্পর্শে আইসে না। ধনাঢ্য ব্যক্তি-গণ, গাভী, ঘোড়া, পাল্‌কি, স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি দেবতার ভেট্ দিয়া থাকেন। যদি কেহ কোন বস্তু পরে দান করিতে চাহে, তবে সেই বস্তুর নাম বিল্বপত্রে লিখিয়া সন্ধ্যা-কালে জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই লেখাই তীর্থকামী ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট। একবার বিল্বপত্রে লেখা হইলে কেহ দেব-তাকে প্রতারণা করে না। শিব বিল্বপত্র, জল, চন্দন এবং পুষ্পেই সন্তুষ্ট হ'ন্। তবে বিল্বপত্রগুলি ত্রিকূট- (ত্রিউর) পর্ব্বতের হওয়া চাই। জল-সম্বন্ধে রাবণ-খনিত-কূপো-দকই যথেষ্ট; তবে বদরিনাথ বা মানস-সরো-বরের জল সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

রোগিগণ রোগমুক্ত হইবার জন্য এখানে হত্যা দেয়। তাহারা প্রত্যূষে শিবগঙ্গা-পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া শিবলিঙ্গের পূজা করতঃ বারান্দায় শয়ন করে। পরদিন প্রভাতে তাহারা গাত্রোত্থান করিয়া মুখপূর্ণ-জলমাত্র পান করিয়া পুনরায় শয়ন করে। এইরূপে তিন চারি দিন হত্যা দিলে তাহারা স্বপ্নে বৈদ্যনাথের আদেশ পায়। সেই আদেশমত কার্য্য করিলে রোগমুক্তি হইয়া থাকে। যাহাদিগের রোগ অসাধ্য তাহা-দিগকে স্বপ্নে বলা হয় যে, "তুমি রোগমুক্ত হইবে না" ইত্যাদি।

সংস্কৃত পুস্তকে বৈদ্যনাথের অনেক নাম

আছে ;—যথা, হারদাপীঠ, রাবণবন, কেতকী-বন হরিতকীবন এবং বৈদ্যনাথ ! বঙ্গদেশে খানটী বৈদ্যনাথ নামেই খ্যাত।

(পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম)

সোনাবালিয়া।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামস্থিত বাকরগঞ্জের সাব-ডিভিসনের ইহা একটি গ্রামমাত্র। এখানকার লোকসংখ্যা ৪৯৮। এখানকার জমিদার রামভদ্র রায় ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য-দলকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। এখানে একটি শিবমন্দির আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, এখানে সতীর নাসিকা পতিত হয়। সুতরাং, ইহাও একটি পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত।

ঢাকা-দক্ষিণ

আসামের সিলেট (শ্রীহট্ট) জেলার একটী গ্রাম মাত্র। বৈষ্ণবদিগের ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে চৈতন্য-মহাপ্রভু বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের মন্দিরে অনেক যাত্রীই প্রতিবৎসর সমাগত হয়। পর্ব্বতে সুপাতাল-নামক স্থানে একটি বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত। স্থানটী খুবই প্রসিদ্ধ। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমকুমারী দেবী।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২২)

অবাধ্য ছেলের গোয়ার্ত্তমী-ভেদ সংশোধনের জন্য স্নেহময়ী মাতা যেমন নিষ্ঠুর-কঠোর হইয়া উঠেন, নিজের অধীর উত্তেজনাদৃপ্ত মনটা শাসন করিবার জন্য নমিতাও তেমনই রূঢ়-কঠিন হইতে চেষ্টা করিল। সে নিজেকে তিরস্কার করিয়া বুঝাইল, "কে কোথায় কি বলিতেছে না-বলিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য অত উৎকর্ণ হইয়া থাকিলে, সংসারের সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া সন্ন্যাসী সাজিতে হইবে ! কিন্তু সে বৈরাগ্য-গ্রহণ যখন আপাততঃ আদৌ সম্ভবপর নহে, তখন সাধারণ সংসারী মানুষের মত শান্ত-সংযত হইয়া নিজের ন্যায্য কর্ত্তব্যটা পালন করিয়া চলাই শ্রেয়ঃ।" দুর্ব্বিষহ অপমান-গ্লানি, অসহ্য বৈষ্ণলাঞ্ছনা, সব মাথায় থাক্ ; চোখের জল চোখে শুকাইয়া যাক্, মনের ব্যথা মনে মরিয়া যাক্ ! হে ভগবন্, তোমার প্রসন্ন হাসিটুকু অন্তরে উজ্জ্বল-দীপ্ত থাকুক্, ইহাই প্রার্থনা ; মানুষের হাসিখুসি কাণাকাণির কোলাহলের উর্দ্ধে, তোমার সান্ত্বনা-অভয়বাণী ধ্বনিত হইতেছে ! তাহা যেন স্থির কর্ণে অহরহঃ শুনিতে পায়। সমস্ত সুখ-দুঃখের ভার তোমার পায়ে ঢালিয়া দিয়া, সে যেন তোমার কার্য্যসাধনের জন্যই আপনাকে লঘু করিয়া লইতে পারে ! ইহাই আশীর্ব্বাদ কর।

রাত্রে আহারাদির পর সুশীলকে লইয়া বিছানায় আসিয়া নমিতা নিস্তব্ধতার অবকাশে বিস্তর সংশয়-দ্বন্দ্বের সহিত যুঝিয়া সুশীল ঘুমাইবার অনেক পরে অস্বস্তি-পূর্ণচিত্তে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সে শুনিল, কে বাহির

হইতে ডাকিতেছে—"বিমলবাবু, বিমলবাবু!" কণ্ঠস্বরটা যেন সুরসুন্দরের বোধ হইল। চট্ করিয়া মাথা হইতে নিদ্রাঘোর ছুটিয়া গেল, স্পষ্টরূপে জাগিয়া নমিতার মনে হইল সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে। কারণ, আজ রাত্রের গাড়ীতে, এতক্ষণ সুরসুন্দর ত দেশে চলিয়া গিয়াছে! তবে এ ডাকে কে? অন্য কেউ?

আবার ডাক শুনিতে পাওয়া গেল,—"বিমলবাবু, বিমলবাবু!" এবার সন্দেহ নয়; —নিঃসংশয় সত্য, সুরসুন্দরই বটে! সহসা নমিতার আপাদমস্তক কেমন একটা ভয়-জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে বুকের কাছে হাঁটু গুটাইয়া প্রাণপণে গুটিসুটি মারিয়া নিঝুম হইয়া পড়িয়া রহিল। সে নিজে সাড়া দিতে পারিল না, বা পার্শ্বের ঘরে গিয়া নিদ্রিত বিমলকে জাগাইতেও সাহস করিল না। আজ চারিদিক্ হইতে খোঁচা খাইয়া, তাহার মনটা নিজের অসঙ্কোচ-নির্ভীকতার উপর তীব্র বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে! .....সরল বিশ্বাসে, প্রশান্ত নির্মল দৃষ্টি তুলিয়া, বড় উচ্চ আশায় জগতের সহিত অকপট সৌহার্দ্য স্থাপনে সে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ যে এমন উগ্র-বিকট-দুর্গন্ধময় কর্দ্দমের ঝাপ্টা চোখে মুখে লাগিয়া তাহার শান্তিস্বাচ্ছন্দ্য বিধ্বস্ত করিয়া দিবে, তাহা ত তাহার জানা ছিল না! কিন্তু, যখন সে জানিয়াছে, তখন আর দুঃসাহস প্রকাশ করা নয়।

উপর্য্যুপরি ডাক শুনিয়া বিমলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে উঠিয়া বাহার ধারের জানালা খুলিয়া সাড়া দিল। সুরসুন্দর বলিল, "আমি ডেওয়ারী কম্পাউণ্ডার। মিস্ মিথির কাছ থেকে আস্‌ছি। দিদিকে উঠিয়ে দেন; একটা 'কল' আছে; যেতে হবে।"

একটা শঙ্কিত আগ্রহ নমিতার বুকের মধ্যে চমকিয়া উঠিল! "কল!"—এতরাত্রে 'কল'!.....নিশ্চয়ই খুব গুরুতর প্রয়োজন! সে নিঃশব্দে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল এবং উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, বিমল জিজ্ঞাসা করিতেছে, "এখনই যেতে হবে? রাত্রি ১টা যে বাজে!'

উত্তরে আর এক ব্যক্তি ব্যগ্রভাবে বলিল, "না'শাই, ডবল ফি দেওয়া হবে। আমাদের বড় বিপদ্। 'কলেরা কেস' তার ওপর অসময়ে আটমাসে প্রসব হয়ে প্রসূতি মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে, একটি নার্সের বড় দরকার। মিসেস্ দত্তকে আন্‌তে গেছ্‌লুম; পাই নি। তাই আপনাদের এখানে আস্‌ছি। যেতেই হবে। আজ রাত্রিটা সেখানে থাক্‌তে হবে। যা চা'ন দেব।"

"কলেরা কেস্"—"অসময়ে প্রসব হয়ে প্রসূতি মুমূর্ষু"—"নার্সের বড় দরকার" .....কথা কয়টা যেন বজ্রঝঞ্ঝনায় আঘাত জাগাইয়া, ক্ষিপ্ত-আলোড়নে নমিতার মস্তিষ্ক বিচলিত করিয়া তুলিল! নিজের মনের সমস্ত আলস্য-জড়তা, মুহূর্ত্তে যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার্ হইয়া গেল; কোন দ্বিধা-সঙ্কোচের সমস্যা লইয়া বিষয় মীমাংসার সময় রহিল না। 'প্রয়োজন!.....বড় প্রয়োজন!'..... তাহার দাবী সকলের উর্দ্ধে!

পাছে সুশীলের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া সাবধানে খাটের উপর হইতে নামিয়া পড়িয়া, নমিতা অন্ধকারে হাতড়াইয়া, আল্‌নার দিকে অগ্রসর হইল। অনুমানে জামা-কাপড়গুলা

টানিয়া নামাইয়া, যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সে তাহা পরিতে লাগিল। বিমল আলো হাতে করিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া ডাকিল, "দিদি!"

সন্ত্রস্ত হইয়া নমিতা বলিল, "চুপ!—সুশীল উঠে পড়বে। আমি শুনেছি সব; আমা কাপড় পর্‌ছি। তুমি চট্ করে যাও, লছ্‌মীর মাকে উঠিয়ে দাও। চেঁচিও না; মা'র ঘুম ভেঙ্গে যাবে।"

বিমল গিয়া লছ্‌মীর মাকে উঠাইয়া দিল। লছ্‌মীর মা প্রস্তুত হইয়া আসিল। বেশী রাত্রে, বা দূরতর স্থানে ডাকে যাইতে হইলে লছ্‌মীর মা নমিতার সঙ্গে যাইত। তবে মিসেস্ স্মিথ্ সঙ্গে থাকিলে নমিতা কাহাকেও লইত না।

কার্ত্তিক মাস, নূতন শীত পড়িতেছে। নমিতা বিমলের গরম মলিদার চাদরখানা চাহিয়া লইল। এতবারে ট্রাঙ্ক খুলিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় বাহির করিবার সময় নাই। লছ্‌মীর মা কম্বল জড়াইয়া ঠিক্ হইয়া আসিয়াছিল। যথাসম্ভব সত্বর তাহারা বাহিরে আসিল। বিমল আলো লইয়া সঙ্গে আসিল।

বাহিরে রাস্তায় সুরসুন্দর ও আর একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। লোকটী দেখিবামাত্র খাস-বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারা যায়। তিনি সুরসুন্দরেরই সমবয়স্ক। মূর্ত্তিটি বেশ সৌম্য-সম্ভ্রান্ততা-পরিচায়ক। তাঁহার মুখে চোখে উদ্বেগ-বিবর্ণতার চিহ্ন ফুটিয়া রহিয়াছে।

বিমল সুরসুন্দরকে বলিল, "আপনার বাড়ী যাওয়া হোল না বুঝি?"

সুরসুন্দর বলিল "না, রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় স্মিথের সঙ্গে এঁদের ওখানে গেছ্‌লুম; এখন ফিরে এসে আবার ঔষধ-পত্র নিয়ে যাচ্ছি।" (নমিতার প্রতি) "মিস্ মিত্র, আপনার হাতে ব্যাণ্ডেজটা আছে ত?"

নমিতা বলিল, "আছে।"

সুরসুন্দর বলিল, "হাতে যা আছে বলে স্মিথ্ আপত্তি করছিলেন, কিন্তু মিসেস্ দত্তকে যখন পেলুম না—"

বাধা দিয়া নমিতা বলিল, "আমার ব্যাণ্ডেজ ত' খুব ভাল রকমেই বাঁধা আছে। একটু সাবধানে কাজ কর্‌ব। তা হলেই হবে। চলুন, কতদূরে যেতে হবে?"

সু। গঙ্গার ও-পারে, লালবাজারে—সাম্‌নে ঘাটে নৌকা আছে।

"বেশ চলুন"। এই বলিয়া বিমলের দিকে চাহিয়া নমিতা বলিল, "সুশীল একলা আছে, তুমি তার বিছানায় শোওগে যাও। মাকে বোলো যেন না ভাবেন্। বাড়ীর দুয়ার বন্ধ করে যাও।"

তাহারা শীঘ্র গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নৌকায় উঠিল। নৌকা খুলিয়া দিল। চারিজন দাঁড়ি প্রাণপণ-বলে দাঁড় বহিতে লাগিল। গঙ্গায় উপর খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। সকলে 'ছই'এর মধ্যে আশ্রয় লইল। লছ্‌মীর মা সুরসুন্দরের সহিত আলাপ জুড়িল। অপরিচিত 'বাবুটির' পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল যে, তিনি এখানকার বাসিন্দা নহেন;—ভাগিনেয়ের পীড়ার সংবাদ পাইয়া আজ এখানে আসিয়াছেন; সঙ্গে মাতাও আসিয়াছেন। ভাগিনেয়টি মারা গিয়াছে। এখন ভগিনী পীড়াক্রান্তা!—একে সদ্যঃ পুত্রশোক, তাহাতে সাঙ্ঘাতিক-ব্যাধি!

তাহার উপর অসময়ে প্রসব!—রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

নমিতা শুনিল ভদ্রলোকটির নাম চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চন্দ্রবাবু সমস্ত পথ একটিও কথা কহিলেন না; বিমর্ষভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। ক্রমে মৌকা আসিয়া ও-পারে ভিড়িল। সকলে নামিয়া দ্রুতপদে চলিলেন।

কিছু দূরে আসিয়া, বাড়ী দেখিতে পাওয়া গেল। বৈঠকখানায় আলো জ্বলিতেছিল। দুই তিন জনের কথার সাড়াও পাওয়া গেল। তাহারা আসিয়া সেখানে উঠিলেন।

ঘরের দুয়ার জানালা সব বন্ধ; তামাকের ধোঁয়ায় সমস্ত ঘরখানা ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। দুইজন হিন্দুস্থানী ভৃত্যশ্রেণীর লোক সেখানে উপস্থিত রহিয়াছে। তাহাদের একজন এক কোণে, মেঝের উপর পড়িয়া আপাদ-মস্তক কম্বল মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে; অন্য ব্যক্তি নিদ্রালস-চক্ষে বসিয়া বসিয়া 'তামাকুল' ভরিয়া কলিকা সাজাইতেছে। ঘরের মেঝেময় টিকা, তামাক, ছাই-গুল ছত্রাকারে ছড়ান রহিয়াছে। এখানে যে অবিশ্রাম তামাক পুড়িতেছে, সেগুলি যেন তাহারই আজলমান সাক্ষ্য!

ঘরের মাঝখানে তক্তাপোষের উপর ময়লা সতরঞ্চি ও ততোধিক ময়লা তাকিয়া লইয়া দুইজন বাঙ্গালীবাবু বসিয়া আছেন। একজন দীর্ঘাকৃতি, কর্শা-রং, প্রৌঢ়;—অপর, ব্যক্তি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সুবিশাল, গাট্টা-গোট্টা বলিষ্ঠ চেহারার যুবা। তাঁহার রং আবলুষবর্ণ, দাড়ি-গোঁফ কামানো, মুখের গঠনে সুন্দর শ্রীছাঁদ, কিন্তু অস্বাভাবিক আত্মম্ভরিতার গর্ব্ব যেন সেখানে নিষ্ঠুর-কর্কশ ভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে।—দেখিলেই মনে হয়, লোকটি দানে-খুনে, সকলভাতেই সমান সিদ্ধহস্ত।—তাঁহার গায়ে উৎকৃষ্ট সিল্কের কোট ও তাহার উপর জরির ঝালিয়াদার মূল্যবান্ শাল।' কিন্তু দুইটাই অত্যন্ত ময়লা-ধরা। মাথায় সযত্নে কোঁকড়ান চুলে চক্‌চকে-মাজা টেড়ি!—যেন যত কিছু সৌখীনতা ও পরিচ্ছন্নতা মস্তক ফুড়িয়া চুলের উপর ঢেউ খেলাইতেছে! প্রৌঢ় লোকটির বেশভূষা সাধারণ, তবে তাঁহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া খুব সতর্ক-চতুর স্বভাবের লোক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তিনি বসিয়া গুড়গুড়ির নল টানিতেছেন, আর মাঝে মাঝে থামিয়া খুব দ্রুত স্বরে গুড়্‌বড়্‌ করিয়া বকিতেছেন।

সুরসুন্দর প্রকৃতি ঘরে ঢুকিতেই তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন, "কি হোল, কি হোল? ওষুধ্ পেলে? খবর?—বহুৎ আচ্ছা! নার্শেরি কি হোল? মিসেস্ দত্ত এলেন্ না বুঝি?—"

সুরসুন্দর বলিল, "তাঁকে পাই নি। আর একজন এসেছেন।" (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম।

বাজারের সেরা।

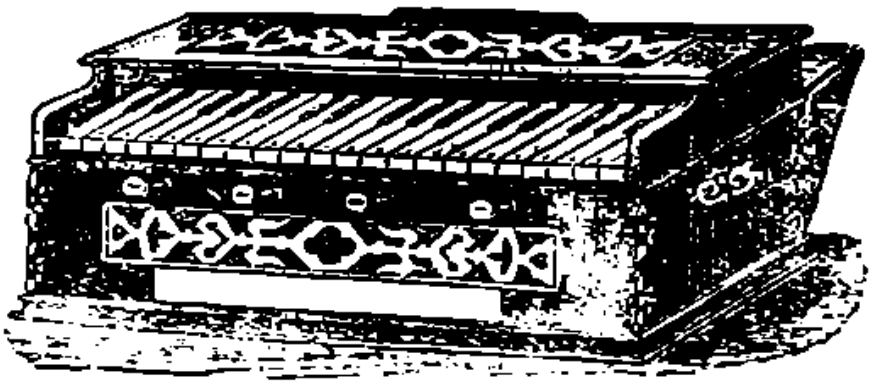

অল্প দামে যদি আপনি একটি ভাল টেঁকসই ও মিষ্ট-আওয়াজ-বিশিষ্ট হারমোনিয়ম পাইতে চান, তবে একটী শরৎ ঘোষ কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত হারমোনিয়ম ক্রয় করুন; প্রায় অর্দ্ধেক দামে উহু দরের যন্ত্র পাইবেন। রীড্, চামড়া, কাঠ প্রভৃতি সমস্ত মাল-মসলাই অত্যুৎকৃষ্ট, সুনিপুণ কারিগর দ্বারা সুচারুরূপে তৈয়ার করিয়াছেন বলিয়া কোম্পানী দায়ী থাকিবেন। ৩ অক্টেভ ৪ ষ্টপ সিঙ্গেল রীড্ মূল্য ১৫৲ টাকা, ৩ অক্টেভ ৫ ষ্টপ ডবল—২৫৲ টাকা। অর্ডারের সহিত পাঁচ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৫নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্প-গ্রন্থ)—৷৷৵০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ) সুদৃশ্য কাগজের মলাট—৸০ ; সিল্ক বাঁধাই—১৲

প্রকাশক—মুখার্জ্জি বসু এণ্ড কোং, বুকসেলার্স,
১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Bamabodhini Patrika, No. 695. Registered No. C. 134 March.

"বামাবোধিনী"র নিয়মাবলী।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৩৲ ; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগে না। মূল্য অগ্রিম না পাঠাইলে "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ।০ আনা মূল্য বা ঐ মূল্যের টিকিট পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে কিংবা সরকারদিগের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। কেহ যদি উপযুক্ত সময়ে "বামাবোধিনী" না পান, তবে ইংরাজী মাসের শেষ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে, তিনি যেন অগ্রগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লিখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণের মধ্যে কেহ স্থানান্তরিত হইলে অগ্রগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন। নতুবা পত্রিকা না পাইলে, আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

৬। আপাততঃ বামাবোধিনীর কোন বিশেষ এজেণ্ট নাই। অতএব পুনরায় নাম বিজ্ঞাপন না করিলে অথবা ক্ষমতাপত্র প্রদর্শন না করিলে, কেহ এজেণ্টের নিকট মূল্যাদি দিবেন না ; দিলে আমরা দায়ী হইব না।

৭। মফস্বল হইতে মণি অর্ডার, রেজেষ্টারি চিঠি বা অন্য উপায়ে যাহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা অন্য নামে না পাঠাইয়া কার্য্যাধ্যক্ষের নামে, ৩৯ নং আণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা,—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৮। বামাবোধিনীর জন্য প্রবন্ধ ও বামারচনা-প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে উপরিউক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে। পরিচিতা ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকের লেখায় বিশ্বাসযোগ্য সার্টিফিকেট চাই। কোনও প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে, ফেরত দেওয়া হয় না।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
১লা পৌষ, ১৩২৪।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

২২ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় পণ্ডিত উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

চৈত্র ১৩২৪—এপ্রেল, ১৯১৮।

সূচী।

১।	[illegible]	শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ	৪০১
২।	নমিতা। উপন্যাস	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া	৪০১
৩।	যাত্রা। কবিতা	শ্রীনলিনীকুমার ভট্টাচার্য্য	৪০৮
৪।	অষ্টাবক্রগীতা।	শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র শর্ম্মা, বি-এ, বিদ্যারত্ন	৪০৮
৫।	আভীরিকাদের গোষ্ঠবিহার। (কবিতা)	শ্রীমতী অহীন্দ্রকুমারী ঘোষ	৪১৩
	পানের সরঞ্জাম	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্ত	৪১৪
৬।	আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?	শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু	৪১৬
৭।	চিন্তার ক্ষমতা।	শ্রীমতী প্রেমলতাকুমারী	৪১৮
৮।	সাধে বাদ	শ্রীমতী মনীষিনী দেবী	৪২০
৯।	সাময়িক প্রসঙ্গ		৪২৯
১০।	বিবিধ সংগ্রহ		৪৩০
১১।	ভদ্রঘরের মেয়ে চিনিবার কতকগুলি লক্ষণ	শ্রীমতী সরমা মিত্র	৪৩১
১২।	স্ত্রীর কর্ত্তব্য	শ্রীমতী হেমলতাকুমারী দেবী	৪৩২
১৩।	মহাশ্মশানে শবের পতি। (কবিতা)	শ্রীমতী নিস্তারিণী দাস	৪৩৫
১৪।	শ্মশান। (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	৪৩৬

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৷৵০ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷৷০

[illegible]

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।

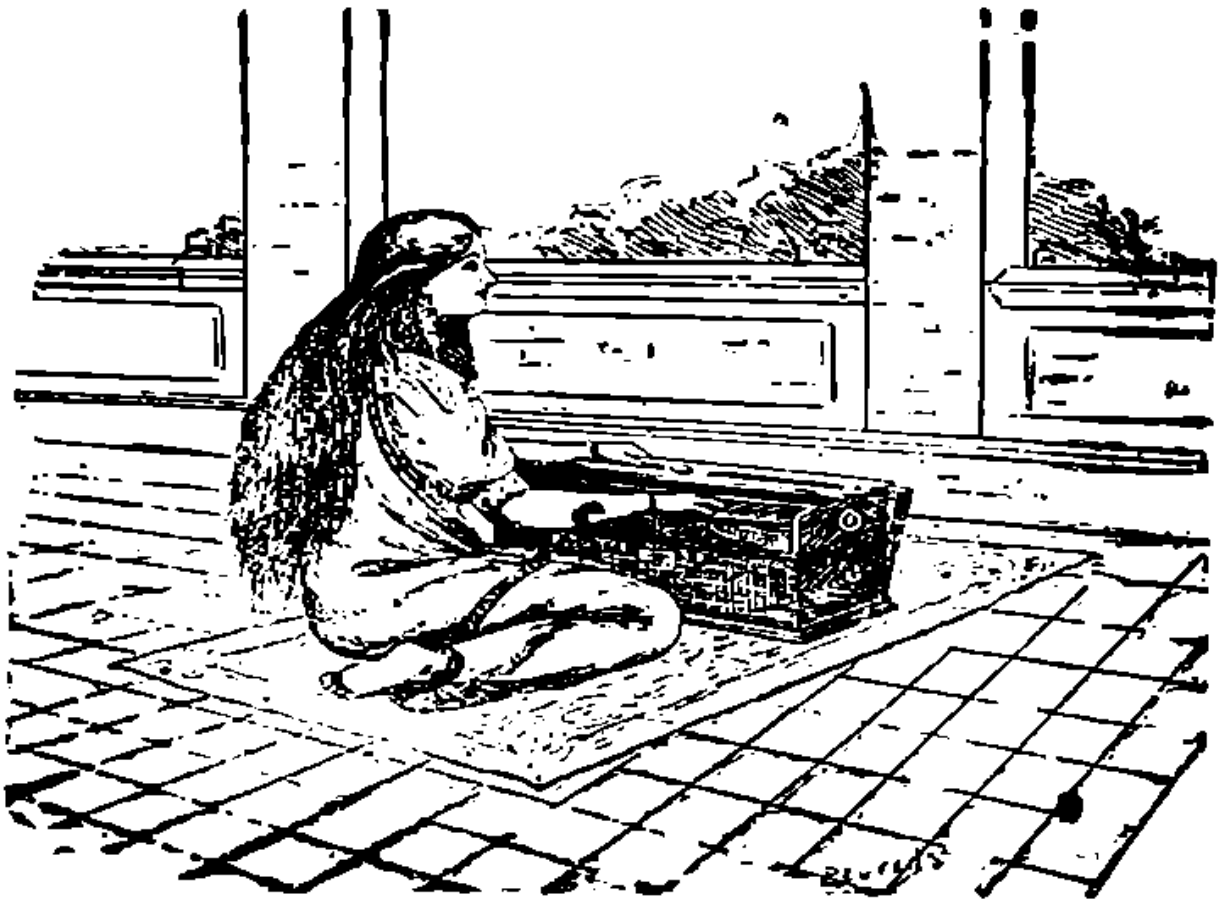

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড, মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲, ৩০৲, ৪৫৲, ৪০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

কোল্ডিং-অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৪৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এস্‌রাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স,

৮।১ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

বামাবোধিনী-সম্পাদকের পরিচিত।

বিবাহের গহনা।

অর্ডার দিলে সময় মত দিয়া থাকি; বিবাহ ও শুভদিনের উপহার দিবার উপযোগী নানাপ্রকার ব্রোচ, আংটী, কানবুল, এয়ারিং ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

ঘোষ এণ্ড সন্স।

৭৮।১ হ্যারিসন রোড।

টেলিফোন নং ২৫৯৮।

ব্রাঞ্চ—১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই—

১। অদৃষ্ট-লিপি। ইহাতে অদৃষ্ট-লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য আট আনা।

২। ফুলদানী। অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানাভাবের, নানা রসের, বিচিত্র চিত্রের। মূল্য আট আনা।

৩। শতদল। ভগবৎ-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রকাশিত, সকল সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মূল্য আট আনা।

৪। কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প—গল্পের পুস্তক। ৫। অশোকা—কবিতা-পুস্তক।
৬। হাসি ও অশ্রু—কবিতা-পুস্তক।

ভারতী, প্রবাসী, বামাবোধিনী, জন্মভূমি, হিতবাদী, বসুমতী, নব্যভারত প্রভৃতি সকল মাসিক-পত্রিকায় প্রশংসিত। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL
THE ALL-INDIA
Hindu Socio-Religious Association.
General President H. H the Maharaja of Durbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members-Rs. 2 a year.
Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free*; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications, at three-fourth price.
PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE. The General Secretary Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত

১। ধ্যান-লোক—৸০ ২। তপোবন—৸০; ৩। অঞ্জলি—।০; ৪। সুনীতি-বিকাশ—।০

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত

১। মাধবী—১৲ ২। শিশির—।০

—কলিকাতায় ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গুরুদাস লাইব্রেরীতে এবং চট্টগ্রামে ঘাট-ফরাদবেগ—ঠিকানায় জীবেন্দ্রবাবুর নিকটে পাওয়া যায়।

নূতন ধরণের পুস্তক

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত

মূল্য—১।০ "জীবন-সংগ্রাম" মূল্য—১।০

ইহাতে অনেক শিক্ষিবার বিষয় আছে। সংস্কৃত ডিপজিটারীতে (৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা) প্রাপ্তব্য।

মণ্ডল ফ্লুট।

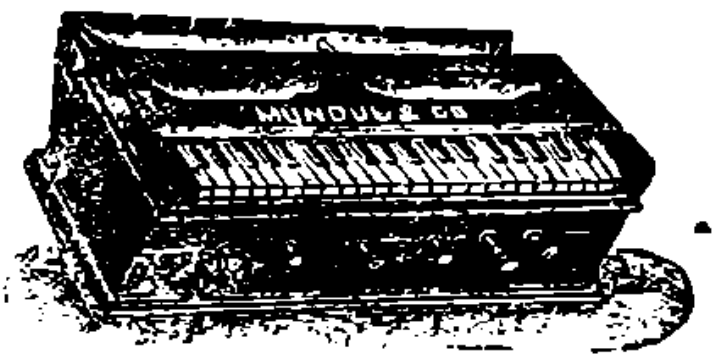

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু-প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। বঙ্গ ভাষাভাষী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়, আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩ অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪৲ টাকা। ঐ ডবল শেট রীড, ৪ ষ্টপ ৮৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং—৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

মদীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় বলেন, "শ্রীযুক্তবাবু মথুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালায় কবিরাজী সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহোদয় বলেন, "পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব।

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,
২১ নং বাবুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের জীবন-দশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৷১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ঔষধকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৬৵০;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 656. April, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে এ যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৬ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩২৪। এপ্রিল, ১৯১৮ | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

গান।

পূরবী—কেওর।

কেমনে ক'ব একেলা—
নিশি-যামিনী কেটে যায় কত
বিজন ঘরে নিরালা!
শুকায়ে যায় প্রাণ, লুকায়ে যায় গান,
নিভিয়া যায় দীপ, থামিয়া যায় তান,
ফুরায়ে আসে সুখ, ঝুরায়ে দু'নয়ান
নিভৃতে কাটে দু'বেলা!
একা বসে আছি তিমিরে—
কেহ নাহি মোর সবাতে এ ঘোর
বিজন মানস-কুটীরে!
তোমারে আজিকে ডাকিতেছি প্রাণে,
আলোকে পুলকে এসো প্রেমে গানে
ভরিয়া জীবন প্রসূনে কুসুমে
গাঁথ নবীন জীবন-মালা

শ্রীনিশ্চলচন্দ্র বড়াল।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"কই কই;"—এই বলিয়া তিনি ব্যগ্রভাবে দ্বারের দিকে চাহিলেন; তারপর বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পরস্পরকে নমিতাকে দেখিতে লাগিলেন। চৌত্রিশবছরে বাবুটিও চকিত-নয়নে সে-দিকে একবার চাহিলেন; তারপর একটু কাশিয়া, নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। ক্ষণপরে মুখ হইতে সিগার নামাইয়া তিনি ছাই ঝাড়িয়া, ডানদিক্ হইতে ডাক্তিটা বাঁদিকে সরাইলেন ও তা'র উপর হেলিয়া বসিয়া খুব গম্ভীরভাবে একমনে সিগার টানিতে টানিতে আড়-চোখে দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

চন্দ্রবাবু বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, এখন অবস্থা কেমন?"

প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিলেন, "ভাল,—কিছু ভাল। আমার সঙ্গে মেমের মতের মিল হয়েছে। আমি যা বল্‌লুম, মেম্ সেই ওষুধই দিলেন। পনের মিনিট ঘুম হয়েছিল। মেম বল্লেন, 'কিছু সুরাচ্চা।'—নয় হে গৌর?"—

'গৌর'-নামধেয় শ্যামবর্ণ বাবুটি বলিলেন, "হুঁ, আমরা এই কতক্ষণ সেখান থেকে আস্‌ছি।" তক্তপোষের কোণে টুকিয়া সিগারেটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে প্রবল মুরুব্বি-আনার ভঙ্গীতে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিহাসের হাসি হাসিয়া গৌরবাবু পুনশ্চ বলিলেন, "তাপর বড়কুটুম চন্দরবাবু, সতীশও এবার চম্পট্ দিলে!"—

"বড়কুটুম" চন্দ্রবাবু উক্ত সুরসাল সম্ভাষণে কিছুমাত্র স্নিগ্ধ হইতে পারিলেন না; উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "সতীশ চলে গেল! বাড়ী ছেড়ে চলে গেল? কোথায় গেল?"—

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে প্রৌঢ় বাবুটি তড়্‌বড়্ করিয়া বলিলেন, "ও ছোক্‌রার শরীরে আক্কেলগন্ধ কিছুই নাই। আরে বাবু! বাড়ীতে রোগ, পালাপালি কর্‌লে চল্‌বে কেন? এই যে আমরা—আমরা রইছি না? হুঁ, কে বলে বল? মুরুব্বু হলে নানা দোষ! বড় ভাইটা অমনি, বাড়ীতে এমন বিপদ্, চেয়ে দেখ্‌লে না; ছেলে-পরিবার নিয়ে চো-চা চম্পট্ দিলে শ্বশুর-বাড়ীতে! এইটে কি সতীশের উচিত কাজ হোল—!"

বুক চিতাইয়া উর্দ্ধমুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া, গম্ভীরভাবে গৌরবাবু বলিলেন, "আরে সতীশটা গাধা, গাধা।"

চন্দ্রবাবু অধিকতর ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "সতীশ গেল কোথা ম'শাই?—"

প্রৌঢ়বাবুটি সে-কথা শুনিতে পাইলেন না; তড়্‌বড়্ করিয়া নিজের কথাই কহিতে লাগিলেন,—"তবে বল্‌বে, তোমরা কর্‌ছ কেন? কি করি? পরের উব্‌কার! আমায় কেউ 'সময়ে' মানুক্, না মানুক্—অসময়ে কিন্তু, এই মিঞাই বুক দিয়ে পড়ে সবার আগে! লছমন্ তকত, গণেশবাবু, এরা বলেন লালবাজারে মানুষের সেরা মানুষ হচ্ছে, মহেশ-ডাক্তার!—কি হে গৌর বল?—"

গৌর কিছু বলিবার আগেই চন্দ্রবাবু

অধীর হইয়া বলিলেন, "গৌরবাবু, বলুন্ ম'শায়, সতীশ কি আর আসবে না, বলে গেছে ?—"

গৌরবাবু অধিকতর মুরুব্বি-আনার সহিত হাসি-হাসি-মুখে পরম মনোযোগসহকারে সিগারেটে দুইটা বড় বড় টান দিয়া, হ্যাঃ-হ্যাঃ করিয়া আধা-হাসির আধাকাশির অভিনয় করিয়া ধূম ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, "আসবে না কেন ?—তবে এখন কি না, শ্রীঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলে ত !—এখন উপাসনা, ওর নাম কি নিদ্রা চলুক্। শয়নে পদ্মনাভ আর কি ?—" বলিতে বলিতে ডানপায়ের হাঁটু উঁচু করিয়া, তাহার উপর বাঁ পা উঠাইয়া, আড়ভাবে রাখিয়া, সুকৌশলে লীলাভঙ্গি-সহকারে মৃদু মৃদু পা নাচাইতে নাচাইতে খুব একটা গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক সরস হাসি হাসিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই অসাময়িক রসিকতা নমিতার অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইল ; কিন্তু কি বলিবে, —এই অপরিচিত ভদ্রসন্তানকে ? কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল। চন্দ্রবাবুও যেন থতমত খাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন ! সুরসুন্দর বিরক্ত ভাবে বলিল, "ম'শাই মাপ্ করুন্, রোগীর প্রাণসঙ্কট অবস্থা !—সোজা কথায় বলুন, শ্রীঘর কি ?"

তাকিয়া ছাড়িয়া, তীরবেগে সোজা হইয়া বসিয়া গৌরবাবু হঠাৎ অতিশয় উদ্ধত ভাবে তর্জন করিয়া মোটা গলায় বলিলেন, "তুমি কে হে বাপু ! তুমি থাম ; এখানে চালাকি কর্তে এস না ! বুড়ো বোয়ারে কয়দা শেখাতে এসেছ ? ওঃ ! ভারী তো হে কম্পাউণ্ডার তুমি !"

সকলে স্তম্ভিত নির্বাক্ ! অকস্মাৎ এ প্রচণ্ড গঞ্জনের কারণ কি ?—অবাক্ হইয়া সুরসুন্দর ও চন্দ্রবাবু পরস্পর মুখ-চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন। নমিতার কান-দুইটা গরম আগুন হইয়া উঠিল ! পরিচ্ছদের মূল্য-মহার্ঘতায় যে, মানুষ ভদ্রলোক হইতে পারে না,—ইচ্ছা হইল, সেটুকু মুহূর্তমধ্যে উক্ত গাড়ী-ওলা বাবুকে বুঝাইয়া দেয় ! কষ্টে আত্মদমন করিয়া চন্দ্রবাবুকে সে বলিল, "ম'শাই কর্ত্তার ঘর দেখিয়ে দিন ;—আমাদের কাজ সেখানে।"

চন্দ্রবাবুর চমক ভাঙ্গিল ; বলিলেন—"এই যে আসুন—।"

তাঁহারা অগ্রসর হইয়া যখন দ্বারের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তখন কি ভাবিয়া কে জানে, প্রৌঢ় মহেশবাবু বলিলেন, 'সতীশ আড়ং-ঘরে গেছে। বাড়ীতে ঘুমের ব্যাঘাত হয়, তাই এখানে রহিল না সেইখানে শুয়েছে।"

"উত্তম"—বলিয়া, চন্দ্রনাথবাবু ঘর পার হইয়া গেলেন। অন্য সকলে নিঃশব্দে তাঁহার পিছু চলিল।

নানাজাতীয় জঞ্জালে ভর্ত্তি একটা প্রকাণ্ড মাল-বাঁধা উঠান পার হইয়া একটা দালান পাওয়া গেল। দালানেও গৃহস্থালীর বিস্তর রকম তৈজসপত্র ছড়ান ছিল। সে দালান পার হইয়া আর একটা স্যাঁৎসেঁতে ভাব্সা-গন্ধ-ধরা ঘর পাওয়া গেল সে ঘরের ভিতর দিয়া গিয়া, আর একটি ছোট দালান পার হইয়া, তাহারা রোগীর ঘরে ঢুকিল।

ঘরে চক্রাকারে নানাদ্রব্য ছড়ান, পা বাড়াইবার স্থান নাই। একপাশে কতকগুলা

মলা তেল-চিটা দুর্গন্ধে ভরপুর বালিশ ও বিছানা স্তূপাকার করা রহিয়াছে খাটের উপর সামান্য বিছানা ও অয়েল-ক্লথের উপর একটি তেইশ-চব্বিশ বছরের ক্ষীণকায়া যুবতীর অচৈতন্য দেহ পড়িয়া আছে। স্মিথ্ নিকটে বসিয়া নাড়ী দেখিতেছেন, আর একটি বর্ষীয়সী বিধবা,—বোধ হয় চন্দ্রবাবুর মাতা,—একপাশে বসিয়া চক্ষের জল মুছিতেছেন; ঘরের একপাশে গুলের আগুন জ্বালিয়া, একটি সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে কেহ হিঙ্গুয়ানী দিয়া সেঁক দিতেছে।

ইহারা ঘরে ঢুকিতেই, স্মিথ্ মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটু রুক্ষভাবে বলিলেন, "নমি এলে!—তেওয়ারী, তুমি সব জিনিস পেয়েছ? আচ্ছা, ওষুধটা চট্ করে তৈরী কর। শোন শোন, কিছু খেয়ে এসেছ বাবা?—"

কুণ্ঠিত স্মিতের হাসি হাসিয়া সুরসুন্দর মৃদুস্বরে বলিল, "চাকর'রা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল;—ওঠাতে গেলে দেরী হবে বলে—"

ভৎর্সনার সুরে স্মিথ্ বলিলেন, "নির্ব্বোধ। সব জিনিস তৈরী ছিল, বলে দিই নি? আমার বাড়ী!—তুমি ত' সেখানকার জামাই নও বাবা? যাও, এখন ক্ষুধা পরিপাক কর।—এমন অবাধ্য!"

সুরসুন্দর ঔষধ প্রস্তুতের অছিলায় তাড়াতাড়ি বাহিরে পলায়ন করিল। নমিতার দিকে চাহিয়া স্মিথ্ বলিলেন, "হাতটা পুড়িয়ে দেব না কি? এস ত দেখি ব্যাণ্ডেজটা।"

নমিতা হাত দেখাইল। স্মিথ্ ব্যাণ্ডেজটা ভাল করিয়া খুলাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন তারপর বলিলেন, "আচ্ছা। চলুক;—কাল এস কিন্তু তোমায় অক্টেন দিয়ে সিদ্ধ করাচ আজ আমার উচিত নয় কি?—ভারী দুঃসাহস!.....এই যে বুড়ী দাইজী সঙ্গে আছ ভালই। মা নিশ্চিন্ত থাকবে! যাও লক্ষ্মীর মা, পাশের ঘরে সতরঞ্চি বিছান আছে; ঘুমাও গিয়ে।"

দু-একটা কথার পর, লক্ষ্মীর মা চলিয়া গেল। স্মিথ্ চন্দ্রবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয়, নিমেষ কখন কি সঙ্গে ফিরিয়ে দিলেন?—"

চন্দ্রবাবু বলিলেন, "তার সঙ্গে দেখা হয় নি। বাসার চাকর বলে, তিনি ডাক্তার মিত্রবাবুর সঙ্গে 'কলে' বেরিয়েছেন, আজ ফিরিবেন না।"—

স্মিথ্ একটু সংশয়ের সুরে বলিলেন, "কলে বেরিয়েছেন? ফিরবেন না?"

সঙ্গে সঙ্গে উৎকট বিস্ময়ের সহিত নমিতার মনের মধ্যেও একটা তীক্ষ্ণ সংশয় সজোরে বহিয়া গেল। কিন্তু এখন কোন কথা কহিবার সময় নাই বলিয়া, সে চুপ করিয়া রহিল। নমিতা স্মিথের ইঙ্গিত মত কাজ আরম্ভ করিল। সুরসুন্দর নূতন ঔষধ তৈয়ারী করিতে পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেল। হাসপাতাল হইতে ঔষধপত্র সব আনা হইয়াছিল, এখন আবার নূতন ঔষধ আনা হইল।

সুরসুন্দর ঔষধের 'গ্লাস' লইয়া ঘরে ঢুকিতেছে, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত গৌরবাবু ও মহেশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহেশবাবু দ্বারের সম্মুখে আড় হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি ওষুধ দিচ্ছ হে?"

গ্লাসের উপর হাত চাপা দিয়া সুরসুন্দর বলিল, "অনুগ্রহ করে একটু সরুন, আগে ওষুধটি খাইয়ে দিই, তারপর উঠে যাচ্ছে

ভাল করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া মহেশবাবু একটু জিদের সহিত বলিলেন, "আহা, বলেই যাও না বাপু!"

এবার সুরসুন্দর চটিল। কর্কশস্বরে বলিল, "ভাল গ্রহ ত! ম'শাই, আমি সে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই। ও-ঘরে 'প্রেসক্রিপ্সান' পড়ে আছে, খুসি হয় গিয়ে দেখুন।"

সহসা রুখিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধত-কর্কশ ভাবে হঠাৎ চীৎকারে গৌরবাবু হাঁকিলেন,—"ইউ আর ভেরি র‍্যাড্, স্যর! তুমি জান, উনি একজন মেডিকেল প্র্যাক্‌টিশনার!"

গৌরবাবু অকস্মাৎ এত জোরে চীৎকার করিয়াছেন যে, গৃহস্থ সকলেই চমকিয়া উঠিয়াছিল;—এমন কি মহেশবাবু পর্য্যন্ত! তিনি ভয়ে থতমত খাইয়া, পথ ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "যাও, যাও, যাও।"

সুরসুন্দর দাঁতনেত্রে মুহূর্ত্তের জন্য গৌরবাবুর দিকে চাহিল; তারপর আত্মসংবরণ করিয়া নম্রভাবে বলিল, "ম'শাই, রোগীর ঘর দাঙ্গার জায়গা নয়; শুশ্রূষা করতে হয়, বাইরে যান্।"

সুরসুন্দর অগ্রসর হইয়া রোগীর কাছে আসিল। নমিতা ক্ষিপ্রহস্তে চামচে করিয়া চাড় দিয়া রোগীর মুখ খুলিলে, সুরসুন্দর মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিয়া, নাক টিপিয়া ধরিতেই সংজ্ঞাহীন রোগী ঢোক গিলিয়া ঔষধ গলাধঃকরণ করিল।

সুরসুন্দর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শান্তভাবে বলিল, "ম'শাই, আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, আপনার সম্মানে আঘাত করতে আমি চাই না।—তবে এটুকু বলে রাখ্‌ছি, রাগ বেশী—পসার কম ডাক্তারের ভদ্রলোক হতে আছে না। ভদ্রতার পরিচয় ব্যবহারেই প্রকাশ পায়!"

মহেশবাবুর দিকে চাহিয়া গৌরবাবু বলিলেন, "শুনুন্ শুনুন্, ছেলের কথা শুনুন্।" —সুরসুন্দরের দিকে কটমট চক্ষে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি জান, গলাধাক্কা দিয়ে তোমায় এ বাড়ী থেকে বার করে দেবার ক্ষমতা আমার আছে?"

স্মিথ্ এতক্ষণ চুপচাপ্ বসিয়া সব দেখিতেছিলেন; এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া রু-কুঞ্চন করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "কখনই না।—এ-বাড়ীর উপর তোমার কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতা থাকতে পারে; কিন্তু এই ঘরে,—রোগীর ঘরে শান্তিরক্ষার জন্য সকল রকম ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার আমার আছে! বেশী বাড়াবাড়ি কোর না! আমি পুলীশের সাহায্য নিতে বাধ্য হব; রোগীর প্রাণের জন্যে তোমায় দায়ী কর্‌ব।—যাও, সসম্মানে বল্‌ছি —স্থান-ত্যাগ কর।"

গৌরবাবু মুহূর্ত্তের জন্য হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর অপমানের কোন প্রতীকার উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া, নিষ্ফল আক্রোশে হাতদুইটা ঊর্দ্ধে ছুঁড়িয়া দাঁত কড়মড় করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দেখ্‌ব!—প্রমথ-ডাক্তার আমার হাতে আছে!—" তিনি সশব্দ পদাঘাতে সোফা কাঁপাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

মহেশবাবু ভয়বিহ্বলস্বরে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ! কেউটে খুড়তে সাপ! বাবা! গৌর! ও কি সহজ ছেলে! ওকে চটান, ও বাবা!"

মিস্ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,

"ডাক্তারবাবু, আপনার সঙ্গী [redacted] জের কর্ত্তৃপ্রিয় নবাবটির [redacted] করতে পারি ?"

মহেশবাবুর তড়্‌বড়ে কথাবার্ত্তা সব জড়াইয়া গেল। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গুরুকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া তিনি বলিলেন, "ও গণেশ-বাবু, এখানকার প্রধান গোলাদার মহাজনের ছেলে! ও কি সাধারণ লোক! ও ইচ্ছে করলে এখনই পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল্ এখানে হাজির করতে পারে! সতীশের সঙ্গে বন্ধুত্ব, তাই এ বাড়ীতে এসে বসে আছে; নইলে, ওর পাত্তা ধরে কে? ও মনে করলে, পঞ্চাশ কি? পাঁচশো লাঠিয়াল্ এনে হাজির করতেও পারে.....।"

গল্পরাজ ভদ্রলোকটির অনুমানের বহর ও গল্পের মোড় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, স্মিথ্ সকৌতুকে হাসিয়া বলিলেন, "তবেই ত সাঙ্ঘাতিক। এবার থেকে দেখ্‌ছি দুশো-পাঁচশো শরীররক্ষী সঙ্গে না থাক্‌লে এ-রকম সব ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় অসম্ভব।"

নিজের মতের বিরুদ্ধে কথা শুনিলে অনেকে যেমন ক্ষেপিয়া উঠেন, মহেশবাবুও তেমনই খেপিয়া উঠিলেন; ঘন ঘন গোঁফ কাঁপাইয়া, গলার শিরা ফুলাইয়া, উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "কি বলেন গো!—জিজ্ঞেস্ করবেন মিসিস্ দত্তকে: গণেশ চক্কোবর্ত্তীর ছেলে গৌরাঙ্গ চক্কোবর্ত্তীকে চেনেন সে, তিনি। কলঙ্যাক্ত মানুষকে খুন ক'রে ও-লোক সাম্‌লে নেয়! বিধবা বোন ছেলেমানুষ,—সে না হয় একটা ভুলই করে ফেলেছিল! তা ব'লে খুন করলে!—পেরমধ [redacted] স্তির কন্‌কনে আড়াই হাজার টাকা গুণে মোট বেঁধে নিয়ে গেল, আর মিসিস্ দত্ত নগদ সাত-শ!—পুলীশের দারোগা ভ্যাবা-চ্যাকা মেরে হাঁ করে দাড়িয়ে রইল!—"

গুরুস্থ সকলে স্তম্ভিত নির্ব্বাক্! কেবল অবিচলিত রহিলেন মিস্ স্মিথ্। বেশ শান্ত ভাবে, তিনি মহেশবাবুর হাত ধরিয়া নিজের পরিত্যক্ত চেয়ারটির উপর বসাইয়া দিয়া, নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, "ধীরে—মহাশয় ধীরে! আমার রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত, একটু আস্তে কথা বলুন্ অনুগ্রহ করে।—হাঁ, তারপর—শুনুন্ এই দুলাই মাসে, ডেভ্?—হাঁ স্মরণ হয়েছে: সতেরই দুলাই সেই লাশ 'পোষ্টমর্টেম করবার জন্যে হাসপাতালে যায়, না?—আর আপনি এবং ঐ ভদ্রলোক, আর একটি অপরিচিত ব্যক্তি—তিনজনে একদিন ডাক্তার প্রমথ-বাবুর সঙ্গে, হাসপাতালে, আমাদের বসবার ঘরে বসেই ঐ টাকার কথা নিয়েই তর্ক করছিলেন নয়? ডাক্তারবাবু বোধ হয়, এই রিপোর্ট লেখ্‌বার জন্যই তিন হাজার টাকা চাইছিলেন না?"

অতিক্রোধীর মাথায় খুন চাপিলে তাহার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না; অতিবক্তা মানুষের মনে বক্তৃতার ঝোঁক চাপিলে গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতে সে দ্বিধা করে না। মহেশবাবু সদর্পে বলিলেন, "তিন হাজার! পাঁচ হাজার চেয়েছিলেন!—আমি মাঝে ছিলুম, তাই আড়াই হাজারে পার পেলে! হয়-নয় জুরুন গৌরকে!—"

গম্ভীরভাবে স্মিথ্ বলিলেন, "ধন্যবাদ মহাশয়, গৌরকে জিজ্ঞাস্য নিষ্প্রয়োজন; আমি আপনার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা

করি। অনুগ্রহ করে রোগীর নাড়ী-গতি গণনা করুন। এই নিন্ আমার ঘড়ি।—মনোযোগ দিয়ে শুণ্‌বেন, ভুল না হয়। নমিতা, আলোকটা দেখাও। সুরসুন্দর, একবার এ ঘরে এস।"

মিস্ স্মিথ্, সুরসুন্দরকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। একটা অভাবনীয় আতঙ্কে নমিতার বুক দুড়্ দুড়্ করিতে লাগিল। এ সব কি ভীষণ কথা সে শুনিল! সে কি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে!.....আজ সন্ধ্যার পর ডাক্তার মিত্রের নিকট যে-সব কথা সে শুনিয়াছে, তাহার আবছায়াগুলাও মনে পড়িতে লাগিল। নমিতার মাথার মধ্যে যেন গোলমাল বাঁধিয়া গেল।

স্বভাব-চঞ্চল মহেশবাবু দুই তিনবার গণনাকার্য্যে ভুল করিয়া, অনেক কষ্টে স্থির হইয়া, শেষে গণনা শেষ করিলেন। নমিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাণ্ড্রেড টোয়েন্টি কাইব!—এ-রকম অবস্থায় এও ত বেশী!—খুব বেশী।"

সংযত হইয়া নমিতা অনুমোদনের স্বরে বলিল, "আজ্ঞে হাঁা, বেশী বৈ কি!—"

নিজের মত সমর্থন হওয়ায় মহেশবাবু অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, "বেশী! কি বল এ্যাঁ?"—তারপর "ক্ষীণে চ প্রবলা নাড়ী....."ইত্যাদি গড়্‌গড়্ করিয়া একনিঃশ্বাসে কতকগুলা কথা বলিয়া শেষে হঠাৎ বলিলেন, "হা, ভাল কথা, তোমার নামটি কি মা?—"

"মা!"—নমিতার কান জুড়াইল! লোকটির এতক্ষণকার যথেচ্ছ বকুবকানি ও অতি-বক্তৃতার চোটে তাহার কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছিল। এতক্ষণে তাহার মনের মেঘ অবজ্ঞা-বেরকি মুছিয়া গেল! স্নিগ্ধমুখে সবিনয়ে সে বলিল, "আমার নাম,—কুমারী নমিতা মিত্র।—"

তিনি বলিলেন, "নমিতা মিত্র? নমিতা মিত্র?—কই, তোমার নাম ত শুনি নি! তুমি আর কখনো এদিকে 'কলে' আস নি, কি বল?—"

নমিতা সংক্ষেপে বলিল, "আজ্ঞে না। এই প্রথম।"

তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ওঃ তাই বল। তফাতে এলে আমি নিশ্চয়ই জান্‌তে পার্‌তুম। এদিকে সবই ত আমার রোগী!—আমায় না জানিয়ে কেউ অন্য লোককে আন্‌তে পারে না।—আমি যাকে বলে দেব, তাকেই আন্‌বে। বুঝ্‌লে মা, মিসেস্ বসুকে,—সেও আমি তাঁর এদিকে পসার করিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, আলাপ-পরিচয় ত হোল; এবার থেকে তোমাকেও 'কল' দেব।"

নমিতা মনে মনে হাসিল; ভদ্রলোকের অভ্যাসটি বড় নিদারুণ! আত্মশ্লাঘা-প্রচারের ধুয়াটি কোন মতেই ছাড়িতে পারিতেছেন না। ধৈর্য্যশীল লোক হইলে ইহার সহিত সমানে বকিয়া বেশ কৌতুক জমাইতে পারে, কিন্তু নমিতার যে তত কথা কহিবার শক্তি নাই! বিপদ্ এড়াইবার জন্য নমিতা সদ্যঃ-প্রসূত শিশুটিকে দেখাইয়া বলিল, "ওর অবস্থা একবার দেখুন;—অনেকক্ষণ দেখা হয় নি।"

তিনি উঠিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় মিস্ স্মিথ্ ও সুরসুন্দর আসিয়া ঘরে ঢুকিল। মহেশবাবু আর উঠিলেন না।

জগন্নাথবাবুর কাছে যাইয়া বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, "আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা করিতে বাধ্য হয়ে এখানে একটি অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইল, ক্ষমা করিবেন না।—"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

যাত্রী।

এস গো খেয়ার মাঝি,
পার করে' নেও মোরে
সন্ধ্যাদিনটী বসে' আছি
একলা নদীর পারে
আঁধার নেমে আস্‌ছে ধীরে
ঐ যে দূরের ধূসর নীরে
একা বসে' রইব কিরে
নির্জ্জন নদীর ধারে ?

ছিল যারা সাথের সাথী
গেল অপর পারে,
কেউ আমারে নেয়নি ডেকে
কেউ চাহে নি ফিরে' !
পারের সময় যায় যে তরে',
একা বসে' আছি তীরে,
ওগো মাঝি, ত্বরা করে'
দেও গো নদী পারটী করে'।

শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় প্রকরণ।

শিষ্যাত্মানুভবপ্রীত্যৈ জাতেঽপি করুণাবশাৎ।
তদ্বিজ্ঞানপরীক্ষার্থং শিষ্যমাহ গুরুঃ পুনঃ ॥১॥

শিষ্য আত্মানুভবরূপ অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছে—ইহা বুঝিয়াও করুণাবশতঃ গুরু তাহার জ্ঞানের দৃঢ়তা পরীক্ষার্থ পুনরায় বলিলেন।১।

অবিনাশিনমাত্মানমেকং বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ।
তবাত্মজ্ঞস্য ধীরস্য কথমর্থার্জ্জনে রতিঃ ॥১॥

অবিনাশী অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব যথার্থতঃ জানিয়াও আত্মজ্ঞ ও ধীর তোমার অর্থার্জ্জনে অনুরাগ কেন ?

আত্মাজ্ঞানাদহো প্রীতির্বিষয়ভ্রমগোচরে।
শুক্তের্জ্ঞানাদহো লোভো যথা রজতবিভ্রমে ॥২॥

অহো ! আত্মজ্ঞান না হইলেই ভ্রমবশতঃ দৃষ্ট বিষয়ে প্রীতি জন্মে ; যেমন শুক্তি বলিয়া জ্ঞান না থাকাতেই ভ্রমবশতঃ দৃষ্ট রজতের প্রতি লোভ হয়।২।

বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় কিং দীন ইব ধাবসি ॥৩॥

যেমন সাগরে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আত্মাতেই এই জগৎ প্রকাশিত হয়। সেই আত্মাই আমি—ইহা বুঝিয়াও (অর্থাদির প্রতি) কেন কাতরভাবে ধাবিত হও।৩।

শ্রুত্বা বিশুদ্ধচৈতন্যমাত্মানমতিসুন্দরম্।
উপস্থেয়ত্যসংসক্তো মলিনামধিগচ্ছতি ॥৫॥

বিশুদ্ধচৈতন্যমাত্র আত্মাকে সুন্দর বস্তুরও অতিক্রমকারী শুনিয়াও সমীপস্থ ইন্দ্রিয়াদি-বিষয়ে আসক্ত হইয়া লোকে কেন মালিন্য প্রাপ্ত হয় ?৫)

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
মুনের্জানত আশ্চর্যং মমত্বমনুবর্ততে ॥৬॥

যিনি সর্ব্বজীবে আত্মাকে অবলোকন করেন ও আত্মাতে সর্ব্বজীব অবলোকন করেন, এতাদৃশ স্থিরধী ব্যক্তি বিষয়ে মমত্ব-বোধ করিবেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য (অসম্ভাব্য) ৬।

আস্থিতঃ পরমাদ্বৈতং মোক্ষার্থেঽপি ব্যবস্থিতঃ।
আশ্চর্যং কামবশগো বিকলঃ কেলিশিক্ষয়া ।৭॥

পরমাদ্বৈততত্ত্বে স্থিরচিত্ত এবং মোক্ষ-বিষয়ে একপ্রবণ ব্যক্তি কামবশীভূত হইয়া; কেলিশিক্ষায় বিকল হইবেন—ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য ।৭

উদ্ভূতং কামমুদ্দিশ্য বধ্যবধ্যাতিদুর্বলঃ।
আশ্চর্যং কামমাকাঙ্ক্ষেৎ কালমন্তমনুশ্রিতঃ ॥৮॥

জ্ঞানের বৈরী কাম চিত্তে উদ্ভূত হইয়াছে —ইহা নিশ্চয় করিয়া (সংসারের) অন্তকালে অবস্থিত জ্ঞানীরা জ্ঞানবলশূন্যের ন্যায় কামবিষয় আকাঙ্ক্ষা করিবেন,—ইহা অতি আশ্চর্য্য (অর্থাৎ জ্ঞানিগণের পক্ষে কাম-বশীভূত হওয়া অসম্ভব ।৮।)

ইহামুত্র বিরক্তস্য নিত্যানিত্যবিবেকিনঃ।
আশ্চর্যং মোক্ষকামস্য মোক্ষাদেব বিভীষিকা ॥৯॥

ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বত্র সুখভোগে নিস্পৃহ এবং নিত্য আত্মতত্ত্ব ব্যতিরেকে আর সমস্তই অনিত্য, এইরূপ যিনি অবধারণ করিয়াছেন, তাদৃশ সচ্চিদানন্দসুখাভিলাষী ব্যক্তির তাদৃশ চিৎস্বরূপে বিভীষিকা হইবে—ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য। (অর্থাৎ চিৎস্বরূপে অবস্থান ত্যাগ করিয়া তাঁহারা বিষয়াদিতে কখনই আসক্ত হইতে পারেন না। অর্থাৎ অদ্বৈতদর্শীরা বিধিনিষেধের অতীত হইলেও অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না) ।৮।

ধীরস্য ভোজ্যমানোঽপি পীড্যমানোঽপি সর্বদা।
আত্মানং কেবলং পশ্যন্নতুষ্যতি ন কুপ্যতি ॥১০॥

ধীরব্যক্তিকে সর্ব্বদা বিষয়ভোগ করিতেই দাও আর সর্ব্বদা পীড়াই দাও, তিনি কেবল আত্মদর্শন করেন তুষ্টও হ'ন্ না, কুপিতও হ'ন্ না ।৯।

চেষ্টমানং শরীরং স্বং পশ্যত্যন্যশরীরবৎ।
সংস্তবে চাপি নিন্দায়াং কথং ক্ষুভ্যেন্মহাশয়ঃ ॥১০॥

জ্ঞানবান্ মহাশয়েরা কর্ম্মনিরত নিজের শরীরকে অন্যশরীরের সহিত অবিশেষ জ্ঞান করেন; এজন্য এক শরীর অন্য শরীরের স্তব বা নিন্দা করিলে, কেন তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইবেন ? ।১০।

মায়ামাত্রমিদং বিশ্বং পশ্যন্ বিগতকৌতুকম্।
অপি সন্নিহিতে মৃত্যৌ কথং ত্রস্যতি ধীরধীঃ ॥১১॥

এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে যিনি কৌতুক-হীন মায়ামাত্র অবলোকন করেন, এতাদৃশ ধীরবুদ্ধি ব্যক্তি মৃত্যুর সন্নিহিত হইয়া কেন ভীত হইবেন ? (১১)

নিস্পৃহং মানসং যস্য নৈরাশ্যেঽপি মহাত্মনঃ।
তস্যাত্মজ্ঞানতৃপ্তস্য তুলনা কেন জায়তে ॥১২॥

নৈরাশ্যেও যে মহাত্মার মন নিঃস্পৃহ, সেই আত্মজ্ঞানতৃপ্ত ব্যক্তির কাহার সহিত তুলনা হইতে পারে ? (১২)

স্বভাবাদেব জানানো দৃশ্যমেতন্নকিঞ্চন।
ইদং গ্রাহ্যমিদং ত্যাজ্যং স কিং পশ্যতি ধীরধীঃ ॥১৩॥

যিনি দৃশ্যজগৎ স্বভাবতই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানেন, সেই ধীরমতি ব্যক্তি কি "ইহা গ্রহণীয়, ইহা পরিত্যাজ্য" এইরূপ অবলোকন করেন? (১৩)

অন্তস্ত্যক্তকষায়স্য নির্দ্বন্দ্বস্য নিরাশিষঃ।
যদৃচ্ছয়াগতো ভোগো ন দুঃখায় ন তুষ্টয়ে ॥১৪॥

যাঁহার অন্তঃকরণ হইতে রাগ-দ্বেষাদি সমস্ত প্রকার মলিনতা দূর হইয়াছে, যিনি সুখদুঃখের অতীত এবং জীবিতাদি-বিষয়েও নিরাকাঙ্ক্ষ, তাঁহার পক্ষে স্বভাবোপনত ভোগ দুঃখকরও হয় না, সুখকরও হয় না।১৪।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার আক্ষেপ দ্বারা শিষ্যোপদেশ-নামক তৃতীয় প্রকরণ।

চতুর্থ প্রকরণ।

গুরুণৈবমুপাক্ষিপ্তঃ শিষ্যো জ্ঞানদশোন্নসন্।
জ্ঞানিনঃশেষচেষ্টানাং স্পষ্টমাচষ্ট সম্ভ্রমম্॥

গুরুকর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত শিষ্য আত্মজ্ঞানে আহ্লাদিত হইয়া জ্ঞানিগণের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই যে শোভা পায়, তাহা স্পষ্ট বলিলেন।

স্বস্যাত্মজ্ঞস্য ধীরস্য খেলতো ভোগলীলয়া।
নহি সংসারবাহীকৈর্মূঢ়ৈঃ সহ সমানতা ॥১॥

অষ্টাবক্র বলিলেন,—যিনি আত্মজ্ঞ এবং ধীর, তিনি যদি ভোগলীলায় ক্রীড়া করিতে থাকেন, তথাপি সংসার-ভারবাহী মূঢ়গণ তাঁহার সহিত সমান হইতে পারে না।১।

ব্রহ্মাদয়ঃ প্রেক্ষ্যবো হীনাঃ শক্রাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
অহো তত্র স্থিতো যোগী ন হর্ষমুপগচ্ছতি ॥২॥

অহো! ইন্দ্র প্রভৃতি সকল দেবতা যে সচ্চিদানন্দপদ পাইবার জন্য লালায়িত, যোগী সেই পদে অবস্থান করিয়াও হর্ষবিহ্বল হ'ন্ না (কিংবা তদপগমে উদ্বিগ্নও হ'ন্ না)।২।

তত্তস্য পুণ্যপাপাভ্যাং স্পর্শো হ্যন্তর্ন জায়তে।
নহ্যাকাশস্য ধূমেন দৃশ্যমানাপি সঙ্গতিঃ ॥৩॥

যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ জানিয়াছেন, তাঁহার অন্তঃকরণ পুণ্য বা পাপের দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইতে পারে না। যেমন ধূমের সহিত আকাশের সঙ্গতি দেখা গেলেও বাস্তবিকপক্ষে আকাশ ধূমের দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইতে পারে না।৩।

আত্মৈবেদং জগৎসর্ব্বং জ্ঞাতং যেন মহাত্মনা।
যদৃচ্ছয়া বর্ত্তমানং তং নিষেদ্ধুং ক্ষমেত কঃ ॥৪॥

এই দৃশ্যমান সমগ্র জগৎ কেবল আত্মাই —এই কথা যে মহাত্মা জানেন, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে কার্য্য করিলে, তাঁহাকে কে নিষেধ করিতে পারে? (৪)

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তে ভূতগ্রামে চতুর্বিধে।
বিজ্ঞস্যৈব হি সামর্থ্যমিচ্ছানিচ্ছাবিবর্জনে ॥৫॥

আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্ত চারিপ্রকার (অর্থাৎ দেব, মনুষ্য, তির্য্যগ্, ও আধিকারিক বা জ্ঞানী পুরুষ) জীবসমূহের মধ্যে যিনি আত্মজ্ঞানী, তিনিই রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগে সমর্থ।৫।

আত্মানমদ্বয়ং কশ্চিজ্জানাতি জগদীশ্বরম্।
যদ্বেত্তি তৎ স কুরুতে ন ভয়ং তস্য কুত্রচিৎ ॥৬॥

কোন ব্যক্তি যদি আত্মাকে অদ্বিতীয় ও সর্ব্বেশ্বর বলিয়া জানেন, তাহা হইলে তিনি যাহা জানেন তাহাই করেন। তাঁহার ইহলোক বা পরলোকে কোনও ভয় থাকে না।৬।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার অদ্বয়ভাবোল্লাস-নামক চতুর্থ প্রকরণ।

পঞ্চম প্রকরণ।

এবমুল্লাসবাক্যেন স্বশিষ্যেঽপি পরীক্ষিতে।
গুরুর্দৃঢ়োপদেশার্থং লয়যোগমথাব্রবীৎ ॥১॥

এইরূপ উক্ত উল্লাসষট্‌কের দ্বারা শিষ্যের জ্ঞানের যাথার্থ্য পরীক্ষিত হইলেও, গুরু উপদেশ দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য পুনরায় লয়যোগ বলিলেন ।১।

নতে সঙ্গোঽস্তি কেনাপি কিং শুদ্ধস্ত্যক্তুমিচ্ছসি
সংঘাতবিলয়ং কুর্ব্বন্নেবমেব লয়ং ব্রজ ॥১॥

হে শিষ্য, তোমার কোন বস্তুর সহিতই সম্পর্ক নাই, তুমি স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ (অন্য বস্তুর দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, অমিশ্রিত) ; অতএব তুমি কি ত্যাগ করিবে ? (কিই বা গ্রহণ করিবে ?) তুমি এইরূপে পাঞ্চভৌতিক দেহের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় লীন হও ।১।

উদেতি ভবদেবেদং বিশ্বং বারিধেরিব বুদ্বুদঃ।
ইতি জ্ঞাত্বৈকমাত্মানমেবমেব লয়ং ব্রজ ॥২॥

হে শিষ্য, সমুদ্রে যেমন বুদ্বুদসকল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ তোমা (আত্মা) হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ; ইহা জানিয়া সকলপ্রকার-ভেদশূন্য আত্মস্বরূপে লীন হও ।২।

প্রত্যক্ষমপ্যবস্তুত্বাদ্ বিশ্বং নাস্তামলে ত্বয়ি।
রজ্জুসর্প ইব ব্যক্তমেবমেব লয়ং ব্রজ ॥৩॥

জগৎ প্রত্যক্ষ হইলেও কিছুই নহে ; ইহা তোমাতে নাই। রজ্জুতে যেরূপ সর্প (ভ্রমবশতঃ) প্রত্যক্ষ হইলেও নাই, জগৎ সেইরূপেই প্রকাশিত ; অতএব (যখন তোমা ছাড়া হেয় বা উপাদেয় আর কিছুই নাই, তখন) আত্মস্বরূপে লীন হও ।৩।

সমদুঃখসুখঃ পূর্ণ আশানৈরাশ্যয়োঃ সমঃ।
সমজীবিতমৃত্যুঃ সন্নেবমেব লয়ং ব্রজ ॥৪॥

হে শিষ্য, তুমি সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণস্বভাব (সকল অভাব বা অপূর্ণতা-বিরহিত) ; অতএব তুমি সুখে দুঃখে, আশা নিরাশায়, জীবনে মরণে সমান জ্ঞান করিয়া আত্মস্বরূপে লীন হও ।৪।

ইতি অষ্টাবক্রগীতায় লয়চতুষ্টয়-নামক পঞ্চম প্রকরণ।

ষষ্ঠ প্রকরণ।

গুরুরেবং পরীক্ষার্থমুপদিষ্টে লয়ে সতি।
পূর্ণাত্মনো লয়াদীনাং শিষ্যোঽসম্ভবমব্রবীৎ ॥১॥

পরীক্ষার্থ গুরু এইরূপ লয়যোগের উপদেশ দিলে, শিষ্য পূর্ণস্বভাব আত্মার লয় অসম্ভব দেখাইলেন ।১।

আকাশবদনন্তোঽহং ঘটবৎ প্রাকৃতং জগৎ।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥১॥

আমি আকাশের ন্যায় অনন্ত, আর আকাশের তুলনায় ঘট যতটুকু আত্মার তুলনায় প্রকৃতি বিনির্ম্মিত জগৎও ততটুকু। ইহাই যথার্থ জ্ঞান। অতএব আত্মার ত্যাগও নাই, গ্রহণও নাই, লয়ও নাই ।১।

এতদ্দ্বারা আকাশ হইতে ঘট ভিন্ন-অতএব জগৎ আত্মব্যতিরিক্ত ;—এই শঙ্কা-নিরাসের জন্য বলিতেছেন ।—

মহোদধিরিবাহং স প্রপঞ্চো বীচিসন্নিভঃ।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥২॥

আমি সেই আত্মা মহাসমুদ্রের ন্যায়, আর জগৎ তাহার তরঙ্গের তুল্য। ইহাই যথার্থ জ্ঞান। অতএব আত্মার ত্যাগও নাই, গ্রহণও নাই, লয়ও নাই ।২।

এতদ্দ্বারা আত্মা সমুদ্রের মত বিকারী, এই শঙ্কা নিরাসার্থ বলিতেছেন ।—

অহং স শুক্তিসঙ্কাশো রূপ্যবদ্ বিশ্বকল্পনা।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥৩॥

আমি সেই আত্মা শুক্তির ন্যায়, আর জগৎ-কল্পনা শুক্তিতে রজত-ভ্রমের ন্যায়।

ইহাই যথার্থ জ্ঞান। অতএব আত্মার ত্যাগও নাই, গ্রহণও নাই, লয়ও নাই। ৩।

এতদ্দ্বারা আত্মা শুক্তির ন্যায় পরিচ্ছিন্ন, এই শঙ্কা নিরাসার্থ বলিতেছেন।—

অহং বা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বভূতান্যথো ময়ি।
ইতিজ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ॥৪॥

আমিই সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, এবং সর্ব্বভূত আমাতে বর্ত্তমান। ইহাই যথার্থ জ্ঞান। অতএব আত্মার ত্যাগও নাই, গ্রহণও নাই, লয়ও নাই॥৪॥

ইতি অষ্টাবক্রগীতায়াং উত্তরোপদেশচতুষ্ক-নামক ষষ্ঠ প্রকরণ।

সপ্তম প্রকরণ।

লয়যোগানুষ্ঠানে ব্যবহারং নিরঙ্কুশম্।
আশঙ্ক্য শিষ্যঃ প্রোল্লাসাদব্রবীদ্ গুরু-
মুত্তমম্॥১॥

জ্ঞানী ব্যক্তি যদি লয়যোগের অনুষ্ঠান না করেন, তবে হয়ত তিনি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন, এই আশঙ্কার উত্তরে শিষ্য আত্ম-জ্ঞানোল্লাসিত হইয়া বলিতেছেন।১।

মযানন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্বপোত ইতস্ততঃ।
ভ্রমতি স্বান্তবাতেন মম নাস্ত্যসহিষ্ণুতা॥১॥

আমি চৈতন্যের মহাসমুদ্রস্বরূপ, জগৎরূপ জাহাজ ইহাতে চিত্তরূপ বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে; ইহাতে আমার অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই। (অর্থাৎ জাহাজ যদি জলমগ্ন হয়, তাহাতে সমুদ্রের যেরূপ কোন ক্ষতি নাই, সেইরূপ দেহ-সহিত বিশ্বের পরিবর্ত্তনেও আমার কোন ক্ষতি নাই)।১।

মযানন্তমহাম্ভোধৌ জগদ্বীচিঃ স্বভাবতঃ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন মে বৃদ্ধির্ন চ ক্ষতিঃ॥২॥

আমি চৈতন্যের মহাসমুদ্রস্বরূপ; ইহাতে জগৎ তরঙ্গস্বরূপ। সেই তরঙ্গ নিজের স্বভাবানুসারে (অর্থাৎ চিত্তের অবিদ্যা-কামকর্ম্মানুসারে) উত্থিত হউক্ বা বিলীন হউক্: তাহাতে আমার কোন লাভও নাই, ক্ষতিও নাই।২।

মযানন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্বং নাম বিকল্পনা।
অতিশান্তো নিরাকার এতদেবাহমাস্থিতঃ॥৩॥

আমি চৈতন্যের মহাসমুদ্রস্বরূপ; ইহাতে নাম (ও রূপের) কল্পনাই জগৎ। আমি স্বভাবতঃ সর্ব্বপ্রকার-ক্ষোভ-বিবর্জ্জিত ও নিরাকার সেই অবস্থাকেই আশ্রয় করিয়া আছি (অতএব লয়যোগানুষ্ঠান নিরর্থক)।৩।

নাস্থা ভাবেষু নো ভাবাস্তত্রানন্তে নিরঞ্জনে।
ইত্যসক্তোঽস্পৃহঃ শান্ত এতদেবাহমাস্থিতঃ॥৪॥

আত্মা দেহাদিপদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, এবং দেহাদি পদার্থ তাহাতে নাই (অর্থাৎ আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট বা মিশ্রিতভাবে নাই); কেন না, আত্মা অনন্ত এবং সর্ব্বপ্রকার মলিনতা-বর্জ্জিত। অতএব আমি অসক্ত (কোনবস্তুর সহিত সংলগ্ন নহি, অতএব বিশুদ্ধ), নিঃস্পৃহ (কারণ কোন বস্তুর দ্বারা আমার ক্ষতি বা বৃদ্ধি হইতে পারে না; কেননা সে বস্তু আমাকে স্পর্শই করিতে পারে না) এবং শান্ত (কারণ, কোন অপূর্ণতা বা অভাব নাই)।৪।

আহো চিন্মাত্রমেবাহমিন্দ্রজালোপমং জগৎ।
অতো মম কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা॥৫॥

অহো! আমি কেবল চৈতন্যস্বরূপ, আর এই জগৎ ইন্দ্রজাল বা ভোজবাজীর প্রায়; অতএব কোন বস্তুতেই এবং কি করিয়াই বা হেয় বা উপাদেয় বোধ হইবে? (অর্থাৎ

সুখকর বস্তুই হউক্ আর অসুখকর বস্তুই হউক্, সমস্তই অচিরস্থায়ী; অতএব তাহা গ্রহণ বা ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ততা কেন? সে-সকল ত আপনিই যাইবে। আর সে-সকল বস্তু যতক্ষণ আছে, ততক্ষণও তাহার দ্বারা চৈতন্য-স্বরূপ আমার ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই। আমার স্বরূপ কোনরূপেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না; তাহার বৃদ্ধিও নাই, ক্ষয়ও নাই; তবে আর সুখ দুঃখ লইয়া রাগ-দ্বেষ কেন? সুখেও কিছু বাড়িবে না, দুঃখেও কিছু কমিবে না; চৈতন্য চিরকালই আছে এবং থাকিবেও।) ।৫।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার অনুভবপঞ্চক-নামক সপ্তম প্রকরণ।

অষ্টম প্রকরণ।

ইত্থং পরীক্ষিতজ্ঞানং শিষ্যমেবাভিনন্দিতুম্।
গুরুর্বন্ধস্য মোক্ষস্য ব্যবস্থাং সমভাষত ॥ ১ ॥

এইরূপে পরীক্ষা করিয়া, শিষ্যের যথার্থ জ্ঞানলাভ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া গুরু তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য বন্ধন ও মোক্ষের যথার্থ ব্যবস্থা বলিলেন।১।

তদা বন্ধো যদা চিত্তং কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি শোচতি।
কিঞ্চিন্মুঞ্চতি গৃহ্ণাতি কিঞ্চিদ্ধ্যায়তি কুপ্যতি ॥২॥

যতক্ষণ চিত্ত কিছু পাইতে ইচ্ছা করে বা কিছুর জন্য দুঃখ করে, কিছু ত্যাগ করিতে বা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, অথবা কিছুতে দ্বেষ বা কিছুতে কুপিত হয়, ততক্ষণই জীবের বন্ধন। (অর্থাৎ কোন কিছুর অপেক্ষা থাকিলেই বন্ধন, সর্ব্বতোভাবে নিরপেক্ষ হইলেই মুক্তি)।২।

তদা মুক্তো যদা চিত্তং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি।
ন মুঞ্চতি ন গৃহ্ণাতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি ॥৩॥

যখন চিত্ত কিছুই পাইতে ইচ্ছা করে না, কিছুর জন্যই দুঃখ করে না, কিছুই ত্যাগ করিতে বা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না, কিছুতে হৃষ্ট বা কিছুতেই কুপিত হয় না, তখনই মুক্তি।৩।

তদা বন্ধো যদা চিত্তং সক্তং কাস্বপি দৃষ্টিষু।
তদা মোক্ষো যদা চিত্তং ন সক্তং সর্ব্বদৃষ্টিষু ॥৪॥

যখন চিত্ত কোনপ্রকার অনাত্মবস্তুতে আসক্ত, তখনই বন্ধন; যখন চিত্ত সকল অনাত্মবস্তুতে স্পৃহাত্যাগ করিয়াছে, তখনই মোক্ষ।৪।

যদা নাহং তদা মোক্ষো যদাস্তে বন্ধনং তদা।
মত্বেতি হেলয়া কিঞ্চিন্মা গৃহাণ বিমুঞ্চমা ॥৫॥

যখন অহংভাব দূর হইয়াছে, তখনই মোক্ষ; যতক্ষণ অহংভাব আছে, ততক্ষণই বন্ধন। এই কথা বুঝিয়া অবহেলার সহিত কোন বস্তু গ্রহণ করিও না বা কোনবস্তু ত্যাগ করিও না ॥৫॥

ইতি অষ্টাবক্রগীতার বন্ধমোক্ষোপদেশ-নামক অষ্টম প্রকরণ। (ক্রমশঃ)

শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

স্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা।

স্বভাবটি যেন পুণ্য আনন্দনির্ঝর,
বহি যায় কুলু কুলু জুড়ায়ে অন্তর;
কৃত্রিমতা কৃষ্ণ-শিলা কুটিল কুঠোর,
রোধি ধারা-পথে তারে বাধা দেয় ঘোর।

শ্রীক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

গানের স্বরলিপি।

মেঘরাগ—ঝাঁপতাল। *

প্রবল ঘন মেঘ আজি নীল ঘন ব্যোম 'পরে
আঁধার ঘন ঘোর ভানু চন্দ্র ছাই হে।
বরষিছে মুষলধার নাহি বিরাম আর,
বিশ্বপতি রাখ এ বিপদে বাঁচাই হে।
ত্রস্ত ধরণী 'পরে সকলি হে শঙ্কা করে,
পশু পক্ষী জল স্থল নদী নদ বায়ু
সকলি শঙ্কিত আজ ঘন ঘোর বরষায়,
জগপতি, চরণে রাখ শান্তি বিছাইছে॥

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

	২			৩			০			১				
II	না	না।		না	র্সা	র্সা	।	না	-া	।	-পা	মা	পা	I
	প্র	ব		ল	ঘ	ন		মে	০		ঘ	আ	জি	
	২			৩			০			১				
I	না	-া	।	-পা	মা	পা।		মা	-গা।		মা	রা	-সা	I
	নী	০		ল	ঘ	ন		বো	ম		প	রে	০	
	২			৩			০			১				
I	সা	রা।		-ঋরা	মা	পা।		পা	-া।		-পা	মা	পা	I
	আঁ	ধা		০র	ঘ	ন		ঘো	০		র	ভা	নু	

* ভারতীয় সঙ্গীত-পুস্তকাদিতে লেখা আছে যে, ছয়টী রাগের শব্দ বা সুরের দ্বারা ছয়টী ঋতুর আদর্শ প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। কয়েকটি রাগের গান মিসেস্ বি, এল্, চৌধুরী-মহাশয়ার দ্বারা পরিচালিত সঙ্গীত-সম্মিলনীর গত বারের অভিনয়ে, কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইনিষ্টিটিউট্ হলে গীত হইয়াছিল। ঐ রাগগুলির গানের মধ্যে,এই গানটিও গাওয়া হইয়াছিল। গানটি আধুনিক মার্জ্জিত ভাষাতে রচিত নহে। সম্ভবতঃ, কবিকঙ্কন বা চণ্ডিদাস বা বিদ্যাপতির ধাঁচে রচিত; কিম্বা মেদিনীপুর বা বিষ্ণুপুরের গান-রচয়িতাদের ধাঁচে রচিত। কিন্তু একটি হিন্দি গানের ঠিক্ মাপে, সহজ ও ছোট ছোট বাণীতে রচিত বলিয়া গানটিকে রীতিমত অঙ্গরাগের ও মৃদঙ্গের ঠেকার সহিত, তাঁতের ভিতরে, দিনযামিনীর যে সময়েই হউক না কেন, গাহিতে পারিলে, অনেকটা অনুভব করা যাইতে পারিবে যে, বর্ষাকালের ভাবভঙ্গী বা ক্রিয়া-কলাপ যেন সে সময়ে উপস্থিত। শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

২´　　৩　　০　　১
I সা -া। -না পা -া। মা -পা। -না -মা -পা II
চ ন্ দ্র ছা ই হে ০ ০ ০

২´　　৩　　০　　১
II মা পা। পা না না। র্সা র্সা। র্সা -া -সা I
ব র ষি ছে ঘু ব ল ধা ০ র

২　　৩　　০　　১
I র্সা -া। র্রা -া র্সা। না পা। না -া -পা I
না ০ কি ০ বি রা ম আ ০ র

২´　　৩　　০
I র্সা -া। -র্সা র্রা র্সা। র্রা র্সা। না মপা মপা I
বি শ্ব ব প তি রা ০ খ এ ০ বি প

২´　　৩　　০　　১
I না র্সা। না -পা -া। মা -পা। না -মা -পা II
দে বা চা ই হে ০ ০

২´　　৩　　০　　১
II মা -রা। -রা মা পা। না -া। না না -পা I
ত্র স্ ত ধ র ণী ০ প রে ০

২´　　৩　　১
I না না। র্সা র্সা -া। না -পা। -না পা পা I
স ক লি কে শ ঙ্ কা ক রে

২´　　৩　　০
I মা পা। রা পা -া। মা গমা। -রা সা -া I
প শু প ক্ষী ০ জ ল ০ স্থ ল ০

২´　　৩　　০　　১
I সা রা। মা পা -া। নঽ -া। পা -া -া I
ন দী ন দ ০ বা ০ য়ু ০ ০

২´　　৩　　০　　১
I মা পা। পা না -া। -র্সা র্সা। র্সা -া -র্সা I
স ক লি শ ঙ্ কি ত আ ০ ত

২ ৩ ০
I না র্সা। র্রা র্গা -র্রা। না র্সা। না -া -পা I
ষ ন ঘো ০ র ষ র যা ০ য়

২ ৩ ০ ১
I র্মা র্গা। র্মা র্রা র্সা। না র্সা। না -পা র্সা I
জ গ প তি চ র ণে রা ০ খ

২ ৩ ১
I র্সা -া। -না পা -া। মা -পা। না -মা -পা II II
শা ন্ তি বি ছা ই হে ০

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ডিম।

ডিমের মধ্যে দুইটী পদার্থ দেখা যায়; দুইটিই তরল। একটি সাদাটে আর একটি হলদে। এইটিকে কুসুম বলে। ডিম ফুটন্ত জলে ফেলিলে, সাদাটে জিনিষটি বেশ শক্ত হয় এবং বেশ শ্বেত-বর্ণ হয়। কুসুমও শক্ত হয়, কিন্তু অত নয়। দুই ভাগেই ছানার মত জিনিস আছে। কুসুমের মধ্যে ছানা ব্যতীত এক প্রকার স্নেহ-পদার্থ আছে, আর অল্প-পরিমাণে চিনি ও লবণ আছে। ডিম শুখাইয়া পুড়াইলে ছাই হয়; ছাই-ই লবণ। ডিমে এক প্রকার তৈলও আছে। ডিমে জল নাই বলিলে হয়। এখন দেখা গেল দুধ, আর ডিমে একই প্রকার পদার্থসকল আছে। এই দুইই আদর্শ খাদ্য বা পূর্ণ-খাদ্য। ইহাদের—মধ্যে জীবন ধারণের সমস্ত উপকরণ পাওয়া যায়। এই উপকরণ-গুলি অন্য কোন একটি খাদ্যে পাওয়া যায় না।

এখন মাংসের কথা বলি। মাংসে শতকরা ৭৫ ভাগ জল; বাকি ২০ অংশে Albumin (ছানাজাতীয় পদার্থ) (আর ৩ ভাগ fat-স্নেহজাতীয় পদার্থ বা চর্ব্বি)। চর্ব্বি-বিহীন মাংসকে Lean বলে। খাঁটি মাংস Leanএ দুধের ছানা, ডিমের সাদা, Fat) চর্ব্বি, দুধের মাখন আর ডিমের স্নেহ-পদার্থের মতন জিনিস থাকে। মাংসে শ্বেতসার (Starch) বা চিনি নাই। শ্বেতসারই শরীরে গিয়া চিনি হয়।

(Starchy) food শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যের কথা বলি। শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য শরীরে গিয়া চিনি হইয়া পড়ে; তাহাতে শারীরিক অগ্নি রক্ষা হয়। ইহা heat-making food অগ্নিপ্রদ খাদ্য পুষ্টিকর নয়। ফল, মূল, শাক, সব্‌জি, আনাজ, আলু, কপি ইত্যাদি সকলই শ্বেতসার-প্রধান খাদ্য; ইহাতে proteid অতি অল্পই আছে। আলুতে ৭৫ জল। ডাল-কলাই-জাতীয় খাদ্যে অপেক্ষা-

কৃত পুষ্টিকর পদার্থ বেশী থাকে। আমাদের দেশে চাল ও গম প্রধান খাদ্য। এই দুইটিতেই শ্বেতসার অধিক; পুষ্টিকর পদার্থ অল্প। গম অপেক্ষা চালে পুষ্টিকর পদার্থ অল্প। আমিষের proteid নিরামিষের proteid অপেক্ষা সহজ-পাচ্য এবং শীঘ্র রক্তের সঙ্গে মিশে।

আমাদের সকল প্রকার খাদ্যে জল থাকে, তথাপি আমাদের জল-পান করিতে হয়; শুষ্ক খাদ্যে শরীর রক্ষা হয় না। জল শরীরে শীঘ্র জমে না বটে, কিন্তু জমনের কার্য্যে সহায়তা করে। খাদ্যের সঙ্গেই আমরা নানা-প্রকার লবণ খাই, তথাপি (Table Salt) সামুদ্রিক লবণ খাইতে হয়। লবণ হাড়-পুষ্টি করে এবং শরীরের কব্জিগুলিতে তেল দেয়।

আমরা প্রতিদিন অনেক প্রকার খাদ্য খাই; কিন্তু সমস্তের মধ্যে প্রাধানতঃ তিনটি পদার্থ থাকে।—Proteid মাংসজনক, Starch শ্বেতসার এবং Fat স্নেহ-পদার্থ; এই কয়টিই প্রকৃত খাদ্য। মানুষ-মাত্রেই ভাত বা অন্নাভাবে এই প্রকার খাদ্য খাইয়া সুস্থ ও সবল থাকে। বড়মানুষরা নানাপ্রকার মুখ-রোচক স্বাদু খাদ্য ভোজন করেন; গরীবলোকেরা তা পায় না। তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং অনেক সময় উপকার হইয়া থাকে। অনেক মসলা ও ঘি-তেলযুক্ত তরকারীতে অজীর্ণ-রোগ হইতে পারে।

Real and helpful অর্থাৎ প্রকৃত ও সহকারী খাদ্য ব্যতীত আর একপ্রকার পানীয় আছে। এইরূপ খাদ্যের সহায়তায় শারীরিক উপার্জ্জিত শক্তির নিকট হইতে অধিক কার্য্য লইতে হয়। এইরূপ খাদ্যকে whip বা চাবুক বলে। চাবুকের দ্বারা ঘোড়াকে যেমন চালাতে হয়, এই খাদ্যও সেইরূপ। এই whip বা চাবুক-খাদ্য উপার্জ্জন করে না; কিন্তু উপার্জ্জিত সামর্থ্য খরচ করে। ইহা খরচ করায় বলিয়াই আমাদের অধিক খাদ্যের প্রয়োজন হয়। ঘোড়াকে খাইতে না দিয়া শুধু চাবুকে কি চালান যায়!

Tea (চা), Coffe (কফি), Coco (কোকো)—চাবুক-জাতীয় এইগুলি সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। কেহ এইগুলি ব্যবহার করিয়া ভাল থাকে, কেহ বা মন্দ থাকে।

চা ইত্যাদিতে কি উপকার হয়? চা শরীরে গিয়া জমে না এবং কোন প্রকার নূতন শক্তিও উপার্জ্জন করে না। পরন্তু ইহা উপার্জ্জিত শক্তি খরচ করায়। উপার্জ্জিত শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলে, চা ইত্যাদির সহায়তায় মানুষ অধিক পরিশ্রম করিতে পারে। অধিক ব্যয় হইলেই অধিক আয় চাই, সে-জন্য পরিশ্রমী লোকদের অধিক খাইতে হয় এবং তাঁহারা খাদ্যও বেশ জীর্ণ করিতে পারেন।

মদ একটি চাবুকজাতীয় দ্রব্য। চা এবং মদের ব্যবহার-সম্বন্ধে অনেক বিধি-ব্যবস্থা আছে। সে সমস্ত কথা এখানে বলা যায় না। মোটের উপর সুস্থ ও সবল লোকের পক্ষে মদের কোন প্রয়োজন নাই। দুর্ব্বল, বৃদ্ধ এবং convalescent (যাহারা রোগ হইতে উঠিয়াছেন), তাহাদের পক্ষে হয়ত মদ্য-পান প্রয়োজনীয় হইতেও পারে, কিন্তু ধার্ম্মিক সুবিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ-ব্যতীত কাহারও মদ্য-ব্যবহার করা উচিত নয়। মদের অন্যান্য অনেক দোষ ব্যতীত একটি দোষ

এই যে, ইহার পানের প্রবণতা ক্রমেই বাড়িয়া যায়।

চা কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, এবং কাহার তাহা পান করা উচিত, আর কাহার বা পান করা উচিত নয়, সে বিষয়ে একটু বলি। আমাদের জঠরাগ্নি অল্প হইলে তাহাকে মন্দাগ্নি বলে। মন্দাগ্নি দুই-প্রকার হয়। খাদ্য-দ্রব্যের অল্পতা-বশতঃ, আর জঠরাগ্নির দৌর্ব্বল্য-বশতঃ মন্দাগ্নি হয়। প্রথম-শ্রেণীর মন্দাগ্নিতে চা-পান অনুপকারী এবং দ্বিতীয়-টিতে উপকারী।

চা-দানীটি বেশ গুরু করিয়া তাহাতে ফুটন্ত জল ঢালিবে এবং তাহাতে চা ফেলিয়া দিবে। ৩।৪ মিনিটের উপর উহা রাখিবে না কারণ, বেশীক্ষণ রাখিলে Tanic Acid হয় (যাহাতে চামড়া হয়)। ইহা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। খালি পেটে চা-পান করিবে না। চা-পান করিবার সময় অন্ততঃ একটু কিছু খাইবে। পূর্ব্বে যদি যথেষ্ট পরিমাণে আহার করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পরিপাক-কার্য্য বাড়াইবার জন্য চা আবশ্যক। চা একপ্রকার Stimulant বা উত্তেজক দ্রব্য; অর্থাৎ ইহা রক্তের Circulation (গতি) বৃদ্ধি করে।

আহারের সময় ও পরিমাণ ঠিক্ রাখিতে হয়, এবং Proteid, Starch, Fat, Salt, Water—এই সমস্ত যথাপরিমাণ হওয়া চাই। পরিমাণ বেশী বা কম হইলে অমৃতেও বিষ হয়। খাদ্যের মধ্যে লোহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু থাকা চাই; কারণ আমাদের রক্তে লোহা আছে। কোন কারণে রক্তের লোহার ভাগ কম হইলে আমাদের বর্ণ ফ্যাকাসে হয়। রোগ হইতে আরোগ্য হইবার পর ডাক্তারে যে 'টনিক' ঔষধ দেন, তাহাতে প্রায়ই লৌহ থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজমোহন বসু।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

কামাখ্যা।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের কামরূপ-জেলায় কামাখ্যা অবস্থিত। এখানকার মন্দিরটী সতীর নামে উৎসর্গীকৃত। উক্ত মন্দির নীলাচল-পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। এস্থানে ব্রহ্মপুত্র-নদ প্রবাহিত। মহাভারতের সমসাময়িক নরক-নামে জনৈক রাজপুত্র মন্দিরটী প্রথমে নির্ম্মাণ করেন। পর্ব্বতে আরোহণ করিবার জন্য যে বাঁধ তিনি বাঁধিয়াছিলেন, তাহার অস্তিত্ব এখনও বর্ত্তমান আছে। কালে মন্দিরটী লোপ পায়। পরে বিশ্বসিং পূত স্থানটীর আবিষ্কার করিয়া তথায় একটি মন্দির-নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু কালা-পাহাড়-নামক জনৈক ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান তাহার ধ্বংস করে। ১৫৬৫ খৃঃ, নরনারায়ণ-নামক জনৈক ব্যক্তির দ্বারা মন্দিরটী নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয়। এই সময়ে দেবীর নিকট ১৪০টী নরবলি পড়ে। নরনারায়ণের মন্দিরের এখন কিয়দংশমাত্র অবশিষ্ট আছে। মন্দিরটী যে-স্থানে অবস্থিত তথায় সতীর যোনিদেশ পতিত হয়। সতীর মৃত্যুতে মহাদেব যখন সতীকে স্কন্ধে লইয়া উন্মত্তবৎ

ঘুরিতেছিলেন, তখন সংসাররক্ষা-হেতু বিষ্ণু সুদর্শনচক্রের দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। যে যে স্থানে সতীর অংশ পতিত হয়, তথায় একএকটী পীঠস্থানের সৃষ্টি হইয়াছে। কামাখ্যায় দেবীর যোনীদেশ পতিত হইয়াছিল। এই জন্য ইহা হিন্দুতীর্থ-রূপে পরিণত হইয়াছে। ভারতের সকল স্থান হইতেই এস্থানে লোক তীর্থ করিবার জন্য সমাগত হয়। পর্ব্বতোপরি আরও ছয়টী মন্দির আছে; তন্মধ্যে অধিকাংশই দ্বারভাঙ্গার মহারাজ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এই মন্দিরগুলির অস্তিত্ব ১৮৯৭ খ্রীঃ, ভূমি-কম্পের পর হইতেই হইয়াছে। শৈলোপরি আরোহণ করিলে, নদী ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-গুলির দৃশ্য এত রমণীয় বোধ হয় যে, তাহা ব্যক্ত করার শক্তি মানবলেখনীর নাই। আসামের রাজগণ কামাখ্যাদেবীর সেবার জন্য ২৬০০০ বিঘা জমী ব্রহ্মোত্তররূপে দান করিয়াছেন। সনন্দদ্বয় ব্রিটীশরাজও তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। খৃষ্টমাস বা বড়দিনের সময় এখানে পৌষ-বিয়া নামক একটী উৎসব হইয়া থাকে। যে-সময়ে কামাখ্যা-দেবীর সহিত কামেশ্বরের বিবাহ হইয়াছিল, এই উৎসবটী তাহারই স্মারক। এতদ্ব্যতীত বাসন্তীপূজা ও দুর্গোৎসব যথাক্রমে চৈত্র ও আশ্বিন মাসে অতিশয় আড়ম্বরের সহিত হইয়া থাকে।

এখানে যেমন অন্যান্য সম্প্রদায় আছে, তেমনই তান্ত্রিকও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা পঞ্চ-মকারের সাধক। পঞ্চ-মকার যথা, (১) মদ্য, (২) মাংস, (৩) মৎস্য, (৪) মুদ্রা ও (৫) মৈথুন। অন্যান্য সম্প্রদায় পঞ্চ-মকারের যেমন বিকৃত অর্থ করে, ইহারা তেমন করেন না। ব্রহ্মরন্ধ্র সহস্রদল হইতে ক্ষরিত অমৃতধারা পান করিয়া যে ব্যক্তি আনন্দময় হয়, তাহাকেই ইহারা মদ্যসাধক বলেন। মাংস-সম্বন্ধে ইহারা বলেন যে, মা-শব্দে রসনা; তদংশ-ভক্ষণশীল ব্যক্তি মাংস-সাধক। অর্থাৎ বাক্য-সংযমকারী মৌনাবলম্বী যোগিব্যক্তিকে ইহারা মাংসভুক্ বলেন। ছাগ-মেষাদি-মাংসে পরিতৃপ্ত হইয়া যে, ভগবদারাধনা করিয়া ভববন্ধনে পরিমুক্ত হইবে, এরূপ অর্থ ইহারা মনে করেন না। মৎস্য-সম্বন্ধে ইহারা বলেন যে, গঙ্গা-শব্দে ইড়ানাড়ী, যমুনা-শব্দে পিঙ্গলা-নাড়ী। এই ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে নিয়ত গতায়াত-কারী যে নিঃশ্বাস- ও প্রশ্বাস-রূপী মৎস্যদ্বয় যিনি ভক্ষণ করেন অর্থাৎ যিনি প্রাণায়াম-সাধক শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিরোধ করিয়া কেবল কুম্ভকের পুষ্টি করিতেছেন, তাঁহাকেই মৎস্যাশী বলিয়া ইহারা উক্ত করেন। নতুবা সামান্য-জলচর-মৎস্যাদি-ভক্ষণপটু ব্যক্তিকে ইহারা মৎস্য-সাধক বলেন না। মুদ্রা-সম্বন্ধে ইহারা বলেন যে, শিরসি স্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকার মধ্যে শুদ্ধ পারার ন্যায় শ্বেতবর্ণ স্বচ্ছ তরলরূপ আত্মার অবস্থিতি; কোটি সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার প্রকাশ, অথচ তিনি কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল। অতিশয় কমনীয়-সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট এবং মহাকুণ্ডলিনী শক্তি-সংযুক্ত সেই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান যাঁহার জন্মে, তাঁহার নাম মুদ্রাসাধক; নতুবা কতক-গুলি মদ্যোপযোগী সামান্য ভক্ষ্যদ্রব্যকে মুদ্রা বলিয়া ইহারা উপদেশ করেন না। মৈথুন-সম্বন্ধে ইহারা বলেন যে, মৈথুন-শব্দে রমণ। যাঁহারা আত্মাতে রমণ করেন, তাঁহাদিগের

নাম আত্মারাম। এতাদৃশ রমণশীল ব্যক্তির নাম মৈথুনসাধক। নতুবা স্ত্রী-সঙ্গমকে ইহারা মৈথুন বলেন না। পঞ্চ-মকারের এই ব্যাখ্যাটি "আগমসার"-নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কামাখ্যাতে দুর্গা- ও বাসন্তী-পূজার খুব ধুম হয়। হিন্দুরা দুর্গাকে পরব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। দুর্গ-শব্দে সংসার, অব্যয়ার্থ আ-নিস্তার। যাঁহাকে জানিতে পারিলে সংসার-দুঃখের নাশ হয়, তাহাই দুর্গা-নামে অভিহিত। অতএব দুর্গা যে পরমাত্মস্বরূপা, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। দুর্গাপূজায় আমরা রাজনীতির উপদেশ পাইয়া থাকি। রাজাগণ এই ধরণীমণ্ডলকে পরাক্রম-দ্বারা লাভ করেন। সেই পরাক্রমের প্রধান উপকরণ—বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী। ইঁহাকে বামে রাখিয়া যুদ্ধকালে ইহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজারা পররাজ্য-জয় করিয়া থাকেন। উপস্থিত শত্রুবিগ্রহে প্রভূত ধনের প্রয়োজন হয় বলিয়া রত্ন-পেটিকাকে দক্ষিণ-হস্তের আয়ত্ত স্থানাদিতে রক্ষা করিতে হয়। যুদ্ধকালে হস্ত্যারোহী সেনাপতি দুইপার্শ্বে-সৈন্যকে রক্ষা করে। পরসৈন্য-বন্ধনের জন্য পাশাদি বন্ধন-রজ্জু প্রস্তুত থাকে। সিংহের বিক্রমে শত্রুকে আক্রমণ করিয়া আত্ম-মৃত্যুকে জর্জ্জরীভূত করিয়া বিশিষ্টরূপ বন্ধনে রাখিতে হয়। এবং ক্ষুদ্র শত্রু যদি নিরস্ত্র হয়, তথাপি তাহাকে সশস্ত্র-জ্ঞানে নিষ্পীড়ন করিবার যত্ন করা আবশ্যক। কেবল সুশিক্ষিত একাস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধে জয়লাভ হয় না, এজন্য নানাবিধ অস্ত্রশিক্ষা দেখাইয়া শত্রুকে হতপরাক্রম করা উচিত। যুদ্ধকালে রাজাকে বহুদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। যদি এরূপ আয়োজনের ন্যূনতা হয়, তবে কখনই রাজা সম্যক্ জয়লাভ করিবার পাত্র হইতে পারেন্ না। লোককে এই উপদেশ দিবার জন্য পরমেশ্বর মহিষমর্দ্দনচ্ছলে দুর্গারূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

দশভুজা দেবী দশভুজচ্ছলে বিবিধাস্ত্র শিক্ষার উপদেশ করিয়াছেন। রাজ-সকল বুদ্ধিমান্ মন্ত্রীকে বামে রাখিয়া যুদ্ধকালে তাহার সহিত মন্ত্রণা করিবেন, এ-কারণ বিদ্যা-বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীকে তিনি বামে রাখিয়াছেন। উপস্থিত সংগ্রামে প্রভূত ব্যয় হয়; কিন্তু যাহাতে বহুকালাভ্যয় না হয়, সে-জন্য রত্নপেটিকা দক্ষিণ হস্ত-সন্নিধিতে রাখিতে হইবে; ইহা দেখাইবার জন্য তিনি সর্ব্ব-রত্নাধিষ্ঠাত্রী কমলাকে রত্নপেটিকার ন্যায় দক্ষিণ ভাগে সংস্থাপিত করিয়াছেন। আরোহি-সৈন্য-নায়কের প্রয়োজন জন্য কার্ত্তিকেয়কে বামপার্শ্বে, ও হস্ত্যারোহি-সৈন্য-নায়করূপে গজানন গণেশদেবকে দক্ষিণ পার্শ্বে তিনি সংস্থাপন করিয়াছেন। শত্রুপক্ষে সিংহ-বিক্রমে যাইতে হইবে, তাহা দেখাইবার জন্য দেবী সিংহবাহিনী হইয়াছেন। সর্ব্বসমুদ্যোগি-রাজা কখন শত্রু-কর্ত্তৃক হত হয়েন না, এ-কারণ মৃত্যুঞ্জয়াখ্যাপনার্থে মৃত্যুরূপ মহিষকে পাশে বদ্ধ করতঃ অস্ত্রক্ষত করিয়া রাখিয়াছেন। নিরস্ত্র শত্রু হইতেও সশস্ত্র শত্রুর উত্থান হয়, ইহা জানাইবার জন্য মহিষ-মুখ হইতে শস্ত্রপাণি-পুরুষোদ্ভব দেখাইয়াছেন। এরূপ সমুদ্যোগি-রাজা দশদিক্‌কে অধিকৃত করিয়া একসাম্রাজ্য লাভ করেন। এইজন্য দেবী দশভুজা হইয়া এক এক দিক্‌পতির অস্ত্র এক এক হস্তে ধারণ করিয়া সর্ব্বলোকের

উপদেশ করিয়াছেন যে, এই সমুদ্রমেখলা ধরণীর দিক্‌পতি-সকল এবম্ভূত রাজার অঙ্কতলে অধিবাস করেন। ত্রিনয়ন-ধারণের উদ্দেশ্য—রাজা বহুদৃক্ হইবেন; অর্থাৎ রাজার ঊর্দ্ধাধঃ সর্ব্বদিকেই দৃষ্টি থাকিবে। অর্দ্ধচন্দ্র-ধারণচ্ছলে সর্ব্বত্র সমান স্নেহের বিরাম অর্থাৎ সাধুপালন ও অসাধুপীড়ন রাজার ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণচ্ছলে, রাজা যে উদ্দীপ্ত তেজস্বী, ইহাই জানাইয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দুর্গাকে হিন্দুরা পরমাত্মা বলিয়া মান্য করেন। সেই দুর্গার শরৎকালীন দুর্গোৎসব ও বসন্তকালের বাসন্ত্যুৎসব হইয়া থাকে। একই দুর্গার বৎসরে দুইবার পূজা করারও একটু অধ্যাত্ম তত্ত্ব আছে। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ দুইটী পথ। দক্ষিণায়ন পিতৃযান, এবং উত্তরায়ণ দেবযান। আশ্বিনীয় কৃত্য পিতৃযানে, চৈত্রীয় কৃত্য দেবযানে হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রবৃত্তি-মার্গে যে কর্ম্ম সেই কর্ম্ম দক্ষিণায়নে এবং নিবৃত্তি-মার্গের কর্ম্ম উত্তরায়ণে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ-কারণ শাস্ত্র বলেন যে, দেবতা-দিগের দিন উত্তরায়ণ এবং রাত্রি দক্ষিণায়ন। সুতরাং, দিবা ভিন্ন রাত্রিকালে পূজা করিতে হইলেই অসময়-বোধে দেবতাকে জাগাইতে হইবে। ইহারই নাম বোধন। উত্তরায়ণ জাগ্রদবস্থা; এই সময়ে দেবগণ স্বভাবতঃ চৈতন্যবিশিষ্ট হওয়াতে বোধনের আবশ্যক হয় না। অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থিতি করিয়া নিবৃত্তিমার্গের কার্য্যলাভের প্রত্যাশা করিলেই, ঐ প্রবৃত্তিমার্গস্থিত ব্যক্তিরা তাহাকে নিবৃত্তি-মার্গ করিয়া লইবারই বোধন বলে। প্রবৃত্তি মার্গ সংসার এবং নিবৃত্তিমার্গ সন্ন্যাস। প্রবৃত্তি-মার্গস্থ সংসারী ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যসুখ-সম্পত্তি-লাভার্থ অশ্বমেধানুকল্প দুর্গোৎসব করিয়া তৎপ্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে ঐহিক নানাবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া পরে সুরলোকে গমন করেন। নিবৃত্তিমার্গে জ্ঞানিগণের ইহাতেই মোক্ষ-নিবৃত্তি লাভ করেন। সুরথ ও সমাধি উভয়েই দুর্গোৎসব করেন; কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গে সাধিতা দেবী সুরথকে মনুত্বপদ প্রদানে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছিলেন। নির্ব্বিণ্ণচেতা সমাধি নিবৃত্তি-মার্গে ঐ দুর্গোৎসব করেন; এজন্য তাঁহাকে আপনার স্বরূপতত্ত্ব যে তত্ত্বজ্ঞান তাহা ঐ জ্ঞানশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। লোকে উত্তরায়ণ বসন্তকালকে শুদ্ধকাল বলিয়া বাসন্তী-পূজার বোধন করে না। কারণ, এইকালে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা থাকেন। উত্তর-শব্দে সর্ব্বশেষ। অয়ন-শব্দে আশ্রয়। সর্ব্বশেষ তদ্‌বিষ্ণুর পরমপদে আশ্রয় ইত্যর্থে উত্তরায়ণ। দক্ষিণায়ন শরৎকালে দেবীবোধনের প্রথা আছে। কারণ, এইকালে কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রাবস্থায় থাকেন। পিতৃলোককামী সংসারী ব্যক্তি পিতৃযান অর্থাৎ দক্ষিণায়নে চন্দ্রলোকে গমন করে, ও পুনর্ব্বার তথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইহলোকে জন্মগ্রহণ-করতঃ পুনঃ কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত হইয়া নিষিদ্ধ বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান-ফলে পুনরপি স্বর্গলোকে গমন করে এবং ভোগাবসানে সংসারে পুনরাবৃত্ত হয়। এইরূপে সংসৃতির নিবৃত্তি হয় না। পুনঃ পুনঃ যাতায়াত-রূপে লোকেরা পরিশ্রমের অনুভব করিতে থাকে, কোন মতে বিশ্রান্তি-সুখলাভ করে না। দেবযানে আরূঢ় হইয়া নিষ্কামরূপে কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিলে সূর্য্যলোকে গমন-

করতঃ আদিত্যদ্বারে বৈশ্বানরাখ্য পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় এবং আর তাহার পুনরাবৃত্তি থাকে না। হিন্দুরা পিতৃপক্ষের নবমীতে কল্পারম্ভ করিয়া দেবার্চ্চনা করেন। ইহার নাম পঞ্চব্রত। এই ব্রত অবলম্বন করিলে পঞ্চদশ ইন্দ্রিয়বৃত্তির অবরোধ করিতে হয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং পঞ্চভূত-তন্মাত্র—এই পঞ্চদশবৃত্তি আচরণের নাম পঞ্চব্রত। ষষ্ঠীতে দেবীর বোধন হয়। এই ষষ্ঠি তিথি উপাসনা-ভেদের সময়বিশেষমাত্র। ষষ্ঠী যেমন কালাবয়ব তেমনই যোগাবয়ব। যোগাবয়ব উপাসনার ছয়টী আকৃতির নাম—আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি। ইহাই ষড়ঙ্গ যোগ-নামে খ্যাত। প্রতিপৎ আসন-যোগ, দ্বিতীয়া প্রত্যাহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযমন-যোগ, তৃতীয়া প্রাণায়াম-যোগ, চতুর্থী ধ্যান-যোগ, পঞ্চমী ধারণাযোগ, ষষ্ঠী সমাধি-যোগ; ইহা দেখাইবার নিমিত্ত প্রতিপদাদি দ্রব্যদান শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। প্রতিপদে দেবীকে রজতাসন দিবে। ইহাতেই আসন-যোগ বলা হইল। দ্বিতীয়াতে কেশ-সংযমনার্থ ক্ষৌরক-দানচ্ছলে ইন্দ্রিয়-সংযমন প্রত্যাহারযোগ উক্ত হইয়াছে। তৃতীয়াতে নাসাভরণ স্বর্ণরজত-নির্ম্মিত-তিলকদানচ্ছলে প্রাণায়াম উক্ত হইয়াছে। রজতাকার ইড়া, স্বর্ণাকার জ্যোতির্ম্ময়ী পিঙ্গলা, ইহারা নাসা-ভ্যন্তরচারিণী পূরক-রেচকাদি-লক্ষণান্বিতা। সুতরাং, ইহাতে প্রাণায়ামযোগ বলাই সঙ্গত হইয়াছে। চতুর্থীতে উচ্চাবচ-ফলদানচ্ছলে জগতের অভিলষিত ফলপ্রদাতা পরমেশ্বরের অনুস্মরণরূপ মনন-ধ্যানযোগের উপদেশ করা হইয়াছে। পঞ্চমীতে কজ্জিকা-দানচ্ছলে ধারণাযোগ কথিত হয়; অর্থাৎ অসারবর্জ্জন-পুরঃসর সার-সঙ্কারণ ধারণাযোগ। ষষ্ঠীতে পঞ্চগব্য-মধুপর্ক-প্রদানচ্ছলে সমাধিযোগোপদেশ করা হইয়াছে; অর্থাৎ মধুধারা-পানে আসক্ত ব্যক্তির বাহ্যজ্ঞান যায়, সমাধিতেও বাহ্যজ্ঞানের অবসান হয়। সুতরাং, সময়ে সময়ে অধ্যাত্মচিন্তক যোগী একএক যোগের যে ক্রমে অভ্যাস করিবে, তদ্দৃষ্টান্ত কালাবয়ব প্রতিপদাদি তিথি-ক্রমে এক এক দ্রব্য-দানচ্ছলে ষড়ঙ্গযোগোপদেশ বুঝান হইয়াছে। কোষত্রয়ে উত্তীর্ণ সাধক অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষ, অর্থাৎ সমাধির অবসানে বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করিবে। তাহাই সঙ্কেত-দ্বারা প্রতিপৎ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী পর্য্যন্ত কল্পপূজোপলক্ষে ষষ্ঠীর অবসান-বেলাতে অর্থাৎ সায়ংকালে বোধন করিতে কহিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্যজ্ঞান ও বিজ্ঞান-প্রাপ্তির নাম বোধন। সুতরাং, সমাধির পর প্রাপ্ত বিজ্ঞানকোষ-সাধকের তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে, চৈতন্যস্বরূপা কুণ্ডলিনীর প্রবোধন হয়। তদ্বোধন-ব্যতীত বিভ্রান্তি-সুখলাভ হয় না। অনন্তর সপ্তমী অষ্টমী নবমীতে আনন্দময়-কোষপ্রাপ্ত জীব জীবন্মুক্তের ন্যায় নিত্য মহোৎসবযুক্ত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে। এ-কারণ আনন্দময়ী ভগবতী দুর্গার মহামহোৎসব নবমীতেই হয়; অর্থাৎ ইহাকেই শারদোৎসব বলে। তবে যে শ্রীফল-বৃক্ষে বোধন-শব্দ দেখা যায়, তাহার অর্থ এই যে, শ্রী-শব্দে ঐশ্বর্য্য; ঐশ্বর্য্য হইয়াছে যাহার ফল, তাহার নাম শ্রীফল। সুতরাং শ্রীফল বলাতে ব্রহ্মাণ্ড বুঝায়। ব্রহ্মাণ্ডে যে ওণ আছে, কলেবরেও তাহা আছে। যথা, "ব্রহ্মাণ্ডে

যে গুণাঃ সন্তি তে বসন্তি কলেবরে"। শ্রীই শরীরের ফলরূপ ; এ-কারণ দেহকে শ্রীফল বলিয়া এখানে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শ্রীফলে ব্রহ্মরূপ-জ্ঞানশক্তির শয়ন বলাতেই জীব-শরীরে প্রসুপ্ত চৈতন্যশক্তির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভন্নিদ্রাভঙ্গ-পদে চৈতন্যরূপা কুল-কুণ্ডলিনীকে জাগরিত-করণ বুঝায়। প্রাণায়াম-জপ-যজ্ঞ বিনা তাঁহার বোধন হয় না। সুতরাং, দুর্গোৎসবোপলক্ষে অধ্যাত্ম-তত্ত্বান্বেষণ-পক্ষে, ভোগপর তমোময় অজ্ঞান-রূপ রাত্রিতে, প্রসুপ্তবৎ জ্ঞানাত্মক আত্মবোধের নিমিত্ত, অপর পক্ষে নবম কলায় শ্রীবৃক্ষে বোধনের উপদেশ করা হইয়াছে।

কিরীটেশ্বরী।

মুর্শিদাবাদ-নগরের গঙ্গার অপর পারে ভাহাপাড়া-নামক একটী পল্লী আছে। ভাহাপাড়া ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে অবস্থিত। এই ভাহাপাড়ার সার্দ্ধক্রোশ পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্রপল্লী আছে। ইহাই কিরীটকণা-নামে খ্যাত। কিরীটকণা এক্ষণে জঙ্গলপূর্ণ, পরন্তু শান্তিময়ী। প্রবাদ এইরূপ, দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করিলে, ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেন। সেই সময় দেবীর কিরীটের একটী কণা এই স্থানে পতিত হয়। তজ্জন্য ইহা উপপীঠ-মধ্যে পরিগণিত। কালীঘাটে যেমন একটী স্পষ্টমূর্ত্তি আছে, কিরীটেশ্বরীর সেরূপ নাই। একটী উচ্চ বেদীর পশ্চাতে একখণ্ড বিশাল প্রস্তর ভিত্তির ন্যায় উচ্চভাবে অবস্থিত। স্থানটী নানাবিধ শিল্পকার্য্যে অলঙ্কৃত। বেদীর উপর দেবীর মুখমাত্র অঙ্কিত। বেদীর নিম্নে বসিবার স্থান আছে। গৃহভিত্তির কতকটা কৃষ্ণমর্ম্মর-প্রস্তরে মণ্ডিত। মন্দিরের সম্মুখে একটী বিস্তৃত বারাণ্ডা। এখানকার শিবমন্দিরে কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ এবং ভৈরব-মন্দিরে কষ্টিপ্রস্তরনির্ম্মিত ভৈরবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের সম্মুখে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। হরিনারায়ণ রায় ইহার খননকর্ত্তা। কিরীটেশ্বরীর মন্দির জীর্ণাবস্থায় অবস্থিত। পৌষমাসের প্রতিমঙ্গলবারে এস্থানে মেলা বসিয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

সাধে বাদ।

যে-দিন শচী-বক্ষচ্যুত মন্দার-পুষ্পের মত নির্ম্মল দুইটি ক্ষুদ্র বালকবালিকাকে স্বামীর হস্তে সঁপিয়া গৃহিণী চক্ষু মুদিলেন, বিপন্ন রাম-দয়ালের যথার্থই সে-দিন জগৎ অন্ধকারময় হইয়া গেল। তাঁহার এমন অর্থ ছিল না যে সংসারের ও অনাথ শিশুদের তত্ত্বাবধানের জন্য কোন লোক নিযুক্ত করেন ; এমন কোন স্নেহশীল আত্মীয় ছিল না যে, এই নিরা-শ্রয়দের স্নেহের বক্ষে তুলিয়া তাহাদের মাতৃহীনতার দারুণ ব্যথার লাঘব করে! সুতরাং, একা রামদয়ালের উপরেই শিশু-পালন, ও গৃহস্থালীর সমস্ত ভারই আসিয়া পড়িল। তবে, পৈতৃক কিছু জমী-জমা থাকায় উদরান্নের চিন্তা হইতে ভগবান্

রামদয়ালকে মুক্তি দিয়াছিলেন। পৈতৃক ভিটায় বসিয়া সামান্য সম্পত্তিটুকু নাড়িয়া চাড়িয়াই তাঁহার দিন চলিয়া যাইত।

কিন্তু এই দীনহীনের ঘরে ভগবান্ কোন্ সাধনার ফলে এই জীবন্ত ছবি-দুইখানি আঁকিয়া পাঠাইয়াছিলেন! অদৃষ্টের ঘনান্ধকারের ভিতরে এই সমুজ্জ্বল রত্ন-দুইটি রামদয়ালের ভগ্ন কুটির আলো করিয়াছিল। নবনীকোমল দেহ-মাধুর্য্য, সে অমরলাঞ্ছিতা রূপপ্রভা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! রামদয়ালের শত দুর্ভাগ্যের ভিতরেও তাহাকে এই অমূল্য রত্নের অধিকারী দেখিয়া লোকে তাহার ভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না। আর তাহাদের ভাগ্যপীড়িত বেদনা-ক্লিষ্ট পিতা সেই মুখ-দুইখানির প্রতি চাহিয়া নিজের সমস্ত দুর্ভাগ্য বিস্মৃত হইত।

নিষ্ঠুর অদৃষ্ট অন্ধকার-ললাটে দুঃখের যে গুরু আসন পাতিয়া স্থান লইয়াছিল, সরল বালকবালিকা তাহার কোন ধারই ধারিত না। সর্ব্বদুঃখহারী একমাত্র পিতৃস্নেহে তাহাদের সকল অভাবের মোচন হইয়াছিল। নন্দনের প্রস্ফুট পারিজাতের মত কোমল কোরক-দুইটি তাহাদের বাগানে দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিয়া বেড়াইত; প্রাতে পিতার পূজার পুষ্প চয়ন করিত এবং যথাসাধ্য গৃহ-কার্য্যে পিতার সাহায্য করিত। এমনি করিয়া রামদয়ালের সেই ক্ষুদ্র সংসারখানি সুখে দুঃখে কাটিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু হায়! সমুদ্র যেমন অতল, দুঃখও বুঝি তাই! হতভাগ্য মাতৃহীনদের ভাগ্যে এ-সুখটুকুও সহিল না! হঠাৎ এই অনাথ-দুইটিকে অকূলে ভাসাইয়া রামদয়াল একদিন চক্ষু মুদিলেন। স্নেহের পুত্র সরোজ তখন সবে অষ্টাদশবর্ষের বালকমাত্র; গৃহে তাহার ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া অবিবাহিতা ভগ্নী লাবণ্য! জগতের একমাত্র-আশ্রয়-চ্যুত হইয়া ভাইভগ্নী ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ভীষণ সংসার অকূল সমুদ্রের মত হু হু করিতেছে! এই বিপুল পৃথিবীতে ধনহীন বন্ধুহীন নিরাশ্রয় অনাথ-দুইটি আজ কাহার চরণে মাথা রক্ষা করিবে ভাবিয়া পায় না।

২

অনাথদিগের এই বিপদের দিনে অতি-দূর-সম্পর্কীয়া এক পিসীমা আসিয়া বুক পাতিয়া দাঁড়াইলেন। পিসীমা ঘোষবংশীয় জমীদার-গৃহের বধূ। চির-প্রসন্না কমলা তাঁহার সুপ্রসন্ন হস্তখানি আজ-কাল ধীরে ধীরে ঘোষ-বংশের উপর হইতে সরাইয়া লইতেছিলেন; তবে কর্ত্তা ও গৃহিণীর ভক্তির মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারিতে ছিলেন না। কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহার প্রস্থান-দ্বার যে অবারিত হইয়া উঠিবে, তাঁহাদের বংশধরদের আচার-ব্যবহারে এ-কথা সকলেই স্বীকার করিত। ধর্ম্ম, বিনয় ও সৌজন্যের স্থলে ধীরে ধীরে স্বেচ্ছাচারিতা, ঔদ্ধত্য প্রভৃতি আসিয়া আশ্রয় লইতেছিল।

পিসীমা যখন সকল, দুঃখ, সকল দৈন্য নিজের অঞ্চলে ঢাকিয়া অনাথ-দুইটিকে নিজ-বক্ষে স্থান দিলেন, তখন তাঁহারই পুত্র বিপিন লাবণ্যের অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িল।

পিতার মৃত্যুর পর সরোজকে জীবিকার চেষ্টায় ক্রমাগত নানাস্থানে ঘুরিতে হইত। সে-সময় লাবণ্য পিসীমার গৃহে বাস করিত।

সেই সুযোগে বিপিন লাবণ্যকে আশা মিটাইয়া দেখিয়া লইত। ইহার ফলে বিপিন আত্মহারা হইয়া পড়িল। লাবণ্যকে পাইতে যে কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে, সে কথা মোটেই তাহার মনে স্থান পাইল না; বরং দারিদ্র্য-নিপীড়িতা লাবণ্যলতা অতিসহজ অনায়াস-লভ্যা, ইহা ভাবিয়াই সে আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, সুবিধা-মত তাহার মাতাকে জানাইয়া সরোজকে একবার বলিলেই হইবে। এ-বিবাহে দুইপক্ষের কাহারও অমতের কারণ সে দেখিতে পাইল না। সম্প্রতি তাহার পিতা এক মোকদ্দমায় ব্যস্ত আছেন; সেটা চুকিয়া যাইলেই সে কথাটা পাড়িবে স্থির করিল।

৩

"সরোজ! বাড়ীতে আছ কি?" এই বলিয়া একটি সুন্দর দেবমূর্ত্তি খুব্বা উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। লাবণ্য তখন প্রাঙ্গণে পুষ্পবৃক্ষ হইতে পূজার জন্য ফুল তুলিতেছিল; স্বর শুনিয়া মুখ ফিরাইতেই দুইজনেই ক্ষণেক নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল! উভয়েরই পরস্পরকে মনে হইল—কি সুন্দর! দুই জনেরই চক্ষু আর ফিরিতে চায় না! একটু পরেই লাবণ্যের সংজ্ঞা হইল; সে চক্ষু নমিত করিয়া লইয়া উত্তর করিল, "দাদা তো বাড়ী নেই।"

"ওঃ, আচ্ছা। সে আসিলে বলিবে, প্রমোদ আসিয়াছিল।" এই বলিয়া যুবা বাহির হইয়া গেল।

"প্রমোদ!" আহা, নামটিও কি মিষ্ট! রূপের অনুরূপ বটে! নবীনা লাবণ্যলতা তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া অন্যমনা হইয়া পড়িল!

সরোজ আসিলে, তাহার স্নানের উদ্যোগ করিতে করিতে লাবণ্য বলিল, "দাদা তোমার কাছে একটি লোক এসেছিলেন। তাঁর নাম বল্লেন—প্রমোদ। তিনি কে দাদা?"

স। কে! প্রমোদ এসেছিল! বড় ভাল রে বড় ভাল! আহা, ওর কপালও আমাদেরই মত। অগাধ সম্পত্তি আছে বটে, কিন্তু ছোট বেলাতেই ওর মা মারা গেছেন! সম্প্রতি মাস-দুই হ'ল, ওর বাপও মারা গেছেন। তাই একলা থাকতে না পারলেই মাঝে মাঝে পিসীর বাড়ী আসে। আমায় বড় ভালবাসে। এত বড়-লোকের ছেলে, তবু ওর স্বভাবের গুণে একটুও পর বলে মনে হয় না; ওকে ঠিক্ আমার নিজের ভাইয়ের মত মনে হয়।

লাবণ্য ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে ওঁর পিসি, দাদা?"

স। আমাদের অরুণের জ্যাঠাই-মা।

লা। ওঃ বটে!

লাবণ্য সেদিন সকল কাজের মধ্যে এক-খানি মধুর মূর্ত্তির ধ্যানে বিভোর রহিল।

সন্ধ্যাকালে, 'সই! ঘাটে যাবি না, ভাই?"—বলিতে বলিতে নির্ম্মলা দাওয়ায় উঠিয়া ঘরে উঁকি দিল; দেখিল এই প্রদোষকালেও লাবণ্য শয্যার উপর পড়িয়া আছে। নির্ম্মলার ডাক তাহার কাণে পৌঁছিল কি না বলিতে পারা যায় না; কারণ, তখনও লাবণ্য উদাস-দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল। নির্ম্মলা একেবারে তাহার গায়ের উপর গিয়া হাসিয়া পড়িল ও বলিল, "কি ভাই! কাকে ভাবছিস্? ধ্যানের ছবি পেয়েছিস্ না-কি?"

"না পেলে তুই ঘাড়ের উপর এলি কি ক'রে?" বলিয়া দুই হাতে লাবণ্য নির্ম্মলার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল।

নির্ম্মলা বলিল, "না ভাই, আজ তোর এ-ছল রেখে দে। আমায় ভালবাসিস্ বটে, তা আমার জন্যে জানলার বাইরে চাইবি কেন? আমায় যদি ভাব্‌তিস্, ওই দাওয়ায় বসে দোরের দিকে চেয়ে থাক্‌তিস্! বল না সই, কা'কে ভাব্‌ছিলি?"

ঈষৎ হাসিয়া লাবণ্য উত্তর করিল, "আর কা'কে ভাই! নিজের অদৃষ্টকে।"

"বটে! তা ভাই, তোর অদৃষ্ট কি বলে? আমার কিন্তু ভাই, একটা বড় সাধ উঠেছে! তোর যুগ্যি একটি বর এখানে এসেছে। তার সঙ্গে যদি তোর বিয়ে হ'ত—।" কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়া দুইহাতে নির্ম্মলার কপোলযুগল নাড়া দিয়া লাবণ্য উত্তর করিল, "কে সে কার্ত্তিকপুরুষটি?—সত্য না-কি? নইলে তুই অত সুন্দর কা'কে পেলি!"

মধুর হাসিতে ঠোঁট নড়িয়া নির্ম্মলা কহিল, "ঠাট্টা করিস্ নে; কাল্‌কে যাই অত ভাল-বেসেছিলাম, তাই তুই সুন্দর নিয়ে ঘর ক'রে বাঁচ্‌বি। চল্ ভাই, সন্ধ্যে হয়, ঘাটে চল্।"

দুই সখীতে নদীতে অঙ্গ ডুবাইয়া গল্প করিতে লাগিল। সে গল্পের আর শেষ নাই। কথায় কথায় নির্ম্মলা বলিল, "সই আস্‌চে মাসে বোধ হয় আমায় নিয়ে যাবেন্। তোর বিয়েটা আর দেখা হ'ল না।"

প্রফুল্লমুখী লাবণ্য একগাল হাসিয়া উত্তর করিল, "তাই তো,—বরমহাশয় তো বিষয়-কার্য্যে অবসর পেলেন্ না যে, একবার যমপুরী থেকে গাত্রোত্থান কর্‌বেন! তা সই, তোমার মনের সাধ মনেই রইল বই কি! চল, এদিকে যে রাত হ'য়ে এল। বাড়ীতে তো আবার কাজ আছে!"

নি। তুই দেখ্‌চি একেবারে হাল্ ছেড়ে দিয়েছিস্! ভয় কি সই? আর কেউ না আসে, সইকে সতীন কর্‌তে পারবি নে?

"দূর হ" বলিয়া লাবণ্য নির্ম্মলার গা ঠেলিয়া দিল।

দুইজনে যখন জল হইতে উঠিয়া বাড়ীর পথ ধরিল তখন অর্দ্ধেক পথ আসিয়াই দুই সখীই থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রমোদ ও সরোজ ঠিক্ সেই পথ দিয়াই আসিতেছিলেন। তাঁহারাও মধ্য-পথে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। নির্ম্মলা লাবণ্যের গা টিপিয়া বলিল, "সই, দেখেছিস্! লাবণ্য চাতুরী করিয়া বলিল, "কে বল্ দেখি?"

নির্ম্মলা কানে কানে বলিল, "আমার সখা।"

"তোমার মাথা" বলিয়া লাবণ্য মুখ ফিরাইল। প্রমোদ ও সরোজ সে-পথ ছাড়িয়া অন্যদিকে ফিরিলেন। পথে প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিল, "সরোজ! তোমার ভগ্নীর কোথায় বিবাহ হয়েছে?" একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া সরোজ উত্তর দিল, "সে এখনও কুমারী।"

বাড়ী গিয়া প্রমোদ পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সরোজের বোন্‌কে দেখেছ পিসীমা?"

এক গাল হাসিয়া পিসীমা উত্তর দিলেন, "তা আর দেখি নি। সে যে আমাদের লাবণ্য রে!"

মৃদুকণ্ঠে প্রমোদ বলিল, "বেশ সুন্দরী!—"

প্রমোদের মুখের অসমাপ্ত কথা কাড়িয়া লইয়া পিসীমা উত্তর দিলেন, "সে আর বল্‌তে!

প্রমোদ, তোর ওকে বৌ কর্‌তে ইচ্ছে করে?" লজ্জায় হাসি হাসিয়া প্রমোদ মুখ নত করিল। পিসীমা বলিতে লাগিলেন, "তা হ'লে, সে আর যে কি ভাল হয়, আর তোকে কি বল্‌ব! গরিবের মেয়ে বটে, কিন্তু অমন মেয়ে যার ঘরে যাবে, তার ভাগ্যের সীমা নেই। তার ওপর তুই তো রাজেশ্বর, প্রমোদ! গরিবের এ দায় উদ্ধার কর্‌লে স্বর্গে থেকে দাদা তোকে সহস্র আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন।"

নিম্নস্বরে প্রমোদ উত্তর দিল, "আমি অত শত জানি না। তোমাদের ইচ্ছা হয়, ঠিক্ কর। তবে আমি একবার পশ্চিম যাব ঠিক্ করেছি। তুমি তো জানো, পিসীমা, এবার হরিদ্বারে গিয়ে স্বামীজীর কাছে দীক্ষিত হ'য়ে আস্‌বার কথা আছে। ফির্‌তে মাস-ছয়েকের বেশীও হয়ে যেতে পারে। সেখান থেকে ফিরে না এলে, ও-সব কিছু হবে না।"

"তা তুই ঘুরে ফিরে আয় না? আমি এদের তা হ'লে কথাটা দিয়ে রাখি। আহা, সরোজের এই দুঃখের ওপর বোনের বিয়ের ভাবনা কি কষ্টকরই হয়েছে! ছেলেটা তবু একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে।"

হাসিয়া প্রমোদ বলিল, "সে যত না বাচুক্, তুমি দেখ্‌চি বেশী আরাম পাও। পরের দুঃখে গলে যাওয়া তোমাদের ভাই-বোনের জন্ম-গত স্বভাব!"

পিসী। আশীর্ব্বাদ করি তোরও তাই হোক্, প্রমোদ!

৪

প্রমোদ ও লাবণ্যের বিবাহ-সম্বন্ধের কথা অচিরেই গ্রামময় প্রচারিত হইয়া গেল। বিপিন ইহা শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল হাজার রূপ থাক্, তবু অত দরিদ্রের কন্যা কেহ যে সাধিয়া লইবে, এ-চিন্তা ভ্রমেও তাহার মনে আসে নাই। সে জননীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা একি সত্যি?"

মাতা। কি সত্যি রে?

আমতা আমতা করিয়া বিপিন বলিল, "এই লাবণ্যর বিয়ের কথা।"

জননী হর্ষগদ্‌গদ-স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা! রামদয়াল-দাদা পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন, এইবার তার ফল ফলেছে। যেমন জগদ্ধাত্রীর মতন মেয়ে, তেমনি বর মিলেছে।

বিপিন দেখিল মাতার কথার সুর ভিন্ন পথেই বহিয়া যায়। সে ঈষৎ বিরক্তস্বরে বলিল, "কেন? এ গ্রামে কি আর ভালঘর বর নেই! তুমি প্রমোদকে দেখেই যে একেবারে গলে গেলে!"

পূর্ব্ববৎ ভাবেই জননী বলিতে লাগিলেন, "অমনটি আর কই বাবা! তা ছাড়া, যাদেরই ছেলেটি ভাল, তা'রাই তো গরিবের মেয়ে বলে নাক্ সিঁটকে সরে যাচ্ছে! রূপগুণের আদর কি আর আছে! তা' হ'লে অমন মেয়ে কি আর এতদিন আইবুড় থাকে?"

তীব্রস্বরে বিপিন বলিল, "কেন? আমাদের ঘর কি প্রমোদের চেয়েও খাট? না, আমরা গরিব ব'লে কোন দিন নাক সিঁটকুই?"

জননী এইবার বিপিনের মনের কথা ধরিলেন; বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "তুই বিয়ে ক'র্ত্তে চাস্?"

বিপিন নতমস্তকে সম্মতি জানাইল। জননী তখন ঈষৎ হাস্যে বলিলেন, "তা তো হয় না, বিপিন! তা হ'লে কি এতদিন বাকি থাকত!"

বিপিন একটু তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, "কেন হয় না ?"

মাতা বলিলেন, "কুলে বাধে বাবা ! সে সব বোঝাতে গেলে তুমি এখন বুঝবে না ; তাও যদি না হ'ত, এখন, যখন এক জায়গায় সম্বন্ধ স্থির হ'য়ে গেছে, তখন কি সেটা ভেঙে দিতে আছে ?" পরে পুত্রের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি বলিলেন, "আমার বিপিনের বৌ আন্‌তে সুন্দর মেয়ের জন্যে ভাব্‌তে হবে না।"

দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বিপিন আপন মনে উচ্চারণ করিল, "লাবণ্য কি আর দু'টো জন্মেছে ?"

বিপিন জানিত, নির্ম্মলা আজ-কাল শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে ; লাবণ্য একাই ঘাটে কাপড় কাচিতে যায়। সন্ধ্যাবেলা ঘাট হইতে ফিরিবার পথে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়া বিপিন লুকাইয়া পথের পানে চাহিয়া রহিল। ঐ না লাবণ্য আসিতেছে ? হাঁ, ঐ তো বটে ! ঐ তো সেই অপূর্ব্ব চলন-ভঙ্গী ; পথ-ঘাট আলো-করা ঐ তো সেই রূপ ; বিপিন নিকটে একটু অন্তরালে দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার অল্পে অল্পে পথে ঘাটে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই আবছায়ার মধ্যে হঠাৎ সম্মুখে একজন পুরুষ দেখিয়া লাবণ্য চমকিয়া দুই পদ পশ্চাতে সরিয়া গেল ও সবিস্ময়ে উচ্চারণ করিল, "কে ?" কিঞ্চিৎ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া স্নেহকোমল স্বরে বিপিন বলিল, "ভয় কি লেবু ! আমি বিপিন ! চিন্‌তে পার্‌ছ না ?"

একটু আশ্বস্ত স্বরে লাবণ্য উত্তর করিল, "ওঃ, বিপিন-দা ! আমার হঠাৎ এমন ভয় হয়েছিল ! তবু ভাল, তুমি !" এই বলিয়া লাবণ্য পুনরায় গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

বিপিন ডাকিল, "শোন লেবু, একটা কথা আছে।

ফিরিয়া লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

বি। লেবু ! আমি ছোটবেলা থেকে তোমায় কত ভালবাসি জান তো ?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "তা আর জানি নে, বিপিন-দা ! দাদা আর তুমি কি আমার ভিন্ন ? পিসীমার পেটে হয়েছ বটে, কিন্তু এক মায়ের পেটের ব'লেই আমরা জানি।"

বি। লেবু দিনে দিনে তুমি যত বড় হয়েছ—আমার অন্তর্নিহিত ভালবাসাও সেই সঙ্গে বর্দ্ধিত হয়েছে ! তোমার ঐ অপূর্ব্ব রূপশ্রীর দিকে চেয়ে তা'রই আশায় মুগ্ধ হ'য়ে আমি দিন কাটাচ্ছি, লাবণ ! এখন শুন্‌চি না-কি তুমি অপরের পত্নী হবে ? লেবু ! আমার চেয়ে কে তোমায় ভালবাস্‌বে ?

বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে বিপিনের মুখের প্রতি চাহিয়া লাবণ্য উত্তর দিল, "আমায় এ কথা বল্‌ছ বিপিন-দা !"

বি। হ্যাঁ লেবু !

"বিপিন-দা তোমার মনের অবস্থা প্রকৃতিস্থ আছে তো ? কা'কে কি বল্‌ছ বুঝ্‌তে পার্‌ছ কি ? আমি যে লাবণ্য।"

'হা হা' করিয়া হাসিয়া বিপিন বলিল, "তুমি লাবণ্য জেনেই তো তোমার কাছে এসেছি। শোন লাবণ্য ! আমি জান্‌তাম যে-দিন চেষ্টা কোর্ব্বো, সেই দিনই আমি তোমার স্বামী হ'তে পার্‌ব। কিন্তু মাঝে থেকে প্রমোদ এসে পড়ে যে আমার সকল সুখে বাদ সাধ্‌বে তা কখনো ভাবি নি। তার উপর আজ মা'র কাছে শুনেছি

তোমার সঙ্গে আমার সামাজিক বিবাহে বাধা পড়ে। লেবু, ছার সে-বিধি, ছার সে সমাজ! প্রেমের চেয়ে উচ্চ কি? শুধু তুমি আমায় ভালবাস্‌বে, এইটুকু জান্‌বার অপেক্ষায় আছি। শুধু একটি কথা বল, লাবণ্য! তুমি আমার হ'বে।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া লাবণ্য বলিল, "বটে! আচ্ছা, সে কথা শুন্‌লে, তারপর?"

বি। তারপর পিতা, মাতা, দেশ, ঘর, সব ছেড়ে শুধু তোমায় নিয়ে পৃথিবীর নির্জ্জন প্রান্তে গিয়ে বাস কোর্ব্বো, লেবু! আমাদের সে-রাজ্যের প্রাণী কেবল তুমি আর আমি—।

"থাম! ছিঃ ছিঃ বিপিন-দা কথাগুলো মুখে একটু বাধ্‌ল না? সরে যাও সাম্‌নে থেকে; আমায় বাড়ী যাবার পথ দাও।"

নির্লজ্জ বিপিন আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিল, "কেন লাবণ্য! প্রমোদের কাছে কি আমার চেয়ে ভালবাসা পাবে? সে কি আমার চেয়েও তোমায় সুখী কর্‌বে মনে কর?"

তীব্র ঝঙ্কারে লাবণ্য উত্তর করিল, "কি মনে করি, না করি, তা শুন্‌বার তোমার কোন দরকার নেই। যদি ভাল চাও, স'রে দাঁড়াও।"

বি। বটে! দীন-দরিদ্রের কন্যা ধনীর বধূ হবে ভেবে অহঙ্কারে ফুলে উঠেছ! জেনে রেখো লাবণ্য! আমার বক্ষে আঘাত দিয়ে কখনও—কখনও সুখী হ'বে না। এখনও ভেবে দেখ!

লা। বিপিন-দা, এখনও বল্‌ছি স'র, নইলে এখনি চীৎকার কর্‌ব! দেখ আমরা বাড়ী থেকে খুব বেশী দূরে নেই।"

বি। আচ্ছা দেখে নেবো। মনে থাকে যেন এর শোধ তুলে তবে ছাড়্‌ব।

বিফল আক্রোশে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে বিপিন স্থানত্যাগ করিল। (ক্রমশঃ)

নবীবালা দেবী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভাইস-চ্যান্সেলার।—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সলার অনারেবল ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের কার্য্যকাল শেষ হইয়া যাওয়ায় কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধানবিচারপতি সার ল্যান্সেলট সাণ্ডারসন ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিকেল দু-আনি।—রূপার দাম অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায় নিকেলের মুদ্রা প্রচলন করিতে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত হইয়াছেন। সম্প্রতি নিকেলের নূতন দু-আনি বাহির হইয়াছে। দেখিতে ইহা একআনির ন্যায় চক্‌চকে, তবে চৌকোণা। একদিকে চারিভাষায় দুই আনা লেখা; অপর দিকে ভারতসম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। আকারে ইহা দু-আনি হইতে অনেক বড়।

বাঙ্গালা-অনুবাদক।—বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা ভাষার অনুবাদক রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র-চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করায়, তাঁহা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালার অনুবাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, রাজেন্দ্রবাবুর ন্যায় অবিনাশবাবুও এই কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন।

হোমরুল লীগের প্রতিনিধিগণের ইংলণ্ড যাত্রা।—হোমরুল লীগের পক্ষ হইতে গত ২৭শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত তিলক, খাপার্দ্দে, করণ্ডীকর, কেলকার ও বিপিনচন্দ্র পাল বোম্বাই হইতে মান্দ্রাজ যাত্রা করিয়াছেন; তথা হইতে কলম্বো যাইয়া জাহাজে উঠিবেন এবং উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ইংলণ্ড গমন করিবেন।

বঙ্গে বস্ত্র-সমস্যা।—বস্ত্রের বাজার দিন দিন চড়িতেছে। ইহার প্রতীকারের চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি।

ভারত-গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায় বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য সম্প্রতি এক কমিটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অনারেবল মিঃ পি আর ক্যাডেল, সি, আই, ই, মূল্য-নিয়ামক নিযুক্ত হইয়াছেন। বস্ত্রের এবং কার্পাসের মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া যায় কি না, কার্পাসের ব্যবসায়ে বাঁধাবাঁধি করা চলে কি না, এই বিষয়ে তথানির্ণয় করিবার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট যে কমিটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই ক্যাডেল সাহেবই সেই কমিটির অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যত শীঘ্র সম্ভব বোম্বাই সহরে এই কমিটির কার্য্য আরম্ভ হইবে। বোম্বাইয়ের চেম্বার অব-কমার্স, মিলওনার্স এসোসিয়েশন, আমদাবাদের মিলওনার্স এসোসিয়েশন, করাচীর চেম্বার অব কমার্স এবং কলিকাতার চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি কয়েকটী বাছা বাছা বণিক-সমিতি কমিটির নিকট এ-সম্বন্ধে অভিমত জানাইতে আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

বিবিধ সংগ্রহ।

ইংলণ্ডে নারীর অধিকার-বৃদ্ধি।—ইংলণ্ডের নারীরা ব্যবহারজীবের ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিবেন, এই মর্ম্মে যে বিল প্রস্তুত হইয়াছে, সম্প্রতি লর্ড সভায় উহা তৃতীয়বার পাশ হইয়াছে।

প্রধান সেনাপতি।—ফ্রান্সের জেনারল কক্ ইংরাজ, ফরাসী ও মার্কিন সৈন্যের প্রধানসেনাপতি-পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। জেনারেল ককের বয়স এখন ৬৭ বৎসর। ইনি যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত। রণ-কৌশল-সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াও ইনি যশস্বী হইয়াছেন। ফ্রান্সে যে দেশের যত সৈন্য আছে, তাহাদিগকে একজনের আজ্ঞাধীন না করিলে জর্ম্মণবল-বিনাশ করার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়াই, এই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

লণ্ডন সহরে আহত সৈনিকদিগের জন্য একটী বয়ন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আহত নৌ-সৈনিকেরা এখানে বয়নশিল্প শিক্ষা করিবে।

আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বন্ধুতা।—যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত

উপাধি ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইত না, কিন্তু অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয় সে উপাধির সম্মান করিতেন। সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ও এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, আমেরিকার উপাধি গ্রাহ্য করিতে হইবে।

আবর্জ্জনার মধ্য হইতে অর্থলাভ।—ইংলণ্ডে আবর্জ্জনার মধ্য হইতে বস্তু সংগৃহীত হইতেছে। ইংলণ্ডের খাদ্য-নিয়ামক বিভাগ গৃহস্থদিগকে মেকড়া, পুরাতন কাগজ, তামা ও লোহার বাসন, ভাঙ্গা কাঁচ, নানাপ্রকার টিন, কৌটা ও রান্নাঘরের আবর্জ্জনা প্রভৃতি একত্র করিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। খাদ্য-নিয়ামক বিভাগ পচা মাছ ও মাংস হইতে তৈল বাহির করিয়া এঞ্জিনে ব্যবহার করাইতেছেন। পচা ডিম, বাঁধাকপির পাতা প্রভৃতির দ্বারা হাঁস-মুরগী প্রভৃতির খাদ্য তৈয়ার করিতেছেন। কসাইখানা ও কলকারখানার আবর্জ্জনা হইতে চর্ব্বি ও গ্লিসারিণ সংগ্রহ করিতেছেন। কলার কাঁদি হইতে 'পটাস' তৈয়ার করা হইতেছে।

মাছ, মাংস, মাখন প্রভৃতি যে-সকল কারখানায় কৌটাবদ্ধ করা হয়, তাহার পরিত্যক্ত দ্রব্য হইতে আহারের উপযুক্ত উত্তম চর্ব্বি পাওয়া যাইতেছে। পুরাতন টিন, ভাঙ্গা পিত্তল, তামা, কেট্‌লি, কড়াই, হাতা, পেরেক প্রভৃতি সংগ্রহ করা হইতেছে। নটিংহাম নগরে এক বৎসরে যে ভাঙ্গা টিন সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাতে ১০ হাজার ৮০০ মণ লোহা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে যুদ্ধের উপকরণ নির্ম্মাণ করা হইতেছে।

ভদ্রবংশের মেয়ে চিনিবার কতকগুলি লক্ষণ।

জগতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নপ্রকারের সৌন্দর্য্যের আদর। এক দেশের সুন্দর ব্যক্তি অপরদেশে কুৎসিত। সৌন্দর্য্যের ন্যায় শিষ্টাচারও নানাদেশে নানাপ্রকার। কয়েকটী দেশের শিষ্টাচারের কতকগুলি নিয়ম প্রায় একই প্রকার। পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় ভদ্র-বংশের মেয়েদের দিকে লক্ষ্য করিলে নিম্নলিখিত কতকগুলি আদব-কায়দা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সবগুলি সকলের, বোধ হয়, মনঃপূত হইবে না। যেগুলি তাহাদের অপছন্দ হইবে, সেইগুলি তাঁহারা বর্জ্জন করিতে পারেন।

১। গৃহে প্রবেশ ও গৃহ হইতে বহির্গমন কালে ভদ্রবালিকাগণ সর্ব্বদা বয়োজ্যেষ্ঠাগণের পশ্চাৎ গমন করে।

২। শকটে আরোহণ বা উৎসবালয়ে প্রবেশ করিবার সময় ভদ্রবালিকা বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীর পশ্চাদ্‌গামিনী হয়।

৩। গৃহে সমবয়স্কাদের সহিত কোন আমোদ-প্রমোদ করিবার সময় ভদ্রবালিকা

পরিবারের জ্যেষ্ঠগণের প্রতি বিনয়-প্রকাশ করিতে তাচ্ছীল্য করে না।

৪। ভদ্রবালিকা afternoon tea বা dinnerএতে নিমন্ত্রিত হইলে অযথা গল্প, জল্পনা, উচ্চহাস্য ইত্যাদি করে না; বরং নিজের সম্মানরক্ষা করিয়া মৃদুহাস্য করিয়া থাকে।

৫। কাহারও সহিত পরিচিত হইতে হইলে বয়োজ্যেষ্ঠাগণ অগ্রে আলাপ করে; সর্ব্বপশ্চাতে সর্ব্বকনিষ্ঠ বালিকা পরিচিত হয়।

৬। ভদ্রবালিকা অহঙ্কৃত হয় না; কোনও প্রকার খোষামোদও কাহার নিকট করে না।

৭। কেহ কোন গোপনীয় কথা বলিলে তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করে না।

৮। ভদ্রবালিকা এমন ভাবে চলে, যাহাতে অন্যেরা তাহার সম্বন্ধে কোন কথা রটাতে বা আলোচনা করিতে না পারে।

৯। ভদ্রবালিকা পরনিন্দা বা পরচর্চ্চা করে না। সর্ব্বপ্রকার দুষ্টতা তাহার পরিত্যাজ্য। তাহার আত্মসম্মান-বোধ থাকে।

১০। ভদ্রবালিকা কর্কশতা-পরিত্যাগ করিয়া বরং নম্র হয়; কিন্তু প্রতিশোধ লয় না।

১১। ভদ্রমেয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা বা কর্ত্রীর নিকট আতিথেয়তে গুণগ্রাহিতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

১২। ভদ্রবালিকা জনসাধারণের মধ্যে কোনও পুরুষের নিকট হইতে মাথা নোওাইয়া বা "thank you" না বলিয়া কোন কাজ নেয় না। কোন দ্রব্য মাটিতে পড়িয়া গেলে তাহা কুড়াইয়া দিতে, ছাতা মাটি হইতে উঠাইয়া দিতে, কিংবা ঐরূপ সামান্য কাজ করিবার জন্য পুরুষ ব্যস্ত হয়, ভদ্রবালিকাও ধন্যবাদ না দিয়া উহা গ্রহণ করে না।

১৩। ভদ্রমেয়েরা এমন কোন কাজ খুব কম করে, যাহার জন্য তাহাদের অন্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়।

১৪। ভদ্রবালিকা অন্যের নিকট নিজেকে ভদ্রবংশের বলিয়া বেড়ায় না। সে যে ভদ্রবংশের, তাহা তাহার আকার-ইঙ্গিতেই বুঝা যায়।

শ্রীসুষমা সিংহ।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গো ও মহিষের বয়স দাঁত দেখিলেই নির্ণীত হইতে পারে। কোন্ কোন্ বয়সে কোন্ কোন্ দাঁত উঠে, তাহার তালিকা নিম্নে দিতেছি :—

২½ বৎসরে	২ স্থায়ী দাঁত
৩½ বৎসরে	৪ ঐ
৪ হইতে ৪½ বৎসরে	৬ ঐ
৫ বৎসরে	৮ ঐ

শেষোক্ত স্থায়ী দাঁতের জোড়া, মাড়ি হইতে তৃতীয় জোড়া বাহির হইলেই, পড়িয়া যায়; এবং ৪½ বৎসর বা ততোধিক কাল অতীত না হইলে, সে স্থান পূর্ণ হয় না। উত্তমরূপ আহার পাইলে দাঁত শীঘ্র বাহির হয়। যখন সকল দাঁত সমতল হইয়া যায়, এবং তৃতীয়বার সন্তান দিবার সময় আইসে, তখন গো বা মহিষের পূর্ণ যৌবন জানিবে। দাঁতগুলি সমতলভাবে কিছুদিন থাকে ও পরে দন্তাগ্রগুলি মাড়ি ছাড়াইয়া উপরে উঠে। কখনও কখনও যৌবন-প্রাপ্ত গাভীর সম্মুখের একটা বা দুইটা দাঁত থাকে না। যে-সকল গাভী পরের মূত্র পান করে, তাহাদেরই এইরূপ দশা ঘটিয়া থাকে। এই অভ্যাসটা বলদদিগের প্রায়ই দৃষ্ট হয়। কিন্তু পরীক্ষা-দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, দাঁতটা বয়সের দোষে বা মূত্র-পান-জনিত দোষে পড়িয়া গিয়াছে। গাভীরা দ্বিতীয় প্রসব হইতে পঞ্চম প্রসবকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত মূল্যবান থাকে এবং পঞ্চম প্রসবের পর হইতে বিক্রয়কাল-পর্য্যন্ত তাহাদিগের মূল্য কমিয়া যায়। মহিষেরা তৃতীয় প্রসব হইতে ষষ্ঠ প্রসবকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত মূল্যবান থাকে।

যদি গাভী বা মহিষ দূরদেশে ক্রয় করা হয়, তবে তাহাকে রেলযোগে বাটী পাঠানই শ্রেয়ঃ। রেলে পাঠাইতে যে খরচ পড়ে, হাঁটাইয়া পাঠাইতে তদপেক্ষা অধিক খরচ হয়। এতদ্ব্যতীত শেষোক্ত প্রণালী অবলম্বনে মন্থ- বা বিশৃঙ্খলদোহন-জনিত যে দোষ জন্মে, রেলে পাঠাইলে তাহা ঘটিতে পারে না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, গাভীকে পদব্রজে পাঠাইয়া স্বস্থানে পঁহুছিবার সময় তাহার দুগ্ধ প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। রেলে পাঠাইলে গাভীরা সুবিধার সহিত নীত হয় এবং তাহাদিগকে উত্তমরূপে দোহনও করা যাইতে পারে। প্রসবের দুই তিন মাস সময় থাকিলে, গাভীকে হাঁটাইয়া আনা চলে। পদব্রজে যাইবার সময় তাহাদিগকে শুষ্ক ঘাস দিলেই যথেষ্ট হইবে। রেলগাড়ী বাঁচাইতে যাইলে অনেক সময় রাস্তায় গাভী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। পদব্রজে পাঠাইলে যে খরচ পড়ে, রেলে পাঠাইলে দুগ্ধ বিক্রয় দ্বারা সে খরচের কতটা উঠিতে পারে; কিন্তু পায়ে হাঁটাইয়া পাঠাইলে সে খরচ উঠিবার সম্ভাবনা থাকে না। রেলে গাভীকে উত্তমরূপে খাইতে দিবে ও দোহন করিবে। এইজন্য গাড়িতে একজন গোয়ালা থাকা আবশ্যক। যদি রেল গাড়িতে গাভী প্রসব করে, তবে তাহাকে সামান্য গুড় খাইতে দিবে এবং সাবধানের সহিত নবদুগ্ধ বাহির করিয়া লইবে; নতুবা স্তনে স্ফীতি বা তাহাতে স্ফোটক হওয়া সম্ভব।

নূতন গাভী ক্রয় করিয়া আনিলে তাহাকে অন্ততঃ ছয় সপ্তাহ স্বতন্ত্র রাখিবে;—বাটীর অন্যান্য গাভীর সহিত মিলিতে দিবে না। মিলিবার পূর্ব্বে সাবান এবং phenyl (ফিনাইলে)এ অধিক পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া নবাগত গাভীর শরীর ধৌত করিয়া দিবে।

যদি অনেক গরু থাকে, তবে তাহাদিগের শৃঙ্গে দাগ দেওয়া উচিত। প্রত্যেক গাভীর নাম রাখিয়া সেই নাম খাতায় তুলিবে।

গাভী বা মহিষকে দুই প্রকারের খাদ্য

দেওয়া হয়। যথা, (১) চূর্ণ ও (২) চারা। ভূষি, মসীনার খৈল, কার্পাস-বীজ প্রথমটীর অন্তর্গত; এবং খড়, ঘাস, দেবধান্যের খড়, করবী, (মক্কার গাছ), গাজর, আঁকড়ি, কাঁচা গম বা জৈ ইত্যাদি দ্বিতীয়টীর অন্তর্গত।

দুগ্ধবতী গাভী, সাধারণতঃ প্রত্যহ নিম্নলিখিত পরিমাণে আহার করিয়া থাকে :—

অড়হর ভূষি (অথবা, ছোলা এবং কলাইয়ের ভূষি)	৬ পাউণ্ড	(৩ সের)
মসীনার খৈল	৪	(২ সের)
কাঁচা চারা	৪০-৫০	(২০ হইতে ২৫ সের)
অথবা শুষ্ক ঘাস	২০	(১০ সের)

এতদ্ব্যতীত উত্তম চরাই আবশ্যক

খৈলকে চূর্ণ করিয়া জলে তিন বা চারি ঘণ্টা ভিজাইয়া দিবে এবং ভূষি ও শস্য তাহাতে মিলাইয়া, কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করণান্তর গাভীকে খাইতে দিবে। জল অধিক দিবে না। যতটা জলে উক্ত পদার্থ মাখ মাখ হয়, ততটাই জল দেওয়াই বিধি। খৈল চূর্ণ না করিলে বা তাহা জলে না আর্দ্র করিলে গাভী খায় না। সুতরাং, তাহাতে ক্ষতি হইয়া থাকে। ভূষি স্বতন্ত্র খাইতে দিবে। কিন্তু খৈল অন্যান্য বস্তুর সহিত খাইতে দেওয়াই বিধি। সমগ্র গাভী বা মহিষগুলিকে প্রতিমাসে প্রায় ২ পাউণ্ড (১ সের) লবণ খাইতে দিবে। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের খাদ্যের সহিত সামান্য-পরিমাণে লবণ দেওয়া কর্ত্তব্য।

গ্রীষ্মকালে এবং বর্ষার কয়েক দিবস, যত দিন না ঘাস গজায় ততদিন, কাঁচা চারা খাওয়ানই শ্রেয়ঃ। শুষ্ক ঘাস আহরণ করিতে না পারিলে তৎপরিবর্ত্তে গম, এবং অভাবে ভূষি মিশ্রিত করিয়া দিবে। শীতকালে তাজা এবং শুষ্ক চারার পরিবর্ত্তন করিবে। গ্রীষ্মকালের দারুণ গ্রীষ্মে কাঁচা ঘাস যদি পাওয়া যায় তবে ভালই।

চারা-দ্বারা দুগ্ধের পরিমাণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি কাঁচা চারা না দিয়া শুষ্ক চারা দাও, তবে দুগ্ধের পরিমাণ কমিয়া যাইবে—কাঁচা চারা দুগ্ধের বৃদ্ধিকারক। বর্ষাকালে গাভীগুলি কাঁচা চারা খাইলে তাহাদিগের দুগ্ধও নীলাভ হয় এবং তাহা হইতে নবনীত কম উঠিয়া থাকে।

বর্ষা ও শীতকালে প্রত্যহ এক পাউণ্ড (আট ছটাক) কার্পাস-বীজ গাভীকে খাইতে দেওয়া উচিত। তদ্দ্বারা নবনীত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যদি নবনীত প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা হয়, তবেই কার্পাস-বীজের আবশ্যক; নতুবা মসীনার খৈল যথেষ্ট।

আহার এরূপ দেওয়া উচিত যাহাতে একদিকে দুগ্ধের মাত্রা অধিক হয় ও অন্যদিকে দুগ্ধের উত্তমতা বজায় থাকে। আবহাওয়া এবং খাদ্যের গুণে দুগ্ধের তারতম্য হইবে বটে, কিন্তু এই বিষয়ে একটা তথ্য-নির্ণয় করা উচিত।

গাভী যদি প্রত্যহ পূর্ণমাত্রায় ১০ কোয়ার্ট অর্থাৎ ১২½ সের দুগ্ধ দেয়, তবে তাহার আহার-হ্রাস করা উচিত নহে। দুগ্ধ কমিয়া গিয়া ৬ কোয়ার্টে (৭½ সের) দাঁড়াইলে আহারের হ্রস্বতা করা বিধেয়। যদি একবারে আহার কমাইয়া দেওয়া হয়, তবে গাভীও একেবারে অর্দ্ধেক দুগ্ধ দিতে থাকে। যে কোন সময়েই হউক না কেন, আহার কমাইলে দুগ্ধও কমিয়া যাইবে। উক্ত গাভী যখন ৬ বা

৪ কোয়ার্টের (৭½ বা ৪ সের) মধ্যে দুগ্ধ দিবে, তখন তাহার চূর্ণ-খাদ্য অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ তিন পাউণ্ড (১½ সের) এবং ২ পাউণ্ড (১ সের) মসীনার খৈল দেওয়া উচিত কিন্তু কোন মতে চারার হ্রস্বতা করিবে না। একমাসের জন্য চূর্ণ খাদ্য দেওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু দুগ্ধ অত্যন্ত কমিয়া যাইলে উহা একপক্ষ মাত্র দিবে। এইরূপে যদি ১০টী পূর্ণদুগ্ধা এবং ২০টী অর্দ্ধদুগ্ধা গাভী থাকে, তবে তন্মধ্যে ৮০টী পূর্ণ মাত্রায় আহার পাইবে মাত্র।

গাভী দুই কোয়ার্ট (২ সের আট ছটাক) বা তদপেক্ষা কম দুগ্ধ দিলে তাহার দুগ্ধ যত শীঘ্র শুষ্ক করিয়া ফেলা হয়, ততই উত্তম। এরূপ করিতে হইলে বিশৃঙ্খল ভাবে অথবা কমবারে দোহন করিতে হইবে। যে-সকল গাভী অতিশয় অল্প দুগ্ধ দেয়, তাহাদিগকে পূর্ণ-মাত্রায় খাইতে না দেওয়াই উচিত। কারণ, তাহার দুগ্ধ-বিক্রয়ে যাহা না আয় হয়, তদপেক্ষা অধিক খরচ করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে হয়।

পূর্ণদুগ্ধা মহিষী গাভী অপেক্ষা দুই পাউণ্ড (০১ সের) চূর্ণ খাদ্য অধিক পাইবে :—

ভূষি	৮ পাউণ্ড	(৪ সের)
মসীনার খৈল	৬ ,,	(৩ সের)

এতদ্ব্যতীত শীতকালে উহারা ২ পাউণ্ড (১ সের) কার্পাস-বীজ অধিক পাইবে। ইহাদিগের দুগ্ধ নবনীত প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহাদিগকে চূর্ণ-খাদ্য দেওয়া বিশেষ আবশ্যক ; কারণ, তদ্দ্বারা দুগ্ধের উৎকর্ষের বৃদ্ধি হয়।

ছোলা এবং এবংবিধ অন্যান্য শস্য দুগ্ধবতী পশুর পক্ষে উপযুক্ত নহে। এ বিষয়টী যেন বিশেষরূপে স্মরণ থাকে। কাঁচা ঘাস ভিন্ন অন্যান্য সকলপ্রকার চারা যেন উত্তমরূপে কাটা হয়। ভূষির অনস্তিত্বে ছোলা দিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাহার ফল তত উত্তম হয় না।

খাদ্য ও জল ঠিক্ সময়ে দেওয়া উচিত। আহার দিবার সময় সকাল, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা। দুগ্ধ দোহন করিবার অনতিপূর্ব্বেই আহার দেওয়া উচিত। যদি প্রাতঃকালে ৬ টার সময় দোহন করিবার সময় হয়, তবে পাঁচটার সময় পশুকে আহার দেওয়া কর্ত্তব্য। আহার দিবার সময় একবার নির্দ্দিষ্ট হইলে, তাহার যেন কোনক্রমে ভঙ্গ করা না হয়।

সর্ব্বদা আহার দিবার পূর্ব্বে পশুদিগকে জলপান করিতে দিবে। শীতকালে প্রত্যূষে পশুরা সাধারণতঃ জলপান করে না ; কিন্তু তাহাদিগকে জলপান করিবার সুযোগ দিবে। সদ্যঃপ্রসূতা গাভীগুলিকে ঈষদুষ্ণ জল দেওয়াই কর্ত্তব্য ; সম্পূর্ণ শীতল জল দেওয়া নিষিদ্ধ।

বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাইতে হইলে পশুকে বিশুদ্ধ জল পান করান উচিত। দূষিত জল পানে দূষিত দুগ্ধ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। মহিষের জন্য একটা জলাশয়ের আবশ্যক। তাহারা সূর্য্যকিরণ সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই জলে গিয়া পড়ে।

মহিষশিশু মাতৃদুগ্ধ পান করিলে তাহার উদরে পোকা জন্মিয়া থাকে। যদি ইহার কোন প্রতিবিধান না করা হয়, তবে শিশুর মৃত্যুও হইতে পারে। এ রোগের ঔষধই নিমপাতা। ইহা জলে সিদ্ধ করিয়া অথবা চাপ দ্বারা নিমফল হইতে তৈল নিষ্কাষিত

করিয়া ৩ আউন্স হইতে ৫ আউন্স (দেড় ছটাক হইতে আড়াই ছটাক) পর্য্যন্ত ১২ বা ১৪ দিন অন্তর মহিষশিশুকে খাইতে দিবে। মহিষশিশু বাঁট ধরিবার পূর্ব্বে ইহা খাওয়ান উচিত। বাঁট ধরিবার পরে বা অধিক পূর্ব্বে উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে কোন ফল দর্শে না। উক্ত ঔষধ দ্বারা মহিষশিশুর দাস্ত হয় এবং তদ্দ্বারা পোকা নির্গত হইয়া যায়। শিশুগুলি যেন নবদুগ্ধ অধিক পান না করে। প্রসবের পর কয়েক দিন পর্য্যন্ত যে দুগ্ধ বাহির করা হয়, তাহাকে নবদুগ্ধ কহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

মহাশ্মশানে শবের প্রতি।

কোথায় চলেছ তুমি সকলই ত্যজিয়া,
পিতা মাতা দারা সুত, সকলই ছাড়িয়া!
ধন-জন আত্ম-বন্ধু রয়েছে কোথায়!
কোথায় চলেছ আজি, কেবা নিয়ে যায়!
অসার সংসার মাঝে সকলি অসার,
অনিত্য জগতে নহে কেহ আপনার!
কৌপীন-সম্বল চলেছ পথিকবর,
ধীরে ধীরে স্বর্গ-পথ হ'তে অগ্রসর!
চন্দনে চর্চ্চিত তব করিয়াছে কায়,
এসেছে দেবের দূত লইতে তোমায়!
জীবন-নাটক মাঝে এক অভিনেতা,
অনন্ত জগতীখানি তাঁহারি রচিতা!
দীনবন্ধু হরি তিনি পরমদয়াল,
সমভাবে সবারে পালেন্ চিরকাল!
সৃষ্ট এ জগত তাঁর বড়ই সুন্দর,
যে-দিকে ফিরাই আঁখি সবি মনোহর!
রচিতা তাহারি শস্য-পূর্ণা বসুন্ধরা,
মহিমা দেখিয়া সদা হই দিশাহারা!
সুগন্ধ মলয় বহে তাঁরি মহিমায়,
জীবনের স্রোত মম ধীরে বহে যায়!
ফলভারে বৃক্ষগুলি রয়েছে গো নত,
জগদ্-বাসীরে শিক্ষা দিতেছে নিয়ত।
অধমা তনয়া, নাথ, রাখ রাঙা পায়,
আমার জীবন তব পদে হোক্ লয়!
কতকাল রব বিভু তোমাকে ছাড়িয়া?
চিরকাল থাকি যেন তোমাতে মজিয়া!

শ্রীনির্ম্মলা রায়।

শ্মশান।

অঙ্গে ভস্ম মাখি হে শ্মশান,
চিরদিন রহ বর্ত্তমান;
জানাইছ উদাসীনপ্রায়—
হে মানব! ভুলো না মায়ায়;
কেহ না রহিবে দেখা হায়!
সকলের সম অবসান!

চিতানল বক্ষোমাঝে ধরি'
দেখাইছ সমাধান করি'—
কেমন সোণার অঙ্গ যায়,
ক্রন্দন রাখিতে নারে তা'য়!
ব্যাকুলতা শুমরে হিয়ায়;
যায় কাল নিজ কাজ সারি'!

জানাইছ শিবার চীৎকারে,
তটিনীর কুলুকুলু স্বরে—
ধিক্ অর্থে, ধিক্ আকাঙ্ক্ষায়!
সাথে কিছু যাবে না'ক হায়!
রূপগর্ব্ব অঙ্গারে মিশায়!
তুচ্ছ লয়ে কেন মর ঘুরে?

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

১১ কল্প—২য় ভাগ।

১৩২৪ সনের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

বিষয়	লেখকলেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠা
অক্ষয়-স্মৃতি (কবিতা)	শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	৩২৮
অজ্ঞাতাভাস (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২৫
অদৃষ্টলিপি (গল্প)	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	১৭৩,২৫২,২৮২,৩২৫
অনুতাপ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	২৬৩
অভয় (কবিতা)	শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী, বি-এ	৩৪৩
অষ্টাবক্রগীতা	শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র শাস্ত্রী, এম্,এ,বি-এল, বিদ্যারত্ন	৩৫৬,৩৮৮,৪০৮
আকাঙ্ক্ষা (কবিতা)	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, সরস্বতী	২৯৪
আত্মার অমরত্ব (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	১৮২
আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি ?	শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু	১৪১,২৫৮,৩৪৪,৩৭৬,৪১৬
আমি তোমারই (কবিতা)	শ্রীযুক্ত—দরবেশ	১৬৫
আয় ফিরে আয় (কবিতা)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	৬২
আলোক (কবিতা)	শ্রীমতী জগত্তারিণী দেবী	১৮৩
আঁসাতে (কবিতা)	শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, এম্-এ	৮১
ঈশ্বরের অস্তিত্ব (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	৩৯২
উপাসনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১৯৯
উল্টা-সৃষ্টি (গল্প)	শ্রীমতী লতিকা দেবী	৫৫
এসেছে তরী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ শেঠ, এস্,এম্,এস্ ...	২৩৩
কন্যার বিবাহে মাতার উপদেশ	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৩৬০
কাহুর দীঘি	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র পালা, এম্-এ,বি-এল্	১১৯
কি নাই আমার ? (কবিতা)	স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত	৩৪৬
কে তুই আমার ? (কবিতা)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	১৮৩
গঙ্গাবন্দনা (কবিতা)	শ্রীমতী লিলিবালা রায়	৩১৩
গান	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩০২
গান	শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র পাত্র	২১১,৩০৭,৭০১

বিষয়	লেখকলেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
গানের স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	১৮,৬৭, ৯৯,১২১,১৮২,১৯৩,২৫৪,২৬৫,২৯৭,৩৩০,৩৭০,৪১৪
চক্ষুর দ্বারা মানবের পরিচয়	শ্রীমতী সুষমা সিংহ	৩৬২
ছাগশিশুর উক্তি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪৩
ছিন্নপুষ্প (কবিতা)	শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৯৯
জাতীয় উন্নতিতে ব্যক্তিগত দায়িত্ব	শ্রীমতী বসন্তকুমারী বসু	৩১৩
তপস্যা (উপন্যাস)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	১৯০, ২২৬,২৫৯,২৮৭,৩০২,৩৩২,৩৭৮
দুর্দ্দিনে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত—দরবেশ	২২৪
নমিতা (উপন্যাস)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী	৩৮, ৬৯,৮৭,১৪৮,১৭৭,১৯৯,২৩৬,২৬৮,৩১৭,৩৪৯,৩৯৭,৪০২
নববর্ষ (কবিতা)	শ্রীমতী অতিকা দেবী	১
নবস্মৃতি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত—দরবেশ	২৮০
নবীনালোক (কবিতা)	শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	৩৯২
নিবেদন (কবিতা)	শ্রীমতী বিমলাবালা বসু	২০৭
নিবেদন (কবিতা)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী	১২৩
নীরব কবি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত—	১২৯
নীরা (গল্প)	শ্রীমতী নলীবালা দেবী	১০৫
নূতন খাতা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত...দরবেশ	৩২৯
পরিচয় (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়	৩৪৯
পরিতৃপ্তি (কবিতা)	৺হেমন্তবালা দত্ত	২৫২
পুণ্য (কবিতা)	শ্রীযুক্ত পাচুগোপাল নন্দী	১৪০
পুণ্যতীর্থ	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	২৪৯
পুস্তক-সমালোচনা		৮০,২৯৬,৩৬৪
পূজার কথা	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়	১৩,৫১
প্রতীক্ষা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়	২৮৪
প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩৩২
প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়	২০৭
প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীমতী বিমলাবালা বসু	৩২৮
প্রীতি-উপহার (কবিতা)	৺হেমন্তবালা দত্ত	২৬
ভারতভূমি (কবিতা)	শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী	৯

বিষয়	লেখকলেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ভদ্রবংশের মেয়ে চিনিবার কতকগুলি লক্ষণ	শ্রীমতী সুষমা সিংহ	৪৩১
ভ্রমণ-বৃত্তান্ত	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল্	২, ৪৭,৮২,১২৪,১৬৫,১৯৫
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া (কবিতা)	শ্রীমতী সুনীতি দেবী	২৪৯
মহাত্মা যিশু ও তাপস হোসেন্ মন্‌সুরের জীবনে সাদৃশ্য	শ্রীমতী—	২৮১
মহাশ্মশানে শবের প্রতি (কবিতা)	শ্রীমতী নির্ম্মলা রায়	৪৩৬
মার্কিন-বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দৃশ্য	শ্রীযুক্ত সত্যশরণ সিংহ, বি-এস্ সি (ইলিনয়), এম্,এ,জি,এ	১৮৪
মিলনে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	৪১
মুক্তমন্দিরে (কবিতা)	শ্রীমতী গুণমণি দেবী	৩৫৬
মৃতসংকার	শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ সাহা	৬৩
যাত্রী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী	৪০৮
যুদ্ধ উপলক্ষে নারীর কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার	শ্রীমতী—	৩৭২
রেবা (গল্প)	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	২১১
লক্ষ্মীপূজা (কবিতা)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী	১২
বঙ্গে কৃষির উন্নতি	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, বি-এ, বি-এল্, (বিহার-প্রদেশের কৃষিসমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও সভ্য)	১০২,১৩০,১৬৮
বড় ও ছোট (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	২৮৬
বর্ষপ্রবেশ		১৬১
বর্ষাতি (গল্প)	শ্রীমতী ননীবালা দেবী	১৫৬
বিরহে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত—দরবেশ	১২৯
বিবিধ সংগ্রহ		৪৩০
বিশ্বকবি	শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র কাব্যতীর্থ, এম্-এ	১২৬
বৈরাগ্য (কবিতা)	স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত	৮৬
ব্যথার দিনে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত—দরবেশ	৩১৬
ব্যর্থ চেষ্টা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৩২৫
শিক্ষিতা স্ত্রী	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, সরস্বতী	২৪৭
শিবরাত্রি	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	৩৬৬
শিল্পযোগ	শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র সরকার	১৪৫
শীলা (উপন্যাস)	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী	২০,৪২,১১৬,১৩৪
শোকাশ্রু (কবিতা)	শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী	৬২

বিষয়	লেখকলেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
শোকোচ্ছ্বাস (কবিতা)	শ্রীমতী সুহাসিনী বসু	৭৬
শ্মশান (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	৪৩৬
সংবাদ		২২৫,২৬৪,২৯৪
সাধুবচন-সংগ্রহ		২১০,২৫৮
সাধে বাদ (উপন্যাস)	শ্রীমতী মনীবালা দেবী	৪১৩
সাময়িক প্রসঙ্গ		৪২৯
সুখতৃষা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩০৮
সুসার ও অসার (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	৩৪২
সূর্য্যের প্রতি সূর্য্যমুখী (কবিতা)	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	১০৬
সোনার দেশ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়	৫১
স্ত্রীর কর্ত্তব্য	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	২৬, ৭৭,২০৮,২৪১,২৮৪,৩৬৩,৩৭৩,৪৩২
স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা	শ্রীমতী অমলা দেবী	১০
স্থলপদ্ম (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩৬৫
স্নেহের ব্যথা (গল্প)	শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯
স্বভাবিকতা ও কৃত্রিমতা (কবিতা)	শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	৪১৩
হতাশের গান (কবিতা)	শ্রীমতী লতিকা দেবী	৪৬
হিন্দুর তীর্থনিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	২৫৪, ২৭৬,৩০৯,৩৪৭,৩৯২,৪১৮
হেঁতুকল বা সুবর্ণরেখার জলপ্রপাত	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে	১৭৫

চিত্রসূচী।

১।	হাবড়া ষ্টেশন	৪
২।	কাশীর গঙ্গাতীর	৮
৩।	বিশ্বেশ্বরের মন্দির	৪৮
৪।	কাশীর মহাশ্মশান	৮৪
৫।	খস্‌রু বাগ্‌	১১৮

ব, বো, বিজ্ঞাপন

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক তাহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়। সস্তায় পাইবারও আশা সন্দেহ নাই।

গেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত। ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলনরণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিংএজেণ্টস্—সীলেটলাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং কেরারলি প্লেস্, কলিকাতা।

এণ্ড, ইউল এণ্ড কোংর

ষ্টীল মার্কা

লনাসিত তৈল

রংয়ের কার্য্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

এই তৈল ব্যবহারে রংয়ের কার্য্য বহুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এই রং ফাটিয়া চটিয়া বা কোকা উঠিয়া নষ্ট হইয়া যায় না। এই কারণে সকলে বহু পরিমাণে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং আশাতীত ফল পান।

এণ্ড, ইউল এণ্ড কোং,

৮ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

বিবাহে ও প্রীতি-উপহারে

বিনা পানের গহনা হইলে দাড়া ও প্রতিষ্ঠার উপরেই অতুল আক্রোশ হয় না কি? বিনা পানে আমরাই প্রথম অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি।—আমাদের দেখাদেখি অনেকে এই পথে আসিলেন বটে—কিন্তু কথায়ও কাজে কেহই ঠিক রাখিতে পারিলেন না। সম্প্রতি আমরা যাবতীয় গহনা বিনা পানে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছি।—এখন হইতে আর পান মরা আশা বাদ যাইবে না। আমাদের প্রস্তুত অলঙ্কার আমাদের দেরৎ দিয়া নূতন অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইলে কেবল পুরাতন অলঙ্কার পাঠাইয়া দিলেই চলিবে; আমরা কেবল মজুরী চার্জ্জ করিব। অর্থাৎ কেবল মজুরীর টাকা ক্ষতি সহ্য করিলেই নানাবিধ নূতন নূতন ডিজাইনের অলঙ্কার প্রস্তুত করাইতে পারিবেন। স্বর্ণের দরুণ এক পয়সাও অতিরিক্ত হইতে হইবে না।

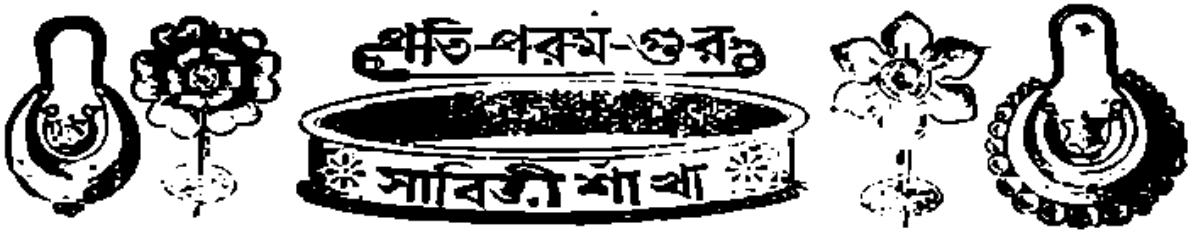

সাবিত্রী শাঁখা।

মণিলালের প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।
প্লেন পাইল, হাই পালিশ, রূপার উপর পাত
মোড়া মূল্য ১৪৲ টাকা।

কাশ্মিরী মাকড়ী। ডবল থাকা কানের টাপ।

যুবতীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক কর্ণাভরণ। চুনী-পান্না পাথর সেট করা।
মূল্য ১৬৲ হইতে। মূল্য ১০৲ হইতে।

কুমারী মাকড়ী। সেফ্‌টী পিন।

ছোট ছোট মেয়েদের অপূর্ব্ব কর্ণাভরণ। "মনে রেখো", "সুখে থাক" ইত্যাদি নানা
মূল্য ৩৷৷০ টাকা মাত্র। রকমের প্রস্তুত আছে। মূল্য ১৫৲ হইতে।

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড জেনারেল মার্চেণ্টস্, ৪০ নং পরাণহাটা—চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
টেলিগ্রাফ এড্রেস্—নেকলেস। টেলিফোন নং ১৭৪।

শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

"সেখ আন্দু" উপন্যাস

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে

প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] সাহিত্যের প্রাণ-স্বরূপ [illegible] সৌন্দর্য্যের চিত্র, [illegible] বল [illegible] মাহাত্ম্যের এমন [illegible] পল্লীর [illegible] পাঠকদের—[illegible] আদরের [illegible] হৃদয়ের [illegible] শিক্ষার উপকরণ [illegible] সাহিত্যের এই [illegible] [illegible] [illegible]

ভীষণ প্রতারণা ! ভীষণ প্রতারণা !!

"মায়াপুর রসায়ন"

জাল হইয়াছে !!

ক্রেতাগণ সাবধান !!!

কোনও কোনও অসাধুব্যক্তি আমাদের ভারত-বিখ্যাত "মায়াপুর রসায়ন" এই নামের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ঠিকানা ও সার্টিফিকেট মিল রাখিয়া ধাঁধা লাগাইয়া লোক ঠকাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা ৪০ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত ভারত-বিখ্যাত—

মায়াপুর রসায়ন

হুগলী জেলার ঋষিপ্রতিম কবিরাজ ৺রাসময় বন্দ্যোপাধ্যায়—আবিষ্কৃত। এই শক্তিশালী নবৌষধের অপূর্ব্ব গুণাবলী কে, না জানেন ? ১০০০ সহস্র ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর রসায়ন ১ নং পরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা পুত্রাপি

পড়িয়া দেখুন।

"মায়াপুর রসায়ন" সপ্ত ধাতুর পোষক, পুষ্টি ও কান্তি বৃদ্ধিকর। যে কারণেই শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষয় হউক না কেন ইহার সঙ্গে সঙ্গে সবল ও ক্ষয় অংশের পূরণ করে। আজই ডাকঘরে গিয়া, বিনা খাওলে "মায়াপুর রসায়নের" বৃহৎ পুস্তিকা, "কবিরাজী শিক্ষা" নামক পুস্তক লইয়া [illegible] বিবরণ অবগত হউন।

৯০,০০,০০০ দুই লক্ষ সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর আয়ুর্বেদ ঔষধালয়।

হেড আফিস—১ নং পরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা ও ভৈষজ্যাগার—

[illegible] কলেজ স্কোয়ার বোড, কলিকাতা।

...বং ঘোষের হারমোনিয়ম।

বাজারের সেরা।

...ম্বর দাম ... পাইতে
...চাল, তবে এত ... লাগে
...ক্সের বাক্সে উ... ...যাইবে
...ক্ষুদ্রাকৃতি হলি... ...লে যায়
...যাইবে। ...
...ঠিকানা। অর্ডারে
...হারমোনিয়ম এ... ...রূপ ...

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE
CALCUTTA

...সেরা ... পুস্তক

...(ই স্যাম্প)—১৲ নির্ণালা—(...
(...)—৸৹; ...কা—(...)—৸৹; সিক্ত ...
...ধ্বনি—(উপহার)—১৲০

...স্থিবান—১০ নং, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

প্রবাসী

মাসিক পত্রিকা

ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় ৺ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

বৈশাখ (১৩২৫)—ই. ১৯১৮

সূচী।

১। প্রার্থনা—গীত		...
২। সাময়িক প্রসঙ্গ		...
৩। বঙ্গীয় নূতন মন্ত্রিসভা		...
৪। পল্লীর		...
৫। বাউলের গান	শ্রীযুক্ত নিশ্মলচন্দ্র বড়াল, বি,এ	...
৬। বাউলের গান	শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র লাহা, এম, এ, বি,এল, বিদ্যারত্ন	...
৭। কাত্যায়নী (পদ্য)	শ্রীযুক্ত সুধাভূষি বিদ্যারত্ন	...
৮। সাধের বাদ	শ্রীমতী মনীষিনা দেবী	...
৯। রাধা (পদ্য)	শ্রীযুক্ত মণেনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...
১০। [illegible]	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	...
১১। [illegible]	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	...
১২। [illegible]	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	...
১৩। [illegible]	শ্রীমতী [illegible] সরস্বতী	...
১৪। [illegible] (উপন্যাস)	শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়	...
১৫। [illegible] (পদ্য)	শ্রীযুক্ত [illegible] বসু	...
১৬। [illegible] কেমন করে বেঁচে থাকি	শ্রীযুক্ত [illegible] বসু	...
১৭। [illegible] (পদ্য)	শ্রীযুক্ত নিশ্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এ	...
১৮। [illegible]	শ্রীমতী [illegible] দেবী	...
১৯। [illegible] (গল্প)		...
২০। [illegible]		...

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৵০ অগ্রিম সডাকে মূল্য ১৷৶০

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ (চারি আনা) মাত্র ।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।

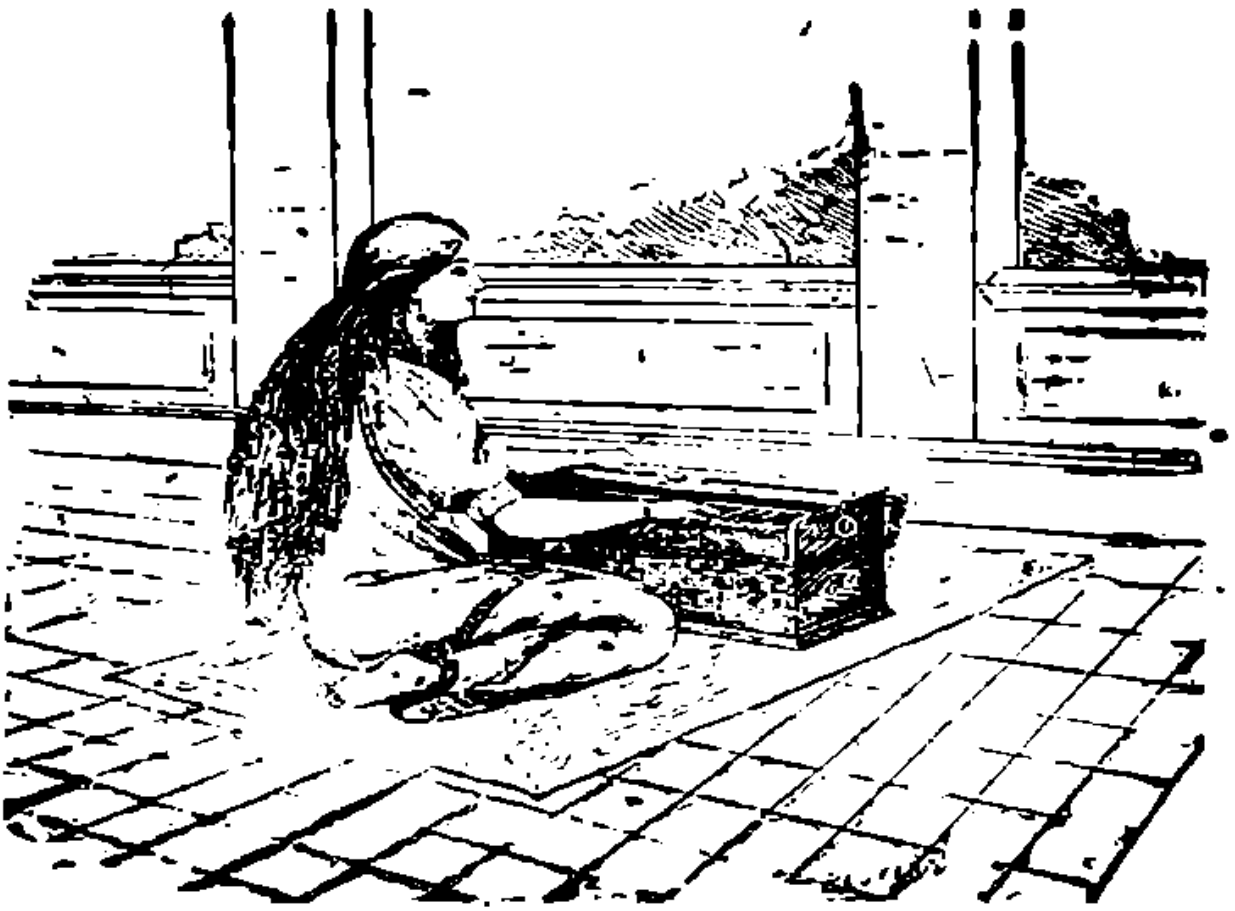

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড্, মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲,৪০৲,৫৫৲,৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

ফোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৮৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ১০০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এস্রাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

৮।১ নং হালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

বামাবোধিনী-সম্পাদকের পরিচিত।

বিবাহের গহনা।

অর্ডার দিলে সময় মত দিয়া থাকি কলিকাতার উপহার দিবার উপযোগী নানাপ্রকার ব্রোচ, আংটী, কানফুল, এবং ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

ঘোষ এণ্ড সন্স।

৭৮।১ হারিসন রোড।

টেলিফোন নং ২৫৯৬।

ব্রাঞ্চ—১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা;

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই—

১। অদৃষ্ট-লিপি। ইহাতে অদৃষ্ট-লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য আট আনা।

২। ফুলদানী। অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানাভাবের, নানা রসের, বিচিত্র চিত্রের। মূল্য আট আনা।

৩। শতদল ভগবদ্-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রকাশিত, সকল সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মূল্য আট আনা।

৪। কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প—গল্পের পুস্তক। ৫। অশোকা—কবিতা-পুস্তক। ৬। হাসি ও অশ্রু—কবিতা-পুস্তক।

ভারতী, প্রবাসী, বামাবোধিনী, জন্মভূমি, হিতবাদী, বসুমতী, নব্যভারত প্রভৃতি সকল মাসিক-পত্রিকায় প্রশংসিত। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL
THE ALL-INDIA
Hindu Socio-Religious Association.

General President H. H the Maharaja of Durbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members-Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free*; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications, at three-fourth price.

PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE. The General Secretary Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত

১। ধ্যান-লোক—৸০ ২। তপোবন—৸০ ৩। অঞ্জলি—৷৷০; ৪। সুনীতি-বিকাশ—৷৷০

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত

১। ঘাদশী—১৲ ২। শিশির—৷৷০

কলিকাতায় ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গুরুদাস লাইব্রেরীতে এবং চট্টগ্রামে ঘাট-ফরাদবেগ—ঠিকানায় জীবেন্দ্রবাবুর নিকটে পাওয়া যায়।

নূতন ধরণের পুস্তক

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত

মূল্য—১৷০ "জ্ঞানাঞ্জন-সৎপ্রসঙ্গ" মূল্য—১৷০

ইহাতে অনেক শিখিবার বিষয় আছে। সংস্কৃত ডিপজিটারীতে (৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা) প্রাপ্তব্য।

মণ্ডল ফ্লুট।

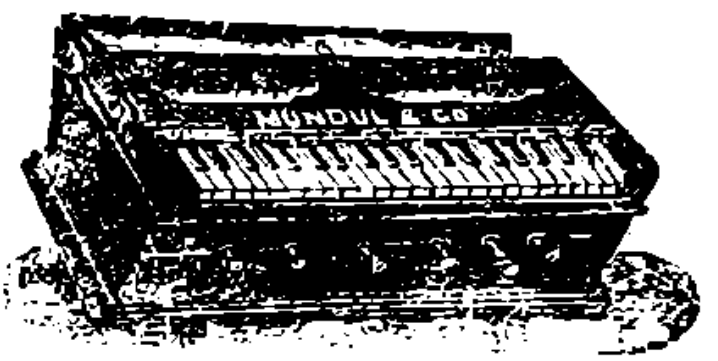

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু-প্রচলিত, মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিন্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪৲ টাকা। ঐ দুই পেট রীড, ৪ ষ্টপ ৬৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং—৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় বলেন, "শ্রীযুক্তবাবু মথুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালার কবিরাজী সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন, "পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব।

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,
২১ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের জীবন-দশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ষ্টীথস্কোপ, ম্রবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তারি জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 657. May, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৭ সংখ্যা। | বৈশাখ, ১৩২৫। মে, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

প্রার্থনা-গীতি।

(খাম্বাজ।)

মঙ্গলময়! মন্দিরে তব মহামহোৎসব আজি!
নিখিল হৃদয় মোহন মন্ত্রে উঠুক্ মধুরে বাজি!
এস তুমি এস প্রাণে, এস ধ্যানে, এস জ্ঞানে,
তোমারি মাঝারে মগ্ন হউক্ চিত্তকমলরাজি!
অসত্য হইতে ভবে, লও দেব, সত্যে সবে,
লওহে তোমার পুণ্য-আলোকে নিবিড় তিমির নাশি!
মৃত্যু হতে অমৃতেতে, নিয়ে যাও এ জগতে,
করগো ত্রাণ অসীম কৃপায় করুণানিকর সাজি!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বর্ত্তমান মহাসমরে ভারতবাসীর নিমন্ত্রণ—ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েডজর্জ্জ ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধিকে তারযোগে জানাইয়াছেন,—জর্ম্মণীর শাসন কর্ত্তারা কেবল ইউরোপে নহে, সমগ্র এশিয়াখণ্ডে যে তাহাদের দৌরাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষী হইয়াছে এক্ষণে তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা গিয়াছে, এই সময়ে আমি ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় জনমণ্ডলীকে বিগুণ বলসম্পন্ন হইয়া উঠিবার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। ব্রিটিশ সৈন্যদলের শূরত্বকে ধন্যবাদ, তাহারা মিত্রসৈন্যের সহায়তায় ইউরোপে জর্ম্মণ উপদ্রব প্রতিহত করিতেছে। কিন্তু প্রাচ্যভূভাগে যে আতঙ্ক প্রসারিত হইতেছে এবং যাহা সমগ্র পৃথিবীকে ক্রমশ গ্রাস করিতেছে স্বাধীনতার ও শাসনশৃঙ্খলার অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই সেই আতঙ্ক হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করিবার জন্য স্বীয় কর্ত্তব্যসাধন করিবেন। ভারতবর্ষ এযাবৎ এই মহাসমরে যে জয়গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন, আমি আশা করি, তিনি এক্ষণে সেই গৌরব বর্দ্ধনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হইবেন। এশিয়ার উৎপীড়ন ও বিশৃঙ্খলার স্রোত প্রবাহিত করাই শত্রুর লক্ষ্য। সে স্রোত হইতে এশিয়াকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষকে প্রাকারস্বরূপে দণ্ডায়মান হইতে ও বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতরস্বরূপে আপনাকে সুসজ্জিত করিতে হইবে।

আমরা আশাকরি প্রধান মন্ত্রির এ আহ্বান বিফল হইবে না।

মান্দ্রাজ প্রাদেশিক সমিতিতে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্ব—এইরূপ প্রকাশ কাঞ্জিভেরাম নগরে মান্দ্রাজ প্রাদেশিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে সভানেত্রীর আসন [illegible] হইবে। এ সংবাদ [illegible] অতি গৌরবের সন্দেহ নাই।

রোলাট কমিশন—বিলাতের হাইকোর্টের জজ জষ্টিস স্যর সিডনি রোলাটের সভাপতিত্বে ভারতের বিদ্রোহ-আন্দোলনের ও আরব রাখা সম্বন্ধীয় তদন্তের জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল, তাহার তদন্তকার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন ইহার ফল কিরূপ হয় দেখা যাউক।

যুদ্ধে নিজাম বাহাদুরের অর্থসাহায্য—ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবাসীকে আত্মরক্ষার জন্য ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জ বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন, এ সংবাদ সকলেই অবগত আছেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর এই অনুরোধের উত্তরস্বরূপ ভারতগবর্ণমেণ্টের হস্তে পনের লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরে আরও দিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। নিজাম বাহাদুরের রাজভক্তি ও এই দানশীলতা অতীব প্রশংসনীয়।

হোমরুল লীগের সভ্যগণের বিলাতযাত্রা স্থগিত—শ্রীযুক্ত তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি মহোদয়গণের বিলাতযাত্রা কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে আপাততঃ বন্ধ রহিল।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা—মহাসমরের জন্য বিলাতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিবার কথা শুনা গিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে আগামী ১লা আগষ্ট লণ্ডনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
আঃ ম	বু	শ	বৃ	র	বৃ
শেঃ ৩১	৩১	৩২	৩২	৩১	৩০
বৃ	শ	র	শ	ম	বৃ
+ A.	M.	J.	Jy.	Au.	S.
‡ 14	15	15	17	18	18
আঃ সো	বু	শ	সো	বৃ	র
শেঃ 30	31	30	31	31	30
ম	গু	র	বু	শ	সো

ম	বু	শ	বৃ	র	বৃ
সো	বৃ	ম	বৃ	সো	বৃ
ম	গু	সো	গু	ম	গু
বু	শ	ম	শ	বৃ	শ
বৃ	র	বৃ	র	বৃ	র
গু	সো	বৃ	সো	গু	সো
শ	ম	গু	ম	শ	ম

বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃএঃ, ৮,২	৭	৬	৩	১,৩০	২৯
পূঃ, ১৩	১১	১০	৭	৫	৩
কৃঃ এঃ, ২৩	২২	২০	১৭	১৫	১৩
অঃ, ২৭	২৬	২৪	২১	১৯	১৮

আঃ—আরম্ভ। শেঃ শেষ।
শুঃএঃ—শুক্ল একাদশী পূঃ—পূর্ণিমা
কৃঃএঃ—কৃষ্ণ একাদশী, অঃ—অমাবস্যা

* ১ই বৈশাখ, রবি, সোমবার ও ৭ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, শুক্ল একাদশী, ১৩ই বৈশাখ শুক্রবার ও ১১ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার পূর্ণিমা। ২৩শে বৈশাখ সোমবার ও ২২শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, কৃষ্ণ একাদশী; ২৭শে বৈশাখ শুক্রবার ও ২৬শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার অমাবস্যা ইত্যাদি

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩২৫ সাল।
ফসলী ১৩২৪—২৫।
হিজরী ১৩৩৪—৩৫।
খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৮—১৯।
শকাব্দ ১৮৪০।
সংবৎ ১৯৭৩—৭৪।
মঘী ১১৮০—৮১।
ব্রাহ্মসংবৎ ৮৯—৯০।

§ ১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

* বৈ—বৈশাখ, রবিবার আরম্ভ ও ৩১শে মঙ্গলবার শেষ।

১লা বৈশাখ ইং ১৪ই এপ্রেল।

† ১ এপ্রেল আরম্ভ সোমবার, শেষ ৩০শে মঙ্গলবার।

১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৩ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ রবিবার, ২রা সোম ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার ২রা বৃহস্পতিবার ইত্যাদি।

বৈশাখ রবিবার } ১,৮,১৫,২২,
জ্যৈষ্ঠ বুধবার } ২৯।

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২ মাসের গণনা।

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
আঃ ত	র	সো	বু	বৃ	শ
শেঃ ৩০	২৯	৩০	২৯	৩০	৩০
শ	র	ম	বু	গু	র
O.	N.	D.	Ja.	Feb.	Mar.
18	17	16	15	13	15
আঃ ম	ভ	র	বু	শ	শ
শেঃ 31	30	31	31	28	31
বৃ	শ	ম	গু	গু	সো

গু	র	সো	বু	বৃ	শ
শ	সো	ম	বৃ	গু	শ
র	ম	বু	গু	শ	সো
সো	বু	বৃ	শ	র	ম
ম	বৃ	গু	র	সো	বৃ
বু	গু	শ	সো	ম	বৃ
বৃ	শ	র	ম	বু	গু

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃএঃ, ২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮
পূঃ, ২	২	২	২	২	২
কৃঃ এঃ, ১৩	১৩	১৪	১৩	১৪	১৪
অঃ, ১৭	১৭	১৮	১৭	১৮	১৭

* ২৮শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ও ২৮শে অগ্রহায়ণ শনিবার, শুক্ল একাদশী। ২রা কার্ত্তিক শনিবার ও ২রা অগ্রহায়ণ সোমবার পূর্ণিমা।

১৩ই কার্ত্তিক বুধবার ও ১৩ই অগ্রহায়ণ বুধবার, কৃষ্ণ একাদশী। ১৭ই কার্ত্তিক রবিবার, ও ১৭ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার অমাবস্যা, ইত্যাদি।

এইরূপ মধ্যম শুক্লের তারিখের সহিত বাম বা দক্ষিণ শুক্লের মাস, বার মিলাইয়া লইলে মাস, বার, তিথি ঠিক হইবে।

গান।

(ভৈরবী মিশ্র)

ওরে মন! কি নিয়ে তুই
রইলি ভুলে
এত আনন্দ-রস-ধারা বহে
বিশ্বভুবন মূলে।

পাতায় পাতায় ডাক উঠেছে
আকাশ আলোয় গান ছুটেছে
বনে বনে ফলে ফুলে
তারার মালায় নদীর কূলে।

প্রাণের দুঃখ-সুখ কান্না-হাসি
আনন্দেতেই উঠচে ভাসি
আনন্দ সব আনন্দ গো
আনন্দে গা' পরাণ খুলে!

দেখ্‌বে তাঁরে হৃদয়পুরে
থাকিস্ নে আর দূরে দূরে
ঐ যে ডাকে তোরে আকাশ আলো
বন-বীথি কি গান তুলে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ।

অষ্টাবক্র গীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নবম প্রকরণ।

শিষ্যোক্তানুভবস্যৈব দার্ঢ্যার্থং গুরুণোচ্যতে।
নির্বেদঃ প্রথমস্তাভিরিচ্ছাদিত্যাগনাত্মকঃ ॥১॥

শিষ্যবর্ণিত অনুভবের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য গুরু আটটী শ্লোকে স্পষ্টভাবে কামনাদির নিবারক বৈরাগ্যের উপদেশ করিতেছেন ॥১॥

কৃতাকৃতে চ দ্বন্দ্বানি কদা শান্তানি কস্য বা।
এবং জ্ঞাত্বেহনির্বেদাদ্ভব ত্যাগপরোঽব্রতী ॥১॥

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচার এবং সুখদুঃখাদি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবযুগল কবে কোন্ ব্যক্তির শান্ত হয়? ইহা জানিয়া সে সকল বিষয়ে বিরক্ত হইয়া সর্ব্বত্যাগী ও সর্ব্ববিষয়ে আগ্রহ-শূন্য হও ॥১॥

কস্যাপি তাত ধন্যস্য লোকচেষ্টাবলোকনাৎ।
জীবিতেচ্ছা বুভুক্ষা চ বুভুৎসোপশমং গতাঃ ॥২॥

জন্মমরণাদি লোকব্যবহার অবলোকন করিয়া (সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে) যে কাহারও জীবনেচ্ছা, ভোগেচ্ছা ও জ্ঞানেচ্ছা শান্ত হইয়াছে, তিনিই ধন্য। (অর্থাৎ লৌকিক উপায়ে লব্ধ পরিমিতআয়ু, পরিমিতভোগ বা পরিমিতজ্ঞান দ্বারা কেহই সুখী হয় না, বরং উত্তরোত্তর লোকের জীবনেচ্ছা ভোগেচ্ছা ও জ্ঞানেচ্ছা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কিন্তু কালের অপরিহার্য্য আক্রমণে সে সকল ইচ্ছাসত্ত্বেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, তাহার পর পুনরায় জন্ম হইলেও এবং পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশতঃ বিদ্যাভ্যাসাদিতে সহজাত নৈপুণ্যলাভ করিলেও অনন্তজ্ঞান (পূর্ণজ্ঞান বা সর্ব্বজ্ঞতা) লাভ করা সম্ভবপর নহে, কিন্তু যতক্ষণ না পূর্ণজ্ঞান হয়, ততক্ষণ জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত হয় না। এইরূপ মনুষ্যাদি শরীরে অনন্তভোগ (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ভোগ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাধিকমাত্রায় পাওয়া) সম্ভবপর নহে, কেননা তাহা শরীরের সামর্থ্যে কুলায় না। এইজন্য শরীরাপেক্ষ সুখ বা জ্ঞানাদিতে যাঁহারা বিরক্ত হইয়া, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাবশতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া ভূমানন্দলাভ করেন, তাঁহারাই ধন্য) ॥২॥

অনিত্যং সর্ব্বমেবেদং তাপত্রিতয়দূষিতম্।
অসারং নিন্দিতং হেয়মিতি নিশ্চিত্য শাম্যতি ॥৩॥

পরিদৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই অস্থায়ী, ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা দূষিত, অসার, তুচ্ছ, নিন্দিত এবং হেয়—ইহা নিশ্চয় করিয়া জ্ঞানী শান্তি অবলম্বন করেন (অর্থাৎ কোন বিষয়েই অভিলাষ প্রকাশ করেন না ॥৩॥

কোঽহং সৌ কালো নয়ঃ কিংবা যত্র দ্বন্দ্বানি
নো নৃণাম্।
তাদৃগপেক্ষ যথাপ্রাপ্তবর্ত্তী সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥৪॥

এতাদৃশ কোন কাল বা কোন অবস্থা আছে, যখন মানুষ সুখদুঃখাদি বিরুদ্ধ ভাবসকলের দ্বারা পরিভূত নহে? সেই সকলকে উপেক্ষা করিয়া যথাপ্রাপ্ত বস্তু দ্বারা কালযাপন করিলে সাফল্য প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥৪॥

নানামতং মহর্ষীণাং সাধূনাং যোগিনাং তথা।
দৃষ্ট্বা নির্বেদমাপন্নঃ কো ন শাম্যতি মানবঃ ॥৫॥

প্রত্যেক মহর্ষি, প্রত্যেক সাধু ও প্রত্যেক যোগীর ভিন্ন ভিন্ন মত অবলোকন করিয়া সর্বতোভাবে বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে কোন মানুষ না শান্তি লাভ করে? (যখন লোক সকল মতামতের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে, তখনই প্রকৃত শান্তি, যে কোন একটা বিষয়ে আগ্রহ থাকিলেও বন্ধন) ॥৫॥

কৃত্বা মূর্ত্তিপরিজ্ঞানং চৈতন্যস্য ন কিংগুরুঃ।
নির্বেদসমতাযুক্ত্যা যস্তারয়তি সংসৃতেঃ ॥৬॥

যিনি জীবের যথার্থমূর্ত্তি (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ) অবগত হইয়া বিষয়ে অনাসক্তি, সর্বত্র আত্মবুদ্ধি এবং শ্রুত্যনুগ্রাহক তর্কদ্বারা সংসারসাগর উত্তীর্ণ করান, তিনি কাহার না গুরু? ॥৬॥

বিষ্ণুচেতাঃ প্রশান্তাত্মা বিগতদ্বন্দ্বমৎসরঃ।
সাধুর্মহান্ সদা লোকে সদ্গুরুঃপরিকীর্ত্তিতঃ ॥৭॥

যিনি সর্বদা বিষ্ণুপরায়ণ প্রশান্তাত্মা বিগতক্রোধ লোকোপকারক সাধু ও মহাত্মা তিনি লোকে গুরু বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন ॥৭॥

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥৮॥

যিনি অকিঞ্চন, দান্ত, শান্ত, সমচিত্ত, আত্মতুষ্ট, তাঁহার সকল দিকই সুখময় ॥৮॥

পূর্ণে মনসি সংপূর্ণং জগৎসর্বং সুধাত্মকৈঃ।
উপনিদ্যুঃপাদস্য নহু চর্মাবৃতৈরিবভূঃ ॥৯॥

যাঁহার মন পূর্ণ (সর্বতোভাবে অভাবহীন) তাঁহার পক্ষে সমস্ত জগৎ সুধাময়। পাদুকাপরিহিত ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত পৃথিবীই চর্মাবৃত ॥৯॥

পশ্য ভূতবিকারাংস্ত্বং ভূতমাত্রান্ যথার্থতঃ।
তৎক্ষণাদ্বন্ধনির্মুক্তঃ স্বরূপস্থো ভবিষ্যসি ॥১০॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, ও ভোগ্যপদার্থসকল পঞ্চভূতের বিকার মাত্র—এ সকলকে যদি যথার্থতঃ পঞ্চভূতরূপেই অবলোকন কর, (অর্থাৎ উহাতে রাগ দ্বেষাদি ত্যাগ কর) তবে তৎক্ষণাৎ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চিন্মাত্রস্বরূপে অবস্থিত হইবে ॥১০॥

বাসনা এব সংসার ইতি সর্বা বিমুঞ্চতাঃ।
তত্ত্যাগো বাসনাত্যাগাৎ স্থিতিরস্য যথা তথা ॥১১॥

বিষয়বাসনাই সংসার অতএব সকলে বিষয়বাসনা ত্যাগ কর। অতএব বাসনাত্যাগেই সংসার ত্যাগ করা হয়, তারপর যেকোনপ্রকারে কালযাপন হইবে ॥১১॥

ইতি অষ্টাবক্রগীতার নির্বেদাষ্টক নামক নবম প্রকরণ।

দশম প্রকরণ।

বিষয়ানামভাবেঽপি তুষ্টি নির্বেদ ঈরিতঃ।
তৎসিদ্ধ্যর্থঞ্চ বিষয়ে বৈতৃষ্ণ্যং শান্তিরীর্য্যতে ॥১॥

ভোগ্য বিষয় না থাকিলেও সন্তোষ অবলম্বনকরাকে নির্বেদ বলে, পূর্বে তাহা বলা হইল। এক্ষণে নির্বেদলাভের উপায় শান্তির বিষয় বলা হইতেছে, বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণার উপশমকেই শান্তি বলে ॥১॥

বিহায় বৈরিণঃ কামমর্থং চানর্থ সঙ্কুলম্।
ধর্মমপ্যেতয়োর্হেতুং সর্বানাদরমুক্ত ॥২॥

ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের হেতুভূত সকল কর্মের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কর। কাম জ্ঞানের শত্রু, অতএব তাহাকে ত্যাগ করিবে। অর্থ—দুঃখমূল, অর্থের অর্জনে ক্লেশ পাইতে হয়, তাহার রক্ষার জন্য পুনরায় ক্লেশ চিন্তা, কলহ, শত্রুতা প্রভৃতি সহ্য করিতে হয়, তাহার ক্ষয় বা ব্যয় হইলে অনুতাপাদি দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অতএব অর্থও হেয় বস্তু। ধর্ম পূর্ব দুইটীর হেতুভূত অর্থাৎ ধর্মের দ্বারা লোকের ইহকালে বা পরকালে কামনাপূরণ ও ধনলাভ ঘটে, অতএব ধর্মও হেয়।

ধর্ম, অর্থ, ও কাম সমস্তই যদি হেয় হইল, তবে কিসের প্রতি আদর প্রদর্শন করিবে? অতএব সর্বত্র অনাদর কর।১।

স্বপ্নেন্দ্রজালবৎ পশ্য দিনানিত্রীণিপঞ্চবা।
মিত্রক্ষেত্র ধনাগার দারদাদ্যাদি সম্পদঃ ॥২॥

সমস্তই স্বপ্ন বা ইন্দ্রজালের অবলোকন কর। পৃথিবীর সকল সম্পদই দুপাঁচদিন থাকে মাত্র। আত্মীয় স্বজন, ভূমি, ধন, গৃহ, স্ত্রী, পৈতৃক সম্পত্তি প্রভৃতি কিছুই চিরকাল থাকে না।২।

যত্র তত্র ভবেৎতৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধিতংতদা।
প্রৌঢ়বৈরাগ্যমাশ্রায় বীততৃষ্ণঃ সুখীভব ॥৩॥

যে যে বিষয়ে যখনই বাসনা হইবে, তখনই তাহা সংসারবন্ধনের মূল বলিয়া অবধারণ করিবে। এবং উৎকট বৈরাগ্য অবলম্বন-পূর্বক সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিয়া সুখী হও।৩।

তৃষ্ণা মাত্রাত্মকো বন্ধস্তন্নাশো মোক্ষউচ্যতে।
ভবাসংসক্তিমাত্রেণ প্রাপ্তিতুষ্টির্মুহুর্মুহুঃ ॥৪॥

আমাদের সংসারবন্ধন কেবল বাসনা-দ্বারাই বন্ধন (আর কোন প্রকার বন্ধনই নাই, সুতরাং আমরা ইচ্ছামাত্রেই মুক্তিলাভ করিতে পারি; কারণ) বাসনার নামেই মোক্ষ। অতএব সংসারের হেতুভূত বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করিয়া আত্মানুভূতি দ্বারা মুহুর্মুহু আনন্দ উপভোগ কর ॥৪॥

ত্বমেকশ্চেতনঃ শুদ্ধো জড়ং বিশ্বমসত্তথা।
অবিদ্যাহপি নকিংসত্যা কাবত্বংসা তথাপিতে
॥৫॥

তুমি একরূপ বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র, জগৎ জড়পদার্থ, অনিত্য, জীবের অজ্ঞান বা অবিদ্যাও কিছুই নয়। অতএব কোন বিষয়েই বা তোমার জানার ইচ্ছা হইবে? (অর্থাৎ জ্ঞানবাসনাও মুক্তির অন্তরায়, অতএব তাহাও ত্যাগ করিবে)।৫।

রাজ্যং সুতাঃ কলত্রাণি শরীরাণি ধনানিচ।
সংসক্তস্যাপি নষ্টানি তব জন্মনি জন্মনি ॥৬॥

রাজ্য, পুত্র, কলত্র, শরীর, ধন—এসকলে আসক্তি সত্ত্বেও প্রতিজন্মেই নষ্ট হইয়াছে। (অতএব এসকলে বৃথা আসক্তিতে লাভ কি?)।৬।

অলমর্থেন কামেন সুকৃতেনাপিকর্মণা।
এভ্যঃ সংসারকান্তারে নবিশ্রান্তমভূন্মনঃ ॥৭॥

অর্থ, কাম ও পুণ্যকর্ম—এসমস্তই বৃথা। সংসাররূপ গহনবনে এসকলের দ্বারা কখনও কাহারও পরিতৃপ্তিলাভ ঘটে নাই।৭।

কৃতং ন কতি জন্মানি কায়েন মনসা গিরা।
দুঃখমায়াসদং কর্মতদদ্যাপুপরম্যতাম্ ॥৮॥

কায়মনোবাক্যের বাসনাদ্বারা কত কোটি কোটিবার জন্মগ্রহণ করিতে হইল। (প্রত্যেক জন্মেই কতবার জরামরণাদি দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে, ইহা হইতেই বুঝিয়া লও, আসক্তি-যুক্ত) কর্ম—(কত) দুঃখ ও আয়াসপ্রদ।

অতএব এখনও আসক্তি, তৃষ্ণা বা বাসনা ত্যাগ কর (সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে)

ইতি অষ্টাবক্র গীতার উপশমাষ্টকনামক দশম প্রকরণ।

একাদশ প্রকরণ।

উদ্ভাশান্তির্নবিজ্ঞানং বিনা কস্যাপি জায়তে।
ইতি নিশ্চিত্যমেবাহ গুরুর্জ্ঞানামৃতাষ্টকম্ ॥ ১

বিজ্ঞান ব্যতিরেকে পূর্ব্বোক্ত শান্তিলাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না—ইহা অবধারণার্থ গুরু বিজ্ঞানামৃতের উপদেশ দিতেছেন ।১।

ভাবাভাববিকারশ্চ স্বভাবাদিতি নিশ্চয়ী।
নির্বিকারো গতক্লেশঃ সুখেনৈবোপশাম্যতি ॥ ২

পৃথিবীর সকল বস্তুর ভাবাভাবরূপ বিকার স্বভাববশতই হইয়া থাকে—ইহা নিশ্চয় করিয়া সাধক নির্বিকার ও দুঃখমুক্ত হইয়া সহজেই শান্তিলাভ করেন ।২।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বনির্ম্মাতা নেহান্য ইতি নিশ্চয়ী।
অন্তর্গলিত সর্ব্বাশঃ শান্তঃ ক্বাপি ন সজ্জতে ॥ ৩

জগতে সমস্তই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সংঘটিত হইতেছে, আর কেহই কর্ত্তা নহেন—ইহা নিশ্চয় করিয়া সমস্ত বাসনাত্যাগপূর্ব্বক শান্ত হইয়া সাধক কুত্রাপি লিপ্ত হন না ।৩।

আপদঃ সম্পদঃ কালে দৈবাদেবেতি নিশ্চয়ী।
তৃপ্তঃ স্বস্থেন্দ্রিয়ো নিত্যং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি ॥ ৪

পরমেশ্বরই যথাকালে আপদ এবং সম্পদ প্রদান করেন—ইহা নিশ্চয় করিয়া সাধক নিত্যতৃপ্ত ও সুস্থচিত্ত হইয়া কোন কিছু ইচ্ছা করেন না বা কিছুর জন্য শোকও করেন না। ॥ ৪॥

সুখদুঃখে জন্মমৃত্যু দৈবাদেবেতি নিশ্চয়ী।
সাধ্যাদর্শী নিরায়াসঃ কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৫

সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু সমস্তই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মবশতঃ ঘটে—ইহা নিশ্চয় করিয়া সাধক কল্যানপেক্ষ ও শ্রমরহিত হইয়া, কার্য্য করিয়াও লিপ্ত হন না।

চিন্তয়া জায়তে দুঃখং নান্যথেহেতি নিশ্চয়ী।
তয়াহীনঃ সুখী শান্তঃ সর্ব্বত্রগলিত স্পৃহঃ ॥ ৬

পৃথিবীতে দুশ্চিন্তাবশতই লোকের দুঃখ জন্মে, ইহার অন্য কোন কারণ নাই। সেই দুশ্চিন্তা ত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বত্র স্পৃহাশূন্য, শান্ত ও সুখী হও। লোকে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায়ই ব্যাকুল হয়, কিন্তু এরূপ ব্যাকুল হওয়া মূর্খতা মাত্র, ব্যাকুলতার দ্বারা বিপদের প্রতীকার হয় না, বরং বিপদ অধিকতর ঘনীভূত হয় মাত্র। যদি বিপদের প্রতীকার সদুপায়ে সম্ভবপর হয় তবে প্রতীকার কর, অন্যথা মানুষের ন্যায় হা হুতাশ কর। ব্যাকুলতা বা দুশ্চিন্তায় কোন লাভ নাই ।৬।

নাহং দেহো নমে দেহো বোধোঽহমিতি নিশ্চয়ী।
কৈবল্যমিব সংপ্রাপ্তো ন স্মরত্যকৃতং কৃতম্ ॥ ৭

আমি দেহ নই, দেহও আমার নহে, আমি বোধমাত্র—এইরূপ অবধারণ করিয়া সাধক কৈবল্যপ্রাপ্ত মানবের মত কৃতাকৃত স্মরণ করেন না ।৭।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তমহমেবেতি নিশ্চয়ী।
নির্বিকল্পঃ শুচিঃ শান্তঃ প্রাপ্তাপ্রাপ্ত নিবৃর্ত্তঃ ॥ ৮

ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই আমি—ইহা অবধারণ করিয়া সাধক সকল বিকল্প শূন্য হন, এরূপ হইলে বিষয়াশক্তিরূপ মল থাকে না, তখন তিনি বিশুদ্ধ ও শান্তান্তঃকরণ হন, প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বিষয়ে তাঁহার ভেদ থাকে না, তখন তিনি আত্মানন্দ পরিপূর্ণ হন ।৮।

নানাশ্চর্য্য মিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী।
নির্বাসনঃ স্ফূর্ত্তিমাত্রো ন কিঞ্চিদিব সাম্যতি ॥৮

এই নানা বৈচিত্র্যপরিপূর্ণ জগৎ কিছুই নহে—ইহা অবধারণপূর্ব্বক সাধক বাসনাশূন্য হইয়া আপনাকে প্রকাশমাত্র দেখেন এবং শূন্যের ন্যায় শান্ত হন ॥৮॥

ইতি অষ্টাবক্রগীতায় জ্ঞানাষ্টক নামক একবিংশ প্রকরণ।

শ্রীবীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

কাঙ্গালিনী।

কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে যায়,
জীর্ণবাস মলিনতা মাখা,
শত ছিদ্র তালি দিয়া ঢাকা,
অঙ্গে তা'ও বুঝি না কুলায়!
স্নেহকান্তি গিয়াছে চলিয়া,
অস্থি শুধু রয় আগলিয়া,
প্রাণ আছে সহিতে জ্বালায়।
কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে যায়।

নয়নে অশ্রুর স্রোত ব'য়ে
দুটি রেখা দিয়াছে টানিয়ে
প্রভাহীন কপোলে তাহার,
অধর ভুলিয়া গেছে হাসি
শুধু ধরে অঙ্গারের রাশি—
প্রজ্বলিত হৃদয়-চিতার,
করুণ উচ্ছ্বাস উঠে তায়!
কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে যায়।

ওগো! তার অদৃষ্টের ফলে
স্নেহতট ডুবেছে অতলে,
প্রেমকুঞ্জ গেছে শুকাইয়া,
আশার হেলন গেছে টুটে
আশ্বাসের নীড় ভূমে লুটে,
আদরের নাহি মিষ্ট ছায়া,
অবহেলা ভ্রূকুটি দেখায়!
কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে যায়।

ক্রন্দনেও নাহি ফল তার
কেবা শুনে রোদন তাহার?
শূন্য শুধু দেয় প্রতিধ্বনি!
চূর্ণ বক্ষঃ দীর্ঘশ্বাস ফেলে
মরমে মরিয়া অন্তরালে,
কণ্ঠ হ'তে উঠে না'ক বাণী,
শুষ্কদৃষ্টি শূন্যপানে চায়
অন্তহীন তীব্রবেদনায়
অদৃষ্টের করিয়া ধিক্কার,
চারিধারে হেরে শিখা জ্বলে
অভাবের হোম কুণ্ডানলে,
শিরে আহুতি ভাবি' তার!
অভিশপ্ত জীবন ধরায়,
কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে যায়।

একবিন্দু করুণার তরে
অভাগী বেড়ায় ঘুরে ঘুরে
কি কাতর নয়নে তাকায়!
একবর্ণ আশ্বাসের কথা
শীতল করিবে তার ব্যথা,
সে যে আর কিছু নাহি চায়।
কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে যায়।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

সাপ্তে বাক্।

৫

গ্রামের প্রান্তভাগে এক কুটীরের সম্মুখে বসিয়া তারিণী শণের দড়ি পাকাইতেছিল, সম্মুখে বিপিনকে দেখিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিতে দিতে বলিল "একি দাদাবাবু, তুমি সাঁঝে কোথা থেকে?" বলিতে বলিতে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল "কি হয়েছে দাদাবাবু—মুখ এত ভার ক'রে রয়েছ কেন? বাড়ীর সব ভাল তো?

বিপিন তারিণীর চালা হইতে একগোছা খড় টানিতে টানিতে বলিল একটা কাজ আছে যদি করতে পারিস্, তোর এই চালা ঘরখান কোটা হ'য়ে যাবে।

সোৎসুক দৃষ্টিতে বিপিনের মুখের প্রতি চাহিয়া তারিণী বলিল "করবার—মত হ'লে কেন না পারব! বল কি করতে হ'বে?"

বিপিন। "আর যদি-না পারিস তা হ'লে কি হবে জানিস্? শীতকালে ভাল ক'রে এই খড়ের আগুনে আগুন তাপবি।"

তারিণী। "তা আর জানি না; তোমার কাজে ত্রুটি হ'লে মাথা বেঁচে শুধু যে ঘরের ওপর দিয়ে যাবে এই আমার অনেক ভাগ্যি। তা কি কথাটা শুনি আগে?"

বিপিন তখন একখান ইট টানিয়া লইয়া তারিণীর কিঞ্চিৎ নিকটে গিয়া বসিয়া বলিল "দত্তদের বড় গিন্নির বাপের বাড়ী জানিস্ তো?"

তারিণী। "ওমা তা আর জানিনে? এ গাঁয়ের সকল কুটুম বাড়ীতেই তো আমিই তত্ত্ব তাবাস নিয়ে যাই। বড় গিন্নির বাপের বাড়ীতে সেদিন ও তার ভাইয়ের শ্রাদ্ধের সময় গিয়েছি, তা সেখানে তোমার কি?" বিপিন আর একটু নিকটস্থ হইয়া বলিল "একজন ঝি সেখানে রাখিয়ে দিতে হ'বে। নূতন বউ গেলে তার জন্যে ঝির দরকার হবে তো? তারপর লুকিয়ে তার সঙ্গে দেখা ক'রে যেমন যেমন বলব তাই করাতে হবে; কিন্তু কাজে গাফিলি হ'লে জানবে গ্রাম ছেড়ে পালাতে হ'বে।"

তারিণী। সে কথা আর মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই। আমার বোনঝি কাজ কর্ম ছেড়ে বসে আছে, তাকে সেখানে রাখাতে পারতাম। তা তাকে আনতে যেতে হবে; হাত একেবারে খালি—

হাসিয়া বিপিন বলিল, হাঁ। আমিও তোমায় জানি; তা শুধুহাতে তোমার কাছে আসিনি। আজ এই দশ টাকার নোটখান খালি আছে এই নিয়ে কাজে লাগ, টাকার জন্যে ভাবনা নেই।"

হাত পাতিয়া তারিণী নোট গ্রহণ করিল, বিপিন বলিল "কেমন তবে আমি নিশ্চিন্ত রইলাম?"

গৃহে ঢুকিতে ঢুকিতে তারিণী বলিল "খুব, তুমি জেনে রাখ তোমার কাজ হ'য়ে গেছে,"

৬

এক দুই করিয়া লাবণ্যলতার দীর্ঘ দিন-গণনার শেষ হইলে, একদিন সংবাদ আসিল প্রমোদ পশ্চিম হইতে ফিরিয়া গৃহে আসি-য়াছেন। এই সুদীর্ঘ দিন লাবণ্যর কত উদ্বেগ

কত আশঙ্কায় কাটিয়াছে ; কিন্তু সেই সুদূর প্রবেশে নয়ন-মনোরম দৃশ্যের মধ্যে প্রমোদ কি একবারও লাবণ্যকে স্মরণ করিবার সময় পাইয়াছে ? লাবণ্যর তো আজ মন মানে না, কবে আবার চিরারাধ্যকে একবার চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া সে তৃপ্ত হইবে !

আর প্রমোদ ! সেই যে শান্তিময় পল্লী-গৃহ-প্রাঙ্গনে মূর্ত্তিমতী বনদেবীকে দেখিয়া গিয়াছে, শত সুখে, শত চিন্তায়, শত দৃশ্যের মধ্যেও সেই মধুর মূর্ত্তিখানি অহরহ তাহার অন্তর উদ্ভাসিত করিয়া দীপ্তি পাইয়াছে। জাগরণে সেই স্মৃতি—শয়নে সেই চিন্তা, নিদ্রায় সেই স্বপ্ন বিভোর করিয়া রাখিয়াছে। প্রমোদ যেখানে গিয়াছে সেখানেই লাবণ্যমাখা, যাহা দেখিয়াছে তাহাতেই লাবণ্যমাখা, যাহা ভাবিয়াছে তাহাই লাবণ্যমাখা প্রমোদ বুঝিয়াছে সে এ প্রেম শুধু চোখের নেশা নহে, লাবণ্য তাহার নয়নের আনন্দ—জীবনের আরাধ্য, হৃদয়ের শান্তি। প্রমোদ মনে মনে বলিয়াছে যে "তৃষিত উপাসকের যখন তুমিই একমাত্র গতি তখন হে হৃদয়মোহিনী আমার নয়নে মনে তুমিই সর্ব্বময়ী হইয়া অধিষ্ঠিতা হও ; তোমার চরণে আমার সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দিয়া আমার পূজার সার্থকতা লাভ করি।"

প্রমোদের গৃহ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, শূন্য, আত্মীয়ার মধ্যে একমাত্র পিসিমা ; প্রমোদ তাঁহাকেই আনাইল। জমীদারের একমাত্র বংশধরের বিবাহ, প্রমোদের পিতা-মাতার অবর্ত্তমানতা হেতু যাহাতে কোনও ত্রুটি না ঘটে পিসিমা এমনিই আয়োজন করিতে লাগিলেন। নিকট বা দূর সম্পর্কীয় যে যেখানে ছিল কেহই নিমন্ত্রণে বাদ গেল না। বৃহৎ অট্টালিকা লোকেপূর্ণ হইয়া উৎসবে মাতিয়া উঠিল, শুধু প্রমোদের অন্তরখানিই একখানি নির্জ্জন পল্লীগৃহের চিন্তায় মগ্ন রহিল।

যখন শুভদৃষ্টির সময় চারিচক্ষুর আবার মিলন হইল তখন প্রমোদের অন্তরের দুকূল ছাপাইয়া সুখের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। জন্মাবধি ভাগ্য তাহার প্রতি যথেষ্ট অনুকূল, অপরূপ রূপ, কলঙ্কহীন চরিত্র, তার উপর অগাধ ঐশ্বর্য্য লইয়া সে জগতে প্রবেশ করিয়াছিল ; তার উপর জগতে যাহা একান্ত দুর্লভ, সেই প্রার্থিত প্রণয়াস্পদ লাভে আজ নবীন জীবন অপূর্ব্ব প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াউঠিল। আজ প্রমোদের জীবন যাত্রার পথ পুষ্প সজ্জায় মণ্ডিত হইয়া উঠিল ; আজ জগৎ পূর্ণ, প্রাণ পূর্ণ, চরাচর আজ পূর্ণতায় ভরা।

আর লাবণ্য ! যে দেবতার চরণে তার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া শুধু তাহারই আশাপথ চাহিয়াছিল আজ এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী তার সর্ব্বস্ব আজ সেই মহান্ সিন্ধুতে মগ্ন করিয়া কৃতার্থ হইল। কিন্তু এত সুখেও কেন চোখে জল আসে ? দুঃখ পীড়িত দুর্ব্বল হৃদয় সুখের ভারে এত অবসন্ন হয় কেন ? ওই চরণে আশ্রয় পাইয়াও কি লাবণ্যর চক্ষের অশ্রু শুকাইবে না !

সরোজ যখন প্রমোদের হাতে লাবণ্যকে সমর্পন করিল তখন তাহার দুই চক্ষু কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল, সে দীন হীন দরিদ্র, আর রাজেশ্বরতুল্য প্রমোদ, আজ সে হাত পাতিয়া ভিখারীর দান গ্রহণ করিতেছে ! গদগদ স্বরে সরোজ বলিল ভাই তুমি যে এত দয়া করিবে, ইহা কখনও

মনে স্থান দিতে সাহস করিনি, তোমার মহৎ অন্তঃকরণের এই স্নেহ টুকু যেন চির দিনের জন্য দাবী করতে পারি; এই সাধটুকু যেন ঈশ্বর পূর্ণ করেন।

সব হইল, কেবল নির্ম্মলের আর সইয়ের বিবাহে আসা ঘটিয়া উঠিল না, তবে আইবুড় ভাতের তত্ত্ব না পাঠাইয়া সে কি থাকিতে পারে! তার ভিতরে সে চিঠি দিতেও ভুলিল না। চিঠিতে নানা কথার পরে শেষকালে লিখিয়াছে—"কেমন সই, আমি যাকে ধরে দিয়েছিলাম তাকেই পেলি কি না? দেখিস্ ভাই সুখের দিনে যেন সইকে ভুলিস্‌নে, তোর দুঃখের দিনে গলাধরে কেঁদেছি, এবার কবে তোর সার্থকতার হাসি ভরা মুখে তোর সুখের গল্প শুনব, সেই আশায় পথ চেয়ে রইলুম, ভাই তুই চির সুখী হ শুধু এই মাত্র কামনা করি।"

যখন সেই আজন্মের গৃহ হইতে বিদায়ের সময় আসিল তখন লাবণ্য প্রাঙ্গনের ধূলার উপর পড়িয়া স্বর্গগত পিতাকে স্মরণ করিয়া বুক ফাটা কান্না কাঁদিতে লাগিল. কে আজ সান্ত্বনা দিবে; সকলেরই চক্ষু অশ্রুতে অন্ধ হইয়া আসিল।

"দেখ্ প্রমোদ, অনেক সুন্দরীকে ফুলের গহনায় সাজতে দেখেছি কিন্তু আজ যেরূপ দেখলাম, এমন কখন দেখিনি; তোর কি বরাত ভাই!"

বন্ধুর কথায় সলজ্জ হাসি হাসিয়া প্রমোদ বলিল "তোমার সবই বাড়াবাড়ি"।

"না ভাই আজ চক্ষু জুড়িয়ে গেল।" পরে বন্ধুকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া বলিল "তুমি চিরসুখী হও।"

সেদিন ফুলশয্যা, প্রমোদের বন্ধুরা ফুলের গহনা আনিয়া লাবণ্যকে সাজাইয়াছে। প্রমোদের শয্যাগৃহখানিও ফুল দিয়া সাজাইয়াছে।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমোদ আহ্লাদ করিয়া বন্ধুরা বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে প্রমোদ শ্রান্তদেহে উদ্যানের একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। তখন প্রায় অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইয়া গিয়াছে, মাথার উপর পূর্ণচন্দ্র রজত কিরণরাশি বর্ষণ করিতেছিল, সেই মধুর জ্যোৎস্নাধারায় বৃক্ষলতা পৃথিবী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইতেছিল; চারিদিকে স্ফুটিতকুসুমরাশি স্বর্গীয় সৌরভে অন্তরে মধুর আবেশের স্বপ্ন রচনা করিতেছিল; প্রমোদের নবপ্রেমোদ্ভাসিত হৃদয় আপনা বিস্মৃত হইয়া সেই সৌন্দর্য্যের মাঝখানে একখানি অপূর্ব্ব রূপপ্রতিমা স্থাপন করিয়া তাহারই ধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়িতেছিল। সে রূপের ধ্যান কি তৃপ্তিকর! কি মোহকর! লাবণ্য! সুধাময়ী লাবণ্য! তোমার স্মরণমাত্রেই কত সুখ! পুলকবিহ্বলতায় দেহ মন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, তোমার স্পর্শসুখ না জানি আরও কি মধুর!!

বারান্দার উপর হইতে দাসী ডাকিতে লাগিল, "বাবু! মা ভিতরে ডাকিতেছেন"। "প্রমোদের পিসিমাই গৃহকর্ত্রী লোকজন তাঁহাকেই মাতৃসম্বোধন করে"।

"পিসিমাকে বল আমি যাচ্ছি", বলিয়া প্রমোদ বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যে সোফার উপর লাবণ্যকে বসাইয়া বৌ দেখান হইয়াছিল তাহার উপর লাবণ্যর সিল্কের রুমালখানি পড়িয়াছিল, প্রমোদ সযত্নে সেখানি তুলিয়া লইয়া একবার চুম্বন করিল তারপর

বুকের কাছে একবার চাপিয়া ধরিয়া ভাঁজ করিতে গিয়া দেখিল কোনে কাগজের মত ক্ষুদ্র একখণ্ড কি বাঁধা রহিয়াছে,—খুলিয়া সেটা লইয়া একবার গৃহে প্রবেশ করিল। লাবণ্যকে আজ প্রথম দিনে উপহার দিবে বলিয়া প্রমোদ নিজে একজোড়া ব্রেসলেট্ আনাইয়াছিল সেটি বাহিরের ড্রয়ারেতেই লুকাইয়া রাখিয়াছিল; ব্রেসলেট জোড়া বাহির করিতেই উজ্জ্বল আলোকে স্বর্ণ ও হীরকজ্যোতি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল; সেই উজ্জ্বল নবনীতকোমল সুগোল বাহুদুটি প্রমোদের চক্ষে ফুটিয়া উঠিল, প্রমোদ ভাবিল লাবণ্যর হাতের উপযুক্তএ জোড়াও হয় নাই; সহসা প্রমোদের মনে কৌতূহল হইল লাবণ্যর রুমালে বাঁধা কাগজটুকুতে কি লেখা আছে দেখি!" আলোর নিকট কাগজটুকু মেলিয়া ধরিতেই প্রমোদের দীপালোকিত গৃহ সহসা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল, দুই হাতে মাথা ধরিয়া সে সোফার উপর লুটাইয়া পড়িল। সেই ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড একখানি পুরুষের হস্ত লিখিত পত্র! তাহাতে লেখা ছিল—

"লাবণ্য! যেদিন তুমি আমার বক্ষঃশূন্য করিয়া প্রমোদের সহিত চলিয়া গেলে, সে দিন আমি সমস্ত পৃথিবীই অন্ধকারময় দেখিয়াছিলাম; তুমি যে ঐশ্বর্য্যবান স্বামী পাইয়াও আমায় স্মরণ করিবে সে আশা আর করি নাই। কিন্তু প্রাণাধিকে, তোমার অমৃতময় স্মরণলিপি আমার মৃতদেহে জীবন দান করিয়াছে, আমি বুঝিয়াছি আমাদের এ প্রেম জীবন থাকিতে অবিনাশী, দাস আজ্ঞানুসারে দ্বারে উপস্থিত, যখনি স্মরণ করিবে তখনি চরণে উপস্থিত হইব। "একান্ত তোমারি—"

পত্রে লেখকের নাম নাই; পত্রপাঠে প্রমোদ স্তম্ভিত হইয়া গেল। একি লাবণ্যর নামের পত্র? না, তাহার ভুল হইয়া থাকিবে। কি পড়িতে সে কি পড়িয়াছে, আজ তো আনন্দে তাহার মন নিতান্তই চঞ্চল হইয়া আছে, সব তাতেই লাবণ্যর কথাই মনে আসিতেছে, তাই পত্রেও লাবণ্যরই নাম দেখিয়াছে। প্রমোদ পুনরায় আলোর নিকট ধরিয়া বারবার ভাল করিয়া পত্রটুকু পড়িল। আর সংশয়ের কি আছে?"

শেষে ভাগ্যে এই ছিল! কত সাধে কত আশায় যে লাবণ্যকে বক্ষে ধরিতে ছুটিয়াছিলাম, সেই লাবণ্য কালসাপ হইয়া বক্ষে দংশন করিল! এই নাগহার বক্ষে ধরিয়া এত আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলাম? লাবণ্য! লাবণ্য! ওই অমরলাঞ্ছিত রূপের আবরণে এত হলাহল লইয়া আমায় বঞ্চনা করিলে? হা ভগবান্, তোমার মনে এই ছিল! "প্রমোদের চিন্তার শক্তিও লোপ হইয়া আসিতে লাগিল, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতের ন্যায় প্রমোদ সেখানে পড়িয়া রহিল।

প্রমোদের বিলম্ব দেখিয়া পিসিমা নিজে বাহিরে আসিলেন। "একি প্রমোদ! তুই এখানে শুয়ে ঘুমুচ্ছিস্? এদিকে রাত যে ব'য়ে যায়; উঠে আয় "বলিয়া পা ঠেলিয়া ডাকিলেন।

তেমনি ভাবে মুখের উপর হাত রাখিয়া প্রমোদ উত্তর করিল "পিসিমা! আমি উঠ্‌তে পাচ্চিনে, ভয়ানক মাথায় যন্ত্রণা হচ্চে।" ভীতিব্যাকুলকণ্ঠে পিসিমা বলিলেন "দেখি জ্বর নয় তো?" করতলে দেহস্পর্শ করিয়া

বলিলেন "না ভয় তো নয়! আমার হাত ধ'রে উঠে আয় প্রমোদ, ঘরে গিয়ে শুবিচল।" কাতরস্বরে প্রমোদ বলিল "না পিসিমা আমার এখানেই একটু ঘুমুতে দাও, যে রকম যন্ত্রণা, উঠ্‌লে মূর্চ্ছা হ'তে পারে।"

হায়! তাহার গৃহ! সে স্বর্গের স্বপ্ন যে মুহূর্ত্তে মিশাইয়া গিয়াছে!

পিসিমা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁরে তবে ডাক্তার আন্‌তে বল্‌ব?

প্রমোদ। "না গো আমায় আর কিছু না।"

বিষণ্ণবদনে পিসিমা চলিয়া গেলেন।

এ জ্বালা উপশম করে এমন ডাক্তার কেহ আছে কি? প্রমোদের যে বুকের কলিজা ফাটিয়া যায়! এ বিষের জ্বালা কে কমাইতে পারে?

বাটীর সকলেই যখন আপন আপন শয্যায় গিয়া স্থান লইল তখন লাবণ্য ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবু কোন ঘরে আছেন ঝি জানো?"

ঝি। "কেন গা বৌ-দিদি?"

অনুনয় স্বরে লাবণ্য বলিল "কেমন আছেন একবার দেখে আস্‌ব।"

অধরে তাচ্ছীল্যের হাসি হাসিয়া চোখ ঘুরাইয়া ঝি উত্তর দিল "তুমি যাবে? কি কথা মা! তুমি কি ভেবেছ বাবুর সত্যি অসুখ হয়েছে? পাড়াগাঁয়ের ভাল মানুষের মেয়ে, তুমি এ সব জান্‌বেই বা কোথা থেকে, ওসব বড় মানুষের রোগ বৌ-দিদি। ও তুমি কি দেখ্‌তে যাবে?"

অবাক্ হইয়া ঝির মুখের দিকে চাহিয়া লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল বড় মানুষের রোগ আবার কি?

ঝি। "তাও বল্‌তে হবে! সেদিন সন্ধ্যেবেলায় একপাল মিন্সে এসেছিল? সেইগুলোকে নিয়ে মদ খেয়ে মাতামাতি ক'রে এখন বেহুঁস হ'য়ে পড়ে আছেন; হয় তো সে মাগীটাও সেইখানেই আছে। ঘরের লক্ষ্মী তুমি সেখানে কোথায় যাবে?"

একি! এসব ঝি বলে কি! সেই শিব-কান্তি করুণার আধার, দেবপ্রতিম স্বামী, ঝি তাঁর একি চরিত্র ব্যাখ্যা করে?

ব্যথিতা লাবণ্য মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল "কি বল্‌ছ ঝি? আমি তোমার কথা বুঝতেই পাচ্ছিনে। আমি ওঁর কথা বল্‌ছি, পিসিমা ওঁর অসুখের কথা ব'লে গেলেন শুন্‌লে না?"

ঝি। আমিও তো সেই কথাই বল্‌ছি, ধন্যি তোমার বুকের পাটা মা! সেই মাতালের কাণ্ডের ভেতর তোমার যেতে সাধ্যি থাকে যাও; আমরা তো বাপু ইজ্জত খোয়াতে পারি না।

"উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া ঝি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লাবণ্য ধীরে ধীরে মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। হায় সুখ!

পরদিন প্রমোদের শয্যাত্যাগ করিতে অনেক বিলম্ব হইল লাবণ্য অন্তরে অন্তরে স্বামীর সংবাদের জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেও মুখ ফুটিয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? ঝির কাছে একবার যেরূপ কথা শুনিয়াছে সত্য হউক মিথ্যা হউক তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা খাইতে ইচ্ছা নাই। লাবণ্য ব্যাকুল হইয়া দমুচ কাটাইতে লাগিল।

পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন এখন যন্ত্রণা কি রকম বোধ হচ্চে প্রমোদ ?"

প্রমোদ। "ভাল নয় পিসিমা! মাথার যাতনার জন্যে যেমন কষ্ট হচ্চে ভাবনাও তেমনি হ'চ্চে, আজই কল্‌কাতা চ'লে যাব ভাবচি।"

উৎকণ্ঠিতা পিসিমা বলিয়া উঠিলেন "এই অসুখ নিয়ে তোকে একলা তো যেতে দিতে পারিনে, যদি তোর যেতে হয় আমিও সঙ্গে যাব।"

প্রমোদা। "তুমি গেলে বাড়ীতে কে থাকবে? যাঁরা এসেছেন তাঁরা তো আজই যেতে চাচ্চেন।"

পিসিমা! "সেই যা এক ভাবনা, তা আমরা তো আর সেখানে বাস করতে যাচ্চিনে, ডাক্তার দেখিয়েই চ'লে আসব। লোকজন তো সব রইল; আমিই বা আর এখানে কদিন, নিজের বাড়ীতে লাবণ্য একা থাকবে তার আর কি ভাবনা।"

প্রমোদ। "তুমি সঙ্গে গেলে ভালই হয়; যাও তো তোরের হ'য়ে নাও, আমি কিন্তু আজই যাচ্চি।"

সেই দিনই প্রমোদ কলিকাতায় রওনা হইল।

যাত্রার অব্যবহিতপূর্ব্বে পিসিমা একবার প্রমোদকে ডাকিয়া বলিলেন, যাবার আগে লাবণ্যকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ব'লে আর না, যেন সাবধানে থাকে, ছেলেমানুষ একলাটি রইল"। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া প্রমোদ উত্তর করিল, আমার বলবার কিছু দরকার নাই। মনে মনে ভাবিল কি চিতার আগুন বুকে সাজিয়েছি তুমি কি বুঝবে পিসিমা! আজ সেই জ্বালাতেই এ-ঘর ছেড়ে পালাতে যাচ্চি। জানি না এ জীবনে আর কখনও শান্তি পাব কি না!"

পিসিমা ভাবিলেন লজ্জাবশে প্রমোদ বধূর সহিত সাক্ষাৎ করিল না। মনে মনে পিসিমা বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।

লাবণ্য জানলার ধারে দাঁড়াইয়া প্রমোদের গমনোদ্যোগ দেখিতেছিল যখন প্রমোদ গাড়ীতে উঠিয়া বসিল তখন স্বামীর প্রতি চাহিয়া অভাগিনীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল, হা ভগবান লাবণ্য যে ওই চরণে সব সঁপিয়াছে, আর কিছু না হউক শুধু যেন সেবিকার অধিকারটুকুও তাহার থাকে। গাড়ী ফটক পার হইয়া চলিয়া গেল; লাবণ্য তখনও পথের ধারে চক্ষু রাখিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

পিছন হইতে ঝি ডাকিল, "তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছ বৌ-দিদি! চুল বাঁধবে কাপড়কাচবে চল?

"বিষণ্ণ বদনে লাবণ্য উত্তর দিল "না ঝি বড় মাথা ধরেছে, আজ আর চুল বাঁধব না।"

একটু মুচকি হাসিয়া ঝি বলিল "সেই থেকে কাঁদচ তা আর মাথা ধরবে না? চুল বেঁধে সিঁদুর পর, বাবু আজ বাড়ী থেকে গেলেন তাঁর যে অকল্যাণ করা হবে। বেশী দিন তো আর সেখানে থাকবেন না, তার জন্যে অত কাতর হচ্চ কেন? হ্যাগা বৌ-দিদি বাবু কদিনে ফিরবেন, ব'লে গেলেন?"

লাবণ্য মৃদু স্বরে উত্তর দিল "কি জানি আমায় তো কিছু বলেননি।

"ঝি আশ্চর্য্যের ভান করিয়া আপন মনে

বলিতে লাগিল "ওমা যাবার সময়েও একটা কথা কইলে না? কি প্রবৃত্তি গা! ভেবেছিলাম এমন সোনার প্রতিমে এনে বাবু এবার ঘরবাসী হবে, তা হ'লনা এখনও সে থিয়েটার ওয়ালীর ওপর এতটান!

লাবণ্য তীব্রস্বরে বলিল "কি বল্‌ছ ঝি?"

ঝি। "কিছু না মা নিজের মনেই দুটো কথা কচ্চি।"

লাবণ্য তেমনি রুক্ষস্বরে বলিল "তোমায় বারণ ক'রে দিচ্চি ঝি যখন তখন তুমি আমার কাছে অমন ক'রে বাবুর কথা ব'লো না।" লাবণ্য, মুখ ফিরাইল ক্রোধে দুঃখে চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

বক্র হাসি হাসিয়া ঝি মৃদুস্বরে বলিল "দেখে বাঁচিনে, এ সোহাগ রাখ্‌চিনে।"

ক্রমশঃ

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

ব্যথা।

হায়! পরাণে আমার ব্যথা দিয়ে সে যে-
চলে গেল।
শুধু করুণ সুরের গানগুলি মোর-
হৃদয়ের মাঝে র'য়ে গেল।
সেই হাসি ভরা মুখখানি,
সেই সুধামাখা মধু বাণী,
মোর সুখভরা এই হৃদয় মাঝারে-
বেদনার স্মৃতি রেখে গেল।
হায়! পরাণে আমার ব্যথা দিয়ে সে যে-
চলে গেল।

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দুর তীর্থ নিচয়।

হাজো।

হাজো আসামস্থিত কামরূপ জেলায় অবস্থিত। বৌদ্ধ ও হিন্দু নির্ব্বিশেষে সকলেই এখানে তীর্থ করিতে আইসে। স্থানটী একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড়টীতে উঠিবার জন্য সিঁড়ি আছে। প্রবাদ এইরূপ যে উষো নামক জনৈক ঋষিদ্বারা মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। পরে মুসলমানগণ মন্দিরটীকে ভগ্ন করে। মন্দিরটীতে বিষ্ণুর নরসিংহমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কুটিয়াগণ ইহাকে বৌদ্ধমূর্ত্তি ভ্রমে পূজা করিয়া থাকে। মন্দিরটী পরিচালনার জন্য দ্বাদশ সহস্র ব্রহ্মত্রজমি আছে। মন্দিরে নর্ত্তকীর দলও দৃষ্ট হয়। আসামের অন্যান্য মন্দিরে নর্ত্তকীর প্রথা দৃষ্ট হয় না। পাহাড়ের পশ্চিম দিকে যেখানে Deputy Commissioner এর বাঙ্গলা আছে তথায় আরও তিনটী মন্দির অবস্থিত। পরন্তু সেগুলি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্ত্তী উমানন্দ নামক স্থানে অশ্বক্রান্তার মন্দির আছে। সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে চড়িতে হয়। প্রবাদ এইরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে লইয়া এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার

অশ্বের খুর দ্বারা যে সকল গর্ত্ত হইয়াছিল তাহা অদ্যপিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তটের সন্নিকটে যে ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। পাছে রুক্মিণীকে কেহ দেখিতে পায় এই আশঙ্কায় উক্ত দ্বীপের আড়ে তিনি রুক্মিণীকে স্নান করান। স্নান ঘরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উগ্রতারার মন্দির ও পুষ্করিণী আছে।

চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ পাহাড়টী চট্টগ্রামে অবস্থিত। চট্টগ্রাম সাধারণতঃ চিটাগং নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চিটাগং সহরের ২৩ মাইল দূরে সীতাকুণ্ড অবস্থিত। চট্টগ্রামে পর্ব্বত নাই পরন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। তন্মধ্যে সীতাকুণ্ড নামক পাহাড়টীই সর্ব্বোচ্চ এবং পবিত্র। সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথের অপর একটি নাম। ইহার উচ্চতা ১১৫৫ ফিট। এই পাহাড়ে দুই প্রকারের প্রস্তর দৃষ্ট হয়—একটী আগ্নেয় ও সছিদ্র এবং অন্যটী কঠিন। শেষোক্তটীতে লৌহের অংশ আছে। উক্ত প্রস্তরদ্বয়ের মধ্যে কোনটীই বহল পরিমাণে দৃষ্ট হয় না। সীতাকুণ্ডে একটী প্রস্রবণ আছে। এইটীই তীর্থযাত্রীর পক্ষে পরম পবিত্র। ভারতের প্রায় সকল স্থান হইতেই লোকে এখানে তীর্থ করিতে আইসে। প্রস্রবণটী উষ্ণ। শুনা যায় যে ইহাতে কেরোসিন তৈলও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত লবণের প্রস্রবণও দেখা যায়। ইহা লবণাক্ষ নামে খ্যাত। চন্দ্রনাথের উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে উক্ত প্রস্রবণটী অবস্থিত। ইহাও হিন্দুদিগের একটি পবিত্র তীর্থ। প্রবাদ এইরূপ যে সীতাকুণ্ডে রামচন্দ্র ও শিব উভয়েই সমাগত হইয়াছিলেন। লোকদিগের বিশ্বাস যে শিব এই স্থানটীতে বাস করেন। সেই বিশ্বাসের জন্য শিব-চতুর্দ্দশীর দিনে এখানে একটী মেলা হয়। যাত্রীগণ অধিকারীদিগের বাটীতে থাকিবার জন্য স্থান পায়। অধিকারীগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইহারা বঙ্গদেশে স্বীয় স্বীয় চর প্রেরণ করে। সেই চরেরা লোকদিগকে চন্দ্রনাথ দর্শন করিবার জন্য প্ররোচনা দেয়। শিব-চতুর্দ্দশীতে প্রত্যেক অধিকারীর তিন চার হাজার টাকা লাভ হইয়া থাকে। লোকজনকে বাটীতে রাখার জন্য যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্ব্যতীত যাত্রীরা পূজার জন্য যাহা কিছু দেয় তাহাও অধিকারীদিগের প্রাপ্য। তবে তাহাদিগকে মহান্তকে কিছু কর দিতে হয়। শিব চতুর্দ্দশীর মেলাটী প্রায় দশ দিন থাকে। প্রায় বিশ সহস্র লোক মেলা দেখিতে আইসে। চৈত্র এবং অগ্রহায়ণ মাসেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলা হয়। তদ্ব্যতীত প্রতি সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণেও মেলা হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলায় ২ হইতে ১০ সহস্র লোক জমা হয়। প্রবাদ এইরূপ যে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে আরোহণ করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। পাহাড়ের উপরিভাগে একটি শিবলিঙ্গ অবস্থিত। চন্দ্রনাথ, বর্হ্নিকুণ্ড ও লবণাক্ষের চতুর্দ্দিকে অনেক মন্দিরই আছে। বর্হ্নিকুণ্ডটী চন্দ্রনাথ হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। লবণাক্ষও চন্দ্রনাথ হইতে সমদূরবর্ত্তী। এই স্থানত্রয়ে তীর্থসেবীগণ সমাগত হয়েন।

বৈশাখ মাসে সূর্য্য পূজার জন্য হিন্দুগণ ভাইতপুরায় গমন করে। জ্যৈষ্ঠ মাসে

বৌদ্ধগণ রাওজান থানার অন্তর্গত মহামুনির মন্দিরে সমাগত হয়। চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে বৌদ্ধগণ চন্দ্রনাথ পাহাড়ে যাইয়া পূজা করে। এইস্থানে গৌতমের দেহ মৃত্যুর পর ভস্মীভূত হয়। বৌদ্ধগণ মৃত আত্মীয়বর্গের অস্থি লইয়া আসিয়া গৌতমের একটি পূতগর্ত্তে জমা করে।

ব্রহ্মপুত্র তীর্থ।

হিন্দুদিগের পক্ষে ইহা অতি পবিত্র তীর্থ। এইখানে জমদগ্নি মহর্ষির পুত্র পরশুরাম মাতৃ-হত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন। পরশুরাম ব্রাহ্মণবংশীয় রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার কুলের বিবরণ এইরূপ—ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি ভৃগু। ভৃগুবংশে চ্যবন জন্মগ্রহণ করেন। চ্যবনের পুত্র প্রমতি। প্রমতির পুত্র রুরু। ইঁহারা ব্রাহ্মণ কিন্তু এক এক দেশের রাজা ছিলেন। ঐ বংশে ত্রেতাযুগে ঋচীকের উৎপত্তি হয়। ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি। ইনি কার্ত্তবীর্য্য নামে ক্ষত্রিয়-রাজাকর্ত্তৃক কামধেনুর জন্য হত হন। ঐ জমদগ্নি চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় গাধিরাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। রেণুকার গর্ভে পরশুরামের জন্ম হয়। এতদ্ব্যতীত আরও ২১জন পরশুরাম আছেন। পরশুরাম ক্ষত্রিয় বধে প্রতিজ্ঞা করিয়া একবিংশতিবার কিশোর ক্ষত্রিয় নাশ করেন। পরশুরাম নিজ সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বত গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া তপোধর্ম্মে সংলগ্ন হন। তাঁহার সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে তদ্রাজধানী দিনাজপুর, বাণাসুর অধিকার করিয়া লয়।

ব্রহ্মপুত্র পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রের ষাট মাইল পূর্ব্বে মেঘনানদ নাম ধারণ করিয়াছে। যেখানে লোহিত নদীর সহিত ইহার সঙ্গম হইয়াছে সেই স্থান হইতেই ইহাকে ব্রহ্মপুত্র বলে। ব্রহ্মপুত্র নদের তটে ভিক্রগড়, তেজপুর, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া ইত্যাদি প্রসিদ্ধ সহর অবস্থিত।

চিলমার ঘাটে চৈত্র শুক্লাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র স্নানের মেলা হয়, কিন্তু যে বৎসর চৈত্রমাসে বুধ এবং অষ্টমী একদিনে পড়ে সে বৎসরে যাত্রীর সংখ্যা অধিক হয়। চিলমার ঘাটে যাত্রীগণ একরাত্রি বাস করে এবং পরে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে না।

এখানে যাইতে হইলে পার্ব্বতিপুর জংশন হইতে ৩৩ মাইল দূরে তিষ্টানদী তটে কৌলিয়া নামক স্থান পর্য্যন্ত রেলপথে যাইতে হয়। পুনরায় কৌলিয়া হইতে ৬মাইল তিষ্টাগ্রাম পর্য্যন্ত ষ্টীমারে যাইতে হয়। এই গ্রাম হইতে ১৬ মাইল দূরে কুরীগ্রাম এবং ২৬ মাইল দূরে ব্রহ্মপুত্র নদীর তটে যাত্রাপুর। তিষ্টা হইতে যাত্রাপুর পর্য্যন্ত রেলগাড়ী পাওয়া যায়।

পরশুরাম-কুণ্ড।

এই পবিত্র স্থানটী আসামে অবস্থিত। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উত্তর সীমা যেখানে ব্রহ্মপুত্র নদী আসামে প্রবেশ করিয়াছে তথায় পরশুরামকুণ্ড আছে। কোন সময় এই কুণ্ডটী ব্রহ্মকুণ্ড নামে অভিহিত হইত। কুণ্ডটী চতুর্দ্দিকে পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। ব্রহ্মপুত্রের ধারাটী পূর্ব্ব উত্তর হইতে কুণ্ডের নিকটে আসিয়াছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে ব্রহ্মপুত্রের তটটী ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং পুনরায় তাহা আসাম

ক্ষেত্রে পুনঃ দেখা দিয়াছে। এই জন্যই ইহা ব্রহ্মপুত্র নামে খ্যাত।" ব্রহ্মকুণ্ডের সন্নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদীকে দেবপাণি বলে এবং কিঞ্চিৎ নিম্নে উহা ব্রহ্মপুত্র নামে খ্যাত। কুণ্ডটী নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। কুণ্ডের নিকটে একটী গুহা আছে। এই গুহার অভ্যন্তরে একটী এবং বাহিরে দুইটী ঝরণা অবস্থিত। ব্রহ্মকুণ্ড বা পরশুরাম কুণ্ডের জল অত্যন্ত শীতল। এখানে বহুদূর হইতে সাধু সন্ন্যাসীরা আসিয়া কুণ্ডে স্নান করিয়া থাকেন।

প্রবাদ এইরূপ যে পরশুরাম ২১ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে আগমন করতঃ পরশু ত্যাগ করিয়া তপস্যা করণান্তর বিষ্ণুত্ব লাভ করেন। সেই সময় হইতে কুণ্ডটী পরশুরাম কুণ্ড নামে খ্যাত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক দৃশ্যে স্থানটী অতীব মনোরম। আসাম যাত্রীদিগের নিকট আমার নিবেদন এই, তাঁহারা স্থানটী যেন অবশ্য পরিদর্শন করেন।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

গানের স্বরলিপি।

সিন্ধু ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া!
কোন সাগরের পার হতে আনে
কোন সুদূরের ধন!
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।
পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কেগো তুমি, কার
হাসি কান্নার ধন।
ভেবে মরে মোর মন,
কোন সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র
কি মন্ত্র হবে গাওয়া।

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

২ ৩ ১
[রগা গা -গা]
I[সা রা -রা। রা গা -গা। গমা পধা মপা। পমা গা গা I
অ ম ল ধ ব ল • পা • • • লে লে গে ছে

২ ৩ ১
I গা -মা মা। মা পগা রা। গা -পা -রা। -গঙ্কা -পা -া I
ম ন্ দ ম ধু র হা • ও য়া • • •

২ ৩ ১
I (মা গা গমা। -পধা ধা পা। গপা মগা রসা। -সা -া -রা I
গে খি না • • ই ক ভু • গে খি • না • • • • ই

২ ৩ ১
[পা গা -া]
"I রা গা গা। রা রা পা। মা -া -গা। রগা সা রা) I
এ ম ন ত র ণী বা • ও • য়া • •

২ ৩ ১
I গা -র্সা র্সা। না না -না। না -না না। না র্সনা ধা I
কো ন সা গ রে র পা র হ তে • আ নে

২ ৩ ১
(ধা -া -া)
I না -র্সা না। র্রা র্সা -নধপা। ধা -া -া। -পমা -গরা -গা I
কো ন সু দূ রে • • র ধ ন

২ ৩ ১
I ধা ধপা ধপা। পা ধা -পা। ধা -া -া। -া -া -া I
তে সে • যে • তে চা ন্ ম • ন

২ ৩ ১
I ধা ধা ধা। পঙ্কা পা -পা। পা -পা মা। গা রসা -রা I
কে লে যে তে • চা য় এ ই কি না রা • য়

২ ৩ ১
I রা -গা গা। গপা মা -রা। গা -মা পা। গঙ্কা -পা -া I ( )
স ব চা ও য়া স ব পা • ও য়া • • •

২ ৩ ১
I গা গা গা। পা গা ঙ্কা। পা পা ধা। ধা ধা -ধা I
পি ছ লে ক রি ছে ঝ র ঝ র জ ল

I ২ ধা ধা ধা। ৩ ধণধা ধা ধা। ০ পক্ষা -া -পা। ১ ধা -া -া I (ধা -া -া) I
ও ক ও ক০০ দে ঘা ডা০ ০ ০ কে০ ০ কে ০ ০

I ২ গা ধা ধা। ৩ পা পা পা। ০ গপা পক্ষা ধা। ১ গা রা -সা I
মু খে এ সে প ড়ে ০অ ক০ ণ কি র ণ

[গমা গরা]

I ২ সা -রা রা। ৩ গা পা -পা। ০ পপা মমা রা। ১ ও গো গা -া -া I
ছি ০ ০ মে খে র কাঁ০ ০০ ০ কে ০ ০

I ২ গা -র্সা -র্সা। ৩ না না নর্রর্সা। ০ ণা ণা ধণা। ১ -ধা ধা ণা I
কা ন্ ডা রী কে গো০০ তু মি কা র হা সি

I ২ ণর্সা -ণধা -পা। ৩ র্-া র্সা -ধপা। ০ ধা -া -া। ১ -া -া -া I
কা০ ০০ ০ ন্ না ০র ধ০ ০ ০ ০ ন

I ২ ধা ধণা ধণা। ৩ ধা পা -ধা। ০ ধা -া -া। ১ -া -া -া I
ভে বে০ ম০ রে মো র ম০ ০ ০ ০ ন

I ২ গপা -ধা ধা। ৩ পক্ষধা ধা পগধা। ০ গা পা মা। ১ গা -রগা -সা I
কো০ ন সু রে০০ আ ০০ জ ধা বি বে ষ ০ন্ ত্র

I ২ রা গা -গা। ৩ গা মা রা। ০ গা -া পা। ১ গা -া পা II ( )
কি ম ন্ ত্র হ বে গা ০ ও মা ০ ০

এই গানটির স্বরলিপি অন্যের দ্বারা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হয়েছিল।* পূর্ব্বের স্বরলিপি ও আমারকৃত আধুনিক স্বরলিপিতে প্রভেদ আছে। কেন না কোনও একদিন গানরচয়িতা মহোদয় স্বয়ং যখন এ গানটির আলাপ আরম্ভ করেন, আমার সৌভাগ্য বশতঃ আমি তথায় উপস্থিত থাকাতে, তাঁহার তখনকার সুর ও তাল হুবাহুব আয়ত্ত করেছিলাম। আজ সেই অনুযায়ী স্বরলিপি তৈয়ারি করিলাম। বলাবাহুল্য ভাবুক কবিগণ ভাবের বশবর্ত্তী হয়ে, সময় সময় বিভিন্ন সুরে, নিজেদেরই রচিত গান আলাপ করে থাকেন। সে জন্যই এ গানটি বিভিন্ন আকারে স্বরলিপিতে পরিণত হল। সুতরাং আমি যে কবির বিশেষ একটা বাঁধা সুরের পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছি, সে দোষে দোষি হতে পারি না বলে আমার যেন মনে নেয়!

শ্রীমোহিনী সেন গুপ্তা।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একবৎসর অতীত হইলে অধম বাছুর-গুলিকে বিক্রয় করিয়া কেবলমাত্র উত্তম বাছুরগুলি রাখিবে। যে সকল শিশুগুলি দুইবৎসরের হইয়াছে তাহাদিগকে উত্তম চরাই এবং জল দিবে। তাহারা পেট ভরিয়া না খাইতে পারিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

বকনা আড়াই বৎসরের হইলে গর্ভধারণ করিবার উপযোগী হয়। যাহারা উত্তমরূপে আহার পাইয়াছে তাহারা আরও শীঘ্র গর্ভিনী হয় কিন্তু তাহাদিগকে ষাঁড়ের নিকট হইতে দূরে রাখিবে। যদি অল্প বয়সে ষাঁড়ের নিকট লইয়া যাওয়া হয় তবে অধম অপত্য জন্মিয়া থাকে, দুগ্ধও স্বাধীরূপে কমিয়া যায় এবং গাভীও অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়। আড়াই বৎসর বয়সে বকনাগুলির দুইটি দাঁত বাহির হয় এবং এই সময়ে তাহাদিগকে ষাঁড়ের নিকট যাইতে দিবে, তাহা হইলে তাহারা তিন বৎসরের কিছু উপরেই সন্তান প্রসব করিবে। মহিষের চারিটী দাঁত উঠিলে এবং সে চারি বৎসরের হইলে অপত্যোৎপাদনের সময় আইসে। গর্ভাবস্থা সাড়ে নয় মাস থাকে।

মহিষশিশুরা একটু বিলম্বে গর্ভধারণ করিবার উপযুক্ত হয়। তাহাদিগের গর্ভধারণের উপযুক্ত বয়স তিন বৎসর। চতুর্থ বৎসরে তাহারা অপত্য প্রসব করে। গাভীই হউক বা মহিষই হউক বকনা হইতে এঁড়েগুলিকে দূরে রক্ষা করিবে। মহিষেরা গরুর ন্যায় লাঙ্গল টানিতে পারে না বলিয়া কোন চাষী মহিষের এঁড়ে চাষের জন্য ক্রয় করে না। মহিষেরা কেবলমাত্র শকট টানিতে পারে।

এঁড়েগুলি সাড়ে তিন বৎসরের হইলে যখন তাহাদিগের চারিটী দাঁত উঠিবে তখন তাহাদিগকে খাসি করা উচিত। এই সময়ে অথবা অনতিবিলম্বে খাসি করিলে তাহাদিগের বৃদ্ধির কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না। বস্তুতঃ যদি তাহারা উত্তমরূপে আহার পায়, তবে তাহারা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিলম্বে খাসি করার দোষ এই যে এঁড়েগুলিকে বকনার সঙ্গ হইতে দূরে রাখা সুকঠিন এবং তাহারা যদি একবার বকনার স্বাদ প্রাপ্ত হয় তবে তাহাদিগের স্বাস্থ্য থাকে না।

প্রসব হইবার দুই মাস পূর্ব্ব হইতেই বকনাগুলিকে পূর্ণ দুগ্ধবতী গাভীর আহারের ¾ অংশ দিবে। এই সময় হইতে গোয়ালাদিগকে তাহাদিগের বাঁটে হাত দিতে ও বাঁট টানিতে দিবে নতুবা নবপ্রসূতা বকনা গুড়গুড়ি নিবন্ধন দোহন করিতে দেয় না। এইজন্য পূর্ব্ব হইতেই তাহাদিগকে বাঁটে হাত দেওয়ায় অভ্যস্ত করিয়া রাখিতে হইবে।

বকনা বাছুরগুলিকে খৈল ও ঘোল খাইতে দিবে। তাহাদিগকে যে পরিমাণে মাতৃদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত করিবে সেই পরিমাণে ঘোল খাইতে দেওয়া উচিত। বাছুরগুলিকে দুইবার খাওয়াইলেই যথেষ্ট হইবে কিন্তু যাহারা অত্যন্ত শিশু তাহাদিগকে তিনবার খাওয়াইলেই ভাল হয়। বাছুর এক মাসের হইলেই ঘাস বা চারা খাইতে শিক্ষা করে।

ছয়মাস অতীত হইলে তাহাদিগকে আর মাতৃদুগ্ধ পান করিতে দিবে না। তদবধি তাহাদিগের আহারে কিঞ্চিৎ "চুনি" মিশ্রিত করিবে। দুগ্ধ ছাড়ানর পর বাছুরদিগকে প্রচুর, পুষ্টিকর এবং নির্দ্দোষখাদ্য দেওয়াই বিধি। বাছুরগুলিকে কখনও অল্পাহার বা অনাহারে রাখিবে না কারণ তাহারাই পরে উত্তম দুগ্ধবতী গাভীরূপে পরিণত হইবে। যদি তাহাদিগের একবার "দুগ্ধমাংস নষ্ট হয় তবে তাহার পুনঃপ্রাপ্তি সুকঠিন। ইহাদ্বারা তাহাদিগের বৃদ্ধিও স্থায়ীরূপে বাধা প্রাপ্ত হয়। মহিষশিশুর রক্ষনাই মূল্যবান পদার্থ; এঁড়েগুলি কেবলমাত্র শকট টানিবার কার্য্যে আইসে।

শিশুর দ্বারা অনেক রোগ পালে প্রবিষ্ট হয়। তাহারা এক বৎসরের হইলেই তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে; কেবল-উত্তমগুলিকে রাখিয়া দিবে। যাহাদিগকে রাখিয়া দিবে তাহাদিগকেও তাহাদিগের মাতা হইতে দূরে রক্ষা করিবে।

পশুদিগের দুগ্ধ মাপিবে না পরন্তু ওজন করিবে। কোন্ গাভী বা মহিষ প্রত্যূষে ও সন্ধ্যাকালে কত দুগ্ধ দিল তাহার ওজন খাতায় লিখিয়া রাখিবে। ক্রমশঃ।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৩)

কৌতূহলী মহেশবাবু উট্‌মুখো হইয়া হাঁ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কিন্তু স্মিথ তাঁহাকে কোন কথাই বলিলেন না। ডানহাতে আলোটী তুলিয়া ধরিয়া, বাঁ হাতে নিজের নোট বুকের এক স্থান খুলিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর সাম্‌নে ধরিয়া সস্মিত মুখে বলিলেন "ন্যায় ও ধর্ম্মের নামে অনুরোধ কর্‌ছি, মহাশয় সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমার সাহায্য করুন,—অনুগ্রহ করে দেখুন, হিসাবটী ঠিক হয়েছে?—"

চন্দ্রবাবু নোটবুকের নির্দ্দিষ্ট স্থানটী মনোযোগ দিয়া দেখিলেন। তাঁহার মুখে বিস্ময় চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে মিস্ স্মিথের পানে চাহিয়া তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, স্মিথ বাধা দিয়া বলিলেন "ক্ষমা করুন, আমার প্রশ্নের উত্তর দেন,—ইহা সত্য কি না?—"

তিনি বলিলেন "অবশ্য—বর্ণে বর্ণে,—"

"ধন্যবাদ" বলিয়া স্মিথ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুরসুন্দরের দিকে চাহিলেন। সুরসুন্দর নীরবে অগ্রসর হইয়া তাহার হাতের দোয়াত কলমটি মহেশবাবুর সামনে রাখিল। স্মিথ নিজের নোটবুকখানি মহেশবাবুর সামনে ধরিয়া বলিলেন "মহাশয় অনুগ্রহ করে এতে নাম সই করুন,—"

মহেশবাবু এবার যেন ভড়্‌কাইয়া গেলেন, ভীতভাবে বলিলেন, "কি, ও?"—

স্মিথ ধীরভাবে বলিলেন "মহাশয় এইমাত্র সরলান্তঃকরণে যে সত্যটুকু স্বীকার করেছেন,

—অর্থাৎ ডাক্তার দি, মিত্র যে রিপোর্ট লেখ্‌বার জন্য গৌরবাবুর কাছে আড়াই হাজার টাকা ফিস্ নিয়েছেন—সেটুকু আপনি প্রত্যক্ষ অবগত আছেন, এ কথাটা নোটবুকে টুকে রাখলুম, বলা যায় না ভবিষ্যতে যদি দরকার হয়, আপনি সই করে রাখুন,—"

চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া মহেশবাবু তড়্‌বড়্‌ করিয়া বলিলেন, "ওরে বাস্‌রে—ওরে বাস্‌রে, সে আমি পার্‌ব না!

সুরসুন্দর প্রস্তুত ছিল, সে দৃঢ় মুষ্টিতে মহেশবাবুর হাত টিপিয়া ধরিয়া বলিল "মশায়, আসুন, একজন সরকারী কর্ম্মচারীকে উৎকোচ দানে বশীভূত করার বিষয়ে আপনিও লিপ্ত আছেন,—জানেন আপনিও আইনানুসারে দণ্ডনীয় হতে পারেন—"

ভয়বিহ্বল মহেশবাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্, করিয়া চাহিয়া রহিলেন। স্মিথ বলিলেন "ডাক্তার বাবু, চিকিৎসকের কর্ত্তব্য দায়িত্বে আমি আবদ্ধ, বাদানুবাদে সময় নষ্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সই করুন।"

সুরসুন্দর মৃদুস্বরে বলিল, "এখন অস্বীকার করে বিপদ ডাক্‌বেন না, ঐ ভদ্রলোক চন্দ্রবাবু উনি আমাদের সাক্ষী, জানেন,—আপনি জানেন না বোধ হয়, এ বাড়ীর নবাগত কুটুম্ব ঐ চন্দ্রবাবু—উনি একজন পুলিস সব্‌ইনেস্‌পেক্টার,—"

মহেশবাবু এবার প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। লাল পাগড়ীর নামমাহাত্ম্য মন্ত্রৌষধির কাজ করিল, যোড় হাতে ব্যাকুল ভাবে বলিলেন তবে, তবে,—তবে—"

চন্দ্রবাবু অগ্রসর হইয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন "আপনার ভয় নাই, সই করে রাখুন, যদি পুলিস কেস থেকে দায়রা সোপ্‌রদ্দ হয়, আপনার দোষ হাল্কা হয়ে যাবে, আপনি রাজার তরফে সাক্ষীগণ্য হবেন,—"

অনেক সান্ত্বনা, উৎসাহ, অভয় আশ্বাসের পর মহেশবাবু সহি করিতে স্বীকৃত হইলেন। যোড় হাতে পুনঃ পুনঃ বলিলেন "যেন গৌর না টের পায়, তাহলে, আমায় আস্ত পুঁতে ফেল্‌বে,—"

সকলে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন। স্মিথ আরো তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন যে,—"যেন তিনি গৌরবাবুকে ইহার এক বর্ণও ঘুণাক্ষরে না জানান, তাহা হইলে উল্টা বিপদে পড়িবেন,.....ইত্যাদি।"

মহেশবাবু সহি করিলেন। তারপর চন্দ্রবাবু, স্মিথ, সুরসুন্দর, নমিতা সকলে একে একে সহি করিলেন। মহেশবাবু আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া,—উক্ত ব্যাপারটা খুব গোপনে রাখিবার জন্য বার বার সকলকে অনুরোধ জানাইয়া বিশ্রামের জন্য বিদায় লইলেন।

রাত্রি ৩টা বাজিয়া গেল। রোগীর ও শিশুটির সেবা চলিতে লাগিল। শিশুটির অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতেছে দেখিয়া স্মিথ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। নমিতাকে তাহার জন্য ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল,—কষ্টে বারকতক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া ক্ষুদ্র শিশুর নিষ্তেজ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। নমিতা উঠিয়া আসিল।

স্মিথ চন্দ্রবাবুকে গোপনে ডাকিয়া মৃতদেহ স্থানান্তর করিবার জন্য বলিলেন। চন্দ্রবাবু বিপন্ন হইয়া বলিলেন "বাড়ী ছেড়ে

সবাই উধাও হয়েছে আমি একলা কি করি বলুন ?—"

স্মিথ বলিলেন "আপনার ভগিনীপতিকে ডাকুন,—তিনি লোকজন নিয়ে ওটার সৎকার করে আসুন, রোগীকে জান্‌তে দেওয়া হবে না, সাবধানে কাজটা শেষ করে ফেলা চাই।"

চন্দ্রবাবু অধোবদনে নিরুত্তর রহিলেন। সুরসুন্দর বলিল "ওঁর ভগিনীপতি সতীশবাবু ও ত বাড়ী নাই, তিনি যে আড়তে না কোথায় গেছেন,—চন্দ্রবাবু, আড়তটা কোথায় জানেন ? চলুন তাকে ডেকে নিয়ে আসি—"

চন্দ্রবাবু ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন "কিছুই জানি না মশায়, বোনের যখন বে দিয়েছিলুম, তখন আমি পনের বছরের বালক, তারপর দশ বছর কেটে গেছে, এই ভদ্র কুটুম্বদের সঙ্গে আমার মুখ দেখাদেখি নাই,—দেখছেন ত ব্যবহারে এদের পরিচয়,.....তিন দিন ছেলেটা রোগ নিয়ে বেঁচেছিল, বাড়ীতে কেউ উঁকি মারে নি, ঐ পোয়াতি একলা সেই ছেলে নিয়ে দিনরাত কাটিয়েছে, মশায় এরা কি মানুষ, কশাই !—"

সুরসুন্দর তাহাকে থামাইয়া বলিল, যেতে দিন, এখন আমাদের কাজ.....একটু ভাবিয়া সুরসুন্দর বলিল, "মাদার্ আমিই ওকে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে....."

লণ্ঠন হাতে করিয়া একজন খর্ব্বাকার অতি স্থূল প্রৌঢ়া রমণী বারেণ্ডায় আসিলেন। তাঁহার হাতে সোনার চুড়ি, তাসা, গলায় খুব মোটা সোনার হার রহিয়াছে, সীমন্তে সিঁদুর রহিয়াছে। দেখিলেই গিন্নি-বান্নি মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বারেণ্ডায় উঠিয়া তিনি,—পরামর্শ রত লোকগুলির মনোযোগ আকর্ষণের জন্য, সশব্দে লণ্ঠনটা ভূমে নামাইয়া বলিলেন কি গো এখন কেমন আছে সব ?"

স্মিথ বলিলেন "এই যে সতীশবাবুর মা এসেছেন,— শুনুন, বড় বিপদ, ছেলেটি ত মারা গেছে,—এখন কি করা যায় ?"

চূড়ান্ত-গৃহিণীপণার গাম্ভীর্য্যে চোখ মুখ ঘুরাইয়া তিনি কঠোর ঔদাস্যের সহিত বলিলেন "কি আর করা যাবে ধুচুনীর ভেতর পুরে এক-পাশে ফেলে রাখ, ঝম্ ঝম্ করছে নিশুতি রাত এখন ত কেউ মড়া পুত্‌তে যাবে না,—

স্মিথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আস্তে, আস্তে, অত জোরে কথা কইবেন না। আপনাদের বাড়ীর সবাইকার বড় মন্দ অভ্যাস দেখ্‌ছি রোগীর ঘর বলে মানেন না, অনাবশ্যক চীৎকার করেন,—"

রাগে আটখানা হইয়া দুই হাত ঝাড়িয়া তিনি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন "পরের ঘরে ত চিকুরি কর্‌তে যাইনি বাছা, নিজের ঘরেই চেঁচাচ্ছি !—গট্ গট্ করিয়া তিনি রোগীর ঘরের সামনে আসিয়া চৌকাঠের বাহির হইতে বলিলেন "কি গো, বৌ এখন কেমন আছে ?—"।

চন্দ্রবাবুর মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আর দিদি, ক্ষণে ক্ষণে, কত রকমই দেখ্‌ছি, কি আর বল্‌ব ? রমা, ওমা রমা, চেয়ে ছাখ মা একবার, তোর শাশুড়ী এসেছেন, কি বল্‌ছেন শোন,—

রোগী গাঁ্যাড়াইয়া গাঁ্যাড়াইয়া, কি বলিল—শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সে সব কথার অর্থ গ্রহণে আদৌ কৌতূহল ছিল না, নির্দ্দয় অবজ্ঞার মুখ

বিকৃত করিয়া তিনি বলিলেন হ্যাঃ শুন্‌ছে শাশুড়ির কথা।

তিনি ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। নমিতা বলিল দাঁড়ান একটা কথা শুনুন, কিছু ফরসা কাপড় চাই, শীগ্রী এনে দিন।"

স্বিথের কাছে ধমক খাইয়া গৃহিণী ঠাকুরাণীর মেজাজ উষ্ণ হইয়াছিল। নমিতার কথায় একেবারে সপ্তমে ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন "ফরসা কাপড় আমার তাঁতে বুন্‌ছে! কোথায় পাব আমি ফরসা কাপড়!

তিন দিন ধরে ছেলেটা ভুগে মোল, রাজ্যের ন্যাকড়া-কানি তার সঙ্গে দিয়েছে, আবার আমি এখন কোথা থেকে আন্‌তে যাব?"

চন্দ্রবাবু দ্রুত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া, তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিলেন "না না, আপনাকে কাপড় খরচ করতে হবে না, রমার বাক্সর চাবিটে দেন; আমি কাপড় বার করে আন্‌ছি।"

রুক্ষস্বরে গৃহিণী বলিলেন "অনাছিষ্টি আব্‌দার—বাক্সয় ছেঁড়া কাপড় জীয়োন আছে?"—

চন্দ্রবাবু পরিষ্কার স্বরে বলিলেন "ছেঁড়া কেন, গোটা কাপড়ই আমি আন্‌ব!—দেন চাবি,—"

অঁচল হইতে চাবি খুলিয়া ঝনাৎ করিয়া গৃহিণী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, ঠব্‌ ঠব্‌ করিয়া চলিয়া গেলেন। চন্দ্রবাবুর মা চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন "চন্দর, কেন আর বাবা, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিস্‌--"

ক্ষোভ সজল নয়নে চন্দ্রবাবু বলিলেন "মা বড়লোক দেখে কুটুম্ব করেছিলে, বড়লোকের কাণ্ডকারখানা গুলো দেখ—তিনি আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বলা হইল না, বড় জোরে চোখে জল ছাপাইয়া আসিল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

খানিক পরে একরাশ কাপড় আনিয়া তিনি স্তূপ করিয়া ঘরের মেঝেয় ফেলিয়া দিলেন। নমিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নিন্‌—এই গুলো ছিঁড়ে পুঁড়ে, আপনার যা-যে রকম দরকার করে নিন্‌।"

কাপড় গুলো নাড়িয়া চাড়িয়া নমিতা ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "এর মধ্যে সবই যে আম্‌কোরা দেশী সাড়ী। এ গুলো ছিঁড়্‌ব?

চন্দ্রবাবুর মা, মুখ ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিলেন। কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "মাগো, একখানাও অঙ্গে দেয়নি? সব সঞ্চয় করে রেখেছে! কার জন্যে রেখেছিল হতভাগী!—আমি যখন যা তত্ত্ব-তাবাস্‌ করেছি সবই যে ঐ....."

তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। চন্দ্রবাবু ঘরের বাহিরে গিয়া দুহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

স্বিথ এবং সুরসুন্দ তাঁহাদের থামাইতে লাগিলেন। নমিতা ব্যথিত ম্লানমুখে দু তিন খানা কাপড় বাছিয়া লইয়া, বাকীগুলা এক পাশে ঠেলিয়া রাখিল। চন্দ্রবাবুর মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "ইহাদের বাড়ীর নিয়ম বধূরা কখনো গামছা দিয়া গা রগড়াইতে বা ফরসা কাপড় পরিতে পাইবে না, কারণ ও সব আচরণ, গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রতিকূল। উহাতে হিন্দু গৃহলক্ষ্মীদের অধোগতি হয় ইত্যাদি.....সেই জন্য তাঁহার মেয়ে কখনো পরিষ্কৃত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পাইত না।

এই প্রসঙ্গে বাড়ীর অন্যান্য সকলের পরিচয়ও একটু আধটু শুনিতে পাওয়া গেল, চন্দ্রবাবুর ভগিনীর শ্বশুর এক সময় এখানকার একজন প্রসিদ্ধ আড়তদার ছিলেন, চালানি মালের ব্যবসা করিয়া খুব কাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন। এখন তিনি অশক্ত, খুব বুড়া হইয়াছেন,—কিছু করিতে পারেন না, দুই ছেলে ষতীশ ও সতীশ তাহারাই আড়ত প্রভৃতি দেখে। কিন্তু তাহাদের গোঁয়ার্ত্তমী ও হটকারিতা দোষে সব উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। দুই ভাই-ই এক একটি অবতার বিশেষ! মদ না খাইলেও তাহারা অষ্ট প্রহর বদ্‌রাগে মাতাল হইয়া আছে! অন্তঃপুরে তাহাদের গুণ্ডামীর দাপট খুব! বিশেষতঃ বধূদের উপর! তাহার পরে—কর্কশ কলহ পরায়ণা, দুর্দ্দান্ত স্বভাবা গৃহিণী ঠাকুরাণী আছেন।

তাহাদের পরিচয় শুনিতে শুনিতে নমিতার মনে পড়িল—ঠিক এই রকম দুরন্ত স্বভাবা জননীর, দুরন্ত-স্নেহপুষ্ট এক দুর্দ্দাম উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারী সন্তানকে দেখাইয়া স্মিথ একদিন নমিতাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ নমিতা, এদের চরিত্র অধ্যয়ন করে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর,—মনে রেখো সন্তান প্রসব করা সহজ, কিন্তু পালন করা শক্ত।—"

অনিদ্রা, উদ্বেগ, উত্তেজনাপীড়িত মস্তিষ্কের মাঝে আজ হঠাৎ সেই কথাটা—বজ্রনির্ঘোষে রম্ রম্ ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল, "সন্তান প্রসব করা সহজ, কিন্তু পালন করা শক্ত।—"

ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার প্রমথ মিত্রের স্ত্রীর কথা নমিতার মনে পড়িল, কি-কতকগুলা রাপ্‌সা ছায়াচিত্র নমিতার চোখের সম্মুখ দিয়া নাচিতে নাচিতে যেন ঝই পই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে লাগিল,—নমিতার মস্তিষ্কের যন্ত্র যেন বিকল হইয়া গেল। সহসা অবসন্ন দেহে সে রোগীর পদতলে ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল, অজ্ঞাতে তাহার মাথাটা সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পড়িল।

পিছন হইতে কে তাহাকে ধপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিল, স্মিথ তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিলেন, "ব্রাণ্ডি হাফ্-এ আউন্স—"

দ্রুত আসিয়া কে একজন মুখে কি ঢালিয়া দিল, নমিতা অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায় তাহা গিলিয়া ফেলিল, ঔষধের ঝাঁজটা টের পাইল, গলা জ্বলিতেছে মনে হইল। কি বলিতে চেষ্টা করিল, পারিল না, নির্ব্বাক রহিল। একটু একটু করিয়া মাথার ঝম্ ঝমানিটা যেন কমিয়া গেল, নমিতার মনে হইল স্মিথ যেন তাহাকে ডাকিতেছেন,—মনের উপর জোর দিয়া খুব শক্ত হইয়া আত্ম-সম্বরণের চেষ্টা করিতে লাগিল,—একটু পরে সামান্য-প্রকৃতিস্থ হইল, জোর করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল, দেখিল স্মিথ ও সুরসুন্দর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে তাহার মুখপানে চাহিয়া আছেন!—নমিতার ভারি লজ্জা বোধ হইল। সজোরে মাথা নাড়া দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, মাথাটা কেমন যেন ভোঁ ভোঁ করিয়া উঠিল।—জড়িত স্বরে নমিতা বলিল "ক্ষমা—ক্ষমা করুন, আমি বড় ক্লান্ত হয়েছি—"

স্মিথ ও সুরসুন্দর তাহাকে ধরাধরি করিয়া পাশের ঘরে লইয়া গিয়া শোয়াই-

লেন। গোলমালে লছমীর মার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সে নমিতার মুখে মাথায় জলের ঝাপ্‌টা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল, স্মিথ আবার ব্রাণ্ডি ঢালিয়া তাহাকে পান করাইলেন। নমিতার মস্তিষ্ক সতেজ হইল চোখ মেলিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া সহসা সে ভগ্নস্বরে বলিল "ম্যাডাম, আমার মন বড় দুর্ব্বল,—যে যা আমাকে বুঝিয়ে দেয়, আমি সবই সরল বিশ্বাসে সত্য বলে মেনে নিই—আমি বড় অপদার্থ!—"

স্মিথ সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া, কোমলভাবে বলিলেন "চুপ কর নমিতা, ঘুমাও, তুমি ছেলেমানুষ, নানা ঘটনায় বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, একটু ঘুমাও সব সেরে যাবে,—আমি ওঘরে যাই, রোগীকে দেখি,—"

বাধা দিয়া ব্যাকুলভাবে নমিতা বলিল "না যাবেন না, একটু থামুন,—আমি কতক-গুলো কথা আপনার কাছে লুকিয়ে রেখেছি, সেগুলো বলে নিই,—"

অনুনয় কোমলকণ্ঠে স্মিথ বলিলেন "এখন থাক,—আমার ত শোনবার সময় নেই,—আমার রোগীর সঙ্কট অবস্থা···"

আশ্বস্তভাবে নমিতা বলিল "ও,—যান, তাকে বাঁচান।"

স্মিথ চলিয়া গেলেন। নমিতা চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। একটু পরে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিল চৌকাঠের কাছে রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া দেখিল শিয়রে লছমীর মা!—বিস্মিতভাবে চোখ রগ্‌ড়াইয়া চারিদিক চাহিল, একে একে সব মনে পড়িল,—একটু লজ্জা বোধ হইল,—হাসিল। লছমীর মার মুখপানে চাহিয়া বলিল "আমি ঘুমিয়ে যাবার পর কেউ এ ঘরে আসে নি ত?"

লছমীর মা বলিল "কেউ না,—একবার কম্পাউণ্ডার বাবু এসে, বাইরে থেকে আমায় ঐ ওষুধগুলো বার করে দিতে বল্লেন, দিলুম, তিনি বাইরে থেকেই চলে গেলেন, আর কেউ আসে নি,—"

"বেশ, কটা বেজেছে?—"

"ছ'টা বাজে—"

"ছ'টা!—আমি ত আচ্ছা ঘুম দিয়েছি! —যাও যাও চট্ করে জল আন, মুখ ধুই,—ও ঘরে রোগী কেমন আছে?—জান?"

"তেমনই—" লছমীর মা জল আনিতে গেল নমিতা নিজের দেহমনঃগতি পরীক্ষা করিল,—স্বাভাবিক। নিশ্চিন্ত হইল।

একটু পরে লছমীর মা বাহির হইতে ডাকিল। নমিতা গিয়া বারেণ্ডার একপ্রান্তে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া রোগীর ঘরের দিকে চলিল। সহসা উঠানে চোখ পড়িতে সে চমকিয়া উঠিল, দেখিল, মুখের উপর শাল চাপা দিয়া পূর্ব্বরাত্রের সেই গৌরবাবু উঠানের এক পাশে চুপ করিয়া দাড়াইয়া তীক্ষ্ণ কটাক্ষে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন!—বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইয়া নমিতা রোগীর ঘরে চলিয়া গেল। ঘরের সকলেই নিস্তব্ধ বিষণ্ণ। স্মিথ রোগীর পাশে বসিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া নাড়ী দেখিতেছেন। রোগীর মুখ কালি মাড়িয়া গিয়াছে,—এ সব রোগে শেষ অবস্থায় রোগী যেমন অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতরতা ব্যক্ত শব্দ করিতে থাকে, রোগী

ঠিক, তেমনই ভাবে গাঁ্যাঙাইতেছে। নমিতা অবস্থা বুঝিল।

নমিতা ঘরে ঢুকিতেই সুরসুন্দর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল, নমিতা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল ভাল আছে; স্মিথ রোগীর শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া হাত ধুইতে ধুইতে বলিলেন "সেঁকের বন্দোবস্ত কর—"

তৎক্ষণাৎ চন্দ্রবাবু ও সুরসুন্দর বাহির হইয়া গেলেন। স্মিথ নমিতার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে করিতে বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিলেন "ইস্ তোমার হাত কি ঠাণ্ডা!—ক্ষিদের চোটে আঙুলের রক্ত চুষে খেয়ে ফেলেছ না কি? কিন্তু আর না.....ধরা পড়ে গেছ, স্নায়ু দৌর্ব্বল্যের পাল্লায় পড়েছ একটু সাবধানে থেকো—"

নমিতা তাঁহার কথায় মনোযোগ দিল না। রোগীর দিকে চাহিয়া বলিল, "কোল্যাপস্? আমিও সেঁক দেব।"—একটু থামিয়া ম্লান-মুখে অনুযোগের সুরে বলিল "আমি এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছি, আপনি উঠিয়ে দেন নি—"

মৃদু হাসিয়া স্মিথ বলিলেন "খুন করবার জন্ত?—"

তিনি আবার রোগীর কাছে গিয়া বসিলেন, নাড়ী দেখিতে দেখিতে বলিলেন "ইঞ্জেক্সন করব, ডাক তেওয়ারীকে।"

নমিতা দ্রুত বাহিরে আসিল। সুরসুন্দর বারেণ্ডার একধারে একটা কড়াই'এ গুলের আগুণ ধরাইয়া সজোরে বাতাস করিতেছিল, নমিতা আসিয়া বলিল "দেন পাখা, আমি আগুন ধরাচ্ছি, আপনি যান, স্মিথ ইঞ্জেকশন্ করবেন।"

পাখা দিয়া সুরসুন্দর চলিয়া গেল। নমিতা বাতাস করিয়া গুল ধরাইতে লাগিল। একটু পরে শুনিল পিছনে কে গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতেছে, "পাঁচ বাণ আবু, লাখ বাণ হউ, মলয় পবন বহ মন্দা—"

বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল, দেখিল সেই স্বনামধন্ত গৌরাঙ্গ চক্রবর্ত্তী মহাশয়!—তাহার শালের ঘোমটা এখন স্থূলতনী পাকাইয়া মাথার উপর ফ্যাসানের পাগড়ী আকারে বিরাজ করিতেছে, পকেটে হাত পুরিয়া পায়চারী করিবার ভাণে তিনি এদিকে আসিতে আসিতে, নিতান্ত অন্যমনস্কতা সূচক দৃষ্টিতে উঠানে লেবুগাছটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া উপরোক্ত সঙ্গীতসুর ভাঁজিতেছেন।

নমিতার হাতের পাখা সশব্দে ঝট্‌পট্ করিয়া খুব একটা রূঢ় অধীরতা জ্ঞাপন করিল। মাথা হেঁট করিয়া একান্ত মনোযোগে নমিতা গুল ধরাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

কাছাকাছি আসিয়া গৌরবাবু থামিলেন। তার পর সহসা—ঠিক পরিচিত সম্ভাষণের মত বলিয়া উঠিলেন "কি গো"

ক্ষণপরে যেন, অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন "ও নার্শ! হ্যাঁ হ্যাঁ শুনছিলুম না, কাল রাত্রে আপনার কিট্ হয়েছিল?"

"হুঁ—" বলিয়া নমিতা কড়ার আড়টা ধরিয়া সজোরে এক ঝাঁকানি দিয়া আগুনটা উস্কাইয়াদিয়া প্রাণপণ বলে বাতাস দিতে লাগিল। গৌরবাবু একটু থামিয়া, পুনশ্চ বলিলেন "কেন অমন হোল?—"

"বল্‌তে পারি নে—" বলিয়া দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা না করিয়া নমিতা, কড়াই

তুলিয়া লইয়া রোগীর ঘরে চলিয়া গেল। গৌরবাবুর অসাময়িক সঙ্গীত ও ভাবময় কৌশলপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহার হাড় জ্বলিতেছিল,—মনে হইতেছিল, গৌরবাবু যদি কোন সুযোগে, আজ তাহার ছোট ভাই বিমল হইতেন, কি—নমিতা-ই যদি কোন গতিকে আজ তাঁহার বড়দিদি,—তা সে রামমণি শ্যামমণি যেই হউক, কেউ একজন হইতে পারিত, তাহা হইলে ঐ ভাইটির গালে রীতিমত দুইটা থাবড়া বসাইয়া, সাময়িক ঘটনার সম্বন্ধে তাঁহার ঔদাসীন্য সংশোধন করিয়া দিত!—কিন্তু বাস্তবজগতে সেরূপ ঘটনা ঘটা সম্ভব নহে, সুতরাং নমিতার মনের ভাবটা,—অলক্ষ্যে ভাবজগতে নিঃশেষে বিলীন হইয়া গেল। রোগীর ঘরে ঢুকিয়া সে সেঁক দিতে আরম্ভ করিল। চন্দ্রবাবুও সেঁক দিতে লাগিলেন।

মিনিটের পর মিনিট অতীত হইতে লাগিল। সেঁক চলিতে লাগিল, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়টা ইঞ্জেক্সন হইল,—কোন ফল হইল না। ক্ষণে ক্ষণে,—অবস্থান্তর ঘটিয়া শেষে রোগ,—প্রবল-বিক্রমে, রোগীকে আশার অতীত স্থানে লইয়া গেল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্মিথ মাথা নাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। সেঁক বন্ধ হইল। চন্দ্রবাবুর মা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

সকলে বাহিরে আসিলেন। মহেশবাবু, গৌরবাবু আরো অনেকগুলি বাবু সেখানে দাঁড়াইয়া জটলা পাকাইতেছিলেন। তাঁহারা সৎকারের ব্যবস্থা লইয়া পরামর্শ করিতে ব্যস্ত হইলেন। স্মিথ আর দাঁড়াইলেন না। বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন। নমিতাও সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নৌকা ঠিক করা হইল। কিন্তু সুরসুন্দর আসিয়া পৌঁছে নাই বলিয়া স্মিথ তাহাকে ডাকিবার জন্য মাঝিকে পাঠাইয়া দিলেন।

একটু পরে লছমীর মা স্মিথের বই, অস্ত্রের ব্যাগ, ও ঔষধ পত্র লইয়া আসিল। স্মিথ সুরসুন্দরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। লছমীর মা বলিল, "ফিজের টাকা লইয়া তিনি শীঘ্র আসিতেছেন।"

স্মিথ বিমর্ষভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। দূরের সেই সরব শোক কোলাহল,—নীরব বেদনায় তাঁহার বুকখানা গুরুভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নমিতাও ম্লানমুখে নির্ব্বাক রহিল।

খানিক পরে মাঝির সহিত সুরসুন্দর নৌকায় আসিয়া উঠিল, পকেট হইতে কতকগুলা নোট ও টাকা বাহির করিয়া স্মিথের সামনে রাখিয়া বলিল আপনি কি কম্পাউণ্ডারের ফীজ্ পঁচিশ টাকা বলেছিলেন?

স্মিথ বলিলেন "হ্যাঁ, কত দিয়েছেন?"

"ত্রিশ টাকা দিতে এসেছিলেন, বল্লেন "আপনাকে ঢের খাটান হয়েছে, এ টাকা নিতেই হবে,"—আমি কিছুতেই রাজী হতে পারলুম না, কিন্তু এ অবস্থায় ঝগড়া করতেও পারি না, শেষে জোর করে পঁচিশ টাকা পকেটে ফেলে দিলেন,—আর আপনার এই একশো, মিস মিত্রের ত্রিশ, লছমীর মার একটাকা।"

"যথেষ্ট!—" বলিয়া স্মিথ অন্যদিকে মুখ

ফিরাইলেন। একটু থামিয়া ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন "পরিশ্রম ব্যর্থ হলে, পারিশ্রমিক নিতে বড় দুঃখ,—বড় কষ্ট হয়।"

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া স্মিথ বলিলেন "মৃত্যু অনেক দেখেছি, কিন্তু এক একটা মৃত্যু প্রাণে এমন আঘাত দেয়,—যে অসহ্য অনুতাপ বোধ হয়!..... তেওয়ারী, ঐ চন্দ্রবাবুর ভগিনীপতি সতীশ বাবু—উনি এখন কি বাড়ী এসেছেন?"

তেওয়ারী নত শিরে বলিল, মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এতক্ষনে এলেন; গৌরবাবু মদের বোতল নিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে একটা ঘরে ঢুকলেন,—দেখলুম।—"

ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে স্মিথ বলিলেন "হুঁ পীড়্!—তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, জোরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া সহসা বলিলেন "নমিতা, আমি জীবনে, বিবাহ-বিতৃষ্ণ হয়েছি, কেন জান? অমনই একটি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর অত্যাচারপ্রিয় স্বামীর হৃদয়হীন ব্যবহারে মর্ম্মাহতা নারীর অবস্থা দেখে!—বিবাহিত জীবন আমার কাছে একটা আতঙ্কের বস্তু হয়ে উঠেছিল, এমন কি,—সহসা সামলাইয়া, উত্তেজিত স্বর সংযত করিয়া,—একটু স্নেহের হাসি হাসিয়া তিনি কোমলভাবে বলিলেন, "না থাক, তোমরা ছেলেমানুষ, দাম্পত্য জীবনের প্রতি তোমাদের মনে একটা বিরুদ্ধ ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়া উচিত নয়। কার্য্যক্ষেত্রে তোমরা এরপর ধীরে ধীরে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করবে.....তবে এটুকু ঠিক জেনে রেখো, বংশমর্য্যাদা, ঐশ্বর্য্যপ্রতাপ, শিক্ষাগৌরব,—এসব থেকে আসল মানুষ চেনা যায় না!—মন যদি উঁচু হয়, হৃদয় যদি প্রশস্ত হয়, প্রাণে যদি নৈতিক নিষ্ঠার জোর থাকে,—তবে পর্ণকুটীরে বাস করেও—সে মানুষ মহৎ সম্পদ মনুষ্যত্বের অধিকারী! অন্যথায়—আর সব বিষয়ে সে যতই ভাল হোক, কিন্তু নিজের পিতামাতার কাছে সৎ-পুত্র হতে পারে না,—স্ত্রীর কাছে সহৃদয় স্বামী হতে পারে না—আর সন্তান সন্ততির কাছে যোগ্য কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা হতে পারে না, এটা নিশ্চয়!"

একদিকে নমিতা, অন্যদিকে সুরসুন্দর,—দুইজনেই মাথা হেঁট করিয়া নীরব মনোযোগে স্মিথের কথা শুনিয়া গেল। স্মিথ থামিলেন, —কেহ কথা কহিল না। চারিদিকেই নিশ্চুপের পালা।

নৌকা সন্ সন্ করিয়া বহিয়া চলিল। সারা পথ কেহ কোন শব্দ করিয়া, সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে পারিল না।

হাসপাতাল ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগিল। সকলে অবতরণ করিলেন। নমিতাকে টাকা দিয়া স্মিথ বলিলেন "অনেকটা বেলা হয়েছে তোমরা বাড়ী যাও, তেওয়ারী, চট্ পট্ স্নানাহার করে একটু ঘুমিয়ে নাওগে, বৈকালে—না না সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় আমার কুঠীতে যেও, রামটহলকে দিয়ে তোমার খাবার করিয়ে রাখ্‌ব, কাল খাওনি, আমার বড় কষ্ট হয়েছে, আজ খেতেই হবে! আবার এই বাড়ী পালাচ্ছ, কত দিন দেখ্‌তে পাব না, বুঝলে আজ আর আপত্তি টাপত্তি চলবে না!—"

মাটীর দিকে চাহিয়া তেওয়ারী সলজ্জ-ভাবে মৃদু হাসিল। স্মিথ তাহার কাঁধ চাপড়াইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "যাও বাবা ঘুরে কাজ কর্ম্ম সব সেরে রাখগে যাও,

সন্ধ্যার সময় সেই চিঠিখানি আন্‌তে ভুলো না, যাও তোমরা। আমি হাঁসপাতাল 'রাউণ্ড' দিয়ে যাই।—একি লছমীর মা জলে নাম্‌লে যে!—"

লছমীর মা তখন জলে নামিয়া রীতিমত স্নান আরম্ভ করিয়াছিল, স্মিথের কথায়, মাথা তুলিয়া বলিল বাড়ী গিয়া পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া স্নান করা অপেক্ষা একেবারে এখান হইতে স্নানটা সারিয়া যাওয়াই সুবিধা বলিয়া সে তদনুসারে কাজ করিতেছে।

স্মিথ বলিলেন "তবে নমিতা আর দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে? বাড়ী যাও, তেওয়ারী সঙ্গে যাও বাবা।"

স্মিথ হাঁসপাতালের পথ ধরিলেন। ঔষধের বাক্স প্রভৃতি স্মিথ নিজেই বহিয়া লইয়া চলিলেন, সুরসুন্দরকে আসিতে দিলেন না। অগত্যা অভিবাদন করিয়া উভয়ে গন্তব্য পথে চলিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

রূপার তরী *

নিশুতি নিরালা নীরব নিশীথে জোছনাশোভিত সাগরজলে,—
একখানি তরী পথহারা হয়ে অকূল পাথারে ভাসিয়া চলে।
উপরে তাহার রূপার চাঁদিমা রজত ছড়ায় গগনভরি;
রূপার তরীটী রূপার পালেতে নাচিছে রূপালি সাগরপরি।
পালেতে লেগেছে পাগল বাতাস চরণে সিন্ধু পড়িছে লুটী,
হোয়ারের টানে ছোট তরীখানি কে জানে কোথায় চলেছে ছুটী।
তরীর মাঝিরে সৌম্য মূরতি বসিয়া বালক ভাবিছে একা,
"এ সাগর হতে ফিরিবনা কিগো! আর কি পাবনা পিতার দেখা?"
সহসা নীরব সাগর বক্ষে উঠিল গভীর তূর্য্য ধ্বনি;
শান্ত সাগর উঠিল গরজি ডুবু ডুবু করে তরণীখানি।
সহসা আকাশ প্রলয়ের মেঘে ঝটীকার বেগে ভরিয়া গেল,
নৌকার পাল টুটিল সহসা ঢাকিল চাঁদের জোছনা আলো।
বাত্যাতাড়িত ক্ষুব্ধ সাগরে একাকী বালক মরণ গণে,
আবার তূর্য্য উঠিল গরজি ঝটীকার মাঝে গভীরস্বনে।
চমকি বালক কহিল "ওকিও! অর্ণবপোত ডুবিছে বুঝি!
যায় যাক প্রাণ, মোর তরী দিয়ে আরোহীর প্রাণ রাখিব আজি।"
দৃঢ়করে দাঁড় টানিয়ে চলিল ছুটীল ঝঞ্ঝা বিপদ মাঝে,
কিছুদূরে দেখে মগ্ন জাহাজে আর্ত্ত করুণ কণ্ঠ বাজে।

---

* চন্দ্রালোকে রৌপ্যবৎ প্রতীয়মান নৌকাটীকে রূপার তরী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

ভয়পোতেতে ভেটীল নৌকা ছুটীল বালক উপরতলে,
একে একে যত পোতারোহীগণে বসায়ে আনিল তরীর কোলে।
শেষবার যবে নামিছে বালক অনাথ একটী শিশুরে লয়ে,
দেখিল জহাজ ডুবু ডুবু করে, দাঁড়াল সহসা চকিত হয়ে।
তরী লয়ে তারা ঐ যায় চলে, ঝাঁপ দিল বীর সাগরপরে,
সাঁতারি ছুটীল তীরের মতন ভীত শিশুটীরে জড়ায়ে ধরে।
নৌকার কাছে আসিয়া শিশুরে ধরে তুলে দিল তরীর কোলে;
সহসা পিছনে করাল হাঙ্গর টেনে নিল বীরে সাগর তলে।
আবার উঠিল গগনে চন্দ্র আবার হাসিল সাগর বারি,
পোতারোহীগণ উপজিল তীরে লয়ে বালকের রূপার তরী।
বৃদ্ধ ধীবর আসিয়া কহিল "বাছারে আমার এলি কি ফিরে?"
উত্তর হ'ল "পুত্র তোমার পরাণ দিয়েছে মোদের তরে।"
বজ্র আহত তরুর মতন দাঁড়াল বৃদ্ধ পাংশু হয়ে;
সামলি কহিল "ভালই করেছে, পরের কারণে পরাণ দিয়ে।"
পোতারোহীগণ ফিরে গেল গৃহে, বৃদ্ধ ফিরিল আবাস মুখে,
রূপার তরীটী প্রভুরে খুঁজিতে ভেসে চলে গেল সাগর বুকে।

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

Exercise বা অঙ্গ চালনা।

স্বাস্থ্য রক্ষার আর একটি আবশ্যকীয় বিষয় অঙ্গচালনা। ইহার দ্বারা মাংসপেশীর বৃদ্ধি ও বল হয়, এবং সমস্ত দেহের রক্ত উপকার হয়। অঙ্গ চালনার সময় (Lungs) ফুস্‌ফুসেতে খুব শীঘ্র শীঘ্র রক্তযায়। এবং নিশ্বাস ঘন ঘন পড়াতে অধিক বায়ু ফুস্‌ফুসে যায় সে জন্য অধিক পরিমাণে (Oxygen) অম্লজান প্রবেশ করে, আর অধিক (Carbon Acid) অঙ্গারাম্লজান বাহির হইয়া যায়। জলীয় বাষ্প ও অধিক পরিমাণে দেহে প্রবেশ করে। আর পরিশ্রম দ্বারা অধিক ঘাম হয় ঘামের সঙ্গে দেহের ক্লেদ বাহির হইয়া যায়, (Heart) হৃদযন্ত্রের কার্য্যও ভাল হয়।

নানা প্রকার অঙ্গচালনা আছে, যথা:—ফুটবল, ক্রিকেট, লনটেনিস, দৌড়ান, কপাটি, ঘোড়া চড়া, ডন করা, মুগুর ভাঁজা, সাঁতার দেওয়া, নৌকা বয়া, চলা ইত্যাদি।

বয়স, ব্যবসায়, পেসা (কাজ) বুঝিয়া

কার পক্ষে কোন প্রকার অঙ্গচালনা উপযোগী তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে। শ্রমজীবিদের সতন্ত্র অঙ্গচালনার অল্পই প্রয়োজন। যে সকল ভদ্রলোকের কাজে কায়িক পরিশ্রম নাই তাঁহাদের অঙ্গচালনার নিতান্ত আবশ্যক। মধ্যবিত্ত ভদ্রমহিলা এবং নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদের দৈনিক কাজে যথেষ্ট অঙ্গ চালনা হয়, জল তোলা, ধানভানা, ডাল কলাই ভাঙ্গা ইত্যাদি পল্লীগ্রামের অনেক মেয়েদের করিতে হয়। এজন্য তাহাদের স্বতন্ত্র অঙ্গচালনার আবশ্যক হয় না। পরিশ্রমের মাত্রা খুব বেশী বা খুব কম হওয়া ভালনয়। পরিশ্রমের পরিমাণে আহারের পরিমাণ হওয়া উচিত, এবং কোন জাতীয় খাদ্য অধিক কি অল্প খাইতে হইবে তাহাও নিজ নিজ কাজ অনুসারে ঠিক করিতে হইবে।

নিদ্রা স্বাস্থ্য রক্ষার একটি বিশেষ উপায়। কবির ভাষায় নিদ্রাদেবী জগতের যন্ত্রণা হারিণী বলা যায়। নিদ্রা পরিশ্রমক্লান্ত জীবের পক্ষে কেমন আরামদায়ক কেমন উপকারী; দৈনিক কার্য্যে ও পরিশ্রমে দেহের যে ক্ষয় হয় তাহা নিদ্রা পূর্ণ করে। যাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় তাহার যথা সাধ্য ব্যবস্থা করা উচিত। শয়ন ঘর প্রশস্ত হইবে এবং বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকিবে, ঘর অতি গরম বা অতি ঠাণ্ডা হইবে না, বিছানা পরিষ্কার এবং সুখকর হইবে কিন্তু নিতান্ত কোমল হইবে না। খাট বা তক্তপোষের উপর মশারি টাঙ্গাইয়া শয়ন করিবে, অভাবে মেজের উপর একটি পিড়া করিয়া তার উপর কম্বল পাতিয়া বিছানা করিবে, বিছানাগুলি সর্ব্বদা রৌদ্রে দিতে হইবে।

নিদ্রার তালিকা।

শিশু	১৬ ঘণ্টা—২৪ ঘণ্টার মধ্যে	
২ বৎসরের শিশু	১৪ „	„
৪ বৎসরের ঐ বালক বালিকা	১২ „	„
৮ বৎসরের বালক বালিকা	১১ „	„
১২ বৎসরের ঐ	১০ „	„
বয়ঃপ্রাপ্ত নর-নারী	৮ „	„
বৃদ্ধ লোক	৮ „	„

বা ততধিক।

নিদ্রাসুখের আরাম ও উপকারিতা সম্ভোগ করিবার সময় ভক্তগণ মনে করেন যে তাঁহারা বিশ্বজননীর কোলে শুইয়া থাকেন এবং নিদ্রা ভঙ্গে উষার শোভা সৌন্দর্য্যের ও মাধুর্য্যের মধ্যে ভগবানকেই দর্শন করেন এবং ভাবে পূর্ণ হইয়া গান করেন—

ভঁয়রো একতালা।

"উঠ জয় ব্রহ্ম বলে, হওরে চেতন।
দেখ নিরখিয়ে নয়ন মেলিয়ে কিবা শোভা অনুপম।
মারুত হিল্লোলে বনরাজি দোলে, করে সুরভি বহন,
শিশির সিঞ্চিত নব কুসুমিত শ্যামল উপবন।
সুমধুর রবে বিহঙ্গম সবে সুখে গায় বিতুণ্ড;
সরসী সলিলে প্রফুল্ল কমলে ঝঙ্কারে অলিগণ।
লোহিত বরণে পূরব গগনে উদিত তরুণ তপন,
হল মনোহর পরম সুন্দর প্রকৃতির প্রিয় বদন।
মহাকলরবে জেগে উঠে সবে, দেয় নিজ কাজে মন,
ছিল মৃতপ্রায় বিশ্বের নিদ্রায় পাইল নবজীবন।

দিবসের কর্ম্ম নিত্য ব্রতধর্ম্ম সাধনের কর
আয়োজন,
প্রণমি ঈশ্বরে বিনীত অন্তরে স্বকার্য্যে কর গমন।
হইয়ে প্রহরী যিনি বিভাবরী করিলেন জাগরণ,
সেই দয়াময়ে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে করহে জীব স্মরণ।
ছিলে তাঁর কোলে ঘোর নিশাকালে গভীর
নিদ্রায় মগন,
তিনি প্রাণাধার কর বার বার তাঁহারে
অভিবাদন।

বসন্তের দান।

নব কিশলয়ে সাজি বিটপীবল্লরী
পুঞ্জে পুঞ্জে বহিতেছে প্রসূনের ভার ;
তুলেছে বিহগবৃন্দ সুস্বরলহরী
কোকিলা মিলায় তায় মধুর ঝঙ্কার !
অলক্ষিতে উন্মোচিয়া দক্ষিণ দুয়ার
মলয় বহিয়া আনে মদির-সন্দেশ ;
নিরমল সুধাংশুর মুক্ত সুধা-ধার
সারা চিত্তে করে দেয় পীযূষ আবেশ !
চারিদিকে হর্ষ আর সৌন্দর্য্য-প্লাবনে
নন্দনের প্রতিচ্ছায়া ভুবনে জাগায় ;
মূর্ত্তিমতী কবিতার শিঞ্জিত-গুঞ্জনে
কবির এ শূন্য-গৃহে মাধুরী বিলায় !
বসন্তের সাথে আজি বসন্তের রাণী
লভেছে ভিখারী কবি কি ভাগ্যে কি জানি।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

কবির আশীর্ব্বাদ।

ওগো তুমি অমনি সুন্দর হও—
আকাশের তারার মত উজ্জ্বল তোমার রূপ
তুমি অমনিতরই রও !
মলিনতা ধৌত-করা আননখানি
তায় নিত্য বহে পূত-ধোয়া মন্দাকিনী
পবিত্রতার মূর্ত্তি তুমি পুণ্যখনি
ওগো অমনিতরই রও !
উজ্জ্বল তুমি প্রভাত-আলোর মত
বিমল তুমি জ্যোৎস্না-মেঘের মত
তোমার অমল মুখে শুভ্র কমল কত
বিকশিত দিনরাত—
ওগো তোমার মাথার' পরে ঝরুক অবিরত
পিতার আশীর্ব্বাদ !
সংসারের এই খর-রবি তপ্ত
তোমার আনন-কমল করে না যেন ম্লান
সংসারের এই কঠিন দারুণ আঘাত
করে না চিহ্ন দান !
স্বচ্ছ-অমল পবিত্রতার ধারা
বয় যেন ঐ মুখে পাগল পারা
আজকে যেমন তেমনিই যেন রও
আপন বিভায় ভাও !
শাস্ত্র-সাগর মন্থনে যাহা না পাই
একটি নীরব চাহনিতে তাহা পাই
সরলতা-মূর্ত্ত তুমি ভুবনপরে
ওগো অমনিতরই রও।
যেখ্‌লে তোমায় মনে পড়ে কোন্ লোক
ভূলোক মাঝারে দেখিবারে পাই দ্যুলোক
গীতি-তরঙ্গে ভেসে যায় মন প্রাণ
ভুলে যায় দুখ শোক ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ।

আদর্শ।

(গল্প।)

কিশোরী ও বনবিহারী পরস্পর বন্ধু। কলিকাতার অল্পদূরে একখানি সমৃদ্ধ গ্রামে তাহাদের বাস। উভয়েই পিতৃহীন। তবে অবস্থার যথেষ্ট অসামঞ্জস্য ছিল। কিশোরীর পিতা স্বর্গীয় রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় সেই গ্রামের জমীদার ছিলেন। সালিয়ানা সতের শত টাকা জমীদারির আয়; কিশোরী এখন তাহার উত্তরাধিকারী। আর বনবিহারী, দরিদ্র রামশর্ম্মার একমাত্র পুত্র; বড় আশার স্বপ্ন। রামশর্ম্মা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত; আর পুত্র বনবিহারী, স্কুলে গিয়া, প্রতি বৎসর প্রবেশিকায় ফেল হইয়া সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিত। কিন্তু রামশর্ম্মার অর্থ নিতান্ত নিরর্থক হয় নাই। তিনবার অকৃতকার্য্য হইয়া, চারিবারের বার বনবিহারী প্রবেশিকা সাগর পার হইল। দরিদ্র রামশর্ম্মা তখন শেষ শয্যায়।

কিশোরী বনবিহারী অপেক্ষা বয়সে ছোট। যেবারে বনবিহারী, চতুর্থবারে তৃতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করিল; কিশোরীও সেইবারেই, প্রথমবিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পিতার বুক দশ হাত হইয়া ওঠে, কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। রাজীবলোচনও সংসার হইতে সেই সময়ই বিদায় গ্রহণ করেন। অবশ্য সংসারে তাঁহার যথাকর্ত্তব্য তিনি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পনেরো বছরের পুত্রের গলায় তখন, ত্রয়োদশবর্ষীয়া এক কিশোরী লম্বমানা। অবশ্য সেটা অনেক পূর্ব্বেই হইয়াছিল। কিশোরী তখন এগারো বৎসরের বালক; সদ্যঃ উপনয়নসংস্কৃত তখনো তাহার মাথায় চুল ভালোরকম উঠে নাই। পিতা সেই সময়ই পিতৃলোকের জলপিণ্ডের আশায়, ছোট গ্রামখানি বাদ্যভাণ্ডে কাঁপাইয়া পুত্রবধূ গৃহে আনিয়াছিলেন।

কিশোরীর প্রকৃতিটা বড় মৃদু, বড় শান্ত-রকমের ছিল। কিন্তু তাহার মনের ভিতরে, প্রথম উষার আলোক রেখার ন্যায়, কোমল উজ্জ্বল ভাবরাশি বড়ই গোলমাল করিত। শান্ত বালক, তখন সবে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, তখন হইতেই একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা, জগতে একটা আদর্শ বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা তাহার মনের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত, অথচ সে বুঝিতে পারিত না, জগতে আদর্শ হইবার জন্য কি করিতে হইবে?

কিশোরী বনবিহারীকে বড় শ্রদ্ধা করিত। বিংশতি বর্ষীয় যুবকের আজপর্য্যন্ত সেই অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিয়া কিশোরী মুগ্ধ হইয়া যাইত। সংসারের ধূলামাটির পৃথিবীর লজ্জা, নিন্দা, কলঙ্ক কিছুই যেন বনবিহারীকে স্পর্শ বা আহত করিতে পারিত না; সে যেন অবলীলাক্রমে হাসিয়া সবই ঝাড়িয়া ফেলিত। দেখিয়া দেখিয়া অমনিতর একটা কিছু করিবার ইচ্ছায়, কিশোরীরও প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিত। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য সে? সে একেবারেই লজ্জার সহিত সগৌরবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। যেন সে বনবিহারী অপেক্ষা

কত ভালো, কত শ্রেষ্ঠ! এ লজ্জা মুছিবার কোন উপায়ই ছিল না। ধিক্কারের সহিত কিশোরী পড়া ছাড়িয়া দিল। পত্নী রমা একটু অনুযোগ করিল। বলিল "মা কি বাবা থাকিলে এমনটা হইতে পারিত না।" বুদ্ধিমতী পত্নীকে কিশোরী একটু ভয় করিত, তা বলিয়া কি সে তাহার আদর্শটা মাটি করিয়া ফেলিবে? বনবিহারী এতদিন কেবল হইয়া, কিশোরীর মনের ভিতর আদর্শের উচ্চ সিংহাসনে সুদৃঢ় আসন স্থাপন করিয়াছিল, তাই কিশোরী পাস হইয়া মরমে মরিয়া গেল। রমার অনুযোগে লাভ হইল এই যে কিশোরী তাহার সংসার সমস্তে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। পনেরো বছর বয়সে প্রেম হয় না, কিন্তু ভ্রাতাভগিনীহীন কিশোরীর গৃহে একমাত্র সঙ্গিনী রমার সহিত, একত্র বাস নিবন্ধন একটু ভালবাসা জন্মিয়াছিল। বনবিহারীর আদর্শ ছুরিকায় সে সূত্রটী ছিন্ন-প্রায় হইল।

কিশোরী মুগ্ধ না হইবে কেন! এই কুড়ি বছর বয়সের সময়েও কিশোরী কখনো বনবিহারীকে একদিন চুলে হাত দিতে দেখে নাই; চুলগুলা অযত্নরক্ষিতভাবেই ললাটে পড়িয়া থাকে। কাপড় পরার ধরণও কেমন এক রকম। সে যে জগতের পক্ষে কি রকম দুর্লভ, এমন অধ্যবসায় যে সমস্ত জগতের দৃষ্টান্তস্থল, তাহা বনবিহারীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; সে সংসারে চিরকাল উদাসীনই রহিল ভাবিয়া ভাবিয়া কিশোরীও চিক্কণী বুরুষের স্পর্শ ছাড়িল; সত্যসত্যই তাহার উজ্জ্বল শুভ্র ললাটে কৃষ্ণকেশ অযত্নেই ছড়াইয়া থাকিত। ভালো কাপড় জামা মুক্ত হস্তে বনবিহারীকে দান করিল; নিজের জন্য অবশিষ্ট রহিল, দু একটা সাদা পাঞ্জাবী ও সুতার উড়ানী।

এইরূপ আদর্শ মুগ্ধ ভাবেই আরো চারি বছর তাহার কাটিয়া গেল। চারি বছরের প্রায় শেষভাগে রমা একটী কন্যা কিশোরীকে উপহার দিল।

কন্যার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কিশোরীর মনে সংসারের একটা ছায়া আসিয়া উঁকি দিতে লাগিল। আর নির্লিপ্তভাবে থাকা চলে না। জমিদারীর আয়ে পিতার একমাত্র পুত্রের বেশ সুখেই চলিয়াছিল; কিন্তু প্রথম কন্যাটী আসিয়া কিশোরীকে যেন বলিল 'আমি একা নহি, ভবিষ্যতে আরো আসিবে।" এই চিন্তায় কিশোরীর উজ্জ্বল ললাট ম্লান হইয়া গেল। শেষে একদিন হৃদয়সখা বনবিহারীর কাছেই সমস্ত চিন্তা খুলিয়া বলিল। "বনবিহারী একটু বিজ্ঞতাসূচক মাথা নাড়িয়া বলিল "টাকার যোগাড় কর, বিলাতে যাও, সেখানে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া বাড়ী এসো, তখন ঘরে টাকা ধরবে না।" পরামর্শটা কিশোরীর মনে লাগিল সে তখন একটু ভাবিয়া বলিল "টাকারই ভাবনা বড় ভাই। আমার বিয়ের সময় বাবা অনেক দেনা করে গেছেন, আগে তা জানতুম না, এতদিনে সুদে আসলে, অনেক টাকা দাঁড়িয়ে গেছে। যেতে হ'লে জমিদারিটা বাঁধা না দিলে আর উপায় নেই। কত টাকা লাগবে বলতে পার?" বনবিহারী একটু চুপ করিয়া রহিল, মনে মনে বোধ হয় একটা হিসাব খাড়া করিল; তারপর বলিল "পাঁচ হাজার"। কিশোরী শিহরিয়া উঠিল, কিশোরীকে শিহরিতে দেখিয়া বনবিহারী বলিল "ঐ রোগেই ত ঘোড়া মরে"। কাযে

উৎসাহটাই যদি টাকার ভয়ে নষ্ট করে ফেল্‌লে, তবে আর মানুষ হবে কি করে?" আদর্শ বনবিহারীর মুখে এই কথা! কিশোরী তখনি সগর্ব্বে স্বীকার করিল; টাকার যোগাড় সে যেমন করিয়া হয় করিবে। আর তারপর বনবিহারীর একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "কিন্তু ভাই তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। একলা সে বিদেশে আমি থাক্‌তে পারব না।" আদর্শ হইতে দূরে থাকিয়া পাছে আদর্শহীন হইয়া পড়ে, সেই ভয়েই কিশোরী দীনভাবে এই প্রার্থনা করিল।

বনবিহারী মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি যখন বল্‌চ, তখন আর যেতে কি? আমি সঙ্গে থাক্‌লে ওই পাঁচ হাজারেই দুজনের রাজার হালে কেটে যাবে, সে আমি ঠিক চালিয়ে নোব। তোমার মতো তো আর না বুঝে খরচ কর্‌বনা। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে যেন একথাটা বোলো না। আমাদের যাওয়ার কথা জান্‌তে পারলে তিনি কিছুতেই যেতে দেবেন্ না।" কিশোরীর হৃদয় তাহাতে সায় না দিলেও সে ম্লান মুখে তাহাই স্বীকার করিল।

অবশেষে একদিন অপরাহ্ণে, কিশোরী মলিনবদনে নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। দোলার উপর দু'মাসের মেয়েটী শুইয়াছিল; পিতাকে দেখিয়া সে বড় মধুর হাসি হাসিল। কিশোরী তাড়াতাড়ি সেদিক্ হইতে চোখ্ ফিরাইয়া লইল।

রমা স্বামীর কাছে আসিয়া বলিল "কেন তোমাকে এমন শুক্‌নো দেখাচ্চে গা? কোন খারাপ খবর পেয়েছ নাকি?" চিন্তিতা পত্নীর মুখের দিকে চাহিতেও কিশোরীর যেন সাহস হইল না। মৃদুস্বরে বলিল "না না একবার শুধু খুকিকে দেখ্‌তে এসেছি।" বাকি কথাটা তাহার মুখে আট্‌কাইয়া গেল। আদর্শের উপদেশ আজ প্রথম তাহাকে আদর্শহীন, সত্যভ্রষ্ট করিল।

বম্বে মেলের সেকেণ্ড্ ক্লাস কামরায় বসিয়া বনবিহারী আপনাদের এই বিজয় কাহিনী অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল; তাহার অভ্যাসসিদ্ধ বাক্‌সংযম আজ একেবারেই ছিল না। সেটা শুধু সমুদ্রযাত্রার আনন্দোচ্ছ্বাসে, কি আর কিছুর সহায়তায় কিশোরী সে বিষয় একবারও ভাবিতে সময় পায় নাই। মৈশ-অন্ধকারে, নিস্তব্ধ বৃক্ষলতার দিকে চক্ষু রাখিয়া সে দেখিতেছিল, তাহার শয়ন গৃহ, তাহার শিশুকন্যা শৈল।

বনবিহারী বলিল "দেখ দেখি, ভাগ্যে বুদ্ধি করে বাড়ী থেকে জিনিষ পত্র আনতে দিইনি; তাহোলেই ধরা পড়েছিলুম আর কি? পয়সায় কি না হয়? এই একেবারে নতুন ফ্যাসানের পোষাক টাট্‌কা কিনে নিয়ে এলাম।" কিশোরীর হৃদয় আবার পীড়িত হইয়া উঠিল। সত্যই সে সরলা রমার সহিত ছলনা করিয়াছে, ছিঃ, সে এত নীচ! বনবিহারী অনেক আশ্বাস দিল, 'টাকা সে সমস্তই সযত্নে রাখিয়াছে, খোয়া যাইবার ভয় নাই। কিশোরী সংসার অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাহার হাতে টাকা থাকিলে, অপব্যয়ের সম্ভাবনা বনবিহারী নিজে সে ভার লইয়া, তাহাকে চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছে' এই কথাটা খুব বড় করিয়া বনবিহারী কিশোরীকে বুঝাইয়া দিল। সমস্ত বুঝিয়াও কিশোরী

কিছুই বুঝিল না। তাহার শান্ত হৃদয় বড়ই বিদ্রোহিতা করিতেছে।

বম্বে পৌঁছিয়া বনবিহারী একেবারে ষ্টীমারে উঠিল। কিশোরী সিন্ধুসৈকতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সম্মুখে নীলজলরাশি, পর্ব্বতাকার তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া, কূলে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে; তাহাদের উদ্বেল হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। কিশোরী বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। তাহারও বক্ষ অমনিই উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু ফাটিতেছে না তো? এই অসীম সিন্ধুর পারে যাইলে, তবে ব্যারিষ্টারী রত্ন লাভ হইবে, সে রত্ন কি, রমার আত্মহারা প্রেমের কাছে দাঁড়াইতে পারে? এত উজ্জ্বলতা কি তাহার আছে? কি সুন্দর রত্ন সে? যে শৈলের পুষ্পধিনির্ম্মিত মুখখানি আড়ালে ফেলিয়া, কিশোরী তাহার আশার সমুদ্রে ভাসিবে?—না, না, কিশোরী তাহা পারিবে না; রমাকে ছাড়িয়া, শৈলকে ফেলিয়া, স্বর্গও তাহার কাছে প্রার্থনীয় নয়। কিশোরী কখনই জাহাজে উঠিবে না।

কম্পিতকণ্ঠে কিশোরী বলিল "বনবিহারী নামিয়া এসো, আমি যাব না।" বনবিহারী স্তম্ভিতভাবে বলিল "সে কি কিশোরী, যাবে না কি? এখন কি পাগলামীর সময়! টিকিট কিনেছি; জাহাজ ছাড়ে, শীঘ্র উঠে এস।" ষ্টীমারের বাঁশী দিল।

কিশোরী আবার বলিল "পাগলামী নয়; নেমে এস। আমি যাব না। আমার টাকা দিয়ে যাও।"

"টাকা"। বনবিহারী উচ্চকণ্ঠে দৃঢ়স্বরে বলিল "টাকা বিলাত যাবার জন্যই আনা হয়েছে, তুমি না যাও, আমি ব্যারিষ্টার হয়ে আসি গে। তোমার এ উপকার চিরকাল স্মরণ রাখ্‌ব। ফিরে এসে তোমার সমস্ত টাকা শোধ দোব। আমি কখনো অকৃতজ্ঞ হব না।"

পাগলের মতো কিশোরী বলিল "বনবিহারী শীঘ্র টাকা দাও, আমি সমস্ত বিষয় বাঁধা দিয়ে টাকা এনেছি, ও টাকা আমার বুকের রক্ত। বনবিহারী, জাহাজ ছাড়ে যে, এখনো নেমে এস।"

বনবিহারী হাস্যমুখে বলিল, তা হোলে কিশোরী, এখনকার মতো বিদায়। টাকার জন্য তোমায় অনেক ধন্যবাদ।" ষ্টীমার দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। ঘাটের কোলাহল কমিয়া আসিল। শুধু বজ্রাহত কিশোরী অনিমেষ নয়নে ষ্টীমারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার অঙ্গ বস্ত্রের উপায় হরণ করিয়া লইয়া ষ্টীমার দূরে চলিয়া গেল।

হাতের হীরক অঙ্গুরি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে কিশোরী বাড়ী ফিরিল।

সাত দিন পরে স্বামীকে দেখিয়া রমা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিশোরীর বয়স যেন সাতদিনে সাত বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। কিশোরী কম্পিত পদে গিয়া একেবারে শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। রমা মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "অমন করে শুয়ে পড়লে কেন? কি হয়েচে গা?" সাতদিন অদর্শনের আশঙ্কা কিশোরীকে দেখিয়াই কাটিয়া গিয়াছিল, তাই রমা সে বিষয়ের কোন উল্লেখই করিল না।

রমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কিশোরী বলিল "তোমাদের পথে বসিয়ে এয়েচি রমা।"

বড় আদরে স্বামীর চোখের জল মুছাইয়া রমা কহিল "ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। বেঁচে থাক তুমি, আমার অভাব কিসের।"

যথা সময়ে বনবিহারী ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া কলিকাতায় ফিরিল। ভাগ্য দেবতা এবার তাহার প্রতি সদয় হইয়াছিলেন। বোধ-হয় কিশোরীর অর্থ বলিয়া তাহার একবারমাত্র চেষ্টাতেই সে এবার সফল হইল। এবং পাশ হইয়া কৃতজ্ঞতার অত্যধিক উচ্ছাসে এক-খানা পত্রও সে কিশোরীকে লিখিয়া ফেলিল। রামশর্ম্মার পুত্র বি, বি, চ্যাটার্জ্জি ব্লার এট-ল তাহাতে কিশোরীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। আর বলিয়াছেন, হাতে টাকা হইলেই তিনি কিশোরীর পাঁচ হাজার টাকা নিশ্চয় পরিশোধ করিবেন। কিন্তু কলিকাতা ফিরিয়া সন্ধান লইয়া যখন তিনি জানিলেন দেনার দায়ে কিশোরীর জমীদারি ও ভদ্রাসনঅট্টালিকাখানি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কিশোরী পত্নীর অলঙ্কার বিক্রয়ের অর্থে একখানি ছোট বাড়ী কিনিয়া বাস করিতেছে ওএকখানি সিমলা ফরাস-ডাঙ্গার সাড়ী ধুতির দোকান খুলিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তখন আর বি বি চাটার্জ্জি ঘৃণায় তাহার সহিত দেখা করিতেই পারিলেন না। দেশে যাওয়াও অগত্যাই বন্ধ হইয়া গেল।

বনবিহারী কলিকাতায় আসিবার অল্প-দিনের মধ্যে কোন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারের কন্যা, মিষ্টার চাটার্জ্জির গলায় বরমাল্য দিয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিল। আর সেই সমাজ সংস্কারক ও এহেন ব্যারিষ্টার বন্ধুকে অর্দ্ধেক রাজত্ব অভাবে দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ও এক কন্যা একসঙ্গে উৎসর্গীকৃত করিয়া কৃতার্থ হইলেন। টাকাটা পাইয়া একবারমাত্র দুর্ব্বল হৃদয়টা বলিয়া উঠিয়াছিল, ইহার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা কিশোরীকে দিলে ভালো হয়, কিন্তু ঘুচমন মিঃ চাটার্জ্জি হৃদয়ের এ দুর্ব্বলতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তিনি তাহাকে খুব একটা চোখ রাঙাইয়া, কোম্পানীর কাগজখানিকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কারাগারে আবদ্ধ করিলেন।

বনবিহারীর বিলাত যাত্রার পর বারো-বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কিশোরী এখন চার পাঁচটী কন্যাপুত্রের পিতা। তাহার প্রথম সন্তান শৈলবালা এখন ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কিশোরী, বিবাহের উপযুক্তা।

বনবিহারীর সহসা ইংলণ্ড গমন ও সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীর দরিদ্রতায় সকলেই বুঝিয়া-ছিল, চতুর বনবিহারী সরল কিশোরীর সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে। গ্রামে সে কথা লইয়া অনেকে বলাবলি করিত, অনেকে বলিত "এখন সে তো ইচ্ছা করিলেই পাঁচ হাজার টাকা অনায়াসেই দিতে পারে। এখনকার বাজারে তিন চারটী মেয়ের বিয়ে দিতেই বেচারা মারা যাবে। কি অকৃতজ্ঞ লোক। "পাঁচ হাজার টাকায় জমীদারি বন্ধকের কথা সকলেই জানিত, সকলেই বনবিহারীর বিপক্ষছিল। কেবল কিশোরী প্রাণপন চেষ্টায় সে কথা ঢাকিবার চেষ্টা করিত; সে যেন তাহারই অপরাধ। অবশেষে একদিন রমাও স্বামীকে নির্জ্জনে বলিল "মেয়ে তো আর রাখা যায় না, টাকা সে তো দেবে বলেছিল, না হয় একখানা চিঠি

লিখেই দেখ না একবার। বোসপাড়ার বাড়ীখানা পছন্দ করে গেল, এখন কত টাকা চাইবে, কে জানে?

শান্ত ধীরস্বরে কিশোরী বলিল "আমি যে, টাকা তাকে দান করিয়াছি, আর কেউ না জান্‌লেও তুমি তো সে কথা জানো রমা। শৈলর যদি কপালে থাকে, তবে বিনা পয়সাতেই আমি সুরেশকে জামাই পাব।

সত্যই শৈলর অদৃষ্ট মন্দ ছিল না। সুরেশের পিতা, বিনা সুবর্ণেই যে সুবর্ণ-প্রতিমা আদর করিয়া গৃহে লইয়া যাইলেন।

শ্রীলতিকা দেবী।

শোক সংবাদ।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বামাবোধিনীর পুরাতন লেখিকা শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠাচন্দ গত ১৭ই চৈত্র ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ স্বর্গীয় মহেন্দ্রচন্দ্র চন্দ মহাশয়ের পত্নী; ইহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই বামাবোধিনীর হিতাকাঙ্ক্ষী লেখক লেখিকা ছিলেন। শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠাচন্দের তিরোধানে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। বিধাতা তাঁহার পিতৃমাতৃহীন সন্তানদের প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

আমরা আজ গভীর দুঃখের সহিত আর একটী শোক সংবাদ প্রকাশ করিতেছি বামাবোধিনীর অন্যতম প্রধান লেখিকাও পরম হিতাকাঙ্ক্ষিণী দেবী স্বর্ণপ্রভা বসু ইহলোকের সকল শোক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া গত ৩০এ এপ্রেল ১৭ই বৈশাখ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় পাঁচটী পুত্র ও একটীমাত্র কন্যা এবং বহু আত্মীয়স্বজনকে গভীর শোক-সাগরে ভাসাইয়া শান্তিময় অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বামাবোধিনীর পাঠকপাঠিকাগণ সকলেই ইঁহাকে বিশেষভাবে জানেন; ইনি স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। আজীবন ইনি বামাবোধিনীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন, শত রোগ শোকের মধ্যেও বামাবোধিনীর প্রতি ইহার অনুরাগের বিন্দুমাত্র লাঘব হয় নাই। একসময় যাঁহাদের সুলেখনী দ্বারা বামাবোধিনী গৌরবান্বিতা ছিল তাঁহারা একে একে সকলেই প্রস্থান করিতেছেন। আমরা আজ শোকার্ত্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাইতেছি, ভগবান তাঁহাদের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩১ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়। এ সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সকলে সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক

কিলবর্ণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিংএজেণ্টস্—সীলেটলাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং কেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোংর

ষ্টার মার্কা

মনসিন্ত তৈল

রংয়ের কার্য্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

এই তৈল ব্যবহারে রংয়ের কার্য্য বহুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এই রং কাটিয়া চটিয়া বা ফোস্কা উঠিয়া নষ্ট হইয়া যায় না। এই কারণে সকলে বহু পরিমাণে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং আশাতীত ফল পায়।

এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোং,

৮ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

বিবাহে ও প্রীতি-উপহারে

বিনা পাণের গহনা হইলে দাতা ও গ্রহিতার উভয়েরই অতুল আনন্দ হয় না কি? বিনা পাণে আমরাই প্রথম অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি।—আমাদের দেখাদেখি অনেকে এই পথে আসিলেও বটে—কিন্তু কথাতে কাজে কেহই ঠিক রাখিতে পারিলেন না। সম্প্রতি আমরা যাবতীয় গহনা বিনা পাণে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছি।—এখন হইতে আর পাণ মরা আপদ বাদ যাইবে না। আমাদের প্রস্তুত অলঙ্কার আমাদের দ্বারা নূতন অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইলে কেবল সুবর্ণের অলঙ্কার পাঠাইয়া দিলেই চলিবে; আমরা কেবল মজুরী চার্জ্জ করিব। অর্থাৎ কেবল মজুরীর টাকা ক্ষতি সহ করিলেই নানাবিধ নূতন নূতন ডিজাইনের অলঙ্কার প্রস্তুত করাইতে পারিবেন। স্বর্ণের একটি এক পয়সাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না।

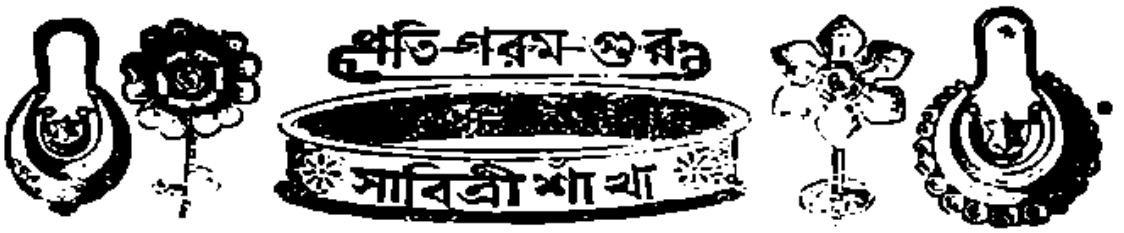

সাবিত্রী শাঁখা।

মণিলালের প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।
প্লেন সাইজ, হাই পালিশ, রূপার উপর পাত
মোড়া মূল্য ১৪৲ টাকা।

কাশ্মিরী মাকড়ী। ডবলথাকা কানের টাপ।

যুবতীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক কর্ণাভরণ। চুনী-পান্না পাথর সেট করা।
মূল্য ১৬৲ হইতে। মূল্য ১০৲ হইতে।

কুমারী মাকড়ী। সেফটী পিন।

ছোট ছোট মেয়েদের অপূর্ব্ব কর্ণাভরণ। "মনে রেখো", "সুখে থাক" ইত্যাদি নানা
মূল্য ৩৷৷০ টাকা মাত্র। রকমের প্রস্তুত আছে। মূল্য ১৫৲ হইতে।

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড জেনারেল মার্চেণ্টস্, ৪০নং সরাপহাটা—চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
টেলিগ্রাফ এড্রেস্—নেকলেস। টেলিফোন নং ১৭৪।

শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

"সেখ আন্দু" উপন্যাস

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

মানুষের প্রাণ-মহত্ত্বের এমন তীব্র তেজস্বী গৌরবোজ্জ্বল চিত্র, চরিত্র-বল মহিমার এমন মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য,—এমন গভীর বেদনাবহ আত্মদ্বন্দ্বে—নীরব আত্মত্যাগে পরিপূর্ণ, সুন্দর আত্মজয়ের জীবন্ত উজ্জ্বলো পরিস্ফুট, হৃদয়গ্রাহী শিক্ষণীয় উপন্যাস,—বঙ্গসাহিত্যে এই নূতন! আসুন, হিন্দু মুসলমান-সম্প্রীতি-প্রিয়াসী বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ, আজ আপনাদের জন্য বিমল আনন্দময় উপহার লইয়া আমরা উপস্থিত হইয়াছি। আসুন, দেখুন,—নির্ব্বাণ-পথের পথিক মহাশয় "দাদাগীর" মহান্ সমপ্রাণতা, উদার কোমল হৃদয়ের অতুল স্নেহ-মাধুর্য্য। হৃদয়গত মহত্ত্বের আকর্ষণে মানুষের সহিত মানুষের আন্তরিক প্রীতি-সৌহার্দ্দ্যের এমন উন্নত সুন্দর আদর্শ—এমন সুমহান্ মনুষ্যত্বের প্রাণবন্ত চিত্র, এমন অপূর্ব্ব চরিত্র-সৃষ্টি, নূতনতর ঘটনা-সংযোজন, অভিনব ভাব-সংঘাত-উচ্ছলিত, বিচিত্র মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম নৈপুণ্য, বঙ্গসাহিত্যে আর বাহির হয় নাই। নায়ক-নায়িকার উচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতা-কলরব-কণ্টক, একঘেঁয়ে হাবভাব বর্ণনার কলাকৌশল-ভারাক্রান্ত অসার উপন্যাস পাঠ করিয়া যাঁহারা ক্লান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আন্তরিক তৃপ্তি-প্রসন্নতা লাভের সুবর্ণ-সুযোগ এতদিনে উপস্থিত!—উপন্যাসপাঠের আনন্দের সহিত যাঁহারা হৃদয়-প্রাণকে কল্যাণ জ্ঞানের শিক্ষা-সাধনায় উদ্বুদ্ধ—বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সমাদরে আহ্বান করিতেছি, আসুন, দেখিয়া যান! ইহাতে সকল সম্প্রদায়ের নরনারীর শিক্ষণীয়, চিন্তনীয় বস্তু আছে; আদরণীয় উচ্চতত্ত্ব আছে। বহু বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি যারা উচ্চ প্রশংসিত। উপন্যাসের আদিযুগ হইতে এ ধরণের উপন্যাস একখানিও প্রকাশিত হয় নাই; বঙ্গসাহিত্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম।

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই, সবই মনোমত। মূল্য ১৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

MASTER KAMAL KUMAR NANDI.
C/o Dr. N-M. Ghosh. Dhakra sohid. Burdwan.

ভীষণ প্রতারণা ! ভীষণ প্রতারণা !!

"মায়াপুর রসায়ন"

জাল হইয়াছে।।

ক্রেতাগণ সাবধান !!!

কোনও কোনও অসাধুব্যক্তি আমাদের ভারত-বিখ্যাত "মায়াপুর রসায়ন" এই নামের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ঠিকানা ও মূল্যাদির মিল রাখিয়া ধাঁধা লাগাইয়া লোক ঠকাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা ৪০ বৎসরের পরীক্ষিত ভারত-বিখ্যাত—

মায়াপুর রসায়ন

হুগলী জেলার ঋষিপ্রতিম কবিরাজ ৺রামময় বন্দ্যোপাধ্যায়— আবিষ্কৃত। এই শক্তিশালী মহৌষধের অপূর্ব্ব গুণাবলী কে, না জানেন ? ১০০০ এক সহস্র ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর রসায়ন ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, ব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

"মায়াপুর রসায়ন" সপ্ত ধাতুর পোষক, পুষ্টি ও কান্তি বৃদ্ধিকর যে কারণেই শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষয় হউক না কেন ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে সবল ও ক্ষয় অংশের পুরণ করে। আজই পত্র লিখিয়া, বিনা মাশুলে "মায়াপুর রসায়নের" বৃহৎ ব্যবস্থা পুস্তিকা, "কবিরাজী শিক্ষা" নামক পুস্তক লইয়া" বিস্তারিত বিবরণ অবগত হউন।

২০০০০০ দুই লক্ষ সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

ব্রাঞ্চ—১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা ও ভৈষজ্যোদ্যান—

নারিকেলডাঙ্গা, সর্দ্দারতলা রোড, কলিকাতা।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম।

বাজারের সেরা।

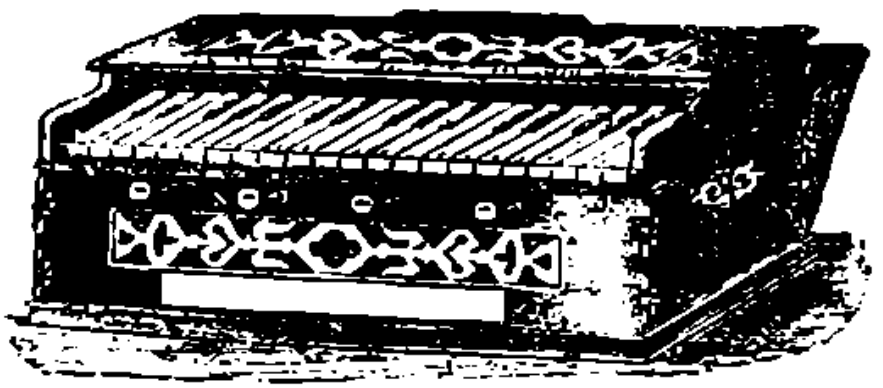

স্বল্প দামে যদি আপনি একটি ভাল টেঁকসই ও মিষ্ট-আওয়াজ-বিশিষ্ট হারমোনিয়ম পাইতে চান, তবে একটী শরৎ ঘোষ কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত হারমোনিয়ম ক্রয় করুন; প্রায় অর্দ্ধেক দামে উহা সকল যন্ত্র লাভ করিবেন। বীড্, চামড়া, কাঠ প্রভৃতি সমস্ত মাল-মসলাই অত্যুৎকৃষ্ট, সুনিপুণ কারিগর দ্বারা নিখুঁতরূপে তৈয়ার। প্রতিযন্ত্রের জন্য কোম্পানী দায়ী থাকিবেন। ৩ অক্টেভ ৪ রিডের বীড্ মূল্য ১৫ টাকা, ৩ অক্টেভ ৫ ষ্টপ ডবল—২৫৲ টাকা। অর্ডারের সহিত কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৫নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.'s

CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্প-গ্রন্থ)—৷৷৵০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ) ৸০ ; সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—(উপন্যাস)—১৸০

প্রাপ্তিস্থান—২০১নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

"রামাবোধিনী"র নিয়মাবলী।

১। রামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ৷৵০। ডাকমাশুল প্রত্যেক গ্রাহকের নিকট হইতে স্বতন্ত্র লওয়া যাইবে না। ডাকমাশুল সহিত অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে "রামাবোধিনী" প্রদান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ৵০ আনা মূল্য বা ঐ পরিমাণের টিকিট পাঠাইতে হইবে।

২। রামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে কিংবা সরকারদিগের নিকট রামাবোধিনীর মূল্য ব্যতীত গ্রাহকগণ কোন টাকা কড়ি পাঠাইবেন না।

৩। কোন গ্রাহক যদি উপযুক্ত সময়ে "রামাবোধিনী" না পান, তবে ইংরাজী মাসের শেষ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন।

৪। কোন গ্রাহক নাম কাটিয়া দিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক বিলাই পোষ্টকার্ডে পত্র লিখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণের মধ্যে কেহ স্থানান্তরিত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন। নতুবা পত্রিকা না পাইলে, আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

৬। আপাততঃ রামাবোধিনীর কোনবিশেষ এজেণ্ট নাই। অতএব পুনরাজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন না হইলে কুবিধা কমিশনের পত্র দর্শন না করিলে; কেহ এজেণ্টের নিকট টাকা দিবেন না দিলে আমরা দায়ী হইব না।

৭। বন্ধুগণ হইতে প্রতি অর্ডার [illegible] টাকি বা পত্র উপায়ে পাঠাইয়া রামাবোধিনীর গ্রাহক পাঠাইবেন, তাহারা অফিস নাম্বার [illegible] নামে, ৩৯ নং আপ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা,—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৮। রামাবোধিনীর জন্য প্রবন্ধ ও রামারচনা প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে উপরিউক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রবন্ধাদি অপ্রকাশিত থাকিলে তাহা ফেরত লইবার সময় ডাকটিকিট পাঠাইতে হইবে। [illegible] অপর স্ত্রীলোকের লেখার পত্রব্যবহারোপযোগী ডাকটিকিট চাই। কোন প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে, ফেরতদেওয়া হয় না।

রামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৩৯ নং আপ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
৮ই পৌষ, ১২৮৩ ব।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনী

মাসিক পত্রিকা

ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫ — জুন, ১৯১৮।

সূচী।

১। উদ্দিষ্ট (শ্রীমতী [illegible])
২। নমিতা (উপন্যাস)
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible]
৬। [illegible]
৭। [illegible]
৮। [illegible]
৯। [illegible]
১০। [illegible]
১১। [illegible]
১২। [illegible]
১৩। [illegible]
১৪। [illegible]
১৫। [illegible]
১৬। [illegible]
১৭। [illegible]
১৮। [illegible]
১৯। [illegible]
২০। [illegible]
২১। [illegible]
২২। [illegible]
২৩। [illegible]
২৪। [illegible]
২৫। [illegible]
২৬। [illegible]
২৭। [illegible]
২৮। [illegible]
২৯। [illegible]
৩০। [illegible]
৩১। [illegible]
৩২। [illegible]
৩৩। [illegible]
৩৪। [illegible]
৩৫। [illegible]
৩৬। [illegible]
৩৭। [illegible]
৩৮। [illegible]
৩৯। [illegible]
৪০। [illegible]
৪১। [illegible]
৪২। [illegible]
৪৩। [illegible]
৪৪। [illegible]
৪৫। [illegible]
৪৬। [illegible]
৪৭। [illegible]
৪৮। [illegible]
৪৯। [illegible]
৫০। [illegible]
৫১। [illegible]
৫২। [illegible]
৫৩। [illegible]
৫৪। [illegible]
৫৫। [illegible]
৫৬। [illegible]
৫৭। [illegible]
৫৮। [illegible]
৫৯। [illegible]
৬০। [illegible]
৬১। [illegible]
৬২। [illegible]
৬৩। [illegible]
৬৪। [illegible]
৬৫। [illegible]
৬৬। [illegible]
৬৭। [illegible]
৬৮। [illegible]
৬৯। [illegible]
৭০। [illegible]
৭১। [illegible]
৭২। [illegible]
৭৩। [illegible]
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible]
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible]
৭৮। [illegible]
৭৯। [illegible]
৮০। [illegible]
৮১। [illegible]
৮২। [illegible]
৮৩। [illegible]
৮৪। [illegible]
৮৫। [illegible]
৮৬। [illegible]
৮৭। [illegible]
৮৮। [illegible]
৮৯। [illegible]
৯০। [illegible]
৯১। [illegible]
৯২। [illegible]
৯৩। [illegible]
৯৪। [illegible]
৯৫। [illegible]
৯৬। [illegible]
৯৭। [illegible]
৯৮। [illegible]
৯৯। [illegible]
১০০। [illegible]
১০১। [illegible]
১০২। [illegible]
১০৩। [illegible]
১০৪। [illegible]
১০৫। [illegible]
১০৬। [illegible]
১০৭। [illegible]
১০৮। [illegible]
১০৯। [illegible]
১১০। [illegible]
১১১। [illegible]
১১২। [illegible]
১১৩। [illegible]
১১৪। [illegible]
১১৫। [illegible]
১১৬। [illegible]
১১৭। [illegible]
১১৮। [illegible]
১১৯। [illegible]
১২০। [illegible]
১২১। [illegible]
১২২। [illegible]
১২৩। [illegible]
১২৪। [illegible]
১২৫। [illegible]
১২৬। [illegible]
১২৭। [illegible]
১২৮। [illegible]
১২৯। [illegible]
১৩০। [illegible]
১৩১। [illegible]
১৩২। [illegible]
১৩৩। [illegible]
১৩৪। [illegible]
১৩৫। [illegible]
১৩৬। [illegible]
১৩৭। [illegible]
১৩৮। [illegible]
১৩৯। [illegible]
১৪০। [illegible]
১৪১। [illegible]
১৪২। [illegible]
১৪৩। [illegible]
১৪৪। [illegible]
১৪৫। [illegible]
১৪৬। [illegible]
১৪৭। [illegible]
১৪৮। [illegible]
১৪৯। [illegible]
১৫০। [illegible]
১৫১। [illegible]
১৫২। [illegible]
১৫৩। [illegible]
১৫৪। [illegible]
১৫৫। [illegible]
১৫৬। [illegible]
১৫৭। [illegible]
১৫৮। [illegible]
১৫৯। [illegible]
১৬০। [illegible]
১৬১। [illegible]
১৬২। [illegible]
১৬৩। [illegible]
১৬৪। [illegible]
১৬৫। [illegible]
১৬৬। [illegible]
১৬৭। [illegible]
১৬৮। [illegible]
১৬৯। [illegible]
১৭০। [illegible]
১৭১। [illegible]
১৭২। [illegible]
১৭৩। [illegible]
১৭৪। [illegible]
১৭৫। [illegible]
১৭৬। [illegible]
১৭৭। [illegible]
১৭৮। [illegible]
১৭৯। [illegible]
১৮০। [illegible]
১৮১। [illegible]
১৮২। [illegible]
১৮৩। [illegible]
১৮৪। [illegible]
১৮৫। [illegible]
১৮৬। [illegible]
১৮৭। [illegible]
১৮৮। [illegible]
১৮৯। [illegible]
১৯০। [illegible]
১৯১। [illegible]
১৯২। [illegible]
১৯৩। [illegible]
১৯৪। [illegible]
১৯৫। [illegible]
১৯৬। [illegible]
১৯৭। [illegible]
১৯৮। [illegible]
১৯৯। [illegible]
২০০। [illegible]
২০১। [illegible]
২০২। [illegible]
২০৩। [illegible]
২০৪। [illegible]
২০৫। [illegible]
২০৬। [illegible]
২০৭। [illegible]
২০৮। [illegible]
২০৯। [illegible]
২১০। [illegible]
২১১। [illegible]
২১২। [illegible]
২১৩। [illegible]
২১৪। [illegible]
২১৫। [illegible]
২১৬। [illegible]
২১৭। [illegible]
২১৮। [illegible]
২১৯। [illegible]
২২০। [illegible]
২২১। [illegible]
২২২। [illegible]
২২৩। [illegible]
২২৪। [illegible]
২২৫। [illegible]
২২৬। [illegible]
২২৭। [illegible]
২২৮। [illegible]
২২৯। [illegible]
২৩০। [illegible]
২৩১। [illegible]
২৩২। [illegible]
২৩৩। [illegible]
২৩৪। [illegible]
২৩৫। [illegible]
২৩৬। [illegible]
২৩৭। [illegible]
২৩৮। [illegible]
২৩৯। [illegible]
২৪০। [illegible]
২৪১। [illegible]
২৪২। [illegible]
২৪৩। [illegible]
২৪৪। [illegible]
২৪৫। [illegible]
২৪৬। [illegible]
২৪৭। [illegible]
২৪৮। [illegible]
২৪৯। [illegible]
২৫০। [illegible]
২৫১। [illegible]
২৫২। [illegible]
২৫৩। [illegible]
২৫৪। [illegible]
২৫৫। [illegible]
২৫৬। [illegible]
২৫৭। [illegible]
২৫৮। [illegible]
২৫৯। [illegible]
২৬০। [illegible]
২৬১। [illegible]
২৬২। [illegible]
২৬৩। [illegible]
২৬৪। [illegible]
২৬৫। [illegible]
২৬৬। [illegible]
২৬৭। [illegible]
২৬৮। [illegible]
২৬৯। [illegible]
২৭০। [illegible]
২৭১। [illegible]
২৭২। [illegible]
২৭৩। [illegible]
২৭৪। [illegible]
২৭৫। [illegible]
২৭৬। [illegible]
২৭৭। [illegible]
২৭৮। [illegible]
২৭৯। [illegible]
২৮০। [illegible]
২৮১। [illegible]
২৮২। [illegible]
২৮৩। [illegible]
২৮৪। [illegible]
২৮৫। [illegible]
২৮৬। [illegible]
২৮৭। [illegible]
২৮৮। [illegible]
২৮৯। [illegible]
২৯০। [illegible]
২৯১। [illegible]
২৯২। [illegible]
২৯৩। [illegible]
২৯৪। [illegible]
২৯৫। [illegible]
২৯৬। [illegible]
২৯৭। [illegible]
২৯৮। [illegible]
২৯৯। [illegible]
৩০০। [illegible]
৩০১। [illegible]
৩০২। [illegible]
৩০৩। [illegible]
৩০৪। [illegible]
৩০৫। [illegible]
৩০৬। [illegible]
৩০৭। [illegible]
৩০৮। [illegible]
৩০৯। [illegible]
৩১০। [illegible]
৩১১। [illegible]
৩১২। [illegible]
৩১৩। [illegible]
৩১৪। [illegible]
৩১৫। [illegible]
৩১৬। [illegible]
৩১৭। [illegible]
৩১৮। [illegible]
৩১৯। [illegible]
৩২০। [illegible]
৩২১। [illegible]
৩২২। [illegible]
৩২৩। [illegible]
৩২৪। [illegible]
৩২৫। [illegible]
৩২৬। [illegible]
৩২৭। [illegible]
৩২৮। [illegible]
৩২৯। [illegible]
৩৩০। [illegible]
৩৩১। [illegible]
৩৩২। [illegible]
৩৩৩। [illegible]
৩৩৪। [illegible]
৩৩৫। [illegible]
৩৩৬। [illegible]
৩৩৭। [illegible]
৩৩৮। [illegible]
৩৩৯। [illegible]
৩৪০। [illegible]
৩৪১। [illegible]
৩৪২। [illegible]
৩৪৩। [illegible]
৩৪৪। [illegible]
৩৪৫। [illegible]
৩৪৬। [illegible]
৩৪৭। [illegible]
৩৪৮। [illegible]
৩৪৯। [illegible]
৩৫০। [illegible]
৩৫১। [illegible]
৩৫২। [illegible]
৩৫৩। [illegible]
৩৫৪। [illegible]
৩৫৫। [illegible]
৩৫৬। [illegible]
৩৫৭। [illegible]
৩৫৮। [illegible]
৩৫৯। [illegible]
৩৬০। [illegible]
৩৬১। [illegible]
৩৬২। [illegible]
৩৬৩। [illegible]
৩৬৪। [illegible]
৩৬৫। [illegible]
৩৬৬। [illegible]
৩৬৭। [illegible]
৩৬৮। [illegible]
৩৬৯। [illegible]
৩৭০। [illegible]
৩৭১। [illegible]
৩৭২। [illegible]
৩৭৩। [illegible]
৩৭৪। [illegible]
৩৭৫। [illegible]
৩৭৬। [illegible]
৩৭৭। [illegible]
৩৭৮। [illegible]
৩৭৯। [illegible]
৩৮০। [illegible]
৩৮১। [illegible]
৩৮২। [illegible]
৩৮৩। [illegible]
৩৮৪। [illegible]
৩৮৫। [illegible]
৩৮৬। [illegible]
৩৮৭। [illegible]
৩৮৮। [illegible]
৩৮৯। [illegible]
৩৯০। [illegible]
৩৯১। [illegible]
৩৯২। [illegible]
৩৯৩। [illegible]
৩৯৪। [illegible]
৩৯৫। [illegible]
৩৯৬। [illegible]
৩৯৭। [illegible]
৩৯৮। [illegible]
৩৯৯। [illegible]
৪০০। [illegible]
৪০১। [illegible]
৪০২। [illegible]
৪০৩। [illegible]
৪০৪। [illegible]
৪০৫। [illegible]
৪০৬। [illegible]
৪০৭। [illegible]
৪০৮। [illegible]
৪০৯। [illegible]
৪১০। [illegible]
৪১১। [illegible]
৪১২। [illegible]
৪১৩। [illegible]
৪১৪। [illegible]
৪১৫। [illegible]
৪১৬। [illegible]
৪১৭। [illegible]
৪১৮। [illegible]
৪১৯। [illegible]
৪২০। [illegible]
৪২১। [illegible]
৪২২। [illegible]
৪২৩। [illegible]
৪২৪। [illegible]
৪২৫। [illegible]
৪২৬। [illegible]
৪২৭। [illegible]
৪২৮। [illegible]
৪২৯। [illegible]
৪৩০। [illegible]
৪৩১। [illegible]
৪৩২। [illegible]
৪৩৩। [illegible]
৪৩৪। [illegible]
৪৩৫। [illegible]
৪৩৬। [illegible]
৪৩৭। [illegible]
৪৩৮। [illegible]
৪৩৯। [illegible]
৪৪০। [illegible]
৪৪১। [illegible]
৪৪২। [illegible]
৪৪৩। [illegible]
৪৪৪। [illegible]
৪৪৫। [illegible]
৪৪৬। [illegible]
৪৪৭। [illegible]
৪৪৮। [illegible]
৪৪৯। [illegible]
৪৫০। [illegible]
৪৫১। [illegible]
৪৫২। [illegible]
৪৫৩। [illegible]
৪৫৪। [illegible]
৪৫৫। [illegible]
৪৫৬। [illegible]
৪৫৭। [illegible]
৪৫৮। [illegible]
৪৫৯। [illegible]
৪৬০। [illegible]
৪৬১। [illegible]
৪৬২। [illegible]
৪৬৩। [illegible]
৪৬৪। [illegible]
৪৬৫। [illegible]
৪৬৬। [illegible]
৪৬৭। [illegible]
৪৬৮। [illegible]
৪৬৯। [illegible]
৪৭০। [illegible]
৪৭১। [illegible]
৪৭২। [illegible]
৪৭৩। [illegible]
৪৭৪। [illegible]
৪৭৫। [illegible]
৪৭৬। [illegible]
৪৭৭। [illegible]
৪৭৮। [illegible]
৪৭৯। [illegible]
৪৮০। [illegible]
৪৮১। [illegible]
৪৮২। [illegible]
৪৮৩। [illegible]
৪৮৪। [illegible]
৪৮৫। [illegible]
৪৮৬। [illegible]
৪৮৭। [illegible]
৪৮৮। [illegible]
৪৮৯। [illegible]
৪৯০। [illegible]
৪৯১। [illegible]
৪৯২। [illegible]
৪৯৩। [illegible]
৪৯৪। [illegible]
৪৯৫। [illegible]
৪৯৬। [illegible]
৪৯৭। [illegible]
৪৯৮। [illegible]
৪৯৯। [illegible]
৫০০। [illegible]
৫০১। [illegible]
৫০২। [illegible]
৫০৩। [illegible]
৫০৪। [illegible]
৫০৫। [illegible]
৫০৬। [illegible]
৫০৭। [illegible]
৫০৮। [illegible]
৫০৯। [illegible]
৫১০। [illegible]
৫১১। [illegible]
৫১২। [illegible]
৫১৩। [illegible]
৫১৪। [illegible]
৫১৫। [illegible]
৫১৬। [illegible]
৫১৭। [illegible]
৫১৮। [illegible]
৫১৯। [illegible]
৫২০। [illegible]
৫২১। [illegible]
৫২২। [illegible]
৫২৩। [illegible]
৫২৪। [illegible]
৫২৫। [illegible]
৫২৬। [illegible]
৫২৭। [illegible]
৫২৮। [illegible]
৫২৯। [illegible]
৫৩০। [illegible]
৫৩১। [illegible]
৫৩২। [illegible]
৫৩৩। [illegible]
৫৩৪। [illegible]
৫৩৫। [illegible]
৫৩৬। [illegible]
৫৩৭। [illegible]
৫৩৮। [illegible]
৫৩৯। [illegible]
৫৪০। [illegible]
৫৪১। [illegible]
৫৪২। [illegible]
৫৪৩। [illegible]
৫৪৪। [illegible]
৫৪৫। [illegible]
৫৪৬। [illegible]
৫৪৭। [illegible]
৫৪৮। [illegible]
৫৪৯। [illegible]
৫৫০। [illegible]
৫৫১। [illegible]
৫৫২। [illegible]
৫৫৩। [illegible]
৫৫৪। [illegible]
৫৫৫। [illegible]
৫৫৬। [illegible]
৫৫৭। [illegible]
৫৫৮। [illegible]
৫৫৯। [illegible]
৫৬০। [illegible]
৫৬১। [illegible]
৫৬২। [illegible]
৫৬৩। [illegible]
৫৬৪। [illegible]
৫৬৫। [illegible]
৫৬৬। [illegible]
৫৬৭। [illegible]
৫৬৮। [illegible]
৫৬৯। [illegible]
৫৭০। [illegible]
৫৭১। [illegible]
৫৭২। [illegible]
৫৭৩। [illegible]
৫৭৪। [illegible]
৫৭৫। [illegible]
৫৭৬। [illegible]
৫৭৭। [illegible]
৫৭৮। [illegible]
৫৭৯। [illegible]
৫৮০। [illegible]
৫৮১। [illegible]
৫৮২। [illegible]
৫৮৩। [illegible]
৫৮৪। [illegible]
৫৮৫। [illegible]
৫৮৬। [illegible]
৫৮৭। [illegible]
৫৮৮। [illegible]
৫৮৯। [illegible]
৫৯০। [illegible]
৫৯১। [illegible]
৫৯২। [illegible]
৫৯৩। [illegible]
৫৯৪। [illegible]
৫৯৫। [illegible]
৫৯৬। [illegible]
৫৯৭। [illegible]
৫৯৮। [illegible]
৫৯৯। [illegible]
৬০০। [illegible]
৬০১। [illegible]
৬০২। [illegible]
৬০৩। [illegible]
৬০৪। [illegible]
৬০৫। [illegible]
৬০৬। [illegible]
৬০৭। [illegible]
৬০৮। [illegible]
৬০৯। [illegible]
৬১০। [illegible]
৬১১। [illegible]
৬১২। [illegible]
৬১৩। [illegible]
৬১৪। [illegible]
৬১৫। [illegible]
৬১৬। [illegible]
৬১৭। [illegible]
৬১৮। [illegible]
৬১৯। [illegible]
৬২০। [illegible]
৬২১। [illegible]
৬২২। [illegible]
৬২৩। [illegible]
৬২৪। [illegible]
৬২৫। [illegible]
৬২৬। [illegible]
৬২৭। [illegible]
৬২৮। [illegible]
৬২৯। [illegible]
৬৩০। [illegible]
৬৩১। [illegible]
৬৩২। [illegible]
৬৩৩। [illegible]
৬৩৪। [illegible]
৬৩৫। [illegible]
৬৩৬। [illegible]
৬৩৭। [illegible]
৬৩৮। [illegible]
৬৩৯। [illegible]
৬৪০। [illegible]
৬৪১। [illegible]
৬৪২। [illegible]
৬৪৩। [illegible]
৬৪৪। [illegible]
৬৪৫। [illegible]
৬৪৬। [illegible]
৬৪৭। [illegible]
৬৪৮। [illegible]
৬৪৯। [illegible]
৬৫০। [illegible]
৬৫১। [illegible]
৬৫২। [illegible]
৬৫৩। [illegible]
৬৫৪। [illegible]
৬৫৫। [illegible]
৬৫৬। [illegible]
৬৫৭। [illegible]
৬৫৮। [illegible]
৬৫৯। [illegible]
৬৬০। [illegible]
৬৬১। [illegible]
৬৬২। [illegible]
৬৬৩। [illegible]
৬৬৪। [illegible]
৬৬৫। [illegible]
৬৬৬। [illegible]
৬৬৭। [illegible]
৬৬৮। [illegible]
৬৬৯। [illegible]
৬৭০। [illegible]
৬৭১। [illegible]
৬৭২। [illegible]
৬৭৩। [illegible]
৬৭৪। [illegible]
৬৭৫। [illegible]
৬৭৬। [illegible]
৬৭৭। [illegible]
৬৭৮। [illegible]
৬৭৯। [illegible]
৬৮০। [illegible]
৬৮১। [illegible]
৬৮২। [illegible]
৬৮৩। [illegible]
৬৮৪। [illegible]
৬৮৫। [illegible]
৬৮৬। [illegible]
৬৮৭। [illegible]
৬৮৮। [illegible]
৬৮৯। [illegible]
৬৯০। [illegible]
৬৯১। [illegible]
৬৯২। [illegible]
৬৯৩। [illegible]
৬৯৪। [illegible]
৬৯৫। [illegible]
৬৯৬। [illegible]
৬৯৭। [illegible]
৬৯৮। [illegible]
৬৯৯। [illegible]
৭০০। [illegible]
৭০১। [illegible]
৭০২। [illegible]
৭০৩। [illegible]
৭০৪। [illegible]
৭০৫। [illegible]
৭০৬। [illegible]
৭০৭। [illegible]
৭০৮। [illegible]
৭০৯। [illegible]
৭১০। [illegible]
৭১১। [illegible]
৭১২। [illegible]
৭১৩। [illegible]
৭১৪। [illegible]
৭১৫। [illegible]
৭১৬। [illegible]
৭১৭। [illegible]
৭১৮। [illegible]
৭১৯। [illegible]
৭২০। [illegible]
৭২১। [illegible]
৭২২। [illegible]
৭২৩। [illegible]
৭২৪। [illegible]
৭২৫। [illegible]
৭২৬। [illegible]
৭২৭। [illegible]
৭২৮। [illegible]
৭২৯। [illegible]
৭৩০। [illegible]
৭৩১। [illegible]
৭৩২। [illegible]
৭৩৩। [illegible]
৭৩৪। [illegible]
৭৩৫। [illegible]
৭৩৬। [illegible]
৭৩৭। [illegible]
৭৩৮। [illegible]
৭৩৯। [illegible]
৭৪০। [illegible]
৭৪১। [illegible]
৭৪২। [illegible]
৭৪৩। [illegible]
৭৪৪। [illegible]
৭৪৫। [illegible]
৭৪৬। [illegible]
৭৪৭। [illegible]
৭৪৮। [illegible]
৭৪৯। [illegible]
৭৫০। [illegible]
৭৫১। [illegible]
৭৫২। [illegible]
৭৫৩। [illegible]
৭৫৪। [illegible]
৭৫৫। [illegible]
৭৫৬। [illegible]
৭৫৭। [illegible]
৭৫৮। [illegible]
৭৫৯। [illegible]
৭৬০। [illegible]
৭৬১। [illegible]
৭৬২। [illegible]
৭৬৩। [illegible]
৭৬৪। [illegible]
৭৬৫। [illegible]
৭৬৬। [illegible]
৭৬৭। [illegible]
৭৬৮। [illegible]
৭৬৯। [illegible]
৭৭০। [illegible]
৭৭১। [illegible]
৭৭২। [illegible]
৭৭৩। [illegible]
৭৭৪। [illegible]
৭৭৫। [illegible]
৭৭৬। [illegible]
৭৭৭। [illegible]
৭৭৮। [illegible]
৭৭৯। [illegible]
৭৮০। [illegible]
৭৮১। [illegible]
৭৮২। [illegible]
৭৮৩। [illegible]
৭৮৪। [illegible]
৭৮৫। [illegible]
৭৮৬। [illegible]
৭৮৭। [illegible]
৭৮৮। [illegible]
৭৮৯। [illegible]
৭৯০। [illegible]
৭৯১। [illegible]
৭৯২। [illegible]
৭৯৩। [illegible]
৭৯৪। [illegible]
৭৯৫। [illegible]
৭৯৬। [illegible]
৭৯৭। [illegible]
৭৯৮। [illegible]
৭৯৯। [illegible]
৮০০। [illegible]
৮০১। [illegible]
৮০২। [illegible]
৮০৩। [illegible]
৮০৪। [illegible]
৮০৫। [illegible]
৮০৬। [illegible]
৮০৭। [illegible]
৮০৮। [illegible]
৮০৯। [illegible]
৮১০। [illegible]
৮১১। [illegible]
৮১২। [illegible]
৮১৩। [illegible]
৮১৪। [illegible]
৮১৫। [illegible]
৮১৬। [illegible]
৮১৭। [illegible]
৮১৮। [illegible]
৮১৯। [illegible]
৮২০। [illegible]
৮২১। [illegible]
৮২২। [illegible]
৮২৩। [illegible]
৮২৪। [illegible]
৮২৫। [illegible]
৮২৬। [illegible]
৮২৭। [illegible]
৮২৮। [illegible]
৮২৯। [illegible]
৮৩০। [illegible]
৮৩১। [illegible]
৮৩২। [illegible]
৮৩৩। [illegible]
৮৩৪। [illegible]
৮৩৫। [illegible]
৮৩৬। [illegible]
৮৩৭। [illegible]
৮৩৮। [illegible]
৮৩৯। [illegible]
৮৪০। [illegible]
৮৪১। [illegible]
৮৪২। [illegible]
৮৪৩। [illegible]
৮৪৪। [illegible]
৮৪৫। [illegible]
৮৪৬। [illegible]
৮৪৭। [illegible]
৮৪৮। [illegible]
৮৪৯। [illegible]
৮৫০। [illegible]
৮৫১। [illegible]
৮৫২। [illegible]
৮৫৩। [illegible]
৮৫৪। [illegible]
৮৫৫। [illegible]
৮৫৬। [illegible]
৮৫৭। [illegible]
৮৫৮। [illegible]
৮৫৯। [illegible]
৮৬০। [illegible]
৮৬১। [illegible]
৮৬২। [illegible]
৮৬৩। [illegible]
৮৬৪। [illegible]
৮৬৫। [illegible]
৮৬৬। [illegible]
৮৬৭। [illegible]
৮৬৮। [illegible]
৮৬৯। [illegible]
৮৭০। [illegible]
৮৭১। [illegible]
৮৭২। [illegible]
৮৭৩। [illegible]
৮৭৪। [illegible]
৮৭৫। [illegible]
৮৭৬। [illegible]
৮৭৭। [illegible]
৮৭৮। [illegible]
৮৭৯। [illegible]
৮৮০। [illegible]
৮৮১। [illegible]
৮৮২। [illegible]
৮৮৩। [illegible]
৮৮৪। [illegible]
৮৮৫। [illegible]
৮৮৬। [illegible]
৮৮৭। [illegible]
৮৮৮। [illegible]
৮৮৯। [illegible]
৮৯০। [illegible]
৮৯১। [illegible]
৮৯২। [illegible]
৮৯৩। [illegible]
৮৯৪। [illegible]
৮৯৫। [illegible]
৮৯৬। [illegible]
৮৯৭। [illegible]
৮৯৮। [illegible]
৮৯৯। [illegible]
৯০০। [illegible]
৯০১। [illegible]
৯০২। [illegible]
৯০৩। [illegible]
৯০৪। [illegible]
৯০৫। [illegible]
৯০৬। [illegible]
৯০৭। [illegible]
৯০৮। [illegible]
৯০৯। [illegible]
৯১০। [illegible]
৯১১। [illegible]
৯১২। [illegible]
৯১৩। [illegible]
৯১৪। [illegible]
৯১৫। [illegible]
৯১৬। [illegible]
৯১৭। [illegible]
৯১৮। [illegible]
৯১৯। [illegible]
৯২০। [illegible]
৯২১। [illegible]
৯২২। [illegible]
৯২৩। [illegible]
৯২৪। [illegible]
৯২৫। [illegible]
৯২৬। [illegible]
৯২৭। [illegible]
৯২৮। [illegible]
৯২৯। [illegible]
৯৩০। [illegible]
৯৩১। [illegible]
৯৩২। [illegible]
৯৩৩। [illegible]
৯৩৪। [illegible]
৯৩৫। [illegible]
৯৩৬। [illegible]
৯৩৭। [illegible]
৯৩৮। [illegible]
৯৩৯। [illegible]
৯৪০। [illegible]
৯৪১। [illegible]
৯৪২। [illegible]
৯৪৩। [illegible]
৯৪৪। [illegible]
৯৪৫। [illegible]
৯৪৬। [illegible]
৯৪৭। [illegible]
৯৪৮। [illegible]
৯৪৯। [illegible]
৯৫০। [illegible]
৯৫১। [illegible]
৯৫২। [illegible]
৯৫৩। [illegible]
৯৫৪। [illegible]
৯৫৫। [illegible]
৯৫৬। [illegible]
৯৫৭। [illegible]
৯৫৮। [illegible]
৯৫৯। [illegible]
৯৬০। [illegible]
৯৬১। [illegible]
৯৬২। [illegible]
৯৬৩। [illegible]
৯৬৪। [illegible]
৯৬৫। [illegible]
৯৬৬। [illegible]
৯৬৭। [illegible]
৯৬৮। [illegible]
৯৬৯। [illegible]
৯৭০। [illegible]
৯৭১। [illegible]
৯৭২। [illegible]
৯৭৩। [illegible]
৯৭৪। [illegible]
৯৭৫। [illegible]
৯৭৬। [illegible]
৯৭৭। [illegible]
৯৭৮। [illegible]
৯৭৯। [illegible]
৯৮০। [illegible]
৯৮১। [illegible]
৯৮২। [illegible]
৯৮৩। [illegible]
৯৮৪। [illegible]
৯৮৫। [illegible]
৯৮৬। [illegible]
৯৮৭। [illegible]
৯৮৮। [illegible]
৯৮৯। [illegible]
৯৯০। [illegible]
৯৯১। [illegible]
৯৯২। [illegible]
৯৯৩। [illegible]
৯৯৪। [illegible]
৯৯৫। [illegible]
৯৯৬। [illegible]
৯৯৭। [illegible]
৯৯৮। [illegible]
৯৯৯। [illegible]
১০০০। [illegible]

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিষের মত নয়।

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট্ রিড্, মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲,৪০৲,৫০৲,৫৮৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

ফোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৪০৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ২০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ৮০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতারি—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এস্রাজ্—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকলপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্,

৮।১ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

বামাবোধিনী-সম্পাদকের পরিচিত।

বিবাহের গহনা।

অর্ডার দিলে সময় মত দিয়া থাকি বিবাহ অন্নপ্রাশনের উপহার দিবার উপযোগী নানাপ্রকার ব্রোচ, আংটী, কানফুল, এয়ারিং ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

ঘোষ এণ্ড সন্স।

৭৮।১ হ্যারিসন রোড।

টেলিফোন নং ২৫৯৬।

ব্রাঞ্চ—১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা; এবং

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই—

১। অদৃষ্ট-লিপি। ইহাতে অদৃষ্টলিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য আট আনা।

২। কুলদানী। অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানাভাবের, নানা রসের, বিচিত্র চিত্রের। মূল্য আট আনা।

৩। শতদল। ভগবদ্-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রকাশিত, সকল সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মূল্য আট আনা।

৪। কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প—গল্পের পুস্তক। ৫। অশোকা—কবিতা-পুস্তক। ৬। হাসি ও অশ্রু—কবিতা-পুস্তক।

ভারতী, প্রবাসী, বামাবোধিনী, জন্মভূমি, হিতবাদী, বসুমতী, নব্যভারত প্রভৃতি সকল মাসিক-পত্রিকায় প্রশংসিত। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL
THE ALL-INDIA
HIndu Socio-Religious Association.
General President H. H. the Maharaja of Durbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members—Rs. 2 a year.
Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free*; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications, at three-fourth price.
PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE. The General Secretary: Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত

১। ধ্যান-লোক—৸৹ ২। তপোবন—৸৹ ৩। অঞ্জলি—।৹; ৪। সুনীতি-বিকাশ—।৹

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত

১। মাধবী—১৲। ২। শিশির—।৹

কলিকাতায় ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গুরুদাস লাইব্রেরীতে এবং চট্টগ্রামে ঘাট-করাদবেগ—ঠিকানায় জীবেন্দ্রবাবুর নিকটে পাওয়া যায়।

নূতন ধরণের পুস্তক

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত

মূল্য—১।৹ "জীবন-সংগ্রাম" মূল্য—১।৹

ইহাতে অনেক শিখিবার বিষয় আছে। সংস্কৃত ডিপজিটারীতে (৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) প্রাপ্তব্য।

মণ্ডল ফ্লুট।

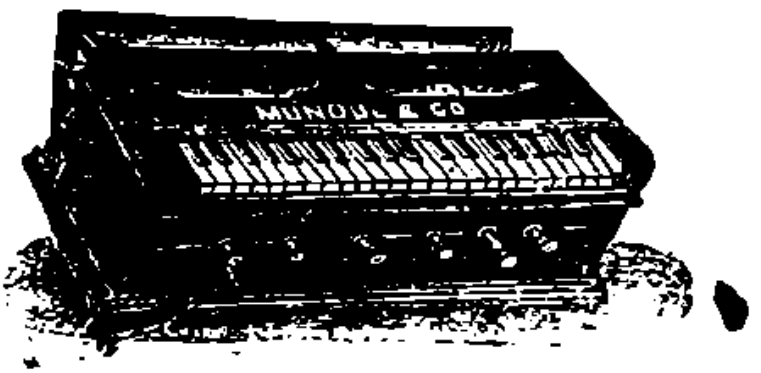

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি যাহা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু-প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আর-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সুক্ষ্ম কাজ করা ১০৲ টাকা। ঐ দুই সেট কীড, ৪ ষ্টপ ৬০৲ এবং ৭৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং—৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

মদীয় অধ্যাপক সুনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীমহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় বলেন, "শ্রীযুক্তবাবু মথুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালায় কবিরাজী সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহোদয় বলেন, "পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,
২১ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের জীবন-দশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ৫৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা। সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ষ্টীথসকোপ, ম্যিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 658. June, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৮ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫। জুন, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

উষা-সঙ্গীত।

মিশ্র টৌড়ি—একতালা।

জাগ জাগ সবে জাগ রে!
মধুর আহ্বান তাঁর এসেছে যে, বারেক শুনো ঐ শুনো রে।
মাতিয়া প্রাণে পবিত্র মনে, সানন্দে ধরা ভাসাও রে।
ঘুম-ঘোরে না রহিয়ে অচেতন, ফেল ভেঙ্গে মোহের স্বপন রে!
অনুরাগে ভরে আপন হৃদয়ে ব্যস্তভাবে তাঁরে ডাক রে:
প্রেম-মকরন্দের প্রেম আনন্দে হয়ে মত্ত সদা মজ রে।
সবে এস এস ও পদারবিন্দে, হও মগন প্রেম-ভরে রে।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১ ২ ০ ৩॥
II সা -দা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া। পা -া -া I
জা গ জা০ গ স০ বে জা০০ ০ গ রে০ ০

১ ২ ০ ১
I সা সা সা। দা দা পা। মা পজ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞঋা ঋা -সা I
ম ধু র আ হ্বা ন তাঁ র০ এ সে০ ছে যে

১ ২ ০ ৩
I সা সা মা। মা মা মপা। জ্ঞমা -জ্ঞা -পমা। পা -া -া I
বা রে ক শু নো ঐ০ শু০ ০ ০ নো রে০ ০

১ ২ ০
I পা দা দা। র্সা -া ঋর্সা। ণা র্সণা ণদা। দণদা -াপ পা I
মা তি র্যা প্রা • গে • প বি • ত্র • ম • • • নে

১´ ২ ০ ৩
I পা ণদা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া। সা -া -া II
দা ন • ন্দে • ধ ন্যা • তা সা • • • ও বে • •

১´ ২
II সা সা I। সা সা দা। দা দা পা। মা পজ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞঋা ঋসা সা I
পূ ম ধো রে না র হি য়ে অ চে • ত ন • মে • ল

১´ ২ ৩
I সা সা ঋমা। মা মা মপা। জ্ঞমা -জ্ঞা -পমা। পা -া -া I
চে ঙ্গে ঙ্গো চে ঙ্গ ঙ্গ প • • • ন বে • •

১´ ২ ০ ৩
I পা দা র্সা। র্সা র্সা ঋর্সা। ণা র্সণা ণদা। দণদা দপা পা I
অ ন্ধ রা গে ভ রে • আ প • ন • ন্ধ • • দ • ঘে

১´ ২ ০ ৩ ৩ ০
I পা ণদা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া। (পা সা সা)। I পা -া -া I
বা স্ত•• ভা• বে ভা• রে ভা•• • ক রে "পূ ম" রে • •

১´ ২ ০ ৩
I (দা দা দা। র্সা র্সা -া। র্সা সা র্সা। র্সা র্সা -া I
প্রে ম ম ক র ন্ দের প্রে ম আ ন ন্দে

১´ ২ ০ ৩
I দা দা না। র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্জ্ঞা -ঋ্ঞা র্সা। ঋ্ঞা -া র্সা। I
হ ঙ্গে ম ক্ত স দা ম • ঙ রে •

১´ ২ ০ ৩
I পা ণা দা। দা পা পজ্ঞা। মা ণদা দা। র্সনা র্সা র্সা I
স বে এ স এ স ও প • দা র • বি ন্দে

১´ ২ ০ ৩
I পা পণদা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া। সা -া -া II II
হ ও • • ম • গ নপ্রে ম ভ • • • রে রে • •

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৪)

কার্ত্তিক-প্রভাতের শৈত্য-জড়তানাশী খরতৌদ্র তখন বেশ জোরে জলিয়া মধ্যাহ্নের আধিপত্য ঘোষণা করিতেছিল। দ্বিপ্রহরের পথে বহু লোক ব্যস্তভাবে যাতায়াত করিতেছিল। নমিতা ও সুরসুন্দর পথ হাঁটিয়া নীরবে চলিতে চলিতে নমিতাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছিল।

সুরসুন্দর একটু পশ্চাতে থাকিয়া খুব ধীরে ধীরে আসিতেছিল; পশ্চাদ্ধ-হস্তে মাথাটি সামনে ঝুকাইয়া, গভীর চিন্তাকুল বদনে সে চলিতেছিল। বারেণ্ডার সিঁড়িতে উঠিতে উদ্যতা নমিতা বিদায়-সম্ভাষণের জন্য দাঁড়াইল। অন্যমনস্ক সুরসুন্দর তাহা লক্ষ্য করিল না; নিঃশব্দে যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। বিপন্ন হইয়া নমিতা একটু কাশিয়া বলিল, "তা হ'লে, আজই আপনি বাড়ী চল্লেন? কত দিনে ফির্‌বেন?"

সুরসুন্দর থম্‌কিয়া দাঁড়াইল! ইহার মধ্যে কখন্ যে এতটা পথ আসিয়া পড়িয়াছে, সেটা সে আদৌ অনুভব করিতে পারে নাই! অপ্রতিভ হইয়া সে একটু হাসিল ও নমিতার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আজই যাব। কত দিনে ফির্‌ব, ঠিক্ নাই। ভাইটির অবস্থা দেখে সে ব্যবস্থা স্থির হবে।—মিস্ মিত্র!" সুরসুন্দর আরও একটু নিকটে আসিল; সম্ভ্রম-নত দৃষ্টিতে ভূমির পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মিস্ মিত্র, আপনাকে আজ একটি কথা বল্‌তে চাই, অনুমতি দিন্—।"

সুরসুন্দরের মুখে "আজ একটি কথা"—নমিতার কানে আজ হঠাৎ অত্যন্ত অদ্ভুত, নূতন ও বিশেষত্বপূর্ণ ঠেকিল! মনটা কেমন, শঙ্কিত হইয়া উঠিল! সন্দিগ্ধভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সুরসুন্দরের শান্ত ম্লান মাধুরী-বিকশিত নম্র মুখখানির পানে সে একবার মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ কটাক্ষে চাহিল;—তখনই তাহার দৃষ্টি বিশ্বস্ত আশ্বাসে করুণা-কোমল হইয়া আসিল; ধীরভাবে বলিল, "বল্‌বার মত কথা হয়, অবশ্য বল্‌তে পারেন্; বৈঠকখানায় আসুন্।"

"না, আমি এইখানে থেকেই কথা শেষ করে যাই,—" এই বলিয়া সুরসুন্দর দৃষ্টি তুলিয়া নমিতার পানে চাহিল এবং বাধিত ভাবে একটু হাসি হাসিয়া বলিল, "চারিদিকে ক্রমাগত বীভৎস অবিশ্বাসের চেহারা দেখে, এক এক সময় নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি—নিজেকেও ভয় কর্‌তে বাধ্য হই!—আজ আপনার কাছে তাই ক্ষমা চাইছি, আমার সে অপরাধ ভুলে যাবেন। সে-দিন ঝোঁকের মাথায় অনেকগুলো শক্ত কথা বলে ফেলেছি; আপনার মনে নিশ্চয় আঘাত লেগেছে। নিজের কঠোরতায় আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছি।—মিস্ মিত্র, তারপর আমি আর ক্ষমা চাইবার সুযোগ পাই নি; সেজন্যে ভারী দুঃখিত ছিলুম্।—আজ বল্‌ছি, আমায় ক্ষমা কর্‌বেন্।"

নমিতার মনে হইল এমন আন্তরিকতা-পূর্ণ সুগভীর বেদনার স্বর সে বহু—বহুদিন শুনিতে পায় নাই; আজ শুনিল! বিস্ময়াবহ

পুলকের সহিত, একটা বেদনার আঘাত গিয়া তাহার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিল! নমিতার ইচ্ছা হইল, সে স্পষ্ট প্রতিবাদের সুরে বলিয়া উঠে,—'না, ইহা সৌজন্যের নামে অন্যায় অসৌজন্য হইতেছে। সুরসুন্দরের মত হিতাকাঙ্ক্ষীর ত্রুটি ক্ষমা করিবার ক্ষমতা তাহার নাই.....!'

সোজা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুরসুন্দরের মুখের উপর অসঙ্কোচ স্থিরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া নমিতা বলিল, "মানুষের মুখের কথায় ভয় পেয়ে, আমিও অনেক সময় মনের জোর হারিয়ে ফেলি. সাহসের অভাবে অনেক অপরাধজনক আচরণ করি; অনেককে মিথ্যা অবিশ্বাস করে, মনস্তাপ পাই! আমার মহাদুর্ব্বলতা আছে, জানেন্। যে যা বুঝিয়ে দেয়, সরল বিশ্বাসে সব সত্য বলে অকপটে মেনে নিই; কিন্তু নির্ব্বোধ হ'লেও আমার মন বক্র-কুটিল নয়, এটা নিশ্চয় জান্‌বেন। মিথ্যার ভুল খুব শীঘ্রই বুঝ্‌তে পারি!—আপনি ক্ষমা'র কথা বলবেন্ না, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।—আপনার মন যে কত উঁচু, তা আমি খুব—খুব ভাল রকমেই জেনেছি। আর কথা বাড়ান নিষ্প্রয়োজন!"

সনিঃশ্বাসে ম্লান হাসি হাসিয়া সুরসুন্দর নমস্কার করিয়া বলিল, "তবে বিদায় হই। লক্ষ্মীটি, কিছু মনে কর্‌বেন না যেন।"

প্রশান্ত স্নেহের হাসিতে নমিতার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে সে বলিল, "মনে কর্‌তে বারণ করেন, কর্‌ব না;—কিন্তু, না না, কিছু মনে কর্‌ব বৈ কি! আপনার অনধিকৃতা, উদারতা, সহোদরের মত স্নেহানুগ্রহ, সে সব কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখ্‌ব; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, বাড়ী গিয়ে সব ভাল দেখে, আবার শীঘ্র ফিরে আসুন্।"

"আসি তবে—।" প্রস্থানোন্মুখ সুরসুন্দর দুই পদ অগ্রসর হইয়া, সহসা আবার ত্রস্ত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল। শুষ্ক মুখে একটু উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল ভাবে, কি যেন কিছু বলিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। নমিতা স্মিত মুখে বলিল, "কোন দরকার আছে?"

"হাঁ,—দেখুন, হাঁসপাতালের নার্স, কম্পাউণ্ডার বিশেষণ ছাড়া আমাদের আরো কিছু স্বতন্ত্র বিশেষ্য আছে,—তারই অধিকারে—।" সহসা কথাটা সাম্‌লাইয়া লইয়া, সুরসুন্দর মুহূর্ত্তের জন্য নীরবে কি ভাবিল; তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "অনধিকার চর্চ্চার স্পর্দ্ধা ক্ষমা কর্‌বেন। আর একটি কথা বলে যাই, করমগঞ্জ থেকে আপনি বদ্‌লী হ'বার দরখাস্ত করুন্; আর এখানে থাক্‌বেন্ না।"

নমিতা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল! ক্ষণ-পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনিও তাই বলেন্? ধন্যবাদ!—স্মিথ্‌কে বল্‌বেন্ না, আমি আগেই সে চেষ্টার আরম্ভ করেছি। করমগঞ্জের জল-হাওয়া আর আমার সইছে না!—"

"এ সইবার নয়" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া সুরসুন্দর অগ্রসর হইল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ নমিতা চাহিয়া রহিল; তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঈষৎ হাসিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমাদের দৌরাত্ম্যও বড় সহজ নয়! কাল রাতে কি ভয়ানক গোয়েন্দা-

গিরিই করা হোল! ছিঃ!—কিন্তু ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, আমি বেঁচে গেছি! ডাক্তার মিত্রের সাধুতা হত্যাকারীর উৎকোচ-মূল্যে বিক্রীত হয়, আমি জান্‌তুম না!—এই জান্‌লুম। এবার ওঁর চরিত্রকে শ্রদ্ধা করার দায় থেকে আজ একেবারে নিষ্কৃতি পেয়েছি। আঃ! কি মুক্তি রে!—"

হর্ষোৎফুল্ল মুখে মা'র ঘরে আসিয়া মেজের উপর ধূলার মাঝেই হাত-পা ছড়াইয়া, শুইয়া পড়িয়া নমিতা ভ্রান্তি অপনোদনের আছিলায় রোগীর বাড়ীর গল্প আরম্ভ করিল। কিন্তু সেখানে সমি-সুশীল ছিল না; সুতরাং, গল্প তেমন জমাইতে পারা গেল না। বেলা হইয়াছে বলিয়া মাতাও স্নানাহারের তাড়া দিলেন। অগত্যা নমিতা উঠিল; টাকাগুলি গণিয়া মাতার কাছে রাখিয়া সে বলিল, "মা, খুচ্‌রো খরচের জন্য এক এক সময় আমার বড় মুস্কিল হয়। এবার থেকে, বেশী নয়—দু'টি করে টাকা আমায় দেবেন্।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "এ'র জন্যে অত মিনতি কেন? সত্যি, আমার হাতে সব সময় পয়সা-কড়ি থাকে না; আমি বুঝ্‌তে পারি, তোর কষ্ট হয়। দু'টাকা নয়, তুই পাঁচ টাকা করে নিয়ে রাখ্, যা খরচ হয়—।"

নমিতা বাধা দিয়া বলিল, "না, মা, আমার হাত ভয়ানক পিছ্‌ল্, যা দেবেন্, সব খরচ করে নিশ্চিন্ত হব!—আমার অভ্যাস ত জানেন্। দু'টাকাই ভাল।—লছ্‌মীর মার কাছে রেখে দেবেন্, সময়ে সময়ে খুচ্‌রো দরকারে ওর কাছে চাইলেই পাওয়া যায়।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "সেমন কাল যাচ্ছে পাওয়া গেল! ছিঃ, তুই দিনে দিনে কি হচ্ছিস্ রে নমি? দুধের জন্যে লছ্‌মীর মার কাছে পয়সা ধার কর্‌লি! আমার কাছে চাইলে, বুঝি, পেতিস্ না?"

নমিতা চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অপ্রস্তুত হাস্যে বলিল, "আমার সাহস হোল না, মা!.....আপনি ত শেষে দুধও আন্‌তে দিতেন না?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাতা বলিলেন, "তা দিতে পার্‌তুম্ না বাছা! যে কষ্টের পয়সা! —এই অনিদ্রায় অনাহারে!—"

বাধা দিয়া নমিতা সজোরে বলিল, "ঐঃ! না খাট্‌লে কি পয়সা পাওয়া যায় মা? মিথ্ এই বুড়ো বয়েসে যে খাটুনী খাটেন্, দেখ্‌লে অবাক্ হ'তে হয়! আমাদের এ ত সুখের দশা!" এই বলিয়া কৈফিয়ৎ শেষ করিয়া নমিতা স্নান করিতে গেল।

আহারান্তে খুব এক চোট্ নিদ্রা দিয়া, বৈকালে সাড়ে তিনটা বাজিতেই, নমিতা বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। কাল হইতে হাস্‌পাতাল যাইতে হইবে। নমিতা ময়লা জামা-কাপড় বদলাইয়া ফর্সা কাপড়-চোপড় ঠিক্ করিয়া রাখিল। তারপর সে জুতা ব্রস্ করিতে বসিল। সময় থাকিলে, নমিতা নিজ-হাতেই এ-সব কাজ করিত। শুধু নিজের নয়, ভাই-বোন্ সকলেরই জুতা সে পরিষ্কার করিত,—তাহাদের বিধা আপত্তি গ্রাহ্য করিত না।

আজ বিমল এখনও বিদ্যালয় হইতে আসে নাই, সুশীলও জুতা পায়ে দিয়া কোথায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, তাই তাহাদের জুতা পাওয়া গেল না। নমিতা সেইমাত্র স্কুল হইতে আসিয়া ঘরে ঘরে বিছানা করিয়া

ও ঝাঁট দিয়া বেড়াইতেছিল ; নমিতা নিঃশব্দে তাহার জুতা সংগ্রহ করিয়া আনিল।

অল্পক্ষণ পরে সুশীল আসিয়া সেখানে পৌঁছিল। নমিতার সম্মুখে জুতা-মণ্ডিত চরণ-যুগল ছড়াইয়া বসিয়া, বিনা দ্বিধায় মন্তব্য প্রকাশ করিল, "আমার জুতোয় ধুলো লেগেছে —।"

নমিতা হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ, বুঝেছি। —খুলে দাও— ।"

সুশীল বলিল, "কাল মেজ-দা ক্রস্ করে দিয়েছে ;—আজ আবার!— তা তুমি দেবে দাও।"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া নমিতা কপট রাগে বিনয়ের স্বরে বলিল, "আপত্তি করবার কিছুই নাই! আহা! কি চমৎকার করুণা-বর্ষণ!—বাস্তবিক, সুশীল, তোর ঐ খাতির-নদারৎ চাল-টা রীতি বিগর্হিত অশিষ্টতা হ'লেও, আমার কিন্তু ভারী ভাল লাগে, ভাই! কিন্তু তাই বলে, এটা যেন সব জায়গায় অমন অম্লান-বদনে চালাস্ নে!—"

সুশীলের সপ্রতিভ-গাম্ভীর্য্যটা একটু ম্লান হইয়া গেল। আবার গ্রহের ফের—ঘরের শত্রু 'ছোড়্দি'ও সেইসময় সেখানে আসিয়া পড়িল। সুশীল একটু বিশেষ রকম ভীবিত হইল। সুশীলের ব্যবহার ছোড়্দির কর্ণগোচর হইলেই, সে এখনই নির্ম্মম পরিহাসে তাহাকে অপদস্থ করিবে!—বিপন্ন সুশীল ব্যস্তসমস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি কোন একটা কথা ফেলিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে চাপা দিবার জন্য স্মৃতির ভাণ্ডার হাত্ড়াইয়া একটা নূতন খবর টানিয়া আনিল ; পরম আশ্চর্য্যভাবে বলিল, "দ্যাখো ভাই দিদি.—আজ দুপুরবেলা কিশোরের বাবা বাইরে এসে, শঙ্করকে ডেকে কি সব জিজ্ঞাসা করছিলেন, আর বোধ হয়, বক্‌ছিলেন না কি জানি নে, এম্নি করে বাঁ-হাতের ওপর ডান-হাত ঠুকে ঠুকে ধমক্ দিয়ে বল্‌ছিলেন, "মকস্ কর, মকস্ কর, সাত বোলো— ।"

নমিতা হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, "মকস্ কি রে?"

উত্তেজিত হইয়া সুশীল, নিজের হাতে সজোরে চপেটাঘাত করিতে করিতে বলিল, "ওঃ গো, ঠিক্ এম্নি করে বল্‌ছিলেন, মকস্ কর—"

নমিতা কাছে আসিয়া বলিল, "কি হয়েছে?"

সুশীল তৎক্ষণাৎ তাহাকেই সাক্ষী মানিয়া বসিল ; মাথা নাড়িয়া আগ্রহে বলিল, "না ভাই, ছোড়্দি? তুমি যখন স্কুল থেকে আস, তখন কিশোরের বাবা, ঐ ডাক্তার মিত্তির গেল—তিনি ওধারের বারেণ্ডায় দাঁড়িয়ে শঙ্করকে কি সব বল্‌ছিলেন? আর এম্নি করে চাপ্‌ড়ে বল্‌ছিলেন্ না?—মকস কর— ?"

"মকস!"—নমিতার ওষ্ঠপ্রান্তে স্বচ্ছ বিদ্রূপের নৃত্য-লীলা অসংবরণীয় উল্লাসে চঞ্চল হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া সে পরমগম্ভীর মুখে পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "কি বল্‌ছিলেন? মকস্ কর?"

ছোড়্দির মুখে গাম্ভীর্য্যের মাত্রাটা অত্যধিক দেখিয়া সুশীলের একটু শঙ্কা হইল ; কণ্ঠস্বর খাটো করিয়া বলিল, "মকস্ নয়?"

নমিতার ইচ্ছা হইল, সেইখানে গড়াগড়ি

দিয়া, খুব উচ্চ উচ্ছ্বাসে হাসিয়া লয়! কিন্তু নমিতার সাম্‌নে ততদূর ধৃষ্টতা-প্রকাশ নিরাপদ্ নহে বলিয়া, যথাসাধ্য সংক্ষেপে সে পর্ব্বটা সমাধা করিয়া ক্ষান্ত হইল; তারপর বলিল, "ওরে মুখ্‌খু, তিনি মকস্ বলেন নি, বলছিলেন, "কসম্ খা-কে সাচ্ বোলো।—"

সু। "কসম্! হাঁ হাঁ,—কসমই বটে!—"

আবার এক প্রস্থ হাসির অভিনয় হইল। নমিতা বকিয়া ঝকিয়া দুইজনকে ঠাণ্ডা করিয়া বলিল, "আসল কথাটা কি বল্? কিসের জন্যে কসম খাওয়া? কি বল্‌ছিলেন তিনি?"

"আমার কাছে শোনো,—" এই বলিয়া সমিতা জাঁকাইয়া বসিয়া গল্প সুরু করিল। "আমি শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করেছি। শঙ্কর বল্‌লে, 'ডাক্তারবাবু সেই ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছিলেন্। অনেক রকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, অনেক কথা তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন।' কিন্তু শঙ্কর তারে-বাড়া শয়তান; ও কিছু স্বীকার করে নি: সাফ জবাব দিয়েছে. 'না হুজুর, আমি কাউকে চিনি না। কে একটা গরীব লোক অসুখ নিয়ে এসেছিল, সে আপনিই আবার চলে গেছে...।' তারপর ডাক্তারবাবু আরো অনেক কথা বলেছেন, 'কে তা'কে দেখ্‌তে আস্‌ত? সিধ্ আস্‌তেন কি না? সুরসুন্দর কখন্ কখন্ আস্‌ত? রাত্রে কত রাত অবধি থাক্‌ত? এখানে ঘুমাত, না, গল্প কর্‌ত?' এই সব! বাপ্, যেন পাহারাওলার ধমক্! দেখ্‌তে যদি দিদি!—আবার আমি স্কুল থেকে আস্‌ছি,—তিনি অমনি ধূম্রলোচনের মত কট্‌মটে চোখ বার করে এমন চাইছিলেন, আমার ত দেখে প্রাণ খাঁচা-ছাড়া হয়ে গেছ্‌ল!"

"হুঁ—" বলিয়া নমিতা জুতায় ব্রাস্ মাখাইয়া সজোরে ব্রুস্ ঘসিতে লাগিল। গভীর অন্যমনস্কতায় তাহার মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল!

সমিতা শ্রোতা সুশীলকে লক্ষ্য করিয়া নিরঙ্কুশ সমালোচনা শুনাইয়া যাইতে লাগিল, —"যাই বল বাপু, উনি অত লেখাপড়া শিখেছেন, কিন্তু ভারী অসভ্য লোক!—ও কি! পরের চর্চ্চা নিয়ে অত থাকেন্ কেন? ওঁর লজ্জা করে না? সুরসুন্দর কম্পাউণ্ডার আমাদের বাড়ীতে রোগী দেখ্‌তেই আসুক্, আর গল্প কর্‌তেই আসুক্, আর ঘুমাতেই আসুক্, ওঁর তাতে অত হিংসে কেন? কি বল্‌তে ইচ্ছে হয়, বল দেখি, দিদি!"

দিদি সে-সম্বন্ধে কোন সদ্‌যুক্তি-নির্দ্ধারণের চেষ্টামাত্র না করিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বলিল, "বল্‌তে দে, বল্‌তে দে;—ওঁকে চিনে নিয়েছি। ওঁর চোখ্-রাঙানিতে ভয় খাই নে আর!—প্রত্যেক ঘটনায় ওঁর মনের আসল চেহারাটা যতই দেখ্‌তে পাচ্ছি, ততই ওঁর ওপর হতশ্রদ্ধ হচ্ছি। উনি যে কি পদার্থ—।"

বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া নমিতা ঘ্যাস-ঘ্যাস্-শব্দে সজোরে ব্রুস ঘসিতে লাগিল। রাগে তাহার মুখখানা লাল টক্‌টকে হইয়া উঠিল!

গতিক ভাল নয় দেখিয়া সমিতা উঠিয়া পড়িল। সুশীল জুতার জন্য যাইতে পারিল না; চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। একটু উস্‌খুস করিয়া ধীরে ধীরে সে বলিল, "দিদি আর একটা কথা শুনেছ? কিশোরের মা'র ভারী অসুখ—।"

নমিতা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কিশোরের মা ?—ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ?—সেই তিনি ? কি হয়েছে তার ?"

দুঃখিতভাবে সুশীল বলিল, "কিশোর বল্‌ছিল, ভারী অসুখ তাঁর দু'তিন দিনের মধ্যেই, বোধ হয়, মারা যাবেন।"

"দূর, তাই কি হয় !—বাইরে—অন্ততঃ স্থিথের কাছেও নিশ্চয় শুন্‌তে পেতুম।" কথাটা বলিতে বলিতে নমিতা থামিল ; একটু ভাবিয়া বলিল, "তাও হ'তে পারে ; স্থিথ্ হয় ত জানেন না ! কিন্তু কাল সন্ধ্যার সময় ডাক্তার মিত্র এলেন্, কই, তিনিও ত,—।" নমিতা আবার থামিল ; ক্ষণেক নীরব থাকিয়া জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। দন্তে অধর-দংশন করিয়া আপন-মনেই সেবের স্বরে নমিতা বলিয়া উঠিল, "হবে ! আশ্চর্য্য নাই। মহাপুরুষ হয়ত বাড়ীর এ সব বাজে খবরে কানই দেন না ! হ্যাঁ রে সুশীল, কি অসুখটা জানিস ?"

সুশীল বলিল, "কি জানি ? কিশোর বল্লে, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্‌ছে, আরও কি সব ! এখন বিছানা থেকে উঠ্‌তে পার্‌ছেন না।"

নমিতার ক্রস-মার্জ্জনা আর চলিল না ; সে জুতা-জোড়াটা সুশীলের সাম্‌নে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নে, যা হোল, আর পারি নে।" তারপর ব্রুশ, ক্রস প্রভৃতি তুলিয়া রাখিয়া হাত-মুখ ধুইতে সে তাড়াতাড়ি কুয়াতলায় চলিয়া গেল।

আধ-ঘণ্টার মধ্যে চুল পরিষ্কার করিয়া, জামা-কাপড় পরিয়া নমিতা বাড়ী হইতে বাহির হইল। সমিতাকে বলিল, "আমি সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যেই ফির্‌বো। সেই সময় চা করিস্।" (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গান।

(ইমন কল্যাণ—ঝম্পক)

আঘাত করে' বাঁচাও আমায়,
দাও আমারে প্রাণ,
পলে পলে সইবো কত
মৃত্যু অবমান !
এম্‌নি করে দিনে দিনে,
মৃত্যু আমায় লয় যে চিনে,
এই মরণ হ'তে বাঁচাও আমায়,
দাও বেদনা-দান !

এম্‌নি তুমি দহন জেলে
বিদ্ধ কর বজ্র-শেলে,
মেরে মেরে বাঁচাও আমায়,
আর রেখো না মান !
জাগাও আমায় তোমার কাজে,
সাজাও আমায় বীরের সাজে,
তোমায় পায়ে রাখিতে দাও
হৃদয়-ছিন্ন প্রাণ ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

পরলোকগতা স্বর্ণপ্রভা বসু।

দিদি পরলোকগতা স্বর্ণপ্রভা বসু আমাদের পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। আমাদের অগ্রজ এক ভ্রাতা সূতিকা-গৃহেই বিনষ্ট হন্। সেই কারণে পিতৃদেব দিদির লালন-পালন ও পরিচর্য্যার দিকে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তাহা সত্ত্বেও মাতামহালয়ে অবস্থানকালে তিন বৎসর বয়সে দিদি বসন্ত-রোগে আক্রান্তা হন্। পিতৃদেব ৺ভগবান্ চন্দ্র বসু অষ্টাদশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে তৎকাল-প্রচলিত সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই বৎসর ১৮৫১ খৃঃ অব্দে কৃতী ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে ঢাকা-নগরীতে যে সভা আহূত হয়, বঙ্গের আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার জন্মদাতা প্রাতঃস্মরণীয় বেথুন তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার মাওরেট পিতৃদেবকে পরিচিত করিয়া দিলে, বেথুন প্রাণপূর্ণ আনন্দে করমর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া পিতা বাসায় অনেকবার কহিয়াছেন, "মহৎ লোকের জীবনের কি অদ্ভুত শক্তি! বেথুনের আনন্দদীপ্ত মুখের দিকে যখন চাহিলাম, তাঁহার কণ্ঠে যখন উৎসাহ-বাক্য শুনিলাম, সাদর করমর্দ্দনে তিনি যখন আমার সম্বর্দ্ধনা করিলেন, তখন জানি না কেন, বিদ্যুতের মত এই সঙ্কল্প আমার মনে সহসা স্ফূরিত হইল,—"আমি আমার কন্যাদিগকে উচ্চ শিক্ষা দান করিব।" তখন নারীর উচ্চশিক্ষা দূরে থাকুক্, স্ত্রীলোক পুস্তক হস্তে লইলে বৈধব্য-গ্রস্ত হয়, এই সংস্কার দেশবাসী সকলের মনে প্রবল ছিল। যাহা হউক্, বেথুনের করস্পর্শ করিয়া পিতৃদেব কিশোর বয়সে যে উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন, কন্যার জনক হইয়া তাহা ভুলিয়া যান নাই। বিদ্যাশিক্ষার উপযোগী বয়স হইলে তিনি দিদির শিক্ষারম্ভ করিলেন। তখন কন্যাদিগের বিদ্যালয় ছিল না এবং গৃহে পাঠ করাইবার উপযোগী শিক্ষকও বালিকাদিগের পক্ষে সুলভ ছিল না। এই জন্য তাঁহাকেই দিদির শিক্ষাকার্য্যের ভার অনেক পরিমাণে বহন করিতে হইত। যে শ্রমসাধ্য রাজকার্য্যে পিতা নিযুক্ত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার অবসর অতিশয় অল্পই ছিল; কিন্তু তিনি সে অবসরও আনন্দে কন্যার শিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত করিতেন;—এমন কি রন্ধন-কার্য্যও তিনি স্বয়ং কন্যাকে শিক্ষা দিতেন। এইরূপ যত্ন ও আদরে বর্দ্ধিতা ও শিক্ষিতা হইয়া দিদি অল্প বয়সেই শিক্ষা-সম্বন্ধে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। পিতৃদেব তাঁহাকে যে পুস্তকালয় দান করিয়াছিলেন, তাহাতে বঙ্গদেশের সমুদয় খ্যাতনামা উচ্চশ্রেণীর লেখকদিগের গ্রন্থ এবং বিবিধার্থ-সংগ্রহ, সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, অবলাবান্ধব, বামাবোধিনী প্রভৃতি উচ্চ-শ্রেণীর সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ছিল। দিদি সে-সকল পুস্তক বহুবার পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পাঠ করিয়া বঙ্গভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও প্রশংসনীয় লিপিপটুতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। একবার পিতৃদেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিদির পাঠের জন্য কতিপয়

পুস্তকের নাম করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি কহিলেন, "তোমার কন্যা কি কি পুস্তক পড়িয়াছে, তাহা লিখিয়া দিতে বল।" পঠিত পুস্তকের নাম শুনিয়া তিনি কহিয়াছিলেন, "তোমার কন্যার ত পাঠোপযোগী বাঙ্গলা পুস্তক আর নাই দেখিতেছি। এখন উহার সংস্কৃত বা ইংরাজী পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।" তিনি দিদির রচনা পড়িয়া প্রীতমনে তাঁহাকে স্বীয় সমগ্র পুস্তকাবলী পুরস্কার দিয়াছিলেন।

দিদির বিবাহের সময়ে আমাদের দেশে যে প্রবল সামাজিক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গের লোক এখনও তাহা ভুলিয়া যান্ নাই। আমার পিতৃবংশ কায়স্থ-কুলের সম্ভ্রান্ত কুলীন। আমার পিতামাতা তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য যে জামাতা মনোনীত করিয়াছিলেন, দেশপ্রচলিত জাতি-বিচারের সুদৃঢ় ও অকাট্য নিয়মানুসারে সে-শ্রেণীর পাত্রে আমার পিতার কন্যা-সম্প্রদানের কথা মনে স্থান দেওয়াও উন্মাদ-কল্পনামাত্র। পিতৃদেবকে এই বিবাহ উপলক্ষে বিষম প্রতিকূলতা, তীব্র প্রতিবাদ ও অপরিমীম সামাজিক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি কন্যার ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিকে চাহিয়া সে সমুদয় কষ্ট অকুণ্ঠ সাহস ও অপরাজিত চিত্তে বহন করিয়াছিলেন। পিতা আমাদের কহিতেন, "তিন গ্রামের লোক যখন এই বিবাহ উপলক্ষে আমার বিরুদ্ধে উত্থান করিল, তখন সকলের তীব্র প্রতিকূলতার মধ্যে এই বিবাহ সম্পন্ন করিলাম বটে, কিন্তু বিবাহ-শেষে ইহা সুস্পষ্ট অনুভব করিলাম যে, প্রাচীন সমাজে আমার আর স্থান নাই; তথা হইতে আমি চিরজন্মের মত বহিষ্কৃত হইয়াছি।" এই আন্দোলন যে কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহা একটী ঘটনায় সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার শিলং নগরে গিয়াছিলাম। কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবারে সাক্ষাৎকার করিতে গেলে, গৃহকর্ত্রী আমাকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কি বলিতে পারেন, কেন আপনার পিতার মত সম্ভ্রান্ত কুলীন এমন স্থানে জ্যেষ্ঠা কন্যা সম্প্রদান করিলেন?" মহিলার বচন-ভঙ্গীতে আমি অতিশয় ক্ষুণ্ণ ও বিস্মিত হইয়াছিলাম। বিবাহের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থানে এই প্রশ্নে আমি বুঝিলাম, ঘটনাটী সেই সময়ে কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল। বিবাহের অল্প কয়েক বৎসর পরে আনন্দমোহন বসু মহাশয় শিক্ষা-সমাপ্তির উদ্দেশে ইংলণ্ড গমন করেন। পিতৃদেব তখন গৃহে দিদির ইংরাজী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাহার পর কুমারী একরয়েড ও পরে মিসেস্ বিভারিজ বহু নারীগণের জন্য কলিকাতায় হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করিলে, দিদি তথায় শিক্ষার্থে প্রেরিত হন্।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা অনেক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এখন বৎসর বৎসর বহু রমণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিতেছেন। দিদি সে-শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হন্ নাই। কিন্তু যাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে, তিনি তাহা লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের ত কথাই নাই, ইংরাজী ভাষায়ও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। সভ্যজগতের সকল উন্নতির সঙ্গে

তিনি সুপরিচিত ছিলেন। বস্তুতঃ বিধাতা যে অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের সহিত তাঁহাকে মিলিত করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে আনন্দমোহন বসু মহাশয় ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। আসিয়াই তিনি দেশহিতকর বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন্। দিদি তদবধি পতির সহযোগিনী-রূপে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহাদের গৃহ দেশের সকল বিভাগের উন্নতিশীল নেতৃগণের মিলনক্ষেত্র হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিশীল দলের ত কথাই নাই; তদ্ভিন্ন পরলোকগত শিশির-চন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গের খ্যাতনামা নেতৃগণ, বোম্বের ডাক্তার আত্মা-রাম পাণ্ডুরাম, সিংহলের রামনাথন ও অরুণা-চলম্ ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি সর্ব্বদা তাঁহাদের গৃহে আসিতেন এবং তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন। বাস্তবিক, দিদির ভাল-বাসা আকর্ষণের আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। তাঁহাদের সময়ে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। দিদি ও পরলোকগত দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের প্রথমা পত্নী ব্রাহ্মসমাজে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, উত্তরকালে আর কোন রমণী সেই প্রকার শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। কোন ব্যক্তি কোন সৎকার্য্যে সঙ্কল্প করিলে, তাঁহার নিকট তিনি অকৃত্রিম উৎসাহ ও সহায়তা পাইতেন। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজ ও বঙ্গদেশে মহিলাগণ যে জনহিতকর কার্য্যে অল্লাধিক পরিমাণে অগ্রসর হইতেছেন, স্বর্ণপ্রভা বসু তাহার একজন পথপ্রদর্শক। তিনি যে প্রকার সাহস ও উৎসাহ সহকারে দেশের সেবায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত এখনও বিরল। স্বামীর অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যে সহায়তা ব্যতীত তিনি দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইয়াছিলেন। হিন্দু-মহিলা বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ যখন বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। নারীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, গৃহকার্য্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্য তিনি বঙ্গ-মহিলা সমাজ নামে একটী সমিতি স্থাপন করেন। এই সমাজ ব্রাহ্মসমাজের রমণীদিগের বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছিল। দিদি বহুদিন সম্পাদিকা থাকিয়া তাহার কার্য্যই পরিচালনা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের উদ্দেশে পরলোক-গত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যে বামাবোধিনী পত্রিকা প্রবর্ত্তন করেন, দিদি তাহার একজন লেখিকা ছিলেন। তিনি অতিসুন্দর বাঙ্গলা লিখিতে পারিতেন। তাঁহার স্বচ্ছ, সরল, আড়ম্বরহীন, চিন্তাকর্ষক প্রবন্ধ-সকল পাঠক-গণের হৃদয় স্বভাবতঃ পূর্ণ করিত।

নারীজাতির হিতৈষিণী কুমারী কার্পেণ্টার কলিকাতায় আগমন করিলে, দিদি স্বগৃহে সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করেন। তাহার পর কুমারী কার্পেণ্টারের

মৃত্যু হইলে পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণোদ্দেশে স্মৃতিসভা আহ্বান করিয়া তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, চিন্তাশীলতা, ভাবের গৌরব ও সুমার্জ্জিত ভাষাগুণে তাহা সেই সময়ের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

নারীর কল্যাণের জন্য তিনি আর একটী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। যদিও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাহা তাঁহার সহৃদয়তা এবং উৎসাহের পরিচয় প্রদান করে। কলিকাতার হতভাগিনী পতিতা রমণীদিগের দুঃখে কাতর হইয়া তিনি স্বামীর সঙ্গে তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনে, গলিতে গলিতে ইহাদের বাড়ী গিয়া সদুপদেশ দিয়া উহাদিগকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির আর একটি চিহ্ন চিরস্মরণীয় থাকিবার যোগ্য। আমাদের অগ্রজ * বিজ্ঞানের যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, দিদিই সেদিকে প্রথম তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাল্যকালে দিদি ও দাদা পরস্পরের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। পরিণত বয়সে দাদা প্রতিপনিবার দিদিদের দমদমার বাটীতে যাইতেন। সেই বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণের ঘাসের মধ্যে একপ্রকার অদ্ভুত উদ্ভিদের প্রতি দিদি দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উদ্ভিদের পত্রগুলি সূর্য্যালোকে কাঁপিতেছিল। দাদা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তদবধি এ-সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জড় ও জীবের একজাতীয়তা-বিষয়ক বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

* সর জগদীশচন্দ্র বসু।

তাঁহার কার্য্য করিবার শক্তিও যথেষ্ট ছিল। যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া, তাহা ত্যাগ করিতেন না। পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পর ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিনি বৎসরাধিককাল কি অধ্যবসায়ের সহিত তাঁহার স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপনের জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র তাঁহার অধ্যবসায় গুণেই এই পবিত্র কার্য্যটী সম্পন্ন হইয়াছিল। মেরী কার্পেন্টার কণ্ডও প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল। সেই ভাণ্ডার হইতে দরিদ্র বালিকাদিগের শিক্ষার সাহায্য হইতেছে।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দিদি স্বামীর সহিত একত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই ঘটনা তাঁহার জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমভাবে বিদ্যমান ছিল। প্রাণের সমগ্র প্রীতি ও ঐকান্তিক অনুরাগ সহকারে তিনি এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ইহা আমরণ তাঁহার সমগ্র জীবন অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ঈশ্বরের উপাসনায় তাঁহার প্রাণের অনুরাগ ছিল; যতদিন শরীর সুস্থ ছিল, স্বামী ও সন্তানদিগের সহিত নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনায় গমন করিতেন। বক্তৃতা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শ্রবণে তিনি চিরদিন প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সন্তানদিগের প্রাণে যাহাতে অল্প বয়সেই নীতির মূল সূত্রগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ যাহাতে তাহাদের কোমল প্রাণে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়, তৎপ্রতি চিরদিন তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত

শিবনাথ শাস্ত্রী, পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্ত, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়দিগকে ধর্ম্মবন্ধুরূপে পাইয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে ইঁহাদের পূর্ণ আধিপত্য ছিল। ইঁহাদের পরামর্শ ব্যতীত তিনি কোনও গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও সেবকগণ তাঁহার অতিপ্রিয় ছিলেন; তাঁহারা তাঁহার গৃহে আত্মীয়ের ন্যায় গৃহীত হইতেন এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিতেন। বাস্তবিক, ব্রাহ্ম-সমাজের সকলে তাঁহার অতিপ্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁহাদের সুখে সুখী ও দুঃখে ব্যথা অনুভব করিতেন। শেষজীবনে যখন বাটীর বাহির হইতে পারিতেন না, তখনও গৃহে বসিয়া সকলের সুখ-দুঃখের সংবাদ লইতেন, এবং আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তি-বলে সকল কথাই স্মরণ রাখিতেন।

তাঁহার জীবনে পার্থিব সুখ-সৌভাগ্যের পরিমাণ প্রচুর বিদ্যমান থাকিলেও, জীবনে তাঁহাকে রোগশোকের দুর্ব্বহ ভার যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং তিনি তাহা ঈশ্বরবিশ্বাসীর ন্যায় অটল ধৈর্য্য ও অপরাজিত সহিষ্ণুতা সহকারে বহন করিয়াছেন। যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে চিরদিন বিপদে বল ও শোকে সান্ত্বনা দান করিয়াছে। যেদিন বৈধব্যের দারুণ বজ্রপাত তাঁহার শিরে আসিয়া পতিত হইল, উপস্থিত আমরা সকলে শোকে মুহ্যমান ও বিবশ হইয়া পড়িলাম, কিন্তু তিনি সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে জ্যেষ্ঠপুত্র এবং আমাদের বার বার বলিতে লাগিলেন, "ইহার কর্ণে ব্রহ্মনাম কর, তাহাই পরলোকযাত্রী বিশ্বাসী আত্মার একমাত্র পাথেয়।"

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি শোকের দুর্ব্বিসহ আঘাতে তাঁহার চিত্ত সংসার হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় তিনি কেবল পুস্তক-পাঠে সময় যাপন করিতেন। তিনি যেন উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া অনন্ত লোকের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কবে মৃত্যুর দূত আসিয়া তাঁহাকে প্রিয়জনের নিকটে লইয়া যাইবে!

শ্রীলাবণ্যপ্রভা সরকার।

অশ্রু-জীবন।

(অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে)

১

হেরিয়া নয়ন-ধারা
　　কেন তোরা হ'স্ রে-ব্যাকুল?
গৌরবেও অশ্রু ঝরে,
　　তা'র যে সুখ দুখে না বাতুল।

২

চরণে দলিত তৃণ
　　শোভে যবে পূজারির করে,
ভক্তি প্রেমে পূত হয়ে
　　অর্ঘ্যরূপে দেব-পদ 'পরে,

৩

তখনি গৌরবে তার
নয়নেতে অশ্রু-ধারা বয়,
দিব্য-আঁখি-হীন ব'লে
মোরা তাহা হেরি না নিশ্চয়।

৪

নির্গুণ শিমুল-ফুল
পদাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন প্রায়,
সহসা পথিক ওই
সযতনে তুলিল আমায়!

৫

মুছায়ে ভবের কালী
হৃদয়েতে করিল ধারণ,
ঢেলে দিল ভালবাসা
সুগভীর সাগর মতন।

৬

ধরায় কণ্টক মোর
পদে বিঁধে, এই ভাবনায়,
সতত শঙ্কিত হয়ে
অহরহঃ রহে ছায়াপ্রায়।

৭

মায়ের মতন স্নেহ
বালকের সোহাগ আদর,
সুহৃদের প্রীতিরাশি
করে দান সে যে নিরন্তর।

৮

একা যে হাজার হয়ে
আজি বিশ্বে পূর্ণ অবতার,
কভু দেব, কভু প্রভু,
কভু সখা, জীবন আমার।

৯

যে ভাবে যখন ভাবি
ভেবে তার পাই নাক ওর,
অসীম অনন্ত সে যে,
অতিতুচ্ছ ক্ষুদ্র হৃদি মোর!

১০

ও-চরণ ধ্যান করে
হই যবে তা'রি মাঝে লয়,
অজ্ঞাতে অতুল হর্ষ
নয়নেতে অশ্রুরূপে বয়।

১১

বদনে সরে না বাণী
হৃদয় যে ভাষা নাহি পায়,
অশ্রুতে বিকাশ হয়,
যে বিভব লভিয়াছি তায়।

১২

এ যোগে শোকাশ্রু নয়,
কেন তোরা ভাবিস্ অমন?
এ অশ্রু মুছায়ে দিলে
নাহি আর রহিবে জীবন।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

জীবন।

মানব জীবন, হায় সমাধি-সমষ্টি,
মরণ করয়ে নিত্য জীবনের পুষ্টি!

শৈশব শ্মশান 'পরে কৈশোরের ভিত্তি,
বার্দ্ধক্য বহন করে যৌবনের স্মৃতি!

শ্রীঅমল দত্ত।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

বিহার-প্রদেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গয়া (পিতৃগয়া)

গয়া বিহার-প্রদেশান্তর্গত গয়া-জেলার প্রধান নগর। ইহা ফল্গুনদী-তীরে অবস্থিত। সহরটী দুইভাগে বিভক্ত; যথা গয়া এবং সাহেবগঞ্জ। পূর্ব্বোক্তটী পুরাতন এবং শেষোক্তটী নূতন সহর। বিখ্যাত বিষ্ণুপদ ও অন্যান্য তীর্থ পুরাতন সহরেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা গয়াওয়াল-ব্রাহ্মণ-দ্বারা একপ্রকার অধিবাসিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নূতন সহরটীতে (সাহেবগঞ্জ) জেলা অফিস, পুলিশ অফিস, স্কুল, হাসপাতাল, ডাক-বাঙ্গলা, লাইব্রেরি, ঘোড়দৌড়ের স্থান ইত্যাদি অবস্থিত। ইংরাজেরা এইখানেই বাস করে। নূতন সহরের মধ্যে পূর্ব্বে জেলখানা ছিল, কিন্তু তাহা এখন দূরে অপসৃত করা হইয়াছে। জেলখানায় ৫৪২ জন কয়েদী থাকিবার স্থান আছে। কয়েদীরা রাস্তা-প্রস্তুতি, তৈল-প্রস্তুতি, দড়ি, নেওয়ার, বাঁশের টুকরি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। পুরাতন সহরটীর রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত, কিন্তু নূতন সহরটীর সে দোষ নাই। সহরটীতে অনেকগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটী আছে। তাহারা প্রায় তিন তালা-উচ্চ। ১৮৯১ খৃঃ. লোকসংখ্যা ৮০৩৮৩ জন ছিল, কিন্তু প্লেগের আগমনে জনসংখ্যা কমিয়া গিয়া ৭৪২৭৮তে দাঁড়ায়। এতন্মধ্যে হিন্দু ৫৫,২২৩, মুসলমান ১৬,১৭৮, খ্রীষ্টান ১৫৬ এবং জৈন ১২১ জন।

গয়া অতিপুরাতন নগর। মহাভারতের বনপর্ব্বের ৯৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, গয়া-নামে জনৈক রাজর্ষি গয়ায় বাস করিতেন। এখানে গয়শির নামে এক পর্ব্বত বিদ্যমান আছে এবং বেতস-পংক্তিশালিনী সলিল-শোভিতা অতিপবিত্রা মহানদী-নাম্নী একটী স্রোতস্বতী প্রবাহিতা হইতেছে। তথায় মহর্ষি-স্বার্থসেবিত পবিত্রশিখর পুণ্য ধরণীধর ব্রহ্মসর-নামক তীর্থ আছে। যে স্থানে ভগবান্ অগস্ত্য যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যে স্থানে চিরস্থায়ী ধনরাজ স্বয়ং বাস করিয়াছিলেন, যে স্থানে নদী-সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যে স্থানে পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্কর নিরন্তর সন্নিহিত আছেন, তথায় মহাবীর পাণ্ডবেরা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত-সাধনপূর্ব্বক ঋষিযজ্ঞ সমাধান করিয়াছিলেন। যে স্থানে অক্ষয়বট ও অক্ষয় দেবযজন-ভূমি বিরাজমান আছে, পাণ্ডবেরা তথায় উপবাস করিয়া অক্ষয়ফল লাভ করিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ১০৭ সর্গে গয়ার উল্লেখ আছে। ভাগবত-পুরাণের মতে গয়-নামক জনৈক রাজা ত্রেতাযুগে গয়ায় বাস করিতেন। কিন্তু বায়ুপুরাণের আখ্যায়িকাই জনসমাজের নিকট সমাদৃত। ইহার মতে গয়া-নামক জনৈক অসুর তপস্যা-দ্বারা এরূপ পূত হয় যে, যে তাহাকে স্পর্শ করিত সেই স্বর্গে গমন করিত। যম

দেখিলেন যে, তাঁহার নরক এক প্রকার খালি হইয়া আসিল। তখন তিনি দেবতাদিগের নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। দেবতারা পরামর্শ করিয়া গয়াক্ষেত্রে গমন করতঃ গয়াসুরের শরীরের উপর যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা প্রকটিত করেন। গয়াসুর সম্মত হইয়া শয়ন করিলে, তাহার মস্তক পুরাতন সহরে যাইয়া পতিত হইল। যম গয়াসুরের মস্তকে ধর্ম্মশীলা-নামক একটি পর্ব্বত রক্ষা করিলেন। কিন্তু তথাপি তাহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তখন বিষ্ণু গয়াসুরকে বলিলেন যে, "বাপু, তুমি আর নড়িও চড়িও না; তোমার মস্তকস্থিত পর্ব্বতটী পৃথিবীর মধ্যে অতিপূত স্থান বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং দেবগণ এইখানেই বাস করিবেন। স্থানটী গয়াক্ষেত্র নামে পরিচিত হইবে এবং এখানে যাহারা পিণ্ড দিবে তাহারা পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিবে।" বিষ্ণুর কথায় গয়াসুর আশ্বস্ত হইল।

গয়ার বিপুল মাহাত্ম্য বলিয়া ভারতের সকল স্থান হইতেই লোকে এখানে তীর্থ করিতে আসে। গয়াক্ষেত্র বৌদ্ধদিগের মহাশ্মশান এবং হিন্দুধর্ম্মে বিজয়নিশান। আমার মতে গয়াসুরের বৃত্তান্ত রূপকমাত্র। বৌদ্ধগণ মোক্ষকে, অত্যন্ত সহজলভ্য করিয়াছিল। সুতরাং হিন্দুর চক্ষে ইহা অসুরের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। গয়ার যতটুকু স্থান লইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল, ততটুকু স্থান লইয়াই গয়াসুরের শরীর পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

ফল্গুতটে ব্রহ্মাণী, গায়ত্রী, সোমর, জিহ্বালোল প্রভৃতি ঘাট আছে। পশ্চিম ফটকের বহির্ভাগে রামসাগর-নামে একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার দক্ষিণদিকে চাঁদচৌরা বাজার। গয়ার চতুর্দ্দিকে যে সকল টীলা আছে, তাহাদিগের নাম—(১) পূর্ব্বে নাগকূট, (২) দক্ষিণ-পশ্চিমে ভস্মকূট, (৩) ব্রহ্মযোনী, (৪) সাহেবগঞ্জের পরে রামশিলা এবং উত্তর-পশ্চিমে প্রেতশিলা। প্রথমে প্রেতশিলার নাম প্রেতপর্ব্বত ছিল। রামচন্দ্র আসিবার পর প্রেতশিলা রামশিলায় পরিণত হয়। ইহার পর হইতে প্রেতপর্ব্বতকে লোকে প্রেতশিলা কহিতে লাগিল। রামশিলার অনুমান এক শত গজ দূরে একটি বটবৃক্ষ আছে। এখানকার একটি বেদীর উপর কেবল তিনটী মাত্র পিণ্ড দিতে হয়; যথা কাকবলি, ধর্ম্মবলি এবং স্থানবলি। এখানকার প্রেতব্রাহ্মণগণ এক টাকা লইয়া থাকে।

গয়ায় আসিতে হইলে পুনঃপুনঃ নদীতটে ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া গয়াধামে আগমনপূর্ব্বক গয়াওয়ালের পদপূজা করিতে হয়। পরে শ্রাদ্ধকর্ম্ম আরম্ভ হয়। তীর্থকামী ব্যক্তি যদি সমৃদ্ধ হন, তবে প্রেতশিলা হইতে বুদ্ধগয়ার মধ্য পর্য্যন্ত যে ৪৫টী বেদী আছে, তাহার সকলটীতেই পিণ্ড দিতে হয়। নতুবা তিনটী স্থানে পিণ্ড দিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। সেই তিনটী স্থান—ফল্গুনদী, বিষ্ণুপদ ও অক্ষয়বট। ফল্গুনদী বিষ্ণুর অংশ। সীতাদেবীও এখানে ভাতের পিণ্ডভাবে বালির পিণ্ড দশরথকে দান করিয়াছিলেন। এখানে সঙ্কল্প পাঠ করিয়া বেদী-প্রদক্ষিণ আরম্ভ হয়। ইহার পর তর্পণ হইয়া থাকে। তর্পণের উপকরণ—জল, কুশ ও তিল। তদনন্তর শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পুরাতন গয়ার মধ্যবর্ত্তিস্থলে বিষ্ণুপদমন্দির অবস্থিত। ভারতের মধ্যে ইহাই বৈষ্ণব

দিগের অতীব পবিত্র স্থান। শাস্ত্রের আজ্ঞা এই যে, সকলেরই অন্ততঃ একবার গয়ায় গিয়া পিণ্ড দেওয়া উচিত। বিষ্ণুপদটী রৌপ্য থালের উপর রক্ষিত। লোকে থালের চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জল ও চাউল তদুপরি নিঃক্ষেপ করে। তৃতীয় বেদীটী অক্ষয়বট-নামে খ্যাত। এখানে আসিয়া পিণ্ডদানপূর্ব্বক গয়াওয়ালের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণতিপূর্ব্বক সুফল-যাচ্ঞা করিতে হয়। দক্ষিণা পাইয়া গয়াওয়াল সুফল দেন। এই সময়ে গয়াওয়াল তীর্থকামীকে মিষ্ট, মাল্য ও কপালে তিলক দান করে। তাহারা সুফল না দিলে তীর্থযাত্রীর কার্য্যসিদ্ধ হয় না। গরীব যাত্রীদিগের নিকট হইতে গয়াওয়াল পাঁচ টাকার কম লয় না। রাজ-মহারাজরা সুফলের জন্য লক্ষটাকা ব্যয় করেন।

গয়া-মাহাত্ম্য-মতে গয়ায় শ্রাদ্ধ বৎসরের সকল সময়েই করিতে পারা যায়। কিন্তু আশ্বিন, পৌষ এবং চৈত্র মাসে তথায় বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ ও পূর্ব্বাঞ্চল হইতে যাত্রিগণ চৈত্রমাসে এবং যুক্তপ্রদেশ ও পশ্চিমাঞ্চল হইতে আশ্বিন মাসে এস্থানে আসিয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রে আশ্বিন-মাসই গয়ায় পিণ্ড দিবার প্রশস্ত সময় বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই সময় পঞ্জাব, বোম্বাই, গোয়ালিয়র এবং দক্ষিণ হইতে লোকেরা গয়ায় সমাগত হয়। এইকালে এস্থানে লোকসংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ এবং যুক্ত-প্রদেশ হইতে এই সময় লোক আসিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, এই সময়ে ধান কাটা হয় এবং যুক্তপ্রদেশে রবিশস্য প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত কালাশুদ্ধ হইলে লোক আসে না।

গয়াওয়ালের নিকট যাত্রী আসিলে ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বেদীতে স্বয়ং লইয়া যাইয়া কৃত্যাদি করায়। ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে কতকগুলি গয়াওয়ালের ভৃত্য এবং কতকগুলি যাত্রীদিগের দেয় অর্থের ভাগী। খুব সমৃদ্ধ না হইলে গয়াওয়াল অক্ষয়বট ব্যতীত অন্যস্থানে কৃত্যাদি করায় না। স্বীয়-পদপূজা করান, দক্ষিণা-গ্রহণ ও সুফল দান ব্যতীত গয়াওয়ালের অন্য কোন কার্য্য নাই। পদপূজা না করিলে ও সুফল না দিলে গয়ার শ্রাদ্ধই সম্পূর্ণ নহে। এতদ্ব্যতীত ধামিন নামে একপ্রকার ব্রাহ্মণ আছে, যাহারা পাঁচটী বেদীতে কৃত্যাদি করায়; যথা প্রেতশিলা, রামশিলা, রামকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড এবং কাকবলি। অবশিষ্ট বেদীগুলিতে গয়াওয়ালের অধিকার। রামশিলা ও প্রেতশিলার মধ্যে উক্ত পাঁচটী বেদী দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেগুলি যমরাজ ও প্রেতগণের সহিত সম্বন্ধীভূত। রামশিলা ও প্রেতশিলায় ধামীনগণ যাত্রীদিগের নিকট হইতে অর্থের কড়ার করাইয়া লয় এবং অঙ্গীকৃত অর্থ আদায় করিয়া অক্ষয়বটে গয়াওয়ালকে দিয়া থাকে। যাত্রী যে অর্থ তাহাকে দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তাহা কাটিয়া লইয়া গয়াওয়াল ধামিনের হস্তে প্রদান করে। যদি যাত্রী গয়া-পর্ব্বতে টাকা দিবে কহে, তবে গয়াওয়ালের কারিন্দা ধামিনকে নিজের নিকট হইতে সেই স্থানে তিন ভাগ দেয়।

পুরাতন গয়ার প্রসিদ্ধি কেবলমাত্র বিষ্ণুপদ-মন্দির লইয়া। মন্দিরের অভ্যন্তরটী কৃষ্ণ-প্রস্তর-দ্বারা নির্ম্মিত। মন্দিরের উপর কলস ও ধ্বজা আছে। ধ্বজ-যষ্টীটী সোনালি পাতের

দ্বারা মণ্ডিত। গর্ভমন্দিরের দ্বারে রৌপ্যপাত চড়ান আছে। মন্দিরের মধ্যভাগে একটী শিলার উপর বিষ্ণুর চরণ অঙ্কিত দেখা যায়। শিলার চতুর্দ্দিকে রূপার পাত লাগান। খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মন্দিরটী মহারাষ্ট্রীয়া রাণী অহল্যাবাইর দ্বারা নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের সম্মুখে একটী ঘণ্টা দোদুল্যমান। ঘণ্টাটী নেপালাধীশের মন্ত্রী রণজিৎ পাণ্ডে দান করিয়াছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিতেই যে ঘণ্টাটী দেখা যায়, তাহা কলেক্টর Francis Gillanders সাহেবের প্রদত্ত। মন্দিরাঙ্গন-মধ্যে ষোলবেদী দালানটী দেখিতে অতি-সুন্দর। ইহা ১৬টী স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। সন্নিকটবর্ত্তী অন্য একটী অঙ্গনে বিষ্ণুর মন্দির আছে। এখানে বিষ্ণু গদাধর-নামে খ্যাত। ইহার উত্তর-পশ্চিম দিকে যে স্তম্ভ আছে, তাহাতে একটি গরুড়ের মূর্ত্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। এখান হইতে পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত পরিক্রমার স্থান। দ্বারের সন্নিকটে ইন্দ্রের একটি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহার সিংহাসনটী দুইটী গজ-দ্বারা বাহিত হইতেছে এবং ইন্দ্র সেই সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন। উত্তর-পশ্চিম দিকে গয়াসুরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। ইহাতে অষ্টভুজা দুর্গা-মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। ইনি মহিষা-সুরকে নিধন করিতেছেন। বিষ্ণুপদের সন্নিকটে অনেক মন্দিরই অবস্থিত। ঘাটে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ ও দেবমূর্ত্তি আছে।

বিষ্ণুপদ-মন্দিরের ১০০ গজ দক্ষিণ পূর্ব্বে গয়াকূপ অবস্থিত। যাহারা অকাল মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের বংশধরগণ এখানে স্বস্ব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এক একটি নারিকেল কূপে নিক্ষেপ করে। এই নারিকেল দিবার দক্ষিণা এক টাকা। গয়া-কূপের সন্নিকটে পশ্চিমদিকে একটী উচ্চ ভূমির উপর মুণ্ডপৃষ্ঠা-দেবীর এক মূর্ত্তি আছে। ইনি ষাদশ-ভুজা। ইহার মন্দিরের অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে লোকে পিণ্ড দেয়। মুণ্ডপৃষ্ঠার দক্ষিণপশ্চিমে আদি-গয়া অবস্থিত। এখানে শিলার উপর পিণ্ড-দান হইয়া থাকে। আদি-গয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে সার্দ্ধ তিন হস্ত লম্বা এবং এক হস্ত চওড়া একটি শ্বেত প্রস্তর দেখা যায়। ইহাই [illegible]-নামে খ্যাত। এখানেও পিণ্ডদান হইয়া থাকে। বৈতরণীর উত্তর পশ্চিম কোণে ভীমগয়া। এখানে ভীমের অঙ্গুলের চিহ্ন আছে। নিকটস্থ একটি প্রকোষ্ঠে ভীমসেনের মূর্ত্তি দেখা যায়। মঙ্গলা-দেবীর মন্দিরের ২২ সিঁড়ির নিম্নে গোপ্রচার-নামক একটি স্থান আছে। এখানে ব্রহ্মা গোদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত উত্তরমানস, উদীচী, সিদ্ধালোল, মতঙ্গবাপী, ধর্ম্মারণ্য ও বোধগয়া আগন্তুকগণ দেখিয়া থাকেন। উত্তরমানস একটি সরোবরমাত্র। এখানকার মন্দিরে উত্তরার্ক-নামক সূর্য্যদেব এবং শীতলা দেবী প্রভৃতি কতকগুলি মূর্ত্তি আছে। উদীচীও একটি সরোবর। ইহার অপর একটি নাম সূর্য্যকুণ্ড। কুণ্ডের উত্তর ভাগ কনখল এবং দক্ষিণ ভাগ দক্ষিণ-মানস-নামে খ্যাত। এখানকার মন্দিরে যে সূর্য্যমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা চতুর্ভুজ। ইহার নাম দক্ষিণার্ক। সিদ্ধালোল ফল্গুতটে অবস্থিত। এখানকার একটি অশ্বত্থবৃক্ষের তলে পিণ্ডদান হইয়া থাকে। মতঙ্গবাপীতে একটি শিবলিঙ্গ আছে। ইহা মতঙ্গেশ্বর নামে খ্যাত। এই

বাপীর তটে পিণ্ডদান হইয়া থাকে। ধর্ম্মারণ্যে একটী ক্ষুদ্র বারদ্বারী মন্দির আছে। এখানে যূপকূপ-নামে একটি কূপ দৃষ্ট হয়। বার-দ্বারীর নিকট একটি মন্দিরে যুধিষ্ঠিরের মূর্ত্তি আছে। ইনি ধর্ম্মরাজ-নামেও খ্যাত। এই মন্দিরের দক্ষিণে একটি কূপ আছে, যাহা রহটকূপ নামে খ্যাত। পুত্রকামার্থিগণ পুত্র-কামনায় এখানে পিণ্ডদান করে। কূপ-পূজার উপকরণ নারিকেল ও ফুল। কূপের দক্ষিণ দিকে একটি মন্দির আছে। এখানে লোমশঋষির মূর্ত্তি আছে। ধর্ম্মারণ্য হইতে এক মাইল দূরে বোধগয়া-মন্দির। এখানকার একটী পুরাতন অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে পিণ্ডদান করা হয়।

বিষ্ণু-পদের উত্তরে সূর্য্যের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটীতে সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহার রথে সপ্তাশ্ব সংযোজিত ও অরুণ সারথিরূপে অবস্থিত। মন্দিরটী সূর্য্য-কুণ্ডের পশ্চিমে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পবিত্রতায় কুণ্ডটী পুরীর শ্বেতগঙ্গার সমকক্ষ। বিষ্ণু-পদের সন্নিকটে ব্রাহ্মণীঘাটে সূর্য্যের অন্য একটি মন্দির আছে। বিষ্ণুপদের অর্দ্ধ মাইল দূরে ব্রহ্মযোনী-পর্ব্বতের নিম্নে অক্ষয়বট অবস্থিত। এই অক্ষয়বটের নিকটে যাত্রিগণ দেয় অর্থ গয়াওয়ালকে দিয়া থাকে। এইখানেই পরিক্রমার শেষ হয়। ইহার সন্নিকটে প্রপিতা মহেশ্বরের মন্দির ও পশ্চিমে রুক্মিণী-কুণ্ড অবস্থিত। এখানকার অন্য একটী মন্দিরের নাম কৃষ্ণ-দ্বারিকা। এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়।

অক্ষয়বটের দক্ষিণে একটি পুষ্করিণী আছে, যাহা গদালোল নামে খ্যাত। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে গদার ন্যায় একটি গদা আছে। যাত্রিগণ এই পুষ্করিণীর তটে পিণ্ডদান করিয়া গদা দর্শন করে।

গয়ার সন্নিকটস্থ পাহাড়গুলিও পবিত্র বলিয়া মন্দির-দ্বারা পূর্ণ। সহরের দক্ষিণ দিকের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতটী ব্রহ্মযোনী নামে খ্যাত। শৈলশীর্ষে পাহাড়ের গাত্রে একটি স্বাভাবিক ছিদ্র আছে। ইহা ব্রহ্মযোনী নামে খ্যাত। ইহার ভিতর দিয়া যদি কেহ হামাগুড়ি মারিয়া চলিয়া যাইতে পারে, তবে তাহাকে আর যোনী-ভ্রমণ করিতে হয় না;—সে মুক্ত হইয়া যায়। পর্ব্বতের শীর্ষদেশে একটি ব্রহ্মার মন্দির আছে; কিন্তু এখানে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ নহেন, পঞ্চমুখ। মন্দিরের সম্মুখে সাবিত্রী-কুণ্ড নামে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। ৩৬০ সিঁড়ির উপর রুদ্রযোনী, ৪০০ সিঁড়ির উপর বিষ্ণু-কুণ্ড।

সহরের উত্তরে রামশিলা পর্ব্বত অবস্থিত। ব্রহ্মযোনী-পর্ব্বতের ন্যায় এখানেও প্রস্তরের সিঁড়ি বাহিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে হয়। এখানে পাতালেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গ ও হর-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে।

হেমন্তকুমারী দেবী।

সাধের বাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৮

কলিকাতায় গিয়া প্রমোদ পিসীমাকে ডেকে দিল—"ডাক্তারে দেওঘরে গিয়ে হাওয়া খেয়ে আস্‌তে বল্‌চে। দিন-কতক কাজ-কর্ম্ম থেকে অবসর না নিলে, অসুখ বিগ্‌ড়ে দাঁড়াবে।"

পিসীমা বলিলেন, "তা হ'লে বৌমাকেও নিয়ে যাও। আমি তুই দু'জনেই চলে এলাম, সে কি একলা থাক্‌বে?"

হতাশ দৃষ্টিতে প্রমোদ একবার আকাশের দিকে চাহিল। হায়! প্রমোদের অনুপস্থিতিতে লাবণ্যর কি যায় আসে! যে স্বপ্নে বিভোর হইয়া প্রমোদ এতদিন মর্ত্তো অমরাবতীর সৃষ্টি করিয়াছিল, নিষ্ঠুর সত্য আজ মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার কষাঘাতে সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে! এ দারুণ যাতনার মধ্যে একটু সুখ লাবণ্যর আলাময় সঙ্গ ত্যাগ করা। তাহার জন্য নিজের আজন্মের সুখ-স্মৃতিময় গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়, সেও ভাল; কিন্তু এ হৃদয়দাহি-চিতানল অপরকে জানাইবার নহে। তা যদি হইত, যদি কাহারও গলা ধরিয়া একবার অশ্রুজলে এ বেদনা প্রকাশ করা যাইত, তবে বুঝি এ জ্বালা এমন করিয়া বুক খাক্ করিত না। কষ্টে প্রমোদ আপনাকে সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কনে-বৌ বাপের বাড়ী পাঠাবে না, পিসীমা? আমায় এই অসুখ শরীরে বিদেশে নিয়ে এসে, তাদের নিয়ে হৈ হৈ কর্‌লেই খুব হাওয়া খাওয়া হবে।"

পিসীমা। তা হ'লে একটা ব্যবস্থা কিছু করা চাই তো?

প্রমোদ উত্তর করিল, "তুমি কিছুদিন থাক্‌লেই সব চেয়ে ভাল—।"

পিসীমা। আমি ত এক মাসের বেশী থাক্‌তে পার্‌ব না—?

প্রমোদ বলিল, "একমাস পরে আমিও যাব। ততদিন তুমি গিয়ে থাক্‌লেই বেশ্ হবে। তা হ'লে তোমায় নিয়ে যেতে একজন লোক পাঠাবার জন্যে গোমস্তাকে লিখে দিই।"

প্রমোদের পত্র পাইয়া বাড়ী হইতে লোক আসিল। তাহার মারফৎ প্রমোদ গোমস্তার এক পত্র পাইলেন। গোমস্তা লিখিয়াছে—"আজ দিন-দুই হইল, আপনার একটি বন্ধু এখানে আসিয়াছেন। তিনি আমার বিশেষ অপরিচিত; তবে বধূমাতার দাসীর সহিত অনেক সময় পরিচিতের ন্যায় আলাপ করিতে দেখিয়াছি। আমার সাধ্যমত তাঁহার অভ্যর্থনার ত্রুটি করি নাই। আপনি কবে আসিবেন, তাহা বিশেষ করিয়া তিনি জানিতে চান্। তাঁহার নাম বলিয়াছেন—শরৎকুমার রায়—।"

"শরৎকুমার রায়!" কৈ রায়-উপাধিধারী কোনও শরৎ ত প্রমোদের বন্ধু নাই! প্রমোদ বাড়ী হইতে আসিতেই সে আসিয়া জুটিয়াছে! তাহার উপর লাবণ্যের কির সঙ্গে এত মাখামাখি! এ ব্যক্তি কে তাহা জানিতে কি প্রমোদের এখনও বাকি থাকে? কিন্তু প্রমোদের স্ত্রী জমীদার গৃহের কুলবধূ।

তাহার বাহ্যিক সম্মান যেমন করিয়া হোক্ অক্ষুণ্ণ রাখিতেই হইবে। প্রমোদের চির উজ্জ্বল পুণ্যময় বংশ-গৌরব তাহার অবিমৃষ্য কারিতায় এরূপে কলঙ্কিত হইবে! হা ভগবন্! এ কি দুর্দ্দৈব!!

প্রমোদ পিসীমাকে বলিয়া দিল, "যে বন্ধুটি বাড়ীতে আসিয়াছেন, তাঁকে জানিও, আমার যাওয়ার কিছুই ঠিক নাই। তিনি যেন অনর্থক অপেক্ষা করে কষ্ট না পান্। আর তুমি বাড়ী যাওয়ার সময় লাবণ্যকেও সঙ্গে নিয়ে যেও। আমি হয় ত, হরিদ্বারে শুভ-দর্শনে যেতে পারি। কবে ফিরব কিছুই ঠিক্ নেই।"

লাবণ্যকে পিত্রালয়ে পাঠানই প্রমোদ উচিত বিবেচনা করিল। না হইলে, উপায় কি? প্রমোদ কি চিরদিনই গৃহ-বিতাড়িত শৃগাল-কুকুরের মতই বেড়াইবে!

বাড়ী গিয়া পিসীমা যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে প্রমোদের বন্ধু-সম্বন্ধে লিখিলেন, "আমি বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, দুই দিন পূর্ব্বে কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাত্রিতে তোমার বন্ধু চলিয়া গিয়াছেন।" প্রমোদের সন্দিগ্ধ অন্তরে লাবণ্যর প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ আরও দৃঢ় হইল।

৯

হতভাগিনী লাবণ্য সেই বিশাল পুরীতে আজ নির্ব্বান্ধবা। দাস-দাসী ছাড়া আর সকলেই চলিয়া গিয়াছে। যাঁহার বন্ধন-গৌরবে সে এ-গৃহে আগমন করিয়াছে, আসিয়া অবধি তাঁহার সহিত চোখের দেখাও তার ভাগ্যে জুটে নাই। তারপর তার সুখের উদ্যানে প্রথম পাদক্ষেপেই যে-সব কথা সে শুনিতেছে, তাহাতে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে যে কি আছে, সে কথা ভাবিতেও তাহার অন্তর শিহরিয়া ওঠে! তিনি যাই হউন্, যাই করুন্, লাবণ্যর প্রেম-মন্দাকিনী তাঁরই চরণ-দুইখানি ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইবে। তবে দিনান্তে দর্শনটুকুও যদি না মেলে, লাবণ্য কি লইয়া প্রাণ ধারণ করিবে!

গৃহের সকলেই নিদ্রিত হইয়াছে; কেবল লাবণ্য শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতেছিল। গৃহে তখনও দীপ জ্বলিতেছিল। সম্মুখের ভিত্তিতে পুরুষের ছায়াপাত হইল। লাবণ্যর চক্ষু সেই ছায়ার উপর পড়িবামাত্র তাহার বক্ষের রক্ত দ্রুত সঞ্চালিত হইয়া উঠিল।—"তবে প্রমোদ বাড়ী ফিরিয়াছে! লাবণ্যকে চমকিত করিবার জন্য নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে! কে বলে তবে তাহার আরাধ্য-দেবতা বিমুখ!—তাহার দয়ার পয়োধি নিষ্ঠুর! লাবণ্য যে করুণার অগাধ সিন্ধুতে অবগাহন করিয়াছে! ছার তৃষ্ণার বিভীষিকা তাহাকে কি ভয় দেখাইবে? আগন্তুক শয্যার উপর বসিল। লাবণ্য তখন লজ্জায় ও আনন্দে বিবশা লতার মত এলাইয়া পড়িল; মুখ তুলিয়া চাহিবার ক্ষমতাটুকুও নিষ্ঠুর লজ্জা হরণ করিয়া লইল। তখন সে-ব্যক্তি ধীরে লাবণ্যর হাত নিজ হস্তে উঠাইয়া ডাকিল, "লেবু!" সেই স্বরে লাবণ্যর দেহে সহস্র বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সজোরে শয্যা হইতে নামিয়া পড়িয়া সে বলিল, "কে?—বিপিন-দা—? তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা! জান, কোথায় তুমি এসেছ?"

ঈষৎ হাস্য-সহকারে বিপিন উত্তর করিল, "তা আর জানি না, লেবু! এক স্ব-গৃহত্যাগী গণিকালয়বাসী লম্পটের ঘরে এসেছি।"

লাবণ্য। সাবধান! মুখ সাম্‌লে কথা কয়ো। নরকের কীট! তোমার চেয়ে কেউ হীন আছে? যাও আমার ঘর থেকে—।

বি। তোমার ঘর! হা! হা! কোন্ অধিকারে এখানে তোমার দাবী সাব্যস্ত করেছ, লাবণ্য? যা'র সম্পর্কের দোহাই দেবে, সে তো একটা মুখের কথাও তোমার সঙ্গে কয় নি!"

দীপ্তা লাবণ্য উত্তর করিল, "কে বলে তোমায় এ কথা?"

বি। যেই বলুক, আমি সব খবর রাখি। কিন্তু, লেবু, আমি তো তোমার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে আসি নি। দেখ্‌লে তো যাকে স্বামী পেলে, সে কি রত্ন! লেবু, এই হতাদর অপমান নিয়ে কুকুরেও অধম হয়ে চিরদুঃখে ডুবে থাক্‌বে? নারী চির আদরের চির আরাধনার বস্তু। লাবণ্য, আমার প্রাণভরা ভালবাসা আবার তোমার চরণে উৎসর্গ কর্‌তে এসেছি; গ্রহণ করে নিজেও সুখী হও, আমাকেও কৃতার্থ কর।

"বিপিন-দা, আর নয়; চুপ্ কর। আমি বেশ বুঝেছি, পুরুষজাতি সবই এক রকম। নারীকে তুচ্ছ ক্রীড়নক ভিন্ন কেউ ভাব্‌তে জান না তা যে। যে-ভাবে নিয়ে খেল্‌তে চাও। কিন্তু আজ তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি, সেটা তোমাদের ভ্রমমাত্র। নারী যথার্থই খেলার পুতুল নয়।" এই বলিয়া চক্ষের নিমিষে লাবণ্য দেরাজ খুলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে একটা পিস্তল বাহির করিয়া লইল ও বিপিনকে দেখাইয়া বলিল, "দেখ, স্বামীর ঘরের কোন অধিকার পেয়েছি কি না? তিনি তুচ্ছ চোরের ভয়ে সর্ব্বদা এটা প্রস্তুত ক'রে রাখ্‌তেন। আজ আমার সতীত্ব-রক্ষার জন্যে ব্যবহার করে, এর সার্থকতা সাধন কোর্ব্বো।"

সভয়ে বিপিন পশ্চাৎ হটিয়া গিয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিল, "আঃ সর্ব্বনাশ! লাবণ্য, ক্ষেপেছ না কি! রাখ ওটা।"

লা। কখন না। যাও বল্‌ছি আমার ঘর থেকে; নইলে হয় তুমি, নয় আমি, আজ প্রাণ দিতে বাধ্য হব।

বিপিন। লাবণ্য! তোমায় এত ভালবাসি, আর সেই তুমি আমায় এমন ক'রে তাড়াচ্ছ? দেখ, এর পর অনুতাপ রাখ্‌তে স্থান পাবে না।

"না পাই না পাব, তুমি যাবে কি না বল?" বলিয়া লাবণ্য সেখান হইতে পিস্তলে লক্ষ্য করিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল, "জান ত বিপিন-দা, আমি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। তীর দিয়ে বাঁটুল দিয়ে ছোট বেলা কত পাখী, কত ছোট ছোট জন্তু মেরেছি? আমার হাতের তাগ দেখে তুমিই পিস্তল-ছোড়া শিখেছিলে? আজ তোমারই উপর সে শিক্ষা ভাল ক'রে পরখ্ করব। ভাল চাও তো এখনও ঘর থেকে যাও।—"

রোষকষায়িত লোচনে দন্তে দন্ত পেষণ করিয়া বিপিন উত্তর দিল, "আচ্ছা, দেখে নেবো। এ তেজ চূর্ণ কবে, তবে আমার কাজ।" এই বলিতে বলিতে বিপিন বাহির হইয়া গেল। লাবণ্য তখন গৃহের দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিল—"কোথায় প্রভো! তোমার চরণাশ্রিতাকে কে রক্ষা কর্‌বে?"

পিসীমা যখন বাড়ী আসিয়া দাঁড়াইলেন, লাবণ্য তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া আর মাথা তুলিতে পারিল না ; পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া পিসীমা লাবণ্যকে তুলিলেন ; আঁচলে মুখ মুছাইয়া বলিলেন, "পাগ্‌লি মা, কাঁদছিস্ রে ?"

না। তোমরা এমন ক'রে আমায় একলা ফেলে যেও না, পিসীমা ! লাবণ্যর অভিমানাশ্রু আবার নামিয়া আসিল। সান্ত্বনা দিয়া পিসীমা বলিলেন, "না না, একলা, আর থাক্‌বে কেন মা ? এবার প্রমোদের হঠাৎ অসুখটার জন্যই না এমন হ'য়ে গেল ? এবার প্রমোদ কোথাও গেলে, তুমিও সঙ্গে যেও।"

অরুণ যখন তাহার জ্যেঠাইমাকে লইতে আসিল, তখন পিসীমা লাবণ্যকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। এখানে এই নিরাশ্রয় পতিসঙ্গশূন্য অবস্থার কাছে তাহার সেই স্নেহভরা পিত্রালয়খানি কত মধুর ! কিন্তু সেই মাতাপিতৃহীন গৃহে বিপিনের অত্যাচার —সেও কত ভীষণ ! লাবণ্য সে কথা মনে করিতেই শিহরিয়া উঠিল। প্রমোদ যতই হীনচরিত্র হউন্ না, যাহাকে দুই দিন পূর্ব্বে কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাহার রক্ষার ভারও কি লইবেন না ! লাবণ্য পিসীমাকে বলিল, "এই অসুখ থেকে ফিরে আসবেন, এ-সময় আমার এখানে না থাকা ভাল দেখাবে না, পিসীমা ! আমি তো ছোটটি নই ; আমার ত্রুটি একটুতে অনেকখানি হতে পারে।"

পিসীমা এ-কথায় মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তা হ'লে প্রমোদের সঙ্গেই তুমি যেও, সেই ভাল।"

পিসীমা চলিয়া গেলেন ; যাইবার সময় প্রমোদকে বাড়ী আসিবার জন্য বিশেষ করিয়া লিখিয়া গেলেন।

১০

নিতান্ত অনিচ্ছা ও বিরক্তির সঙ্গেই প্রমোদ বাড়ী ফিরিল। হায় ! একি নাগপাশ সে গলায় পরিয়াছে ! যাহার বিষে তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তাহাকেই বুকে করিয়া প্রতিনিয়ত বহিতে হইবে ! কোন্ পাপের এত শাস্তি ! !

বাহির মহলেই প্রমোদ নিজের শয়ন, ভোজন, সকল রকমের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। যাহাতে সামান্য প্রয়োজনেও অন্দর মহলে যাইতে না হয়, লাবণ্যর সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ না হয়, সে বিষয়ে সে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা করিয়া লইল। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, চিকিৎসকের নিষেধ। সদর-অন্দরের মাঝামাঝি ঠাকুর-ঘর ছিল। তাহা এখন সদরের ভিতরে পড়া হইল ; কেবল গভীর রাত্রে, যখন মন্দিরের দুয়ার বন্ধ হইয়া যাইত, তখনই লাবণ্য মন্দির-দুয়ারে গিয়া পড়িবার সুযোগ পাইত।

স্বামী বাড়ী আসিলেন। লাবণ্য কত সাধ লইয়া আগমন-পথ চাহিয়া বসিয়াছিল ! তাঁহার অসুস্থ শরীর, মা নাই, ভগ্নি নাই ; লাবণ্য সেবা করিয়া তাহার নারীজন্ম সার্থক করিবে ! কিন্তু একি সাধে বাদ ! স্বামী তাহার সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাহিরে গিয়া আশ্রয় লইলেন ! একবার চোখের

দেখা, তাও ত লাবণ্যর দেখিতে পাইবার পথ রহিল না! এ নির্দ্দয়তা পাষাণীরও যে সন্ত্রাতীত! লাবণ্যর কোন্ পাপে এ গুরু দণ্ড! তবে কি ঝি যা বলে, তাহাই সত্য? তাও যদি হয়, প্রমোদই ত একদিন স্বেচ্ছাতেই তাহাকে চরণে স্থান দিয়াছিলেন। তারপর মুহূর্ত্তও, বুঝি, গেল না; একি হইল! লাবণ্যর জগৎ আজ শূন্যে ঘুরিতে লাগিল; পৃথিবীর আলো আজ সব তাহার চক্ষে নিভিয়া গেল; কেবলমাত্র যে কোনদিন কাহাকেও ত্যাগ করিতে জানে না, সেই ধরিত্রীই শুধু আপন বক্ষে আজ তাহাকে স্থান দিলেন। সেই দিন হইতে চক্ষের জলে লাবণ্য মাটি ভিজাইতে লাগিল।

তার উপরে সেই নূতন ঝি। সে প্রত্যহ কলিকাতা হইতে আনীত অপরূপ রূপসীকে লইয়া প্রমোদ কি করিয়া বিভোর হইয়া আছে, তাহার নূতন নূতন কাহিনী লাবণ্যর নিকট আসিয়া শুনাইতে লাগিল। মদের স্রোতের ও বন্ধুবর্গের বীভৎসতার দৃশ্যের বর্ণনারও কিছু বাদ গেল না। হায়! নারী কি সত্যই পাষাণ! কি করিয়া এত সয়!!

আর প্রমোদ! প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সে জমীদারীর কাজ স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া, স্নান করিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পূজা, অর্চ্চনা ও জপারতির পরে দেবতার প্রসাদ ভোজন করে; তাহার পর অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত গীতা বা শাস্ত্রপাঠে অতিবাহিত হয়। তাহার পরে অতি সামান্য শয্যায় পড়িয়া ভগবানের নিকট শান্তি কামনা করিতে করিতে কোনও দিন সুনিদ্রায় কোনও দিন বা অনিদ্রায় অভাগার রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়।

বৈকালে লাবণ্য তখন কুটনা কুটিতেছিল; ঝি আসিয়া খামে-মোড়া একখান্ চিঠি তাহাকে দিয়া গেল। পত্রের হস্তাক্ষর লাবণ্যর অপরিচিত। এ-জগতে এক দাদা ভিন্ন অভাগিনী লাবণ্যর খোঁজ লইতে আর কে আছে? শুষ্ক মরুময় সংসারে একবিন্দু স্নেহকণা আর কোথাও আশা করিবার স্থান নাই! শুধু দাদার হাতের একখানি স্নেহময় শান্তিময় পত্রই তাহার সকল সন্তাপের মহৌষধিস্বরূপ। আজ কে এই হতাদরা লাবণ্যকে স্মরণ করিয়াছে? লাবণ্য কৌতূহলপূর্ণ চিত্তে হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়িয়া ফেলিল; পত্র পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া সে সেখানে বসিয়া পড়িল! প্রমোদের পিসীমা লিখিয়াছেন, "কল্যাণীয়া, বৌমা! বহুদিন প্রমোদের কোন সংবাদ পাই নাই। সে ওখানে আছে কি না, নিশ্চিত না জানায়, তোমাকে এই পত্রে জানাইতেছি। সম্প্রতি আমাদের পার্শ্বের গ্রামের বাবুদের বাড়ীতে যে ডাকাতি ও খুন হইয়া গিয়াছে, পুলিশ সরোজকে সেই অপরাধে সংযুক্ত বলিয়া আজ গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় চালান দিয়াছে। আমাদের সাধ্যমত তাহার স্বপক্ষে চেষ্টা হইবে কিন্তু এ বিষয় বহু অর্থের প্রয়োজন; অতএব প্রমোদকে সবিশেষ জানাইয়া বিহিত চেষ্টা করিবে। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। ইতি।

আশীর্ব্বাদিকা—
তোমাদের পিসীমা।

একি বজ্রাঘাত! হতভাগিনী লাবণ্যের যে

ওইটুকুই জগতের সম্বল! আজ সে-সম্বলটুকুও হারাইলে, সে কি করিয়া এ জগতে থাকিবে! হা ভগবন্! লাবণ্যের জন্য এত শাস্তি তুমি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ! উপায়হীনা আশ্রয়-হীনা লাবণ্য মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

বহুক্ষণ—বহুক্ষণ পরে লাবণ্য উঠিয়া বসিল ও ভাবিল, এ বিপদে যদি প্রমোদ কিছু উপায় করেন্! হায়! লাবণ্যের আর যে কেহ নাই! সরোজ কত আশা করিয়া লাবণ্যকে প্রমোদের হাতে দিয়াছিল!—লাবণ্যের সম্পর্কে না হউক্; পূর্ব্বের বন্ধু-সম্পর্কেও কি প্রমোদ সরোজের উদ্ধারের উপায় দেখিবে না! আর কিসের লজ্জা! কিসের অভিমান! আজ লাবণ্য সকলের সাক্ষাতেই বাহিরে গিয়া প্রমোদের পায়ে পড়িয়া কাঁদিবে।

গৃহের দাস-দাসী সকলেই নিদ্রিত হইয়াছে। লাবণ্য কম্পিত পদে স্বামীর মহলে প্রবেশ করিল। কৈ কোথাও ত একটুও কোলাহল নাই! গান-বাজ্না কি হাসি-গল্পের কোনও শব্দই ত পাওয়া যাইতেছে না! আজ তাহা হইলে প্রমোদ একাই আছে। লাবণ্যর মনে অনেকটা সাহস আসিল। অপরের সম্মুখে দারুণ লজ্জার হাত হইতে ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করিলেন। ধীরে ধীরে লাবণ্য গৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু কৈ প্রমোদ ত ঘরে নাই! লাবণ্য ব্যাকুল-দৃষ্টিতে কক্ষের চারিদিকে স্বামীর অন্বেষণে চাহিতে লাগিল। গৃহে প্রমোদও নাই, কিন্তু প্রমোদের উচ্ছৃঙ্খলতারও ত কোন চিহ্ন নাই!! লাবণ্য প্রতিনিয়তই শুনিয়া আসিতেছে, প্রমোদ এত অপদার্থ হইয়াছে যে, বিষয়-আশয় বা কাজ-কর্ম্ম চক্ষে দেখা দূরে থাক্, কানেও কোন কথা শোনে না! কিন্তু লাবণ্য প্রমোদের গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত! গৃহের সেলফ্ ও টেবিল খাতা, বই ও কাগজ-পত্রে পরিপূর্ণ। লাবণ্য সভয়ে দুই একখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, সকলগুলিই জমীদারী-সংক্রান্ত। যে-ব্যক্তি বিলাস-বিভ্রমে নিজের সহধর্ম্মিণীকেও চক্ষে দেখে না, তাহার এ-সব দেখিবার এত সময় হয়? তবে লাবণ্য স্বামীর যে-মূর্ত্তির বর্ণনা শ্রবণ করে, তাহা কি সব সত্য নয়? যদি সত্যও না হয়, লাবণ্যের তাহাতে বিশেষ কি ক্ষতি-বৃদ্ধি? তাহার ভাগ্য যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই থাকিবে! কিন্তু আজ যে প্রমোদের সঙ্গে একবার দেখা হওয়া চাইই।

সে-গৃহ ত্যাগ করিয়া লাবণ্য দ্বিতীয় গৃহে প্রবেশ করিল; অনুমানে বুঝিল, এখানিই প্রমোদের শয়নগৃহ। কারণ, গৃহের এক পার্শ্বে একটি সামান্য শয্যা পতিত রহিয়াছে; কিন্তু শয্যা শূন্য। লাবণ্য নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িল!—তবে কি প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎকার তাহার ভাগ্যে নাই? গৃহের অপর দিকে চাহিয়া দেখিল, একখানি চৌকির উপর কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ ও মেঝের একখানি পুরু গালিচার আসন পাতা; তাহার সম্মুখে একটি পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বলিতেছে। ভিত্তিগাত্রে একটী সন্ন্যাসীর আলোকচিত্র ঝুলিতেছে; তাহার নিম্নস্থানটী সর্ব্বদা ললাট-স্পর্শে চিক্কণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। লাবণ্য বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল!—এই তাহার স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতা! কি ভুল! কি ভুল! কি অন্ধকারে এতদিন সে

চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া ছিল! সে যে সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের রাতুল চরণের আশ্রয় লাভ করিয়াছে, ভ্রমেও তাহা বুঝিতে পারে নাই। সেই কি এতদিন তাহাকে একই মিথ্যা শুনাইয়া আসিতেছে! আজ দয়াময় বিপদের বজ্রালোকে এক মহান্ অন্ধকার নাশ করিয়া দিলেন। লাবণ্যের ক্রমে চক্ষু খুলিতে লাগিল; মনে আসিতে লাগিল, কি নিশ্চয়ই বিপিনের অর্থভোগী। তাহারই সাহায্যে বিপিন সে-দিন লাবণ্যের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল, বটে! কিন্তু প্রমোদ কৈ?

লাবণ্য সে গৃহ ত্যাগ করিয়া পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করিল। সে দেখিয়া বুঝিল, এটি প্রমোদের পূর্ব্বের সাজান বৈঠকখানা। ছবি, ঝাড়, পাখা প্রভৃতি সরঞ্জাম পরিষ্কার ভাবে সাজান। কিন্তু মদ ত দূরের কথা, তামাক-চুরুটেরও কোথাও চিহ্নও সে দেখিতে পাইল না।

তখন লাবণ্য ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় নামিল। সম্মুখে পুষ্পোদ্যান। জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। যাহার অন্তরে সুখ আছে, আজিকার এই শোভাময়ী রজনিই তাহার চক্ষে স্বর্গ। লাবণ্য দেখিল, অদূরে একটি প্রস্তর-বেদিকার উপর বসিয়া, প্রমোদ স্থির হইয়া কি ভাবিতেছে। সেই সুগঠিত নির্ম্মল আননে জ্যোৎস্না পড়িয়া রূপের প্রভা উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে! কতদিন—কতদিন পরে এই স্বর্গতুল্য রজনীতে তাহার দেবতুল্য স্বামীকে চক্ষে দেখিয়া লাবণ্যের সকল অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল; মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরের দারুণ দুঃখ সে বিস্মৃত হইয়া গেল; স্থান, কাল সব ভুলিয়া নির্নিমেষ চক্ষে লাবণ্য সেই অপরূপ-কান্তির প্রতি চাহিয়া রহিল! সহসা প্রমোদের চক্ষু সেই দিকে পড়িল; বিস্মিত প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" সেই স্বরে লাবণ্যর চমক ভাঙ্গিল। ধীরে ধীরে উদ্যানে নামিতেই প্রমোদ চিনিল, এ তাহারই অনেক সাধের লাবণ্য। জানি না, এই ক্ষুদ্র রজনীতে প্রমোদের মনে আজ কি ভাবের আধিপত্য চলিতেছিল। এই স্থান ও কালের ভিতর যখন হৃদয়ে প্রেম ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন লাবণ্যকে সম্মুখে দেখিয়া অতৃপ্ত তৃষিত অন্তর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই—তখনই প্রমোদ আত্মসংযম করিয়া লইল;—হায়! লাবণ্য আর তাহার কে?

লাবণ্য ধীরপদে আসিয়া প্রমোদের সম্মুখে নতমুখে দাঁড়াইল। সে কি বলিবে? আজ জীবনে প্রথম দিনে স্বামীর সহিত সে কি বলিয়া প্রথম সম্ভাষণ করিবে? সে ভিখারিণী ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছে;—তবু কি বলিয়া যাহার কাছে সকল প্রাপ্যের দাবী, তাহার কাছে দীন অঞ্জলি প্রসারিত করিবে? লাবণ্যর দুই চক্ষে অশ্রু পূরিয়া আসিতে লাগিল। বলি বলি করিয়াও তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। প্রমোদই কথা কহিলেন, "এখানে তোমার কি প্রয়োজন?" লাবণ্য তখন প্রমোদের চরণতলে পড়িয়া বলিল, "বড় বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি, তুমি রক্ষা কর।"

তাচ্ছীল্য-ভরে প্রমোদ বলিল, "চিরদিনই নিজে যা বুঝিয়াছ, তাহাই করিয়াছ—স্বামীতে ত তোমার কখনও প্রয়োজন হয় নাই;

আমিও তোমার কোন কাজেই প্রতিবন্ধক হই নাই। আজও তোমার যাহা ইচ্ছা করিলেই পার। আমার কাছে কিসের সাহায্যের আশা করিতে পার ?"

লাবণ্যর ব্যথিত বক্ষে এই কথাগুলি বজ্র-তুল্য আঘাত করিল। সে কাঁদিয়া বলিল, "আমি বড় দুঃখিনী, আমায় একটু দয়া কর। তোমার চরণে আমি কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমায় এমন করিয়া পায়ে ঠেলিয়াছ? কিন্তু আজ আমি সে দাবী করিতে আসি নাই। আমার দাদার বড় বিপদ্। তুমি ভিন্ন কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? তাই আজ তুমি স্থান না দিলেও তোমার পায়ের কাছে আসিয়াছি। আজ আর নিষ্ঠুর হইয়া দূর করিও না।"

প্র। ওঃ সরোজের বিপদ্। তাই আজ আমার প্রয়োজন হয়েছে! কিন্তু আমার মত তুচ্ছব্যক্তি-দ্বারা কি উপকারের সম্ভাবনা?"

তখন প্রমোদের দুই পদ বক্ষে ধরিয়া লাবণ্য কাঁদিতে লাগিল; বলিল, "আজ তুমিও যদি এমন নির্দ্দয় হও, তা' হলে আর কোন উপায়ই থাকবে না। দাদা তো গিয়েছেই, আমিও আজ তোমারি পায়ের তলায় প্রাণ দেব।"

বুঝি, অন্তর্নিহিত গভীর প্রেম তাহার কালমেঘের আবরণ দুইহাতে ঠেলিয়া ধীরে ধীরে উঁকি দিতেছিল, তাই প্রমোদের অন্তর সকল সন্দেহ ও সকল যাতনাকে লাবণ্যর এক এক বিন্দু অশ্রুজলে ধৌত করিয়া পূর্ব্ব প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। এক নিমিষের জন্য প্রমোদের মনে হইল, এই যে মধ্যের সুদীর্ঘ যন্ত্রণার দিন, এ একটা দুঃস্বপ্নমাত্র! এবং সেই অগাধ প্রণয়-জলধিকূলে সেই প্রমোদ আর সেই লাবণ্য! প্রমোদের দৃঢ়বদ্ধ আজ গলিয়া গেল, সজল চক্ষে প্রমোদ লাবণ্যকে হৃদয়ে উঠাইবার জন্য দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিল; কিন্তু তখনই তখনই প্রমোদ আপনার বিদ্রোহী বাহু-দুইটি সংযত করিয়া লইল এবং অশ্রুসজল চক্ষে বলিল, "আমার পা ছেড়ে ওঠ, লাবণ্য! সরোজের কি হয়েছে?"

তখন লাবণ্য উঠিয়া প্রমোদের সম্মুখে দাঁড়াইল। রোদনোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া প্রমোদ ভাবিল, "যে চাঁদে এত সুধা, তাতেও এই কলঙ্ক!"

লাবণ্য বলিল, "দাদাকে খুন ও ডাকাতির অপরাধে সংশ্লিষ্ট বলিয়া পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।"—বলিতে বলিতে লাবণ্যর চক্ষে আবার অশ্রুপ্রবাহ নামিয়া আসিল। দুই হাত জোড় করিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সে বলিল, "তুমি ভিন্ন আর কে আছে? একদিন দাদাকে অপার করুণা দেখিয়েছিলে; তাঁর দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারে তাঁর অরক্ষণীয়া ভগ্নীকে বিবাহ ক'রে তাঁকে ভগ্নীদায় থেকে উদ্ধার করেছিলে; আজ আর একবার রক্ষা কর। আমার ভাগ্যে যাই থাক্, আমি জানি, তোমার করুণার অন্ত নেই।"

প্রমোদেরও পূর্ব্বকথা স্মরণে আসিতেছিল, চক্ষুও বুঝি একটু আর্দ্র হইয়াছিল! হায়! সে যে কত সাধ, কত আশার দিন! সে কি ভুলিবার? রুদ্ধ কণ্ঠে প্রমোদ উত্তর করিল, "লাবণ্য, শুধু দয়ার কথা কি বল্‌ছিলে? যখন আমি তোমায় বিবাহ করি, সরোজকে দয়া ক'রে করি নি। তুমি জান না, লাবণ্য!

তোমায় কতখানি ভালবেসে, তোমায় পাবার জন্যে কিরূপ উন্মত্ত হ'য়েছিলাম! আমার মনে তখন আর অন্য দৃশ্য ছিল না; আমার অন্তরে অন্য ধ্যান-জ্ঞান ছিল না; আমার এই ঐশ্বর্য্য, সম্ভ্রম, মান, খ্যাতি, সব একদিন তোমারই, পূজার অর্ঘ্য ক'রে সাজিয়ে রেখেছিলাম। যেদিন তুমি আমার গৃহে পা দিলে, সে-দিন আমার সারা জগৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল; আমার কতদিনের মানস-পূজা সার্থক মনে হ'ল। লাবণ্য! তোমায় দেখেই আমি বিবাহ ক'রে দীর্ঘ দিন প্রবাসে কাটিয়ে এসেছিলাম কেন, জান? আমার নিজের প্রেম পরীক্ষা কর্‌তে লাবণ্য! আমি তোমায় যে কপট প্রেম দিয়ে বঞ্চনা কর্‌ব, সেটা আমার নিজের হৃদয়েই অসহ্য ছিল, তাই চোখের অদর্শনেও তোমায় কত ভালবাসি তাই পরীক্ষা কর্‌তে গিয়েছিলাম। তুমি যাই হও, কিন্তু আমার প্রেম আমায় বঞ্চনা করে নি; পুড়িয়ে খাঁটি কর্‌চে, তবু মাটি করে নি।" আকাশের পানে চাহিয়া প্রমোদ নীরব হইল; দুই চোখে দুটি অশ্রুবিন্দু চন্দ্রকিরণে ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল। আর লাবণ্য অবাক্ হইয়া সেই মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হায়! এই সুধা-হ্রদ তাহার চক্ষে মরীচিকামাত্র!!

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রমোদের যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল; কিঞ্চিৎ কঠিন স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "অনেক রাত হ'য়ে গেছে, আর এখানে থাকার আবশ্যক দেখি না; ভিতরে গেলেই ভাল হয়। দেখি, আমি যদি পারি, কাল কলিকাতায় যাবার চেষ্টা কর্‌ব।"

যাইবার সময় লাবণ্য বলিল, "আর একটি কথা আছে। আমার দাসীর কোন প্রয়োজন নাই; তাকে জবাব দিয়ে দাও।"

প্রমোদ বিস্মিত হইয়া বলিল, "গৃহে তো অপর স্ত্রীলোক কেহ নাই! কি করিয়া থাকিবে?"

অবনত মুখে লাবণ্য উত্তর করিল, "ছোট থেকে যা নেই; সংসারেও আর কেউ ছিলেন না। আমার অমন থাকা অভ্যাস আছে। সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে কেউ ঘুরলে আমার আরও অসুবিধা বোধ হয়।"

প্রমোদ কথাটা দুর্ব্বাভাবে গ্রহণ করিয়া বলিল, "হুঁ। আচ্ছা, তাই হবে।"

লাবণ্য মনে মনে বলিল, "এবার চক্ষু খুলেছে, বুঝেছি। বিপিন-দা এর মূল; আর ঐ মাগী তার হাতের কল; আচ্ছা তোমরা যা করবার করেছ,—এখন ভগবান্ কি করেন্, দেখি!"

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া লাবণ্য শুনিল, প্রমোদ প্রত্যূষেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। স্বামীর এই করুণায় তাহার চিত্ত দ্রব হইয়া গেল; দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। আজ মন্দিরে প্রমোদ নাই। পুরোহিত নিত্য-পূজা করিয়া উঠিয়া গেলে, লাবণ্য গিয়া ঠাকুরের পদতলে পড়িল। সারাদিন লাবণ্য আর বাহির হইল না। রাত্রির শয়নারতির পরে সামান্য প্রসাদ মুখে দিয়া সে নিজের ঘরের ভূমি-শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। একে ত তাহার মাথায় এই ঘোর বিপদ্; তাহার উপর স্বামীকে সে যে আজ কি বিপদের মুখে পাঠাইয়াছে, তাহা তাহার অজ্ঞাত নাই। তবে প্রমোদের অগাধ সম্পত্তির ত

ভরসাতেই জোর করিয়া ভাতার সাহায্যের অভয় চরণ-দুইটি! বিপন্না নারণ্য আজ জন্য সে ধরিয়াছিল। আজ যদি দুকূলই তাঁহারই আশ্রয় চাহিতেছে। দুঃখিনীকে ভাসিয়া যায়! হায় ঠাকুর! কোথায় তোমার বঞ্চিতা করিও না। (ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী।

প্রতীক্ষা।

বাতায়ন-ফাঁকে তরুণ অরুণ
তখন দেয়নি উঁকি,
তন্দ্রা-অলস নয়ন মেলিয়া
চাহে নাই সূর্য্যমুখী;
বিশ্ব-রাণীর তিমিরাবৃত
অবগুণ্ঠনখানি
রজনী তখন খুলে দিতেছিল
আলোর বারতা আনি'
ঊষা-তারাটীর লাজকম্পিত
স্নিগ্ধোজ্জ্বল ভাতি
কাল গগনের কালিমার আড়ে
কৌতুকে ছিল মাতি!
সারা প্রকৃতির মুখর কথাটী
ছিল মৌনতা ভরা,
তন্দ্রার হিম চুম্বনে ছিল
মন্ত্র-মুগ্ধ ধরা!
সারা নিশাখানি জেগে বসে আছি
তোমারি প্রতীক্ষায়,
বন্ধু, এ মোর মৌন ধেয়ান
ব্যর্থ কি হবে হায়!
যে আরতি-দীপ জ্বালায়ে রেখেছে
অন্তরে অহরহঃ,
আজ তুমি তারে তব মন্দিরে
সযতনে তুলে লহ!
পরাণের কোণে পুঞ্জিত ছিল
যে দারুণ অভিমান,
তীব্র দহনে নয়নের জলে
হয় নি'ক অবসান!
ব্যাকুল আশায় পথ চেয়ে আছে
ব্যথা ভরা এই চিত,
দীন পূজারীর পূজার অর্ঘ্য
রহিবে কি অনাদৃত!
লক্ষ যুগের মৌন ধেয়ান
সকাতর আহ্বান
টলাতে, বন্ধু, পেরেছে কি তব
পাষাণ অচল প্রাণ!
নিষ্কলঙ্ক অন্তরে মোর
রচিয়াছি এ সমাধি,
তোমার করুণ চরণ-রেণুর
পরশের পরসাদী।
চিরকাল রব ভিখারীর মত
তোমারি প্রতীক্ষায়,
নিষ্ফল হবে নয়নের বারি-
ঢালা দেবতার পায়!

শ্রীকিরণপ্রভা দে।

অষ্টাবক্র গীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বাদশ প্রকরণ।

গুরুণোদীরিতং জ্ঞানং ন বিকিদিব শান্ততি।
তৎস্বস্মিন্নপ্যভিজ্ঞাতুং শিষ্যো বদতি সাম্প্রতম্
॥১॥

জানাইতে গুরু বলিয়াছেন যে, সাধক শূন্যের ন্যায় শান্ত হ'ন্। শিষ্য নিজের তাদৃশী অবস্থা জানাইবার জন্য সম্প্রতি বলিতেছেন।১।

[illegible]
অথ চিত্তাসহত্বাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥২॥

সাধক প্রথমতঃ শারীরিক কর্ম বর্জন করেন, অনন্তর বাগ্‌বাহুল্য ত্যাগ করেন, তারপর চিত্তের বৃত্তিও ত্যাগ করেন; আমিও তজ্জন্য এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।

প্রীত্যভাবেন শব্দাদেরদৃশ্যত্বেন চাত্মনঃ।
বিক্ষেপৈকাগ্রহৃদয় এবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৩॥

শব্দাদি বাহ্য বিষয়ে প্রীতি নাই, আত্মাও অদৃশ্য, অতএব সমস্তপ্রকার চিত্তবিক্ষেপের হেতু ত্যাগ করিয়া একাগ্রহৃদয় হইয়া এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি। (কর্ম বা অপাদি-দ্বারা অনিত্য ফল পাওয়া যায়। তাহার নামে দুঃখ। এজন্য শব্দাদি-বিষয়ে প্রীতি নাই; আত্মা অবাঙ্মনসগোচর; অতএব তাহার ধ্যানাদি করিবার অবসরও নাই—এইরূপে সমস্তপ্রকার চিত্তবিক্ষেপের হেতু ত্যক্ত হইয়াছে)।২।

সমাধ্যাসাদিবিক্ষিপ্তৌ ব্যবহারঃ সমাধয়ে।
এবং বিলোক্য নিয়মমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৪॥

তথাপি সমাধিলাভ করিবার জন্য ব্যবহার আবশ্যক হয়—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন। যাহাদের চিত্ত কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অনর্থের মূলীভূত ভ্রমজ্ঞানের দ্বারা বিক্ষিপ্ত, তাহাদের পক্ষেই সমাধির প্রয়োজন; আমি শুদ্ধ আত্মা, আমার সমাধিরও প্রয়োজন নাই;—এই নিয়ম অবলোকন করিয়া এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৩।

[illegible]
অতাবাদ্যা হে ব্রহ্মন্নেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৫॥

আমি সর্বপ্রকার অপূর্ণতাবর্জিত আত্মা, সুতরাং আমার পক্ষে হেয় বা উপাদেয় কোন বস্তুই নাই; সুতরাং আবার আমার কোন প্রকার দুঃখও নাই সুখও নাই; অতএব হে ব্রহ্মন্ (গুরো) আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৫।

আশ্রমানাশ্রমধ্যানং চিত্তস্বীকৃতবর্জনম্।
বিকল্পং মম বীক্ষ্যৈতৈরেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৬॥

বর্ণাশ্রমাদির ধ্যান ও তৎপ্রযুক্ত চিত্তস্বীকার ও চিত্তবর্জন, এই সকলের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প সমুপস্থিত হয়; এজন্য আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৬।

কর্মানুষ্ঠানমজ্ঞানাদ্ যথৈবোপরমস্তথা।
বুদ্ধা সম্যগিদং তত্ত্বমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৭॥

লোকে যেরূপ অজ্ঞানবশতঃই কর্মের অনুষ্ঠান করে, সেইরূপ অজ্ঞানবশতঃই কর্ম-হীনতা আশ্রয় করে; এই তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৭।

অচিন্ত্যং চিন্তামানোঽপি চিন্তারূপং ভজত্যসৌ।
ত্যক্ত্বা তদ্ভাবনং তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ৫৭॥

ব্রহ্ম অচিন্ত্য, এরূপ চিন্তা করিলেও আত্মা চিন্তার সদৃশ রূপ ধারণ করে ; অতএব 'ব্রহ্ম অচিন্ত্য' এরূপ ভাবনাও ত্যাগ করিয়া আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৭।

এবমেব কৃতং যেন স কৃতার্থো ভবেদসৌ।
এবমেব স্বভাবো যঃ স কৃতার্থো ভবেদসৌ ৫৮॥

এইরূপ স্বরূপসাধন যিনি করিয়াছেন, তিনি কৃতার্থ হ'ন। এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) যাঁহার স্বভাব, তিনি যে কৃতার্থ হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র।৮।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার এবমেবাষ্টক-নামক দ্বাদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নীতি ও বিবাহ।

কেবল ভৌতিক নিয়ম পালন করিলেই যে স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন লাভ হয়, তাহা নয়। নীতিপালনের সঙ্গে স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ যোগ। মনুষ্য শরীর, মন ও প্রাণের সমবায়ে, তিনটির উৎকর্ষ-সাধনে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে। প্রাণ, মন ও জড় জগতের রাজা ও নিয়ন্তা ঈশ্বর ; তাঁহারই নিয়মে এই সমস্ত চলে। সুতরাং সকল প্রকার নিয়ম অবগত হইয়া তদনুসারে চলিলে প্রাণ-মন অধিক স্বাস্থ্য ও সুখ প্রাপ্ত হয়। প্রাণের লক্ষ্য ধর্ম্ম। ধর্ম্ম কি ?—ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁহার বাধ্য হইয়া চলা। নীতির লক্ষ্য মনের সঙ্গে সম্বন্ধ জানা এবং তাহা পালন করা। Intuition বা সহজজ্ঞান-দ্বারা ঈশ্বর- ও পরকাল-তত্ত্বের মৌলিক জ্ঞান হয়। Conscience (বিবেক) দ্বারা মানুষের প্রতি কর্ত্তব্যের জ্ঞান হয়, এবং কর্ত্তব্য-পালনে সুখ ও হেলনে দুঃখ হয়।

নীতি ও বিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া চলিলে শারীরিক এবং সামাজিক বহুপ্রকার অনিষ্ট হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদির দ্বারা মনকে বিকৃত বা অসুস্থ ত করেই অধিকন্তু শরীরের অনিষ্ট করে। এই সমস্ত রিপু-দ্বারা উত্তেজিত হইলে, শারীরিক অনেক-গুলি অণু নষ্ট হয়। সে জন্য শরীরও দুর্ব্বল হয়। আমরা সকলেই জানি যে, বড় রাগ করিলে মাথা ধরে, চক্ষু জ্বালা করে, বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে। যে সর্ব্বদা রাগ করে, তার ভাল হজম হয় না। সেজন্য রাগী মানুষ অজীর্ণ রোগী (Dyspeptic) হয়। অজীর্ণ রাগকে বাড়ায়, রাগ অজীর্ণকে বাড়ায় ; এই দুই মিলে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, এবং ক্রমে কঠিনতর পীড়া আনিয়া পরিণামে তাহার অকাল মৃত্যু ঘটায়। ঈশ্বরনিষ্ঠ শান্ত সাধুগণ প্রফুল্লচিত্ত, সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবী। ধর্ম্ম- ও নীতি-সম্বন্ধে অনেক

তত্ত্ব আছে? সে সমস্ত আমার বলিবার বিষয় নয়।

এখন বিবাহতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু বলি। বিবাহের ধর্ম্ম ও নীতির সঙ্গে বিশেষ যোগ। পরিণয় মানবসমাজের মহান্ কর্ত্তব্য এবং করুণাময় ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট বিধান। বিধাতার নিয়তি (Necessity) ক্রমে পবিত্র প্রেমের দ্বারা চালিত হইয়া নরনারীকে বিবাহ-সূত্রে গ্রথিত করে এবং সন্তান উৎপাদিত করিয়া মানবজাতির প্রবাহ রক্ষা করে। দুইটি প্রাণ পবিত্র প্রেমে এক হইয়া প্রেমের তরঙ্গে আপনারা ভেসে যায় এবং জনসমাজকে ভাসাইয়া দেয়। তাহারা কৃপাপাত্র, যাহারা দাম্পত্য-প্রেমের লীলা, রসময়ের লীলা অনুভব করিতে পারে না। বিবাহ পাশব-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নয়। উহা বিধাতার গৌরবার্থে পবিত্র প্রেমে ডুবিবার জন্য।

পবিত্র দাম্পত্য প্রেম অমৃত সমান।
পাপী উদ্ধারিতে পৃথিবীতে স্বর্গের সোপান।
সাধু-ভক্ত জন সেই রস করে পান।
সে প্রেম কোথা বা পাবে অধম মানুষে,
বিলাস-বিকার-মত্ত এই পঞ্চভূতময় দেশে?

বিবাহিত জীবনই মানব-সমাজে সুখ-শান্তির প্রস্রবণ। ঐ প্রস্রবণ যদি কলুষিত হয়, তবে দূষিত স্রোত প্রবাহিত হইয়া মানব-সমাজকে নরকের দিকে লইয়া যায়। এই জন্য পরিণয়-বিষয়ে কতকগুলি জ্ঞাতব্য তত্ত্ব বলিতেছি।

উচ্চ হিন্দুশাস্ত্রের কথা প্রথমে বলি।

কন্যা যতদিন পতিমর্য্যাদা না জানে এবং ধর্ম্মসাধন অজ্ঞাত থাকে, ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কন্যাকে এইরূপে পালন করিবেক এবং অতি-যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক ও ধন-রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

বিজ্ঞান বলিতেছেন্ যে, শরীর পরিপতি লাভ করিবার পূর্ব্বের বিবাহের সন্তান সুস্থ এবং সবল হয় না। বাল্য-বিবাহের দ্বারা বিবাহিত বালিকাগণ অল্পবয়সেই সন্তানবতী হয় এবং তদ্দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ [illegible]।

প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার কোন এক প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন, যে, তাঁহার ত্রিশ বৎসরের পরিদর্শন ও অভিজ্ঞান-দ্বারা তিনি বলিতে পারেন যে, শতকরা ২৫জন স্ত্রীলোক বাল্য-বিবাহের ফলে invalid (চিররুগ্ন) হইয়াছে; আর ৫০ জন অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতেছে।" (The Inspector of schools, Bombay) বম্বের শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক বলিয়াছেন যে, হিন্দু এবং পার্শিছাত্রীগণ ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেশ মেধাবী ও পরিশ্রমী থাকে, কিন্তু বিবাহের পরেই তাহার সে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

(The Sanitary Commissioner of India) ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যরক্ষা-বিভাগের কমিসনার তাহার ১৮৯৯ সালের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় শতকরা ৮০ এবং বম্বাইতে ১৮০৭ মৃত সন্তান জন্মে।

সুবিজ্ঞা বিদুষী Annie Besantর 'Awake India'-পুস্তকে বাল্যবিবাহের বিষময় ফল পড়িলে, কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত এবং অশ্রুবর্ষণ হয়?

আর অধিক কথা বলিব না। যাহারা জোর করিয়া বুঝিবে না, তাহাদের কে বুঝাইবে ?

"অবোধকে বুঝাব কত, বোধ নাহি মানে,
ঢেঁকিকে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে !"

ব্রাহ্মদের বিবাহ-আইন হইবার সময় তাঁহারা নানা বিচক্ষণ চিকিৎসকগণের মত সংগ্রহ করিয়া ঠিক করিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ ১৪ বৎসর পূর্ণ না হইলে, কন্যা বিবাহের উপযুক্ত হয় না। পরের অভিজ্ঞান-বা[illegible] তাঁহারা এখন প্রায়ই অন্ততঃ ১৬ বৎসর পূর্ণ না হইলে কন্যার বিবাহ দেন না। কেবল বয়স ধরিলে হইবে না। কুমারীকাল উত্তীর্ণ হইলেই, অন্ততঃ এক বৎসর পরে যুবতীর বিবাহ হওয়া উচিত এবং ২০-২২ বৎসর বয়সে যুবকের বিবাহের সময়।

বয়সের কথা ব্যতীত আর একটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। Improvident marriage—অসঙ্গত অবস্থায় বিবাহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। পরিবার প্রতি-পালনের সঙ্গতি না থাকিলে কিংবা উপার্জন-ক্ষম না হইয়া বিবাহ করিবে না। এরূপ বিবাহের ফল নিজের এবং সমাজের দারিদ্র্য আনয়ন করে। এইরূপ বিবাহই ভারতে বর্ত্তমান দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। যখন দেশে খাদ্যদ্রব্য এত মাহার্ঘ ছিল না, এবং চালচলনও সাদাসিদে ছিল, আহার ও পরিচ্ছদের বিলাসিতা ছিল না, তখনকার কথা অন্যপ্রকার। এখন একদিকে অসচ্ছলতা ও বিলাসিতা, আর অন্যদিকে বিবাহের খরচ-বৃদ্ধি ; এ-সময় কি অসঙ্গতি-বিবাহ চলে ? সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এখনকার যুবকগণ ছাত্রজীবনে বিবাহ করিতে চায় না। ব্রাহ্মসমাজ এবং উন্নত শিক্ষিত হিন্দুসমাজে ভদ্রলোকদের মধ্যে এরূপ বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতিশয় অল্প। ধনীদের কথা অন্যপ্রকার। দেশের কয়জনই বা উচ্চশিক্ষা পাইয়াছে ? সুখের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দুঃখের কথা উপস্থিত হইয়াছে। শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে বিবাহের ব্যয় এতই বৃদ্ধি হইয়াছে যে, তাহাতে [illegible] ভদ্রলোকেরা মারা যাইতেছে। কত কেরাণী এবং শিক্ষকের কন্যাদায়ে বাড়ি-ঘর বিক্রয় হইয়া যায়। পুরাতন কৌলিন্য-পণ অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ কতই বেশী। বরের পিতা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় কন্যাকর্ত্তার রক্ত শোষণ করেন। হায়, হায়, দুঃখিনী ভারতজননী কপাল-পোড়া ! তাহা না হইলে, তাঁহার কৃতবিদ্য উন্নত সন্তানদের এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন ?

বিবাহের সময় স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। Hereditary disease বা বংশ-পরম্পরা-প্রবাহী রোগ যদি থাকে, কিংবা শরীরের অবস্থা এমন হয় যে, বিবাহ করিলে স্বাস্থ্যনাশ হইবে, তবে এরূপ অবস্থায় বিবাহ করিলে কেবল অকাল-মৃত্যুকে আহ্বান করা হয়।

বিবাহের পর অনেক দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। সংযমী হইয়া সকল বিষয়ের আতিশয্য পরিহার করিতে হয়। ঘন ঘন সন্তান হওয়া পরিহার্য্য। ঘন ঘন সন্তান হইলে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যনাশ হয় এবং তাঁহারা নিজে রুগ্ন হইয়া রুগ্ন সন্তান প্রসব করিয়া

নিষ্কেদের এবং জনসমাজের অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠেন্। বলিতে লজ্জা হয় যে, এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী-দিগের মধ্যেও অনেকে আছেন, যাঁহারা বিজ্ঞান-জ্ঞান সত্ত্বেও সেকেলের বিজ্ঞানানভিজ্ঞ-ব্যক্তিগণ অপেক্ষা এ-সম্বন্ধে অনেক নীচে পড়িয়া আছেন। ব্রাহ্মণেরা হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত বিধি-ব্যবস্থা নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। এখনকার অনেকের নিকট বিজ্ঞান এবং শাস্ত্র—উভয়েরই সম্মান নাই।

বেহাগ খং

গৃহধর্ম্ম নিত্য-কর্ম্ম পরম সাধন,
পবিত্র তীর্থ এই সংসার-তপোবন,
প্রেমের আধার গৃহ-পরিবার বন্ধন,
প্রেমময় ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন।
আসক্তি মোহ-জঞ্জাল বিষয়ের
তত্ত্বজ্ঞান যোগবলে করিবে ছেদন।
ভজ ব্রহ্মপাদপদ্ম, হইবে জীবনমুক্ত,
সশরীরে স্বর্গধামে করিবে গমন।
বিবেক-বৈরাগ্য-নীতি, সম-দম-ক্ষমা
শান্ত-সযতনে করিবে পালন,
সুখ-দুঃখে সমভাবে বিধাতার হস্ত
দেখিবে, দয়াময়-নাম মহামন্ত্র করিবে স্মরণ।

শ্রীরাজমোহন বসু।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

যদি দুগ্ধের ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা হয়, তবে গাভীকে উত্তমরূপে দোহন করিতে হইবে। এরূপ না করিলে উত্তম গাভীও অপকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। উত্তম দোহন দোহন-কারীর পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে। ব্যবসায় করিলে, কতকগুলি ফালতু দোহনকারী রাখিয়া দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। লোকের রোগ, শোক অথবা ছুটিছাটায় দোহনকারীর অনুপস্থিতিতে ফালতু দোহনকারীর দ্বারা কার্য্য লইতে হইবে। প্রত্যহ দোহনকারীরা যদি ছুটিছাটা না পায়, তবে তাহারা উত্তমরূপে কার্য্য করে না। তজ্জন্য উত্তম গাভীও অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। গাভী খারাপ হইলেও উত্তম-দোহন-দ্বারা তাহার উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে, কিন্তু খারাপ দোহন-দ্বারা উত্তম গাভীও অধম হইয়া যায়।

দুগ্ধ-দোহনকারীদিগকে উত্তমরূপে কার্য্য করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পুরস্কার-দ্বারা উৎসাহ দিবে। নতুবা তাহাদিগের বেতন প্রথমে অল্প রাখিয়া, উত্তমকার্য্য দেখিলে বৃদ্ধি করিয়া দিবে। বেতন-বৃদ্ধির আশা থাকিলে, তাহারা উত্তমরূপে কার্য্য করিবে।

দোহনকারীদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবে, এবং দুই দলে যাহাতে প্রতিযোগিতা হয়, তাহা করিবে। এতদর্থে কোন্ দোহন-কারী কত দুগ্ধ বাহির করিল, তাহার হিসাব প্রত্যহ রাখিবে ও উত্তম দোহনকারীদিগকে কিছু বক্‌সিস্ বা তাহাদিগের বেতন-বৃদ্ধি করিয়া দিবে। তাহা হইলেই তাহাদিগের মধ্যে একটা ঘোরতর প্রতিযোগিতা হইবে এবং পুরস্কার বা বেতন-বৃদ্ধির লোভে তাহারা উত্তমরূপে কার্য্য করিবে। দোহন-

কারীরা যদি একস্থানের হয়, তবে তাহারা সঙ্ঘ করিয়া বেতন-বৃদ্ধি করাইবার চেষ্টা দেখে। এইজন্য কাপ্তু লোকের আবশ্যকতা। কিন্তু সময় পড়িলে তাহাদিগের নিকট হইতে এরূপভাবে কার্য্য লইবে, যেন তাহারা ইহা না বুঝিতে পারে যে, তাহাদিগের ভিন্ন তোমার অন্য গতি নাই। নতুবা, তাহারা তোমাকে পুনরায় উত্যক্ত করিবে। একটা গোয়ালার মাসিক বেতন ৫৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা যথেষ্ট। প্রত্যেক লোককে দশটী গাভী এবং দশটী মহিষ দোহন করিবার ভার দিবে।

দোহন করিতে হইলে, শীঘ্র শীঘ্র দোহন করাই শ্রেয়। মনে কর, পূর্ণদুগ্ধবতী একটি গাভী দিনে ১২ সের দুগ্ধ দেয়, অর্থাৎ সকালে ছয় সের এবং সন্ধ্যাকালেও ছয় সের। এরূপ গাভীকে দোহন করিতে চারি মিনিটের অধিক সময় লওয়া উচিত নহে। দোহনটী নিঃশব্দে, উত্তমরূপে এবং শীঘ্র হওয়া চাই। খারাপ দোহনের দ্বারা উত্তম গাভীও এক সপ্তাহের মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে। অপত্য-প্রসবকাল হইতে দুগ্ধ শুষ্ক হইবার সময় পর্য্যন্ত গাভীর দুগ্ধ দিবার কাল গড়ে ২৪০ দিন।

ছয় সপ্তাহ ধরিয়া গাভীগুলি শুষ্ক থাকে। স্বাস্থ্য উত্তম হইলে তাহারা সন্তান-প্রসবের দুইমাস পরেই চরম সীমায় দুগ্ধ দেয়। ক্রমে তাহাদিগের দুগ্ধ কমিয়া আসে। আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গাভী উত্তমরূপ দুগ্ধ দিয়া থাকে।

বলদের সহিত রমণ করিলে গাভীর দুগ্ধ মাত্রায় এবং গুণে কমিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধের শুরুত্ব ও চর্ব্বির অংশের হ্রস্বতা হয় এবং উষ্ণ করিলে দুগ্ধ ফাটিয়া যায়। এরূপ অবস্থা অবশ্য অধিক দিন থাকে না।

পশুকে আহার দেওয়ার পরই দোহন করা উচিত। প্রত্যেক দোহনকারীকে একটা ঝাড়ন দিবে। তদ্দ্বারা তাহারা দোহনের পূর্ব্বে গাভীর বাঁট ও স্তন ঝাড়িয়া লইবে। অন্যথা বাঁটের ধূলা দোহন-কালে দুগ্ধে পড়িতে পারে। দোহনকারীদিগের নখ সর্ব্বদাই কর্ত্তিত থাকা চাই; নতুবা বাঁট ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। দুগ্ধ-দোহনের পর ঝাড়নের দ্বারা গাভীর বাঁট পুনরায় মুছিয়া দিবে। এ-প্রথাটী বিশেষতঃ নবপ্রসূতা গাভীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। নবপ্রসূতা গাভীগুলিকে সর্ব্বশেষে দোহন করিবে। দোহনকালে এক পার্শ্বের দুইটী বাঁট ধরিয়া দোহন করিবে না। সম্মুখের ও পশ্চাতের বাঁট ধরিয়া দোহন করিলে, দুগ্ধ ঠিক্ ঠিক্ নির্গত হয়; নতুবা দুগ্ধের ধারা নিয়মিত বাহির হইবে না।

দুগ্ধ-দোহন করিবার পূর্ব্বে বৎসকে গাভীর স্তন কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া পান করিতে দিবে। পরে তাহাকে গাভীর সম্মুখে রাখিয়া দোহন করিতে থাকিবে। গাভী এই সময়ে বৎসের গাত্র চাটিতে থাকে। দুগ্ধ-দোহন হইয়া যাইলে, বৎসকে টানিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। নতুবা বড় বৎসগুলি মাতার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া স্তন কামড়াইয়া বাঁটে ক্ষত করিয়া দিবে অথবা অন্য গাভীর নিকট যাইবে।—ফলে এই হইবে যে, অন্য গাভী অপরের বৎস দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া যাইবে এবং দুগ্ধ দিবে না। মহিষেরা অপরের বৎস নিকটে আসিতে দেখিলে প্রায়ই দুগ্ধ দেয় না। মহিষের বৎস পরুত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহারা দুগ্ধ

দিতে চাহে না। এরূপস্থলে দুই এক ঘণ্টা সাধ্যসাধনার পর মহিষেরা দুগ্ধ দেয়।

বোগ্‌নো (বাঁটলোই) দোহন-পাত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। টিন-পাত্র বা এনামেল পাত্র সুবিধার নহে। মৃন্ময় পাত্র সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য ; কারণ মাটির পাত্রে ছিদ্র থাকায় দুগ্ধ তন্মধ্যে প্রবেশ করে ও ছিদ্রমধ্যে সঞ্চিত হইয়া পচিয়া যায়। ধৌত করিলেও তাহা পরিষ্কার হয় না। যদি এরূপ পাত্রে দোহন করা যায়, তবে তাজা দুগ্ধ পচা দুগ্ধের সংস্পর্শে আসিয়া অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

সংবাদ।

১। ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী মিঃ মণ্টেগু ও ভারত কাউন্সিলের সদস্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু নিরাপদে বিলাতে পৌঁছিয়াছেন।

২। পাবনা-জেলার ভুলাইর সুপ্রসিদ্ধা ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা শরিফুন্নেসা খাতুন চৌধুরাণী মহোদয়া বর্ত্তমান সময়ের বস্ত্র-সংকটের দিনে ৫০০ শত অনাথ দীন-দরিদ্রকে বস্ত্রদান করিয়াছেন।

৩। ব্রহ্ম-ফ্রন্টের সংবাদে প্রকাশ, স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান এবং আমেরিকা ভ্রমণকালে যে পিয়ার্সন সাহেব তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটরী ছিলেন, সেই পিয়ার্সন সাহেব চীনের পিকিন-সহরে রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত এবং সাঙ্গাইয়ে প্রেরিত হইয়াছেন।

৪। ভারতরক্ষার আইন অনুসারে গিনি বা টাকা গলাইয়া অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করা অপরাধ বলিয়া গণ্য। গবর্ণমেণ্ট এতদিন কঠোরতা-সহকারে ঐ বিধানের প্রয়োগ করেন নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, গিনি ও টাকা গলাইলে দণ্ড হইবে।

৫। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালী পল্টনের সুবেদার এ, কে, মিত্র আহত হইয়া মারা গিয়াছেন।

৬। বর্ত্তমান বৎসরে ভারতবর্ষের তিনজন ছাত্র "র‍্যাঙ্গলার"-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই তিন জন ছাত্রের মধ্যে একজন কলিকাতার মিঃ এ, সি, ব্যানার্জ্জি [redacted] পুনার মিঃ ডাইবি ; তৃতীয় জন বোম্বাইয়ের মিঃ গুজিকর।

৭। নিম্নলিখিত ব্রাহ্মমহিলাগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন :—

প্রথম বিভাগ।

বীণা রায়চৌধুরী	...ডাওসেসন কলেজ
নলিনী দাসগুপ্তা	... বেথুন কলেজ
ললিতা রায়	" "
সুবালা রায়	"
উষাবালা সেন	

দ্বিতীয় বিভাগ।

সুষমা বন্দোপাধ্যায়	বেথুন কলেজ
সুপ্রভা দাসগুপ্তা	
সুহাসিনী রায়	" "
ললিতা বসু	...ডাওসেসন কলেজ
আশা দত্ত	
সুখময়ী লাহিড়ী	" "
রাবেয়া রায়	... প্রাইভেট

তৃতীয় বিভাগ।

সুরবালা সিংহ	... বেথুন কলেজ

৮। বোম্বাইয়ের সুবোধ পত্রিকায় প্রকাশ,—ছয়টী ব্রাহ্ম মহিলা ইণ্টারমিডিএট ইন্ আর্টস পরিক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন :—

(১) মিসেস্ আর্, আর্, নাবর, (২) কুমারী লবঙ্গিকা দিবেতিয়া, (৩) কুমারী ভবানী নট-রঞ্জন, (৪) কুমারী তাহমতী বীরকর ; এবং (৫ ও ৬) কুমারী দেবও ভাণ্ডারকার।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ কর্ত্তৃক ৩২ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও কোনো সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলবর্ণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং কেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা।

এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোংর

ষ্টার মার্কা

লিনসিড তৈল

রংয়ের কার্য্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

এই তৈল ব্যবহারে রংয়ের কাজ বহুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এই রং ফাটিয়া চটিয়া বা ফোস্কা উঠিয়া নষ্ট হইয়া যায় না। এই কারণে সকলে বহু পরিমাণে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং আশাতীত ফল পান।

এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোং

৮ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

ভীষণ প্রতারণা ! ভীষণ প্রতারণা !!

"মায়াপুর রসায়ন"

জাল হইয়াছে !!

ক্রেতাগণ সাবধান !!!

কোনও কোনও অসাধুব্যক্তি আমাদের ভারত-বিখ্যাত "মায়াপুর রসায়ন" এই নামের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ঠিকানা ও মূল্যাদির মিল রাখিয়া ধাঁধা লাগাইয়া লোক ঠকাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে [illegible] টারি করা ৪০ বৎসরের পরীক্ষিত ভারত-বিখ্যাত—

মায়াপুর রসায়ন

হুগলী জেলার ঋষিপ্রতিম কবিরাজ ৺রামময় বন্দ্যোপাধ্যায়—আবিষ্কৃত। এই শক্তিশালী মহৌষধের অপূর্ব্ব গুণাবলী কে, না জানেন ? ১০০০ এক সহস্র ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর রসায়ন ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, ব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

"মায়াপুর রসায়ন" সপ্ত ধাতুর পোষক, পুষ্টি ও কান্তি বৃদ্ধিকর যে কারণেই শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষয় হউক না কেন ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে সবল ও ক্ষয় অংশের পূরণ করে। আজই পত্র লিখিয়া, বিনা মাশুলে "মায়াপুর রসায়নের" বৃহৎ ব্যবস্থা পুস্তিকা, "কবিরাজী শিক্ষা" নামক পুস্তক লইয়া" বিস্তারিত বিবরণ অবগত হউন।

২০০০০০ দুই লক্ষ সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

ব্রাঞ্চ—১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা ও ভৈষজ্যোদ্যান—

নারিকেলডাঙ্গা ষষ্ঠীতলা রোড, কলিকাতা।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম।

বাজারের সেরা।

অল্প দামে যদি আপনি একটি ভাল টেঁকসই ও মিষ্ট-আওয়াজ-বিশিষ্ট হারমোনিয়ম পাইতে চান, তবে একটী শরৎ ঘোষ কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত হারমোনিয়ম ক্রয় করুন; প্রায় অর্দ্ধেক দামে উচু দরের যন্ত্র লাভ করিবেন। রীড্, চামড়া, কাঠ প্রভৃতি সমস্ত মাল-মসলাই অত্যুৎকৃষ্ট, সুনিপুণ কারিগর দ্বারা নিখুঁতরূপে তৈয়ার। প্রতিযন্ত্রের জন্য কোম্পানী দায়ী থাকিবেন। ৩ অক্টেভ ৪ ষ্টপ সিঙ্গেল রীড্ মূল্য ১৫ টাকা, ৩ অক্টেভ ৫ ষ্টপ ডবল—২৫৲ টাকা। অর্ডারের সহিত ৭৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৩নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্প-গ্রন্থ)—॥৶০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ) ৸০ ; লিল্ক বাঁধাই —১৲ ; স্পর্শমণি—(উপন্যাস) —১৸০

প্রাপ্তিস্থান—২০১নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata

Ramakrishna Mission Institute of Culture Library Kolkata

[illegible]

রামাবোধিনীর অগ্রিমমূল্যাদি [illegible] মূল্য ৩ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যা মূল্য তিন আনা। ভিঃপিঃ [illegible] না। [illegible] না পাইলে রামাবোধিনী পাঠান [illegible] দেখিয়া [illegible] মূল্য বা ভিঃপিঃর টিকিট পাঠাইতে হইবে।

রামাবোধিনী কার্য্যালয়ে কিংবা [illegible] নিকট রামাবোধিনীর [illegible] গ্রাহকগণ চাঁদা দিয়া পাইবেন।

কেহ রেজিষ্টরি করিয়া "রামাবোধিনী" না পান, তবে তাহা [illegible] বৈশাখে আমাদিগকে জানাইবেন।

কোন বিষয় জানিবার থাকিলে, তিনি যেন অগ্রগণ্যপূর্ব্বক [illegible] লিখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

গ্রাহকগণের মধ্যে কেহ স্থানান্তরিত হইলে অগ্রগণ্যপূর্ব্বক জানাইবেন। নতুবা [illegible] না পাইলে, আমরা তজ্জন্য দায়ী হইব না।

৬। আপাততঃ রামাবোধিনীর কোন স্পেশিয়ল এজেন্ট নাই। অতএব পুস্তকাদি নগদ মূল্য বিক্রয় না করিলে, অথবা অগ্রিম মূল্য প্রদান না করিলে, কেহ এজেন্টের নিকট পুস্তকাদি লিখিবেন না। লিখিলে আমরা দায়ী হইব না।

৭। [illegible] হইতে নগদ [illegible] ভেলুএবল্ পোষ্ট বা অন্য উপায়ে পাঠাইয়া রামাবোধিনীর [illegible] পাঠাইবেন, তাহাতে অন্য নামে না পাঠাইয়া কার্য্যালয়ের নামে [illegible] কলিকাতা, — [illegible] পাঠাইবেন।

রামাবোধিনীর [illegible] ও [illegible] নাম [illegible] পত্রাদি কাগজের [illegible] লিখিবেন। [illegible] লোকের [illegible] নিকট [illegible] দেখা হইবে না।

রামাবোধিনী কার্য্যালয়,
নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। [illegible]